ঋগ্বেদ-সংহিতা।

[চতুর্থ খণ্ড]

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-সহরস্থে
"পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্র-নাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩২৬ সালাব্দাঃ।

মূল্য পঞ্চ মুদ্রা।

সপ্তম (২০১) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে, মনুষ্যের পরিত্রাণোপায়-মূলক যজ্ঞের বিষয় ঋভুদেবগণ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, এখানে সেই আদর্শের বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইতেছে। যজ্ঞপক্ষে দেখিতে গেলে, এখানে বলা হইয়াছে যে,—অগ্ন্যাধেয়াদি সপ্তযজ্ঞমূলক এক একটী বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, ক্রমে ক্রমে তাঁহারই সে বর্গ সাধন করিয়া তাঁহারা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ, অগ্ন্যাধেয়াদি একবিংশতি প্রকার যে যজ্ঞকর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে সম্পন্ন করিতে হয়, সেই শুভফলপ্রদ যজ্ঞ তাঁহাদেরই কর্তৃক মর্ত্তালোকে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যজ্ঞের ক্রম, যজ্ঞের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া, কিরূপে কোথায় আমরা প্রাপ্ত হইলাম? সে আদর্শ তাঁহারাই রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত পথে তাঁহাদেরই অনুবর্ত্তন করিয়া, সে তত্ত্ব আমরা এখন পরিজ্ঞাত হইতেছি। বলা বাহুল্য, এ পক্ষে 'ত্রিরা' ও 'সাপ্তানি' পদদ্বয়ে ভাষ্যের ব্যাখ্যারই অনুসরণ করা গেল।

আবার অন্য পক্ষে অন্যরূপ ব্যাখ্যায়ও ঐ এক ভাবের অর্থই পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে। সে পক্ষে 'ত্রিরা' শব্দে অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে—মনে করা যায়; এবং 'সাপ্তানি' শব্দে 'ভূস্' 'ভূবস্' 'স্বর্' 'মহর্' 'জন' 'তপস্' 'সত্য'—এই সাত লোককে বুঝাইতে পারে। 'রত্নানি' শব্দে সকলেই 'মণিমুক্তাদি ধন' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বলি, এখানে ঐ শব্দে যজ্ঞাদি সৎকর্মরূপ ধন—পূর্ব্ব-ঋক্-বর্ণিত চতুর্ব্বর্গাদি ধন—অর্থই সঙ্গত হয়। পূর্ব্ব ঋকের 'চতুরঃ' পদের সহিত এই 'রত্নানি' পদের সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—'সেই ঋভুদেবগণ যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের সুমঙ্গল বিধান করেন; সকল কালে সকল লোকে তাঁহাদের করুণার প্রভাব বিস্তৃত আছে; ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্ব্বর্গরূপ ধনরত্ন-লাভ তাঁহাদেরই আদর্শের অনুসরণ-ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাঁহারা অনুকম্পাপুরঃসর আমাদিগকে সত্যতত্ত্ব জ্ঞাত করুন। যেরূপ যজ্ঞের যেরূপ কর্ম্মের প্রভাবে মনুষ্য হইয়াও আমরা দেবত্বলাভ করিতে পারি, হে ঋভুদেবগণ, আপনারা তাহার উপায় বিধান করিয়া দেন।' ঋকের ইহাই প্রার্থনা। * (১ম—২০সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অধারয়ন্ত বহ্নয়োঽভজন্ত সুকৃত্যয়া।

ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ং ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অধারয়ন্ত। বহ্নয়ঃ। অভজন্ত। সুঽকৃত্যয়া।

ভাগং। দেবেষু। যজ্ঞিয়ং ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বহ্নয়ঃ' (বোঢ়ারঃ, যাগাদিসৎকর্ম্মসম্পাদয়িতারঃ, জ্যোতির্ম্ময়শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাঃ ঋভবঃ ইতি শেষঃ) 'সুকৃত্যয়া' (শোভনকর্ম্মণা, সৎকর্ম্মপ্রভাবেন) 'অধারয়ন্ত' (অমৃতত্বলাভাদমরবৎ প্রাণান্ ধারিতবন্তঃ) 'দেবেষু' (দেবতানাং মধ্যে) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞার্হং, যজ্ঞসম্বন্ধিনং) 'ভাগং' (অংশং) অভজন্ত (সেবিতবন্তঃ)। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন মর্ত্ত্যা অপি ঋভুদেববৎ অমরত্বলাভসমর্থা ভবন্তীত্যুপদেশো বিদ্যতে। (১ম—২০সূ—৮ঋ)।

---

* কিন্তু এ ঋকের যে বঙ্গানুবাদ অধুনা প্রচারিত আছে, তাহা এইরূপ ;—"হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদিগের শোভনীয় স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অভিষবকারীকে তিন প্রকার রত্ন এক এক করিয়া প্রদান কর, এবং তাহার সপ্তগুণ সপ্তবাক্ (বিশায় কর্ম্ম সম্পাদন কর)।" পরবর্ত্তিগণ প্রায় সকলেই এই অনুবাদেরই (রমেশ বাবুর অনুবাদেরই) অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

ত্তশ্চাদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যনেনাদ্যুদাত্তত্বেন ভবিতব্যং। তেন হি পুরস্তাদপবাদেন পরমপি নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং বাধ্যত ইত্যুক্তং। এবং তর্হি কৃঞঃ শ চ। পা০ ৩৩১০০। ইতি স্ত্রিয়াং ভাবে ক্যপ্‌প্রত্যয়ান্তঃ কৃত্যাশব্দঃ। ক্যপঃ পিত্ত্বেঽপি বাভায়েনোদাত্তত্বং। প্রাদিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। ভাগং। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তঃ। যজ্ঞিয়ং। যজ্ঞমর্হতীত্যর্থে। যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ। পা০ ৫।১।৭১। ইতি ঘঃ। তস্য ইয়াদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥ ২॥

* * *

অষ্টম (২০২) ঋকের বিশদার্থ।

একই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন জন যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বেদে যেমন পরিদৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ ঋভুদেবগণের উদ্দেশে বিহিত এই স্তোত্র-মন্ত্রে যেমন লক্ষ্য করিতে পারি, এমন বোধ হয়, আর কুত্রাপি দেখিতে পাই না। বাক্য সত্য নিত্য ও সনাতন হইলেও, কর্ম্মকারীর রীতি-প্রকৃতি-অনুসারে, তাহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিপরীত ভাব পর্য্যন্ত আনয়ন করিতে পারে। এই জন্যই নৈয়ায়িকগণ "সন্ধ্যা আয়াতি" এবংবিধ উক্তির প্রসঙ্গে বিবিধ বিপরীত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। 'সন্ধ্যা আসিয়াছে'—শুনিলে, বিভিন্ন স্তরের লোকের

সে পক্ষে "আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্তস্বর হয়। তাহা হইলে পূর্ব্ববিধির নিষেধ-হেতু, পরবিধি "নঞ্‌সুভ্যাং" সূত্র দ্বারা পরপদের অন্তস্বর যে উদাত্ত, তাহাও বাধিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব সেই জন্যই "কৃঞঃ শচ" (পা০৩৩১০০) এই সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ভাববাচ্যে 'ক্যপ্‌' প্রত্যয়ান্ত 'কৃত্যা' শব্দই যে গৃহীত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে। 'কপ্‌' প্রত্যয়ের পিত্ব হইলেও বিনিময়ে উদাত্তস্বর হইয়াছে। প্রাদি-সমাসে কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরহেতু তাহাই (সেই প্রকৃত স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে। "কর্ষাত্বতঃ" এই সূত্র দ্বারা "ভাগং" এই পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যজ্ঞে যোগ্য হয়'—এই অর্থে "যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাঃ ঘখঞৌ" (পা০৫।১।৭১) এই সূত্র দ্বারা 'যজ্ঞ' শব্দের উত্তর 'ঘ' প্রত্যয় করিয়া তাহার স্থানে 'ই' আদেশে "যজ্ঞিয়ং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে॥ ৮॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

* * *

মনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। যাঁহারা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ; 'সন্ধ্যা আসিয়াছে'—শুনিলে, তাহারা সন্ধ্যা-উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তৎপর হন। যাহারা মদ্যপ বা লম্পট, সন্ধ্যাগম বুঝিয়া, তাহারা আপনাদের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের সুযোগ অন্বেষণ করে। এইরূপ বিভিন্ন লোকের পক্ষে ঐ একই বাক্য বিভিন্ন-রূপ ভাব আনয়ন করিয়া থাকে। বেদ-বাক্যও সেইরূপ বিভিন্ন স্তরের মানবের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার অর্থ দ্যোতনা করে। একাধিক বার আমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি। তথাপি ঋভুদেবগণের উদ্দেশ্যে বিহিত স্তোত্রমন্ত্রের উপসংহারে বিষয়টী আর একবার বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। কেন-না, এই বিংশ-সূক্তের ঋক্-কয়টি হইতে আকাশ-পাতাল-রূপ সম্পূর্ণ-বিপরীত অর্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। দুই তিনটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। তাহাতেই বক্তব্য বিশদ হইয়া আসিবে। প্রথমতঃ, এই সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্‌টির প্রতি লক্ষ্য করুন। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ ঐ ঋক্‌টিতে অসভ্য-জাতির আদিম-সভ্যতা-উন্মেষের চিত্র দেখিতে পান। তদনুসারে 'প্রস্তর-যুগের' অবসানে 'লৌহ-যুগ' ঐ সময় আরম্ভ হইয়াছিল বুঝা যায়। অর্থাৎ, তখন তাঁহারা চমস নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন; এবং ঋভুদেবগণ আবার, একখানা চমসকে (অবশ্য বৃহৎ 'চমস') কাটিয়া চারিখানা চমস প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ-ভাবে সূত্রধরের কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায়, ঋভুগণ দেবত্ব (অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব) লাভ করেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার প্রভাবও প্রকাশ পায়। তাঁহার তখন, 'বেদের সময় আর্য্যগণ ছুতোরের কাজ জানিতেন' এবংবিধ প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পুরস্কৃত হন। অন্য পক্ষে, ঐ ঋকে যাজ্ঞিকগণ এবং সাধকগণ কি ভাবে কি অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাও অনুধ্যান করিয়া দেখুন। ঐ বাক্যের আধ্যাত্মিক ভাবে কি অর্থ পরিগ্রহণ করা যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (ষষ্ঠ ঋকের বিশদ ব্যাখ্যায়) বিবৃত করিয়াছি। তদ্ভিন্ন, উহাতে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে। একটা চমস আছে; চারিটার আবশ্যক হইয়াছে; যজ্ঞে বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা

ঘটিয়াছে ; সে ক্ষেত্রে, সেই একটী চমসকেই চতুর্ধা বিভাগের ব্যবস্থা হইতে পারে, অর্থাৎ একটীর দ্বারাই চারিটী চমসের কার্য্য চলিতে পারে। ফলতঃ, দুই একটী চমসের অভাব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যে যজ্ঞ পণ্ড হইবে, তাহা নহে। যজ্ঞে একাগ্রচিত্ত তন্ময় হইতে পারিলেই যজ্ঞ সিদ্ধ হওয়ার আশা আছে। এইরূপ, এ সূক্তের প্রতি ঋক্ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। বিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই ভাবই গ্রহণ করিবেন ; তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

চমসকে চতুর্ধা বিভক্ত করা বিষয়ে যেমন অর্থান্তর ঘটিয়াছে, এইরূপ মানুষের মুখে মুখে ঋভ্রান্ত-রচনা (প্রথম ঋক্), ঋভুদেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের অশ্বপালকের কার্য্য করা (দ্বিতীয় ঋক্), অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য ঋভুদেবগণ কর্তৃক রথ ও ধেনু প্রস্তুত করণ (তৃতীয় ঋক্), বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পুনরায় নবযৌবন-দান (চতুর্থ ঋক্), দেবগণ সহ ঋভুদেবতা-দিগের সোমরস-রূপ মদ্যদান (পঞ্চম ঋক্) ইত্যাদি বিষয়েও অর্থ-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে ; এবং তদ্দ্বারা মানব-সমাজ বিষম বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

এই যে অষ্টম ঋক্‌টি,—যাহার ব্যাখ্যা-বিবৃতি-উপলক্ষে পূর্ব্বরূপ সূচনায় প্রবৃত্ত হইলাম,—ইহার সম্বন্ধেও ঐরূপ মতান্তর দেখিতে পাই। ঋকের 'বহ্নয়ঃ' শব্দে 'অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করা হয় ; আর তাহাতে 'সুকৃত্যয়া' শব্দ-সহযোগে অশ্বের ন্যায় 'সুকৃতির দ্বারা' অর্থ উদ্ধার করা যায়। দেবতার (বড়লোকের) অশ্ব হওয়াও সুকৃতি-সাপেক্ষ ; তাহাতে (সুখেই) ভালভাবেই জীবন (অধারয়ন্ত) ধারণ করা যায় ; আর, তাহাতে দেবগণের পরিত্যক্ত (দেবেষু—দেবপরিত্যক্তেষু) যজ্ঞাংশ (যজ্ঞীয়ং ভাগং) ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করার সৌভাগ্য আসে। যাঁহাদের প্রবৃত্তি হয়, তাঁহারা এ অর্থও গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা কিন্তু তাহা পারিলাম না। ইহাতে 'সন্ধ্যা আয়াতি' শুনিয়া কুপথ-বিপথ যে পথেই আমাদের যাওয়া ঘটুক, তাহার আর গত্যন্তর নাই !

যাহা হউক, এখন আমরা এই অষ্টম ঋক্‌টির কি অর্থ সঙ্গত মনে করি, তাহারই একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। 'বহ্নয়ঃ' শব্দে 'যাগাদি-সৎকর্ম্ম-প্রভাবে জ্যোতির্ম্ময় স্বৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন' এবং 'অধারয়ন্ত' পদে 'অমরত্ব লাভ করিয়া আছেন'—ভাব গ্রহণ করা যায়। 'সুকৃত্যয়া' পদে

'সৎকর্ম্মের দ্বারা' অর্থ উপলব্ধ হয়। তাহাতে ঋকের প্রথমাংশের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'সেই ঋভুদেবগণ যাগাদি-সৎকর্ম্ম প্রভাবে মরণাতীত অবস্থা—অমৃতত্ব—লাভ করিয়াছেন।' তদনুসারে ঋকের শেষাংশের ভাবার্থ এই হয় যে,—'দেবগণের প্রাপ্য যজ্ঞাংশ (পূজা) তাঁহারা প্রাপ্ত হন।' ফলতঃ, এই মানুষই যে দেবতা হইতে পারে এবং দেবত্বের সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়, ঋভুদেবগণ তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। সে হিসাবে, এখানকার প্রার্থনা এই যে,—'আমরা মানুষ, আমরা যেন তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারি, আমরা যেন তাঁহাদের ন্যায় সৎকর্ম্মশীল হইয়া পরাগতি লাভ করি।' (১ম—২০সূ—৮ঋ)।

একবিংশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

ইহেন্দ্রাগ্নী ইত্যাদিকং ষড়্চং চতুর্থং সূক্তং। তস্য ঋষিশ্ছন্দসী পূর্ব্ববৎ। দেবতা-ত্বনুক্রমাতে। ইহ ষড়ৈন্দ্রাগ্নমিতি। বিনিয়োগস্ত্বগ্নিষ্টোমেঽচ্ছাবাকশস্ত্র ইহেন্দ্রাগ্নী উপহ্বয় ইতি সূক্তং। স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাদিতি খণ্ড ইহেন্দ্রাগ্নী উপেয়ং বামস্য মন্মন ইতি নব। আ০ ৫।১০। ইতি সূত্রিতত্বাৎ। তথাভিপ্লবষড়হে প্রাতঃসবনেঽচ্ছাবাকশস্ত্রে স্তোমাতিশংসনার্থ-মেতদেব সূক্তং। তথা চ সূত্রিতং। অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানীত্যুপক্রম্যেহেন্দ্রাগ্নী ইন্দ্রাগ্নী আগতং। আ০ ৭।৫। ইতি। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ইহেন্দ্রাগ্নী" ইত্যাদি ছয়টী ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত, চতুর্থ সূক্ত নামে অভিহিত। ইহার ঋষি ও ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। দেবতা অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—"ইহ ষড়ৈন্দ্রাগ্নং"। অর্থাৎ, এই সূক্তের দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি। অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে 'অচ্ছাবাক' নামক ঋত্বিকের শস্ত্রকর্ম্মে "ইহেন্দ্রাগ্নী উপহ্বয়" এই সূক্তটী বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাৎ" এই খণ্ডে "ইহেন্দ্রাগ্নী উপেয়ং বামস্য মন্মনঃ"—এই নয়টী ঋক্ সূত্রিত হইয়াছে (আ০৫ ১০)। সেইরূপ অভিপ্লবষড়হ যজ্ঞে প্রাতঃসবনে আচ্ছাবাক নামক ঋত্বিকের শস্ত্রকর্ম্মে স্তোমমন্ত্রের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত এই সূক্তটী অভিহিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে, যথা,—"অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানীত্যুপক্রম্যেহেন্দ্রাগ্নী ইন্দ্রাগ্নী আগতং" (আ০৭।৫) ইতি। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। একবিংশসূক্তং

পঞ্চমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ঃ বর্গঃ।

একবিংশসূক্তং।

এই সূক্তে ইন্দ্র ও অগ্নি—এই দুই দেবতার উপাসনা আছে। মনুষ্যভাবে তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেও করা যায়, আবার দেবভাবে তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেও অর্থসঙ্গতি হয়। ঋকের অভ্যন্তরে দুই ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যাঁহারা যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহাদের নিকট সেইরূপ অর্থই উপলব্ধ হইবে।

সূক্তে সোমপানের প্রসঙ্গ আছে। সূক্তে রাক্ষসকুল-নাশের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। অগ্নিদেবকে এবং ইন্দ্রদেবকে যাঁহারা যোদ্ধৃ-পুরুষ এবং দেশপতি সম্রাট বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে সূক্তের অর্থ হইবে,—যাজ্ঞিকগণ যেন সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-দানে অগ্নিকে ও ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত ও উত্তেজিত করিতেছেন। উদ্দেশ্য—শত্রুনাশ। আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধের যে এক কল্পিত ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে, ঐরূপ অর্থ-নিষ্কাষণে সে পক্ষে এই সূক্ত হইতে তাঁহারা অভীষ্টানুরূপ সহায়তা পাইতে পারেন।

কিন্তু যাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা এই সূক্তে সম্পূর্ণ অন্যভাব প্রত্যক্ষ করিবেন। তাঁহারা দেখিবেন, দেবোদ্দেশে প্রার্থনার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। দেবতা সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন। সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে সোম আর মাদক-দ্রব্য নহে; সেখানে 'সোম' অর্থ—অন্তরের ভক্তি-সুধা। সেখানে রাক্ষস-কুলের সংহার-সাধন আর আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধের ফল নহে; অন্তরস্থিত রিপু-শত্রুর সংহারই সেখানে রাক্ষস-কুলের বিনাশ-সাধন। সেখানে অগ্নি ও ইন্দ্র আর মানুষ নহেন; তাঁহারা সেখানে ভগবদ্বিভূতি-রূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। সূক্তের এক একটী ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন, স্বরূপতত্ত্ব আপনা-আপনিই অধিগত হইবে।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে একবিংশসূক্তং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো
মেধাতিথিঃ। ইন্দ্রাগ্নী দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
অগ্নিষ্টোমেঽচ্ছাবাকশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

ইহেন্দ্রাগ্নী উপহ্বয়ে তয়োরিৎ স্তোমমুশ্মসি

তা সোমং সোমপাতমা ॥ ১ ॥

পাদ-বিশ্লেষণং।

ইহ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। উপ। হ্বয়ে। তয়োঃ। ইৎ। স্তোমং। উশ্মসি।

তা। সোমং। সোমঽপাতমা ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইহ' (অস্মিন যজ্ঞে, কর্ম্মণি) 'তা' (তৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'সোমপাতমা' (হবির্গ্রহণপরৌ, ভক্তিসুধাপানশীলৌ, ভক্তাধীনৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়ৌ) অহং 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি); 'তয়োঃ' (দেবয়োঃ) 'ইৎ' (এব, সকাশং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং) 'উশ্মসি' (কাময়ামহে) বয়মিতি শেষঃ। সর্ব্বে লোকাঃ সুফলপ্রদং স্তোত্রমন্ত্রং কাঙ্ক্ষন্তি; তস্মাৎ যথার্থমন্ত্রলাভার্থং তৌ ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ অহং প্রার্থয়ামি ইতি ভাবঃ। (১ম—২১সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই যজ্ঞে আমি সেই ভক্তিসুধাপানশীল প্রখ্যাত ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি। আমাদের কামনা এই যে, আমরা সকলেই যেন তাঁহার যথাযোগ্য স্তুতিমন্ত্র প্রাপ্ত হই। (১ম—২১সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

উতাস্মিন্ কর্ম্মণীন্দ্রাগ্নী দেবাবুপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। তয়োরিদিন্দ্রাগ্ন্যোরেব স্তোমং স্তোত্রমুশ্মসি। কাময়ামহে। সোমপাতমা অতিশয়েন সোমং পাতুং ক্ষমৌ তৌ দেৌ দেবৌ। সোমং পিবতামিতি শেষঃ॥

ইন্দ্রাগ্নী। অত্র দেবতাদ্বন্দ্বেঽপি পূর্ব্বপদস্যানঙ্ ন ভবতি। তত্র হি দ্বন্দ্বে ইত্যনুবৃত্তৌ পুনর্দ্বন্দ্বগ্রহণাল্লোকপ্রসিদ্ধসাহচর্য্যাণামেব দ্বন্দ্বে আনঙিত্যুক্তং। পা০ ৬।৩।২৬। তস্মাদত্রাবগ্রহে হ্রস্ব ইন্দ্রশব্দঃ। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। দেবতাদ্বন্দ্বেচেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং তু ন ভবতি। অগ্নিশব্দস্যানুদাত্তাদিত্বেন নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ। পা০৬।২।১৪২। ইতি প্রতিষেধাৎ। উশ্মসি। বশ কান্তৌ। লটো মস্। ইদন্তো মসিরিতীকারোপজনঃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। মসেঙিত্বাদগ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং। তা সোমপাতমা। উভয়ত্র সুপাংসুলুগিত্যাকারঃ॥ ১॥

প্রথম (২০২) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের প্রার্থনায় মনে হয়, যাজ্ঞিক যেন জগতের সকলের মঙ্গল-কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদেবকে ও অগ্নিদেবকে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মে অগ্নিদেবকে ও ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি। সেই ইন্দ্রদেবের এবং অগ্নিদেবেরই স্তোত্রমন্ত্রকে আমরা কামনা করিতেছি। অতিশয়রূপে সোমপান করিতে সক্ষম সেই দেবদ্বয় সোমকে পান করুন।

"ইন্দ্রাগ্নী" এস্থলে দেবতাদ্বয় হইলেও পূর্ব্বপদের আনঙ্ হয় নাই। আনঙের স্থলে 'দ্বন্দ্বে' এই অনুবৃত্তি অধিকারে পুনরায় 'দ্বন্দ্ব' পদের গ্রহণ-বশতঃ লোকপ্রসিদ্ধ (পরস্পর) সহচর-দেবতা-সমূহের দ্বন্দ্বেতেই আনঙ্ হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে (পা০ ৬৩২৬)। সেই হেতু এস্থলে হ্রস্বান্ত ইন্দ্র শব্দেরই গ্রহণ হইল। "সমাসস্য" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। কিন্তু "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" সূত্রানুসারে উভয় পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হয় নাই। কারণ, অগ্নি শব্দের আদিস্বর অনুদাত্ত বলিয়া "নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ" (পা০ ৬২।১৪২) সূত্র অনুসারে সেই প্রকৃতিস্বরত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। "উশ্মসি" এই পদটীতে কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতুর উত্তর লটের 'মস্' বিভক্তি করিয়া "ইদন্তোমসিঃ" এই সূত্র দ্বারা 'মস্' বিভক্তির স্-কারে ই-কার হইয়াছে। এস্থলে অদাদিত্বহেতু শপের লোপ ও মস্ এর ঙিত্বহেতু "গ্রহিজ্যা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (বশ্ স্থানে উশ্) হইয়াছে। "তা" এবং "সোমপাতমা" এই উভয় পদেই "সুপাংসুলুক্" সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে॥ ১॥

আহ্বান করিয়া কহিতেছেন,—'আপনাদের যথাযোগ্য স্তুতিমন্ত্র যেন বিশ্ববাসী আমরা সকলেই প্রাপ্ত হই।'

'কেমন করিয়া ডাকিব? কি নামে কি ভাবে আহ্বান করিব? কেমন করিয়া ডাকিলে, সে ডাক তোমার নিকট পৌঁছিবে? কেমন ভাবে আহ্বান করিলে, সে আহ্বান তুমি শুনিতে পাইবে?' এ সংশয়, সকল কালে সকল-লোক-ব্যাপিয়া বিদ্যমান্ রহিয়াছে। 'ভগবান—কোথায় তিনি? কোন্ মন্ত্র—কোন্ স্বর উপযোগী তাঁহার? হে দেব! তোমাদের এ তত্ত্ব তোমরাই জানাইয়া দেও। সেই জানা জানিয়া, সেই পথে আমরা অগ্রসর হই।'

'জগতের সকলে কিসে সুমন্ত্র প্রাপ্ত হয়, সুমন্ত্র সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেবতার শরণ লইতে পারে, দেবগণ, তোমরাই তাহার উপায়-বিধান করিয়া দেও';—এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২১সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

তা যজ্ঞেষু প্রশংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ।

তা গায়ত্রেষু গায়ত॥ ২॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তা। যজ্ঞেষু। প্র। শংসত। ইন্দ্রাগ্নী। ইতি। শুম্ভত। নরঃ।

তা। গায়ত্রেষু। গায়ত॥ ২॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (নর—হে প্রার্থনাকারিন্, সাধো, যাজ্ঞিকঃ) 'তা' (তৌ—প্রখ্যাতৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ) 'যজ্ঞেষু' (অনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মসু) 'প্রশংসত' (শস্ত্রৈঃ মন্ত্রৈঃ স্তুত) তথা তৌ 'শুম্ভত' (বিবিধালঙ্কারৈঃ গুণকীর্ত্তনেন চ শোভয়ত) তথা তৌ 'গায়ত্রেষু (গায়ত্রীমন্ত্রেষু সামরূপেণ ইতি যাবৎ) 'গায়ত' (তয়োস্তুতিমা গানং কুরুত) যূয়মিতি শেষঃ। প্রত্যাদেশমূলকং ইদং স্তোত্রং। ভগবৎকৃপয়া অত্র যাজ্ঞিকঃ কর্ম্মপদ্ধতিং লভতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২১সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রার্থনাকারিন্! অনুষ্ঠীয়মান্ যজ্ঞে (প্রতি কর্ম্মের মধ্যে) সেই প্রখ্যাত ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়ের স্তব কর, তাঁহাদিগকে বিবিধ অলঙ্কারে (গুণানুকীর্ত্তনরূপ অলঙ্কার দ্বারা) বিভূষিত কর, আর গায়ত্রীমন্ত্রে তাঁহাদিগের স্তুতিগানে সর্ব্বথা প্রবৃত্ত হও। (১ম—২১সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরো মনুষ্যা ঋত্বিজঃ। তা পূর্ব্বোক্তৌ তাবিন্দ্রাগ্নী যজ্ঞেষনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মসু প্রশংসত শস্ত্রৈঃ। তথা শুম্ভত। নানাবিধৈরলঙ্কারৈঃ শোভিতৌ কুরুত। তথা তা। পূর্ব্বোক্তাবিন্দ্রাগ্নী গায়ত্রেষু গায়ত্রীচ্ছন্দস্কেষু মন্ত্রেষু সামরূপেণ গায়ত ॥

তা। সুপাংসুলুগিত্যাকারঃ। শুম্ভতা অস্য সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (২০৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—হোতা যেন ঋত্বিক প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণকে সম্বোধন করিয়া দেবতার স্তবাদি-বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মনুষ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণ! আপনারা সেই পূর্ব্বকথিত ইন্দ্রদেবকে এবং অগ্নিদেবকে অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্মে শস্ত্রমন্ত্র-সমূহের দ্বারা প্রশংসা করুন এবং নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত করুন। অপিচ, সেই প্রাগুক্ত ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবদ্বয়কে গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্ত সামরূপ মন্ত্রের দ্বারা গান করুন।

"তা" পদটীতে "সুপাংসুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ। "শুম্ভতা" পদটীর সংহিতাতে "অন্যেষামপিদৃশ্যতে" এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে ॥ ২ ॥

আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমাদের মত এই যে,—এই দ্বিতীয় ঋক্ প্রথম ঋকের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। প্রথম ঋকে প্রার্থনা ছিল; —'আমরা যেন তোমার স্তুতিমন্ত্র প্রাপ্ত হই; অর্থাৎ, হে দেব, তোমার অর্চ্চনার পদ্ধতি আমাদিগকে জানাইয়া দেও।' দ্বিতীয় ঋক্‌টি, আমরা মনে করি, তাহারই উত্তর-মূলক।

ভগবান যেন বলিতেছেন, সাধক যেন দিব্য-কর্ণে শুনিতে পাইতেছেন, —'হে প্রার্থনাকারিন্, তোমরা যদি ভগবানের অনুগ্রহলাভ করিতে চাও, তবে তোমাদের প্রতি-কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ কর; অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি-কর্ম্মের সহিত যেন তাঁহার সম্বন্ধ থাকে। আর, তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত কর, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হও; কেন-না, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার মহিমা অনুধ্যান করিতে করিতে, তুমিও সে গুণের—সে মাহাত্ম্যের অধিকারী হইতে পারিবে। আর, তাঁহার স্তুতিগান কর,—গায়ত্রী-মন্ত্রে সামগানে তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হও। তাহাতে, শাস্ত্রানুসারী পথে চলিতে চলিতে, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, সদ্ভাবনিবহ আপনিই হৃদয়ে সঞ্জাত হইবে।'

এ ঋকে এ মন্ত্রে সাধক যেন আত্মতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। কোন্ পথে চলিলে, কি উপায় করিলে, শ্রেয়ঃ-লাভ হইবে,—এখানে যেন তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রার্থনা-পক্ষে ঋক্‌টির সার্থকতা এই যে, সাধক আত্ম-দৃষ্টিতে নিগূঢ়-তত্ত্ব অবগত হইয়া, আপনা-আপনিই ভগবানের স্তবারাধনায় উদ্‌বুদ্ধ হইতেছেন; আপনাকেই আপনি সম্বোধন করিয়া ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত-কর্ম্মের জন্য উপদেশ দিতেছেন। (১ম—২১সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

তা মিত্রস্য প্রশস্তয় ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে

সোমপা সোমপীতয়ে॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তা। মিত্রস্য। প্রঽশস্তয়ে। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। তা। হবামহে।

সোমঽপা। সোমঽপীতয়ে॥ ৩॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মিত্রস্য' (সমানুষ্ঠাতুঃ, সমধর্ম্মাক্রান্তস্য নরস্য) 'প্রশস্তয়ে' (প্রশস্তিনিমিত্তং, মঙ্গলার্থং) 'তা' (তৌ—লোকহিতসাধকৌঃ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়ৌ) 'হবামহে' (আহ্বায়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ। 'সোমপা' (সোমপানশীলৌ, ভক্তিসুধাগ্রহণকারিণৌ, ভক্তাধীনৌ) '' (তৌ—ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, অস্মাকং পূজাগ্রহণার্থং) আহ্বয়াম। সর্ব্বলোকমঙ্গলকামনয়া উদ্বুদ্ধাঃ সন্তঃ সাধবঃ দেবদ্বয়ং আহ্বয়ন্তে ইতি ভাবঃ। (১ম—২১সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রলোকের (সমধর্ম্মাক্রান্ত মানবের) মঙ্গলের নিমিত্ত সেই (লোকহিত-সাধক) ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি। ভক্তিসুধাগ্রহণশীল সেই দেবদ্বয় সোমপানের জন্য আমাদের (পূজা-গ্রহণের জন্য) আগমন করুন। (১ম—২১সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মিত্রস্য স্নেহবিষয়স্য সমানুষ্ঠাতুঃ প্রশস্তয়ে তা পূর্ব্বোক্তৌ দেবৌ সম্পদ্যেতামিতি শেষঃ। যদ্বা মিত্রস্য মম সম্বন্ধিনৌ তাবিন্দ্রাগ্নী প্রশস্তয়ে প্রশংসিতুমিচ্ছাম ইতি শেষঃ। সোমপা সোমপানক্ষমৌ তা পূর্ব্বোক্তাবিন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে সোমপানার্থং হবামহে। আহ্বয়ামঃ॥ প্রশস্তয়ে। তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ। পা০২।৩।১৫। ইতি চতুর্থী। কৃদুত্তরপদ-

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

স্নেহবিষয়ে সমান অনুষ্ঠানকর্ত্তার প্রশংসার নিমিত্ত সেই পূর্ব্বোক্ত (ইন্দ্র ও অগ্নি) দেবদ্বয় সম্পাদিত (আহূত) হউন। অথবা, আমার সম্বন্ধীয় মিত্রদেবের প্রশংসার জন্য, সেই ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেবকে আবাহন করিতেছি। সোমপানসমর্থ সেই প্রাগুক্ত ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়কে সোমপানের নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি।

"প্রশস্তয়ে" এই পদটীতে "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ" (পা০ ২।৩।১৫) এই সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া "তাদৌ চ নিতি

প্রকৃতিস্বরত্বং বাধিত্বা তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ। পা০৬।২।৫০। ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সোমপীতয়ে। সোমস্য পীতি যস্মিন্ কর্ম্মণি তস্মৈ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সোমস্য পীতিরিতি তৎপুরুষে বা দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৩॥

তৃতীয় (২০৪) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, যেন মিত্রদেবের প্রশংসার জন্য ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়কে অনুরোধ করা হইতেছে ; যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর পক্ষে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব যেন মিত্রদেবের তুষ্টিসাধন করেন ;—সে হিসাবে প্রার্থনার ইহাই লক্ষ্য।

কিন্তু ঋকের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। সায়ণের ভাষ্যেও, আমাদের পরিগৃহীত প্রকৃত অর্থের একটু আভাষ পাওয়া যায়। 'মিত্রস্য প্রশস্তয়ে' শব্দদ্বয়ের অর্থ, আমরা মনে করি, সমধর্ম্মাবলম্বী মিত্রমাত্রেরই অর্থাৎ মনুষ্য-মাত্রেরই মঙ্গলসাধন করুন,—ইন্দ্রাগ্নি-দেবতাদ্বয়ের নিকট সেইরূপ প্রার্থনাই জানান হইয়াছে। সে অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রথম ও দ্বিতীয় ঋকের অর্থের সহিত এ ঋকের অর্থের বেশ সামঞ্জস্য থাকে।

প্রথম প্রার্থনা ছিল—সকলের মঙ্গলকামনায় ; দ্বিতীয় ঋকে সে মঙ্গল কি প্রকারে অধিগত হইতে পারে, তাহার আভাষ দেওয়া হইল। এই তৃতীয় ঋকে সে মঙ্গলপ্রদ কর্ম্মে মানুষ যেন প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে।

মর্ম্মার্থ এই যে,—'জানি সব, বুঝি সব ; কিন্তু প্রবৃত্তি নাই—কর্ম্ম-সামর্থ্য নাই। হে দেব, তোমরা সদয় হইয়া তেমন প্রবৃত্তি দেও—তেমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান কর, যাহাতে সমগ্র মানব-সমাজের প্রশস্তি আসে, মঙ্গল সাধন হয়, তাহারা প্রশংসার্হ হয়।' (১ম—২১সূ—৩ঋ)।

কৃত্যতৌ" (পা০ ৬২।৫০) এই সূত্র দ্বারা গতির (প্র-এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "সোমপীতয়ে" এই পদটি, "সোমের পীতি যে কর্ম্মে আছে" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন। ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। অথবা, "সোমের পীতি" এইরূপ তৎপুরুষ সমাস করিলেও 'দাসীভারাদি' বলিয়া পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইবে॥ ৩॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

উগ্রা সন্তা হবামহ উপেদং সবনং সুতং

ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাং॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উগ্রা। সন্তা। হবামহে। উপ। ইদং। সবনং। সুতং

ইন্দ্রাগ্নী ইতি। আ। ইহ। গচ্ছতাং॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'উগ্রা' (উগ্রৌ, তেজস্বিনৌ) 'সন্তা' (সন্তৌ, সাধূ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ) 'ইদং' (অনুষ্ঠীয়মানং) 'সবনং' (যজ্ঞাদিকর্ম্ম) 'সুতং' (সুসংস্কৃতং আহবনীয়ং, সুক্ষ্মদ্রব্যাংশং) 'উপ' (সমীপে) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ); তৌ 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে) 'আ গচ্ছতাং' (আগত্য অধিতিষ্ঠতাং)। ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ দুষ্টানাং প্রতি সদা উগ্রৌ, সজ্জনানাং প্রতি চিরসদয়ভাবাপন্নৌ; তৌ দেবৌ দুষ্টশাসকৌ শিষ্টপালকৌ ইতি ভাবঃ। (১ম—২১সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয় উগ্র অথচ সাধু (দুষ্টশাসক ও শিষ্টপালক); তাঁহাদিগকে এই যজ্ঞে আহবনীয়-সমীপে (হৃদয়ের ভক্তিসুধা-সমীপে) আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আগমন করুন। (১ম—২১সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুতমভিষবোপেতমিদমনুষ্ঠীয়মানং সবনং প্রাতঃসবনাদিরূপং কর্ম্মোপসামীপ্যেন প্রাপ্তুমুগ্রাঃ সন্তা বৈরিবধাদিষু ক্রূরৌ সন্তৌ দেবৌ হবামহে। আহ্বয়ামঃ। ইন্দ্রাগ্নী দেবাবিহ কর্ম্মণ্যাগচ্ছতাং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অভিষবসংস্কারযুক্ত এই অনুষ্ঠীয়মান প্রাতঃসবনাদিরূপ কর্ম্মের সমীপে পাইবার নিমিত্ত বৈরিবধাদিব্যাপারে ক্রূর দেবতাদ্বয়কে (ইন্দ্রদেবকে ও অগ্নিদেবকে) আহ্বান করিতেছি; ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব এই কর্ম্মে আগমন করুন।

সন্তা অস্তেঃ শতরি শ্নসোরল্লোপঃ। সবনং সুতমিতি দ্বয়ং সোমং নঃ স্তোম মাগহীত্যত্রোক্তং ॥ ৪ ॥

চতুর্থ (২০৬) ঋকের বিশদার্থ

ঋকের 'উগ্রা' ও 'সন্তা' পদদ্বয় বিপরীত-ভাব-প্রকাশক। ঐ দুই শব্দ, দুষ্ট ও শিষ্ট দুই শ্রেণীর লোকের প্রতি, তাঁহাদের দুই রূপ ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'সুতং' শব্দে কেহ কেহ সোমরস মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ সূচনা করেন। বলা বাহুল্য, সে অর্থ রুচি-প্রকৃতি-সাপেক্ষ। ফলতঃ, ঋকের সাধারণ ও সরল অর্থ এই যে—'ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয় দুষ্টের দমনকর্তা এবং শিষ্টের পালনকর্তা। তাঁহারা আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। আমরা যেন তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ সৎকর্মানুষ্ঠানে সমর্থ হই। তাঁহারা আসিয়া যেন আমাদের যজ্ঞে (হৃদয়ে) আসন গ্রহণ করেন।' ঋকের ইহাই মর্মার্থ। (১ম—২১সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নী রক্ষ উব্জতং।

অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিণঃ ॥ ৫ ॥

* * *

"সন্তা" এই পদটিতে 'অস্' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া "শ্নসোরল্লোপঃ" সূত্রানুসারে ধাতুর অকারের লোপ হইয়াছে। "সবনং" ও "সুতং" এই পদদ্বয় "সোমং ন স্তোমমাগহি" এই ঋকের ভাষ্যানুবাদে বিবৃত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণ

তা। মহান্তা। সদস্পতী ইতি। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। রক্ষঃ।

উব্জতং। অপ্রজাঃ। সন্তু। অত্রিণঃ॥ ৫

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'তা' (তৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'মহান্তা' (মহান্তৌ, মহাপ্রভাববিশিষ্টৌ) 'সদস্পতী' (সজ্জনপালকৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ) 'রক্ষঃ' (রাক্ষসাদিকং, কাপট্যং) 'উব্জতং' (ঋজু কুরুতং, ক্রৌর্যং পরিত্যাজয়তং), 'অত্রিণঃ' (ভক্ষকাঃ রাক্ষসাঃ, সদ্ভাবনাশকাঃ রিপবঃ) 'অপ্রজাঃ' (অনুৎপন্নাঃ, নির্মূলাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। সদ্ভাবরক্ষকৌ তৌ ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ কাপট্যাদিনাশকৌ [illegible] ভবতঃ ইতি ভাবঃ। (১ম—২১সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই মহাপ্রভাববিশিষ্ট সজ্জনপালক ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয় ক্রূরজনকে (কাপট্যাদিকে) সরল (বিদূরিত) করেন। সদ্ভাব-নাশকশত্রুগণ (রিপুগণ) তাঁহাদের কর্তৃক নির্ব্বংশ (নির্ম্মূল) হউক। (১ম—২১—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

তৌ পূর্বোক্তাবিন্দ্রাগ্নী রক্ষো রাক্ষসজাতিমুব্জতং। ঋজুকুরুতং। ক্রৌর্যং পরিত্যাজয়তমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ। মহান্তা। মহান্তৌ গুণৈরধিকৌ। সদস্পতী। সভাপালকৌ। তয়োঃ প্রসাদাদত্রিণো ভক্ষকা রাক্ষসা অপ্রজা অনুৎপন্নাঃ সন্তু॥

মহান্তা। সান্তমহতঃ সংযোগস্য। পা০ ৬।৪।১০। ইতি দীর্ঘঃ। সদস্পতী। সদসস্পতী ইতি সমাসে ষষ্ঠ্যা লুকি প্রাতিপদিকসকারস্য রুত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। উভে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব, রাক্ষসজাতিকে সরলস্বভাবসম্পন্ন করুন। অর্থাৎ, হিংসা পরিত্যাগ করান। সেই ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব কিরূপ? অধিকগুণশালী, সভার পালক। সেই দেবদ্বয়ের অনুগ্রহে ভক্ষক রাক্ষসগণ যেন উৎপন্ন না হয়।

'মহান্তা" পদ "সান্তমহতঃ সংযোগস্য" (পা০ ৬।৪।১০) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ। "সদস্পতী" এই পদটী 'সদসস্পতী' শব্দের সমাসে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ করিয়া প্রাতিপদিক স্-কারের স্থানে ছান্দস-প্রযুক্ত রুত্ব (বিসর্গ) হয় নাই। উক্ত 'সদস্পতী' শব্দের "উভে

বনস্পত্যাদিষু যুগপদিত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রাগ্নী। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অপ্রজাঃ। প্রজায়ন্ত ইতি প্রজাঃ। অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা০৩২১০১। ইতি জনের্ডপ্রত্যয়ঃ। ন প্রজা অপ্রজাঃ। প্রজাশব্দস্য বহুব্রীহৌ চ নিত্য মসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা০ ৫।৪।১২২। ইত্যসিজাদেশঃ স্যাৎ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। অত্রিণঃ তৃজন্তস্যাতৃশব্দস্য জসশ্ছান্দশ ইনুড়াগমঃ। চিত ইতি ঋকার উদাত্ত। তস্য যণাদেশ উদাত্তযণোহলপূর্ব্বাদিতীকার উদাত্তঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চম (২০৬) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকে দুই দিক হইতে দুই ভাব গ্রহণ করা যায়। আর্য্যের ও অনার্য্যের সংগ্রামের বিষয় স্মরণ করিয়া যাঁহারা অর্থ করিতে যাইবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,—এই ঋকে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র ও অগ্নি সেই রাক্ষসস্বরূপ অনার্য্যদিগকে 'সোজা করিয়া আনিয়াছিলেন' এবং তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন। এ পক্ষে, ইন্দ্র এক দেশের রাজা এবং অগ্নি আর এক দেশের রাজা অথবা তিনি ইন্দ্রের পক্ষের একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন—এইরূপ মনে করা হইয়া থাকে।

আমরা কিন্তু এই ঋকের অর্থ অন্যরূপ মনে করি। এ ঋকে কোনও কালাকালের সম্বন্ধ নাই। আবহমান্‌কাল সংসারে যে সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহারই বিষয় এই ঋকে বিবৃত আছে। 'সদস্পতী' শব্দে সদ্ভাবরক্ষক—সত্ত্বগুণের পরিপোষক এইরূপ অর্থ সূচিত হয়। 'রক্ষঃ' শব্দে

"বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ" এই সূত্র দ্বারা উভয় পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ইন্দ্রাগ্নী" পদের আমন্ত্রিত আদিস্বর উদাত্ত। "অপ্রজাঃ এই পদটীতে 'প্রকৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করে' এই অর্থে "অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে" (পা০ ৩।২।১০১) এই সূত্র দ্বারা প্র উপসর্গ পূর্ব্বক 'জন্' ধাতুর উত্তর 'ড' (অ) প্রত্যয় করিয়া 'প্রজা' পদটী নিষ্পন্ন। অনন্তর 'নয় প্রজা' এইরূপ সমাস করিয়া 'অপ্রজাঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'প্রজা' শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইলে "নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ" (পা০ ৫।৪।১২২) এই সূত্র দ্বারা 'অসিচ' আদেশ হইয়াছে। ইহার অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত 'অতৃ' শব্দের উত্তর ছান্দস-প্রযুক্ত জসের ইনুড়াগমে "অত্রিণঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "চিতঃ" সূত্রানুসারে ইহার ঋ-কার উদাত্ত। সেই ঋ-কারের স্থানে 'যণ্ আদেশ হইলে অর্থাৎ ঋ-কারের স্থানে র-কার হইলে "উদাত্তযণো হল্‌পূর্ব্বাৎ" এই সূত্র দ্বারা উক্ত "অত্রিণঃ" পদটীর ই-কার উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

কাপট্যাদি হৃদয়ের অসদ্‌বৃত্তিনিচয় বুঝায়। 'উব্জতং' পদ ঋজুকরণের ভাবদ্যোতক। 'রক্ষঃ উব্জতং' পদদ্বয়ে 'কপটতাকে সরল করিয়া আনা' ভাব আসে। অর্থাৎ, হৃদয়ের অসদ্‌বৃত্তি-সমূহের বক্রগতিকে তাঁহারা দমিত করিয়া রাখেন। 'অত্রিণঃ' শব্দে সদ্ভাবনাশক রিপু-রাক্ষস-গণকে বুঝায়। 'অপ্রজাঃ' শব্দে তাহাদিগের উচ্ছেদসাধন। অর্থাৎ, রিপুশত্রু যাহাতে আর মস্তক উত্তোলন করিতে না পারে, নির্ম্মূল হয়, দেবগণ তাহারই বিধান করেন। তাহা হইলে, ঋকের প্রার্থনা দাঁড়ায় এই যে,—'সেই সদ্ভাব-প্রতিপোষক মহানুভব দেবগণ আমাদের অন্তরকে কাপট্যপরিশূন্য সরল করিয়া দেন, তাঁহাদের কৃপায় আমরা যেন সাধুভাবাপন্ন হই। আর তাঁহারা আমাদের অন্তরের অসদ্‌বৃত্তি-সমূহকে একেবারে অন্তর হইতে অন্তরিত করুন।' ইহাই এ ঋকের প্রকৃত মর্ম্ম। (১ম—২১সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে।

শর্ম্ম যচ্ছতং ॥ ৬

পদ-বিশ্লেষণং।

তেন। সত্যেন। জাগৃতং। অধি। প্রঽচেতুনে পদে।

ইন্দ্রাগ্নী ইতি। শর্ম্ম। যচ্ছতং ॥ ৬

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে ইন্দ্রাগ্নিদেবৌ) 'সত্যেন' (সৎসহযুক্তেন, অবিতথেন) 'তেন' (কর্ম্মণা) যদা বয়ং 'প্রচেতুনে' (প্রকর্ষেণ ফলভোগজ্ঞাপকে, উৎকৃষ্টে) 'পদে' (লোকে) প্রাপ্তসমর্থাঃ

তৎপক্ষে যুবাং 'নিজাগৃতং' (সর্ব্বতোভাবেন প্রবুদ্ধৌ ভবতং, লক্ষ্যং কুরুতং), অপিচ 'শর্ম্ম' [illegible] 'যচ্ছতং' (দত্তং)। যথা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন বয়ং পরাং গতিং লভামহে, হে ইন্দ্রাগ্নি দেবৌ, কৃপয়া তস্মিন্ মার্গে অস্মান্ পরিচালয়তং, শ্রেয়শ্চ সাধয়তং। (১ম—২১সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়! সত্যসহযুত কর্ম্মের দ্বারা আমরা যাহাতে প্রকৃষ্টাগতি লাভ করিতে পারি, আপনারা (কৃপা করিয়া) তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখুন (তৎপক্ষে আমাদিগকে পরিচালিত করুন); আপনারা আমাদিগকে পরম মঙ্গল দান করুন। (১ম—২১সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী সত্যেনাবশ্যম্ভাবিফলপ্রদানাদবিতথেন তেনাস্মাভিরনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা প্রচেতুনে প্রকর্ষেণ ফলভোগজ্ঞাপকে পদে স্বর্গলোকাদিস্থে নিজাগৃতং। আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতং। তাদৃশৌ যুবামস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতং। সুখং গৃহং বা দত্তং ॥

গয়ঃ কৃদর ইত্যাদিষু দ্বাবিংশতিসংখ্যাকেষু গৃহনামসু শর্ম্মবর্ম্মেত্যুক্তং। জাগৃতং। জাগৃ নিদ্রাক্ষয়ে। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ। প্রচেতুনে। চিতী সংজ্ঞানে ইত্যস্মাৎ প্রাচ্ছকেরুনোন্ত। উ০ ৩৪৯। ইতি বিহিতত্বাদ্বহুলকাদৌণাদিক উন্‌প্রত্যয়ঃ। সমাসে কৃত্তত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রাগ্নী। ইহেন্দ্রাগ্নী ইত্যত্রোক্তং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র ও অগ্নিদেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের যজ্ঞাদির অবশ্যম্ভাবী ফলপ্রদানে অবিতথ অর্থাৎ সত্য। সেই জন্য আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রকৃষ্ট-ফলভোগ-জ্ঞাপক যে স্বর্গলোকাদি স্থান, তাহাতে আপনারা সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন। অনন্তর আমাদিগকে মঙ্গল অথবা সুখময় গৃহ প্রদান করুন।

নিরুক্তে "গয়ঃ কৃদরঃ" ইত্যাদি দ্বাবিংশতি সংখ্যক গৃহ-নামের মধ্যে "শর্ম্ম বর্ম্ম" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "জাগৃতং" এই পদটীতে নিদ্রাক্ষয়ার্থ 'জাগৃ' ধাতুর "অদি-প্রভৃতিভ্যা শপঃ" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নঘাত স্বর। "প্রচেতুন" এই পদটী, প্র-পূর্ব্বক সম্যক্-জ্ঞানার্থ চিতী ধাতুর উত্তর "শকেরুনোন্ত" (উ০ ৩৪৯) এই সূত্র দ্বারা 'উন্' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; সেই হেতু বহুলপ্রযুক্ত ঔণাদিক উন্ প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন। সমাসে ইহার কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। "ইন্দ্রাগ্নী" পদের স্বরাদি সাধন-প্রণালী 'ইহেন্দ্রাগ্নী' এই ঋকের ভাষ্যানুবাদে কথিত হইয়াছে। তবে এস্থলে ইহাই বিশেষ যে,

আমন্ত্রিতত্বাদাদ্যুদাত্তত্বমত্র বিশেষঃ। শৃণাতি হিনস্তি দুঃখমিতি শর্ম্ম। শৄ হিংসায়াং। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। যচ্ছতং। ইষুগমিযমাং ছ ইতি ছঃ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে তৃতীয়ো বর্গঃ॥ ॥ ৬॥

* *

ষষ্ঠ (২০৭) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই দুর্ব্বোধ ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। * সায়ণের অর্থের অনুসরণে অর্থ নিষ্কাশন করিতে গেলে 'প্রচেতুনে পদে' পদের অর্থ হয়,—'স্বর্গলোক [illegible] সাবধান থাকিবেন।' যাহা হউক, ঋকের যে অর্থ আমরা [illegible] বলিয়া স্থির করিলাম, তাহারই মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

'সত্যেন' শব্দে সত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট, এবং 'তেন' শব্দ কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। ঐ দুই পদে 'সত্যসম্বন্ধযুত কর্ম্মের দ্বারা' অর্থ উপলব্ধ

আমন্ত্রিত বলিয়া এস্থলে ঐ পদে আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। [illegible] 'হিংসা করা' এই অর্থে "শর্ম্ম" এই পদটী, হিংসার্থক 'শৄ' ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্র দ্বারা 'মনিন' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। "যচ্ছতং" এস্থলে "ইষুগমিযমাং ছঃ" এই সূত্র দ্বারা 'ম'-এর স্থানে 'ছ' হইয়াছে॥ ৬॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

---

* প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নানারূপের দেখিতে পাই। কয়েকটীর মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যে স্বর্গলোকে কর্ম্মফল জানা যায়, এই যজ্ঞহেতু [illegible] জাগরিত হও, আমাদিগকে সুখদান কর।"

(২) "হে ইন্দ্র এবং অগ্নিদেব যেহেতু ইহা সত্য অতএব আপনারা বিশেষরূপে জ্ঞাত প্রদেশে অবস্থিত হইয়া থাকুন এবং আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। অথবা অবশ্য প্রাপ্য ফলবিশিষ্ট এই যজ্ঞহেতুক আপনারা স্বর্গ প্রভৃতি লোকে অধিক মনোযোগী হউন, কারণ স্বর্গ প্রভৃতি স্থান প্রকৃষ্ট ফলভোগের জ্ঞাপক।"

(৩) একজন অর্থ করিয়াছেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসেন, তাঁহারা [illegible] নিকট সত্য-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন যে, তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে সুখে রাখিবেন। এ ঋকের 'তেন সত্যেন' পদদ্বয়ে তাহাই স্মরণ করান হইতেছে। ইত্যাদি

হয়। 'প্রচেতুনে পদে' শব্দদ্বয়ে 'উৎকৃষ্ট লোক' 'উৎকৃষ্ট গতি' অর্থ অধ্যাহার হইতে পারে। 'অধিজাগৃতং' পদ, 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য বিশিষ্ট (উদ্‌বুদ্ধ) হও'—এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহা হইলে, ঋকের প্রথমাংশের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। আমরা যেন সত্যভ্রষ্ট না হই। আমাদের কর্ম্ম যেন সর্ব্বদা সত্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে। সত্যসম্বন্ধযুত কর্ম্মই উৎকৃষ্ট-গতি পরাগতি প্রদান করে। তাই প্রার্থনা,—আমরা যাহাতে সত্যপথে অবিতথভাবে অবস্থিতি করিতে পারি, আপনারা সেই উপায় বিধান করিবেন। আমরা আপনাদের নিকট যে পরম সুখলাভের প্রার্থনা করিতেছি, সে সুখ সত্যসংযুত; দেখিবেন,—যেন আমরা সত্যভ্রষ্ট না হই।'

এইরূপ অর্থে সূক্তের পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋকের সঙ্গে এই ঋক্‌টির সামঞ্জস্য বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়। সূক্তের ছয়টী ঋক্ যথাক্রমে অনুধ্যান করিলে, একটী শৃঙ্খলার বিষয়—উহাদের পরস্পরের মধ্যে এক অভেদ্য সম্বন্ধের বিষয়—অনুমান করা যায়। প্রথম ঋকে সাধক পরিত্রাণের উপায়প্রার্থী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঋকে ভগদনুকম্পায় সে উপায় তিনি অবগত হইতে পারেন। তৃতীয় ঋকে দেবদ্বয়ের প্রতি তাঁহাদের নির্ভরপরায়ণতা প্রকাশ পায়। চতুর্থ ঋকে সেই দেবদ্বয় যে কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান করেন, রুষ্ট ও তুষ্ট হন, তাহারই আভাষ দেওয়া হয়। পঞ্চম ঋকে দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্য-প্রকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়,—সেই দেবদ্বয় শরণ্যের হৃদয়ে সদ্ভাবের পরিপোষণ-পক্ষে সহায়তা করেন এবং হৃদয় হইতে অসদ্ভাব-সমূহ উন্মূলিত করিয়া দেন। দেবগণ সম্বন্ধে ঐরূপ পরিচয় প্রদানানন্তর উপসংহারে ষষ্ঠ ঋকে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেবগণ! আমাদের প্রতি, আমাদের কর্ম্মের প্রতি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা একটু লক্ষ্য রাখিবেন; দেখিবেন,—যেন আমরা ভ্রান্তিবশে অসৎ-পথে অসৎকর্ম্মে পরিচালিত বা প্রবৃত্ত না হই; দেখিবেন,—যেন আমরা সৎকর্ম্মে সদা আত্ম নিয়োগ করিতে সমর্থ হই।' আমরা মনে করি, ঋকের ইহাই প্রকৃত মর্ম্মার্থ। (১ম—২১সূ—৬ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-‡•‡-

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। দ্বাবিংশস্সূক্তং।

পঞ্চমোঽনুবাকঃ। চতুর্থঃ বর্গঃ।

দ্বাবিংশসূক্ত

এ সূক্ত—বহুদেবতামূলক এবং বহুভাবদ্যোতক। এই সূক্তের অংশবিশেষ লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক নানা প্রকারে বিঘূর্ণিত হইয়া আছে।

এই সূক্তের ঋক্-বিশেষের অর্থে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান নির্ণীত হয়; পুনশ্চ, সে বাসস্থান নির্ণয়-সম্বন্ধে বিচার-বিতণ্ডা চলিয়া থাকে। এই সূক্তের ঋক্-বিশেষে প্রাচীন আর্য্যগণের জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে সম্বন্ধে নানা বিচার-বিতর্ক চলিতে পারে।

পুরাণের বহু আখ্যায়িকাও এই সূক্তের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। ইন্দ্র, ইন্দ্রপত্নী, অগ্নি, অগ্নিপত্নী, হোত্রাদেবী, বাগ্দেবী ভারতী প্রভৃতির সম্বন্ধে পুরাণে যে সকল বিবরণ আছে, তৎসমুদায় এই সূক্তের অনুসারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুর বামন অবতারের উপাখ্যান বা ইতিহাস—এই সূক্তের "ত্রীণি পদা বিচক্রমে" প্রভৃতি উক্তির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। এ সকল বিষয়ে দুই পক্ষের দুই মত আছে। এক পক্ষের মত এই যে, ঘটনা যাহা পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং উপাখ্যানে যাহা প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তিকালে তাহাই ঋকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অন্য পক্ষের মত,—ঘটনাবলী ঋঙ্মন্ত্রের অনুসারী। যথাস্থানে সে সকল বিষয়ের বিচার করা যাইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, এই সূক্তের ঋক্-বিশেষের দ্বারা অনেক জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে এবং তাহার মীমাংসাও পাওয়া যায়।

এই সূক্তের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিচার্য্যমান্ বিষয়—আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান। এই সূক্ত হইতেই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ আর্য্যগণের আদিবাসস্থানকে মধ্য-এসিয়ার পর্ব্বত-

সঙ্কুল তুষারাচ্ছন্ন অনুর্ব্বর মরুপ্রদেশকে নির্দ্দেশ করেন। আবার এই সূক্তের সাহায্যেই ভারতভূমিই আর্য্য-সভ্যতার আদি-ক্ষেত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রতি ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সত্য-তত্ত্ব আপনিই হৃদ্গত হইয়া আসিবে।

দ্বাবিংশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

প্রাতর্যুজেত্যাদিকমেকবিংশত্যৃচং পঞ্চমং সূক্তং। তস্য ঋষিচ্ছন্দসী পূর্ব্ববৎ। দেবতা-বিশেষস্বনুক্রমাতে। প্রাতর্যুজা সৈকা চতস্র আশ্বিনাস্তথা সা'বত্রা আগ্নেয্যৌ দ্বে দেবীনামে-ন্দ্রাণীবরুণান্যগ্নায়ীনাং দ্যাবাপৃথিব্যে পার্থিবী ষড়্‌বৈষ্ণবোঽতো দেবা দৈবী বেতি। সূক্তসংখ্যানুবর্ত্তত ইত্যস্মিন্ খণ্ডেঽনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিরিতি পরিভাষিতত্বাৎ প্রাতর্যুজেতি সূক্তে সংখ্যাবিশেষস্যানিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিসংখ্যা দ্রষ্টব্যা। সা চ বিংশতিরেকয়াধিকয়া সহ বর্ত্তত ইতি সৈকা। তত্রাদৌ চতস্র ঋচোঽশ্বিদেবতাকাঃ। পঞ্চমীমারভ্যাষ্টম্যন্তাশ্চতস্রঃ সবিতৃদেবতাকাঃ। নবমী দশমী চোভে অগ্নিদেবতাকে। একাদশ্যা ঋচো দেবসম্বন্ধিন্যো দেব্যো দেবতাঃ। দ্বাদশ্যা ইন্দ্রবরুণাগ্নিপত্ন্য ইন্দ্রাণীবরুণান্যগ্নায্যো দেবতাঃ। ত্রয়োদশী-চতুর্দ্দশ্যৌ দ্যাবাপৃথিবীদেবতাকে। পঞ্চদশী পার্থিবী পৃথিবীদেবীদেবতাকা। ষোড়শীমার-ভ্যৈকবিংশ্যন্তাঃ ষড়্‌বিষ্ণুদেবতাকাঃ। অতো দেবা ইত্যেতস্যাঃ ষোড়শ্যাস্তু কৃৎস্না দেবা বিষ্ণুর্বা বিকল্পেন দেবতা। অত্র সূক্তবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ। প্রাতরনুবাক আশ্বিনে ক্রতৌ

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"প্রাতর্যুজা" ইত্যাদি একুশটী ঋক্-বিশিষ্ট এই সূক্ত পঞ্চম সূক্ত নামে অভিহিত। ইহার ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। দেবতার বিষয় অনুক্রান্ত হইতেছে ; যথা,—"প্রাতর্যুজা সৈকা চতস্রঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ,—আদি চারিটী ঋকের দেবতা—অশ্বিদ্বয় ; পঞ্চমী ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টমী ঋক্ পর্য্যন্ত চারিটী ঋকের দেবতা—সবিতা ; নবমী ও দশমী ঋকের দেবতা—অগ্নি ; একাদশী ঋকের দেবতা—দেবসম্বন্ধিনী দেবীগণ ; দ্বাদশী ঋকের দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নিদেবের পত্নী যথাক্রমে ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ী ; ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী ঋকের দেবতা—আকাশ ও পৃথিবী ; পঞ্চদশী ঋকের দেবতা—পার্থিবী পৃথিবীদেবী এবং ষোড়শী ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশী ঋক্ পর্য্যন্ত ছয়টী ঋকের দেবতা—বিষ্ণু। অতএব ষোড়শী ঋকের সমগ্র দেবতা অথবা বিকল্পে বিষ্ণু-দেবতা হইয়া থাকেন। 'সূক্তসংখ্যানুবর্ত্ততে'—এই খণ্ডে, 'অনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিঃ' এইরূপ পরিভাষিত হইয়াছে। সেই জন্য "প্রাতর্যুজা" এই সূক্তে সংখ্যাবিশেষের অনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতি বলিয়া জানিবে এবং সেই বিংশতি ঋক্ 'সৈকা' অর্থাৎ একটী অধিক ঋকের সহিত বর্ত্তমান আছে। এই সূক্তের বিনিয়োগ—লৈঙ্গিক। আশ্বিন-ক্রতুর প্রাতঃকালীন অনুবাকে

প্রাতর্যুজা বিবোধয়েতি চতস্র ঋচঃ। সূত্রিতং চ। অথাশ্বিন এষো উষাঃ প্রাতর্যুজেতি চতস্রঃ। আ০ ৪।১৫। ইতি আশ্বিনগ্রহস্য প্রাতর্যুজেত্যেকা পুরোনুবাক্যা দ্বিদেবত্যৈশ্চ-রন্তীতি খণ্ডে সূত্রিতং। আশ্বিনস্য প্রাতর্যুজা বিবোধয়। আ০ ৫৫। ইতি। তত্র প্রথমামৃচমাহ।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে দ্বাবিংশসূক্তং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ। অশ্বিনৌ সবিতাগ্নি দেবীন্দ্রাণীবরুণান্যগ্নায়ীদ্যাবাপৃথিবীপার্থিবীবিষ্ণুশ্চ দেবতাঃ। আশ্বিনে ক্রতৌ বিশ্বদেবে শস্ত্রে অগ্নিষ্টোমে লৈঙ্গিকশ্চ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্ ।)

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং।

অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং

প্রাতঃ২যুজা। বি। বোধয়। অশ্বিনৌ। আ। ইহ। গচ্ছতাং।

অস্য। সোমস্য। পীতয়ে॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'প্রাতর্যুজা' (প্রাতঃসবনসম্বন্ধযুক্তান্ দেবান্, প্রাতঃস্মরণীয়ান্ সর্বান্) 'বিবোধয়' (উদ্বোধয়, স্মরণং কুরু, মম মানস ইতি যাবৎ); 'অশ্বিনৌ' (হে অশ্বিদেবৌ) 'অস্য' (সুসংস্কৃতস্য)

"প্রাতর্যুজা বিবোধয়" ইত্যাদি চারিটী ঋক্ বিনিযুক্ত হইয়া থাকে; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"অথাশ্বিন এষো উষাঃ প্রাতর্যুজেতি চতস্রঃ (আ০ ৪৫). ইতি। "প্রাতর্যুজা" এই একটী ঋক্ আশ্বিন-গ্রহের পুরোঽনুবাক্যা হয়,—ইহা আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'দ্বিদেবত্যৈশ্চরন্তি' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে। যথা—"আশ্বিনস্য প্রাতর্যুজা বিবোধয়" (আ০ ৫৫) ইতি। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে॥

'সোমস্য' (আহবনীয়স্য, ভক্তিসুধামৃতস্য) 'পীতয়ে' (পানার্থং) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মাকং হৃদয়ে) 'আ গচ্ছতাং' (আগত্য অধিতিষ্ঠতাং যুবামিতি শেষঃ)। অত্র সাধকস্য আত্মোদ্বোধনভাবঃ প্রকাশ্যতে। আসূর্য্যোদয়াৎ সর্ব্বকালং মনঃ ভগবচ্চিন্তাপরায়ণং ভবতু—হৃদ্দেশং দেবাঃ সদা অধিতিষ্ঠন্তু ইত্যেবাং কামনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—১ঋ)

বঙ্গানুবাদ।

মন! তুমি প্রাতঃস্মরণীয় দেবগণকে অন্তরে উদ্‌বুদ্ধ কর। হে অশ্বিদেবদ্বয়! এই সুসংস্কৃত সোম পানের জন্য (বিশুদ্ধা ভক্তি-সুধা পানের জন্য) আপনারা এই যজ্ঞে আগমন করুন (আমাদিগের অন্তরে চির প্রতিষ্ঠিত হউন)। (১ম—২২সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র হোতাধ্বর্য্যুমুদ্দিশ্য ব্রূতে। হে অধ্বর্যো প্রাতর্যুজা প্রাতঃসবনগ্রহেণ সংযুক্তাবশ্বিনৌ দেবৌ বিবোধয়। বিশেষেণ প্রবুদ্ধৌ কুরু। অশ্বিনৌ প্রবুদ্ধৌ চাশ্বিনৌ দেবাবস্যাভিষবসংস্কারযুক্তস্য সোমস্য পীতয়ে পানায়েহ কর্ম্মণ্যাগচ্ছতাং॥

প্রাতর্যুজ্ঞাতে গৃহ্যমাণেন গ্রহেণ সহেতি প্রাতর্যুজা। সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অস্য। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পীতয়ে। ব্যত্যয়েন ক্তিন্ উদাত্তত্বং॥ ১॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে হোতা অধ্বর্য্যুকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন,—'হে অধ্বর্যো! প্রাতঃসবনগ্রহে যে অশ্বিদেবদ্বয়, সংযুক্ত হইয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে জাগরিত করুন। তাঁহারা জাগরিত হইয়া, অভিষবসংস্কারযুক্ত এই সোম পান করিবার নিমিত্ত এই কর্ম্মে আগমন করুন।

'প্রাতঃকালে গৃহ্যমাণ গ্রহের সহিত যুক্ত'—এই অর্থে "প্রাতর্যুজা এই পদটী, 'প্রাতঃ' উপপদ পূর্ব্বক 'যুজ' ধাতুর উত্তর "সৎসূদ্বিষ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া "সুপাংসুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই "প্রাতর্যুজা" পদটীর কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "অস্য" এই পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পীতয়ে" এই পদটীর 'ক্তিন' প্রত্যয়ের বিকল্পে উদাত্তস্বর হইয়াছে॥ ১॥

* * *

প্রথম (২০৮) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ করা হয়, হোতা যেন ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেছেন। তদনুসারে 'প্রাতর্যুজা' পদটি 'অশ্বিনৌ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে; তাহাতে 'প্রাতর্যুজা' শব্দের অর্থ হয়—'প্রাতঃকালে যাঁহারা রথে অশ্বযোজনা করেন।' সে ব্যাখ্যায় ঋকের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'প্রাতঃকালে রথে অশ্বযোজনা যাঁহাদের কার্য্য (শকট-চালক 'কোচ্‌ম্যান' আর কি) সেই অশ্বিনীদ্বয় সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য এই যজ্ঞে আগমন করুন। বেদ-মন্ত্র অসভ্য বর্ব্বর জাতির রচনা (চাষার গান) বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অর্থই হইতে পারে; হওয়া বিচিত্রও নহে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ঋকের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এখানে সাধক আপনার অন্তরকে ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি আপনা-আপনি আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'মন রে! আর নিশ্চিন্ত থাকিও না। প্রভাত হইতেই ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হও। কত দিন কাটিয়া গেল। কত রাত্রির অবসান হইল। কিন্তু তুমি করিলে কি? এখনও উদ্বুদ্ধ হও। এখনও তাঁহার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত কর। এখনও তাঁহার সহিত যুক্ত হও। ঐ দেখ, নৈশ-অন্ধকার কাটিয়া গেল। ঐ দেখ, দিব্য-জ্যোতীরূপে তিনি স্বপ্রকাশ হইলেন। এই কি উপযুক্ত সময় নহে? এখনও কি ঘুমঘোরে মগ্ন থাকিবার সময় আছে? জাগো—জাগো! এই প্রাতঃকালে, স্নিগ্ধ শুভ মুহূর্ত্তে, ভগবানের চরণবন্দনায় প্রবৃত্ত হও।'

সূক্তের প্রথমে—ঋকের প্রথমে—ঐ যে 'প্রাতর্যুজা বিবোধয়' বাক্য, উহা আর কিছুই নহে,—উহা আত্মোদ্বোধন-মন্ত্র। ঘোটকের সম্বন্ধ ওখানে কোথাও নাই। যদি ঘোটকের কল্পনা করার একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অর্থ কর,—'তোমার উদ্যম-রূপ ঘোটককে মানস রূপ রথে সংযোজিত করিয়া ভগবৎ-প্রতি পরিচালন জন্য উদ্বুদ্ধ হও।' ফলতঃ, গভীর-ভাবদ্যোতক আত্মোদ্বোধনমূলক এই যে ঋকাংশ, ভ্রান্তিবশে মানুষ

ইহাতে কদর্থের কল্পনা করিতেছে মাত্র। সূক্তের প্রথমে যে সূচনা, উপসংহারে তাঁহারই পূর্ণস্ফূর্ত্তি লক্ষ্য করিবেন; তাহাতেই কুব্যাখ্যার ভ্রান্তি দূর হইতে পারিবে।

এখানে আর এক গভীর তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করিতে পারি। একদিকে অজ্ঞানতারূপ নৈশ অন্ধকার, অন্যদিকে জ্ঞানস্বরূপ দিবার আলোক। দুইয়ের সন্ধিস্থল—প্রাতঃকাল। জ্ঞান-অজ্ঞান, আঁধার-আলোক—এখানে আসিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। 'প্রাতর্যুজা' শব্দে সেই মিলনের সঙ্গমের ভাব প্রকাশ পইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। অজ্ঞানতার আঁধারে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল; জ্ঞানের আলোক কখনও সেখানে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা দেখি নাই। সূর্য্যোদয়ে নৈশ-অন্ধকার দূরীকরণের ন্যায় জ্ঞানোন্মেষে অজ্ঞানতার আঁধার দূর করিয়া দিল। নিদ্রাঘোরে তমসার মধ্যে কাল কাটিয়া যাইতেছিল; সহসা স্মৃতিপথে কে যেন আলোক-রশ্মি প্রদর্শন করিল! ভ্রান্ত জীব উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিল,—'জাগো—জাগো'! আর সময় নাই; প্রভাতেই ভগবানের সহিত চিত্তকে যুক্ত কর; ইহাই উপযুক্ত সময়।' প্রভাতে চিত্তকে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত ও যুক্ত করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়াই 'প্রাতর্যুজা' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অশ্বিনৌ' অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন—ইহারও কোনও নিগূঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু—'অশ্বিন্' শব্দের মূল। নিশায় ও দিবায়, আঁধারে ও আলোকে, অজ্ঞানে ও জ্ঞানে তাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; এই জন্যই অশ্বিদ্বয়রূপে তাঁহারা সম্পূজিত হন। জ্ঞানের ও অজ্ঞানের মিলনে তাঁহাদের সহায়তা প্রথম প্রয়োজন। জ্ঞানের ও অজ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞাপন জন্য তাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এখানে তাঁহাদের সেই মূর্ত্তিই কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে আলোকে আঁধারে মিশিয়া, জ্ঞান অজ্ঞান অভিন্ন-গতি প্রাপ্ত হইবে। মনে হয়, এই জন্যই—অজ্ঞান, জ্ঞানে বিলীন করিবার ভাব বিকাশের জন্যই—যুগ্মদেবের অশ্বিদ্বয়ের আহ্বানেই সূক্তের সূচনা করা হইয়াছে। (১ম—২২সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যা স্থরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা।

অশ্বিনা তা হবামহে॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যা। সুঽরথা। রথিঽতমা। উভা। দেবা। দিবিঽস্পৃশা।

অশ্বিনা। তা। হবামহে॥ ২॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যা' (যৌ প্রসিদ্ধৌ) 'সুরথা' (শোভনরথযুক্তৌ, রথীতমৌ, প্রধানপরিচালকৌ) 'দিবিস্পৃশা' (দিব্যলোকবাসিনৌ, জ্যোতিঃস্বরূপৌ) 'তা' (তৌ—তাদৃশৌ লোকহিত-সাধকৌ) 'অশ্বিনা' (অশ্বিদেবৌ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে)। রথী যথা রথং পরিচালয়তি, অশ্বিনৌ তথা অস্মান্ সুপথি পরিচালয়তং ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই যে প্রসিদ্ধ রথিশ্রেষ্ঠ (লোকপরিচালক) দিব্যলোকাবস্থিত (জ্যোতির্ম্ময়) অশ্বিনীদ্বয়, তাঁহাদিগকে এই যজ্ঞে (আমাদিগকে সুপথে পরিচালন জন্য) আহ্বান করিতেছি। (১ম—২২সূ—২ঋ)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যোভাশ্বিনা দেবা যাবুভাবশ্বিনৌ দেবৌ সুরথা শোভনরথযুক্তৌ রথীতমা রথীনাং মধ্যেঽতিশয়েন রথিনৌ। দিবিস্পৃশা দ্যুলোকনিবাসিনৌ। তা হবামহে। তাদৃশাবশ্বিনাবাহ্বয়ামহে॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে অশ্বিদেবদ্বয়, সুন্দররথযুক্ত, রথিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী এবং স্বর্লোক-নিবাসী, সেই অশ্বিদেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি।

যেত্যাদিষষ্টসু পদেষু সুপাং সুলুগিতি দ্বিবচনস্যাকারঃ। সুরথা। শোভনো রথো যয়োস্তৌ সুরথৌ। সমাসান্তোদাত্তত্বাপবাদং বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্ত আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। রথীতমা। অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সংহিতায়ামিকারস্য দীর্ঘত্বং। দিবিস্পৃশা। দিবিস্পৃশতঃ ইতি দিবিস্পৃশৌ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিত্যলুক্। গতিকারকোপপদাৎ কৃদিতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ২॥

* . *

দ্বিতীয় (২০৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে অশ্বিনীদ্বয়ের স্বরূপ-পরিচয় দেখিতে পাই। তাঁহারা 'সুরথা'। ঐ শব্দে তাঁহারা শোভনরথযুক্ত বা রথিশ্রেষ্ঠ অর্থ উপলব্ধ হয়। দুই অর্থই ভাবগ্রহণপক্ষে সুপ্রশস্ত। তাঁহাদের শোভন রথ বা উৎকৃষ্ট রথ আছে, অথবা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ রথী বা শ্রেষ্ঠ রথ-পরিচালক— দুই অর্থেই তাঁহাদের মানুষের মঙ্গল-সাধনের ভাব আসে। এক ভাবে, তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের রথে গ্রহণ করুন, অর্থাৎ যে পথে যেমন ভাবে চলিতে হইবে—চালাইয়া লউন; অন্য ভাবে, আমাদের মনোরথকে তাঁহারা পরিচালিত করুন। এখানে নির্ভরতা—দেবতার উপর। যে ভাবে চালাইলে, যে পথে পরিচালিত হইলে, আমাদের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়,

"যা" ইত্যাদি আটটী পদে (অর্থাৎ যা, সুরথা, রথীতমা, উভা, দেবা, দিবিস্পৃশা, অশ্বিনা এবং তা—এই আটটী পদে) "সুপাং সুলুক্" এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়বার দ্বিবচনের স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে। 'শোভন হইয়াছে রথ যাহাদের'—এই অর্থে "সুরথা" পদটী নিষ্পন্ন। সেই 'সুরথা' পদটীর সমাসান্ত উদাত্তস্বরের অপবাদক—বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পূর্ব্বপদে প্রকৃতি স্বর। সেই প্রকৃতিস্বরকে বাধিত বা রোধ করিয়া "নঞ্‌সুভ্যাং" সূত্র দ্বারা পরপদে অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, সেস্থলে "আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি" সূত্র দ্বারা 'সুরথা' শব্দের পরপদে আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অন্যেষামপিদৃশ্যতে" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে "রথীতমা" পদটীর ই-কারের দীর্ঘ হইয়াছে। "দিবিস্পৃশতঃ" এই অর্থে "দিবিস্পৃশা" পদটী, নিষ্পন্ন। 'দিবি' সপ্তম্যন্ত পদপূর্ব্বক "ক্বিপ্ চ" সূত্র অনুসারে 'স্পৃশ্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া "তৎপুরুষে কৃতি বহুলং" এই সূত্র দ্বারা উহাতে সপ্তমীর অলোপ হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" এই সূত্র দ্বারা ইহার কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ২॥

তাঁহারাই তাহার বিধান করুন,—এই প্রার্থনা। তার পর বলা হইয়াছে, —তাঁহারা 'দিবিস্পৃশা', অর্থাৎ দ্যুলোকবাসী বা জ্যোতির্ম্ময়ভাবাপন্ন। এখানে জ্ঞানস্বরূপতা উপলব্ধ হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ঋকের ভাবার্থ হইতে পারে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেবদ্বয়! আপনারা স্বরূপে শ্রেষ্ঠ সারথীর ন্যায় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করুন।' এখানে অশ্বিদ্বয় সম্বোধনে যুগ্মদেবতার আরাধনার অভিপ্রায় এই যে, 'আমাদের সৎকর্ম্ম-সমুদ্ভূত জ্ঞানভক্তি-রূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আপনারা গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করুন।' (১ম—২২সূ—২ঋ)

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী।

তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যা বাং। কশা। মধুঽমতী। অশ্বিনা। সূনৃতাঽবতী।

তয়া। যজ্ঞং। মিমিক্ষতং ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিক-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ 'বাং' (যুবয়োঃ) 'যা' (প্রসিদ্ধা) 'মধুমতী' (অমৃতনিঃস্যন্দিনী) 'সূনৃতাবতী' (প্রিয়সত্যবাগ্‌যুতা) 'কশা' (তাড়নী, বিবেকরূপা উদ্বোধিনী) 'তয়া' (তয়া সহাগত্য) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম) 'মিমিক্ষতং' (সেক্তুং ইচ্ছতং, নিষ্পাদয়তং)। হে দেবৌ, বয়ং হি, ভ্রান্তিপরায়ণাঃ। তস্মাৎ সতর্কীকরণায় বিবেকরূপেণ সদা অস্মাকং হৃদ্দেশে বিরাজেথাং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনারা সেই অমৃতনিঃস্যন্দিনী প্রিয়সত্যবাক্‌-স্বরূপিণী বিবেকরূপা তাড়নী সহ উপস্থিত হইয়া আমাদিগের যাগাদি-কর্ম্ম সম্পাদন করুন। (১ম—২২সূ—৩ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ দেবৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধিনী যা কশাশ্বতাড়নী বিদ্যতে তয়া সহাগতৌ যজ্ঞমস্মদীয়ং মিমিক্ষতং। সোমরসেন সেক্তুমিচ্ছতং। কশয়াশ্বান্ দৃঢ়ং তাড়য়িত্বা সহসা সমাগতৌ ভবদ্বিষয়াং সোমরসাহুতিং নিষ্পাদয়িতুমুদ্যুক্তৌ ভবতমিত্যর্থঃ। কীদৃশী কশা। মধুমতী। অর্ণঃ ক্ষোদ ইত্যাদিষ্বেকশতসংখ্যাকেষূদকনামসু মধু পুরীষমিতি পঠিতং। তস্মাদুদকবতী-ত্যুক্তং ভবতি। অশ্বস্য শীঘ্রগত্যা যৎ স্বেদোদকং ভবতি তেনেয়ং কশা ক্লিন্নেত্যর্থঃ। সূনৃতাবতী প্রিয়সত্যবাগ্‌যুক্তা। তীব্রেণ কশাতাড়নেন। যো ধ্বনিনির্ষ্পাদ্যতে। তাড়নবেলায়ামশ্বারূঢ়েন চ য আক্রোশঃ ক্রিয়তে। তদুভয়ং শীঘ্রগমনহেতুত্বেন যজমানস্য চ প্রিয়ং। যদ্বা। শ্লোকো ধারেত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশদ্বাঙ্‌নামসু কশা ধিষণেতি পঠিতং। অশ্বিনোর্যা বাক্ মাধুর্য্যোপেতা পারুষ্যরহিতা সূনৃতাবতী প্রিয়ত্বসত্যত্বোপেতা ফলপ্রদানবিষয়েত্যর্থঃ। তয়া বাচা যুক্তৌ যজ্ঞং মিমিক্ষতমিতি যোজনীয়ং॥

কশা। কশগতিশাসনয়োঃ। পচাদ্যচ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সূনৃতাবতী। উন্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধিনী যে কশা অর্থাৎ অশ্বতাড়নী (চাবুক) বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সহিত আগমন করিয়া আপনারা আমাদিগের যজ্ঞকে সোমরসের দ্বারা সেচন করিতে ব্যাপৃত হউন। অর্থাৎ, আপনারা কশার দ্বারা অশ্বসমূহকে দৃঢ়রূপে তাড়না করিয়া শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক ভবদ্বিষয়ক সোমরসের আহুতিকে সম্পাদন করাইতে উদ্যোগী হউন। কশা কিরূপ?—"মধুমতী"। "অর্ণঃ ক্ষোদঃ" ইত্যাদি শতসংখ্যক উদক-নামের মধ্যে 'মধু' ও 'পুরীষ' এই শব্দদ্বয় পঠিত হইয়াছে বলিয়া 'উদকবতী' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কশা পুনরায় কিরূপ?—না,—অশ্বের শীঘ্রগতিহেতু যে স্বেদবারি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা ক্লিন্না। (পুনরায় কিরূপ) "সূনৃতাবতী"; অর্থাৎ প্রিয় এবং সত্যবাক্যযুক্তা। তীব্র কশাঘাতের দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এবং তাড়নসময়ে অশ্বারূঢ় জন যে আক্রোশ করে, তদুভয়ই শীঘ্রগমনের হেতুভূত বলিয়া যজমানের প্রিয়। অথবা, "শ্লোকঃ ধারা" ইত্যাদি সাতান্ন প্রকার বাক্-নামের মধ্যে "কশাধিষণা" এইরূপ পঠিত হইয়াছে বলিয়া 'কশা' অর্থাৎ অশ্বিদেবের যে বাক্য, তাহা মাধুর্য্যযুক্ত ও পারুষ্য-রহিত, অতএব "সূনৃতাবতী" প্রিয়ত্ব ও সত্যত্বযুক্ত অর্থাৎ ফলোপধায়ক। সেই বাক্যযুক্ত অশ্বিদ্বয় 'যজ্ঞকে সেচন করিতে ইচ্ছা করুন'—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে।

গতি এবং শাসনার্থক 'কশ্' ধাতুর উত্তর "পচাদ্যচ্" নিয়মে অচ্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে "কশা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃষাদিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'সুন্দররূপে অপ্রিয়কে নাশ করে' এই অর্থে 'সু' পূর্ব্বক পরিহাণার্থ 'উন্' ধাতুর উত্তর

পরিভাষে সুষ্ঠু নয়ত্যাপ্রয়মিতি সূনৃ। তৎপ্রতিপ্রসূতং সত্যাং যস্যাং বাচি সা সূনৃতা নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিতি ঋকার উদাত্তঃ। সা যস্যা অস্তি সা কশা সূনৃতাবতীতি কশায়াঃ সংজ্ঞা। এবং নামা কশেত্যর্থঃ। সংজ্ঞায়াং। পা০ ৮।২।১১। ইতি মতুপোবত্বং। মিমিক্ষতং। মিহেঃ সন্। হলন্তাচ্চেতি কিত্ত্বাদ্ গুণাভাবঃ। ঢত্বকত্বষত্বানি॥ ৩॥

তৃতীয় (২১০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের বড়ই এক হাস্যাস্পদ অর্থ প্রচারিত আছে। ঘোড়া তাড়াইবার চাবুক—যাহা ঘোড়ার গায়ের ঘামে ভিজিয়াছে, আর যাহা অশ্বকে দ্রুত চালাইতে পারে—সেইরূপ চাবুক সঙ্গে করিয়া তোমরা আমাদের যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন কর;—এই যেন ঋকের প্রার্থনা। 'কশা', 'মধুমতী', সূনৃতাবতী'—এই তিনটী পদের অর্থ নিষ্কাষণ উপলক্ষেই ঋকের ভাব এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। *

'ক্বিপ্' প্রত্যয়ে "সূনৃতাবতী" পদের অন্তর্গত "সূনৃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে বাক্যে 'সূনৃ' অর্থাৎ প্রিয়, 'ঋত' অর্থাৎ সত্য আছে, তাহাকে সূনৃতা বাক্ কহে। এস্থলে, "নঞ্সুভ্যাং" সূত্র দ্বারা পরপদে প্রাপ্ত যে অন্তোদাত্তস্বর, তাহাকে বাধিয়া "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" সূত্র অনুসারে "সূনৃতাবতী" পদটীর ঋকারটী উদাত্ত হইয়াছে। সেই 'সূনৃতা' যে কশার আছে, সেই কশার সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম—"সূনৃতাবতী"। "সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৮।২।১১) এই সূত্র অনুসারে "সূনৃতাবতী পদে মতুপের 'ম' এর স্থানে 'ব' হইয়াছে। মিহ্ ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া "হলন্তাচ্চ" সূত্রানুসারে কিত্বহেতু গুণের অভাবে এবং ঢত্ব, কত্ব ও ষত্ব হইয়া "মিমিক্ষতং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ৩॥

* বঙ্গদেশ-প্রচলিত তিনটী অনুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—(১) "হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদিগের যে অশ্ব-স্বেদযুক্ত ও সুধ্বনিযুক্ত চাবুক আছে, তাহার সহিত আসিয়া (অর্থাৎ শীঘ্র আসিয়া) এ যজ্ঞ (সোমরসে) সিক্ত কর।" (২) "হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনাদিগের অশ্বতাড়নী (চাবুক) অশ্বের ঘর্ম্মদ্বারা আর্দ্র এবং শীঘ্র আগমন নিমিত্ত যজমানের প্রিয়। অতএব ইহার সহিত আগমনপূর্ব্বক আমাদিগের যজ্ঞ নিষ্পাদন করুন।" (৩) 'কশাদ্বারা অশ্বকে তাড়ন করুন। তাহাতে তাহার স্বেদ নির্গত হউক; কিন্তু অশ্বকে বেদনা দিবেন না। প্রিয় ও সত্য বাক্যবৎ অল্প পীড়নেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন।' ইত্যাদিরূপ নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।

কি শব্দে কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ঋকে 'কশা' শব্দের বিশেষণ আছে—'মধুমতী'। ব্যাখ্যাকারগণ লিখিলেন,—'ঘর্ম্মসিক্ত'। মধু হইল—ঘর্ম্ম! ঋকে আছে—'সূনৃতাবতী'; অর্থ করা হইল—'শব্দবিনিযুক্ত' অর্থাৎ চাবুক-সঞ্চালনে যে 'শপ্ শপ্' শব্দ হয়, সেই মধুর স্বর! এই কি অর্থ! সায়ণ আবার এস্থলে সোমরসের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। যজ্ঞকে সোমরসে অভিষিক্ত করা হউক,—তাঁহার অনুসরণে এইরূপ অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে।

'কশা' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে? যাহা মধুমতী, যাহা সূনৃতাবতী, সে 'কশা' কি অশ্বতাড়নী চাবুক! কখনও তাহা নহে। আমরা বলি,—এখানে 'বিবেকরূপা উদ্বোধিনী' ভাব ঐ 'কশা' শব্দে ব্যক্ত করিতেছে। বিবেকের তাড়না—কশাঘাত নহে কি? সাধু-সজ্জনের পক্ষে সে কশাঘাত মধুমতী অর্থাৎ অমৃতফলপ্রদ। বিবেক-রূপ সেই কশাঘাতের প্রভাবে বিপথ হইতে বিমুখ হইলে, অসজ্জনের পক্ষেও সে কশাঘাত পরিশেষে মধুমতী হয়। তাই 'মধুমতী' বিশেষণের সার্থকতা। তার পর—'সূনৃতাবতী'। ঐ শব্দের প্রতিবাক্য—'প্রিয়সত্যবাগ্‌যুক্তা।' বিবেকের কশাঘাত যে প্রিয় ও সত্য, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। উহা সত্যপথ প্রদর্শন করে; উহা দ্বারা প্রিয়কাম্য সাধিত হয়। সুতরাং এখানে ঘোটকের কোনও সম্বন্ধ নাই; অশ্বতাড়নী চাবুকেরও কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। এ সকল মনস্তত্ত্বের বিষয়। যাগাদি-কর্ম্ম সম্পাদন-পক্ষে চিত্ত কিসে বিশুদ্ধ হয়, মন কিসে ভগবদ্ভক্তিযুত হয়,—এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে।

উপমার ভাষায় পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'সেই দেবদ্বয় রথিশ্রেষ্ঠ।' সেই উপমা এখানেও অব্যাহত আছে। এখানে বলা হইতেছে,—'মধুমতী অমৃতনিঃস্যন্দিনী সূনৃতাবতী, প্রিয়সত্যবাগ্‌যুতা কশা বা তাড়নী দ্বারা, হে দেব, আমাদিগকে তোমরা সৎপথাবলম্বী রাখিও। আমরা যেন বিপথে না যাই। সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিও—ভয়-মিত্রতা-সহযুত জ্ঞান-বিবেক-রূপ কশার সাহায্যে আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান রাখিও,—পরিচালিত করিও।' (১ম—২২সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ।

অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নহি। বাং। অস্তি। দূরকে। যত্র। রথেন। গচ্ছথঃ।

অশ্বিনা। সোমিনঃ। গৃহং ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (হে অশ্বিনৌ দেবৌ) 'যত্র' (যেন) 'রথেন' (জ্ঞানভক্তিকর্ম্মস্বরূপেণ যানেন) 'বাং' (যুবাং) 'গচ্ছথঃ' (সংবাহিতৌ ভবথঃ) তৎ হি 'সোমিনঃ' (সোমবতো যাজ্ঞিকস্য, ভক্তজনস্য) 'গৃহং' (যজ্ঞক্ষেত্রং, অন্তরং), তদেব 'দূরকে' (দূরে) 'ন হি অস্তি' (ন বর্ত্ততে খলু)। হে দেবৌ, ভক্তজনস্য হৃদ্দেশঃ যুবয়োর্যানং, তদ্ধি ভবস্থ্যাং সদৈব বর্ত্ততে। (১ম—২২সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদেবদ্বয়! যে রথের (জ্ঞানভক্তিকর্ম্মস্বরূপ রথের) দ্বারা আপনারা সংবাহিত হন, তাহাই ভক্ত জনের গৃহ (অন্তর-প্রদেশ), সে স্থান—দূরে নহে, আপনাদের সমীপেই (আপনাদের সহযুক্ত হইয়া) আছে। (১ম—২২সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ দেবৌ যুবাং সোমিনঃ সোমবতো যজমানস্য গৃহং প্রতি রথেন যঃ। স মার্গো বাং যুবয়োর্দূরকে দূরদেশে নহ্যস্তি। ন বর্ত্ততে খলু। যদ্বা। যত্র গৃহে গচ্ছথস্তচ্চ গৃহং দূরে ন ভবতি॥

নহি। এবমাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তঃ। অস্তি। চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতাভাবঃ। যত্র হি গৃহং দূরে চ নাস্তি যুবাং চ রথেন গচ্ছথ ইতি সমুচ্চয়শ্চার্থো গম্যতে। চশব্দো ন প্রযুজ্যত ইতি চলোপে প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তিরস্তীতি। যত্র। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। গচ্ছথঃ ইয়ং যদ্যপি ন প্রথমা তথাপি যত্রেতিবদ্বৃত্তযোগান্ন নিঘাতঃ॥ ৪॥

চতুর্থ (২১১) ঋকের বিশদার্থ।

———§ • §———

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়,— অশ্বিদ্বয় যেন নিমন্ত্রিত হইয়া কোনও যজমানের গৃহে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য শকটারোহণে গমন করিতেছেন। পথ চিনিতে না পারায় তাঁহারা যেন পথিমধ্যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পান,—'সোমদাতা যে যজমানের যে গৃহের দিকে রথে গমন করিতেছেন, সে গৃহ অধিক দূরে নহে।' ভ্রান্তি মানুষকে এইরূপভাবেই বিভ্রান্ত করে!

যাহা হউক, আমরা এ ঋকের যে অর্থ গ্রহণ করি, তাহারই মর্ম্ম

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা সোমবিশিষ্ট যজমানের গৃহের প্রতি রথের দ্বারা গমন করুন। সেই (গমনীয়) মার্গ আপনাদের দূরদেশে বর্ত্তমান হয় না; অথবা যে গৃহে গমন করেন, সেই গৃহ দূর হয় না।

"এবমাদীনামন্তঃ" সূত্রানুসারে "নহি" পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চাদিলোপে বিভাষা" সূত্র দ্বারা "অস্তি" পদটীর নিঘাতস্বরের অভাব হইয়াছে। এস্থলে 'গৃহ দূরে নয় এবং আপনারা রথের দ্বারা গমন করুন' এইরূপ সমুচ্চয়ার্থক চ-কারের অর্থ গম্যমান হইয়াছে। "চ শব্দো ন প্রযুজ্যতে" এই নিয়মে চ-কারের লোপে "অস্তি" এই ক্রিয়াপদে প্রথমা তিঙ্‌ বিভক্তি হইয়াছে। "যত্র" এই পদটীর "নিপাতস্য চ" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ (যত্রা) হইয়াছে। "গচ্ছথঃ" এই ক্রিয়াপদ, যদিও প্রথমা তিঙ্‌ বিভক্তি নয়, তথাপি যদ্‌বৃত্তযোগবশতঃ এখানে ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই॥ ৪॥

• • •

প্রদান করিতেছি। দেবতার স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই সে অর্থের সমীচীনতা বোধগম্য হইবে। ঋকে যে 'রথেন' শব্দের প্রয়োগ দেখি, তাহা জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-স্বরূপ রথ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাবাপন্ন দেবগণ কখনও তোমার পরিদৃশ্যমান্ রথে আগমন করেন না। তাঁহাদের রথ স্বতন্ত্র;—সে রথ জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-সহযুত। আমাদের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-সহযুত রথে যদি তাঁহাকে আরোহণ করাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি কি আর দূরে থাকিতে পারেন? তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ের সহিত তাঁহার নৈকট্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—সে সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রহিয়া যায়। সেই রথে তাঁহারা যখন সংবাহিত হইবেন, 'সোমিনঃ গৃহং' অর্থাৎ ভক্তের হৃদয় তখন তাঁহাদের অতি-নিকট হইয়া আসিবে। এ হিসাবে এখানে ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে অশ্বিদেবদ্বয়! আমরা যেন আমাদের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-স্বরূপ রথে আপনাদিগকে সংবাহিত করিতে সমর্থ হই; আর তাহাতে আমাদের অন্তর-প্রদেশ যেন আপনার নিকটস্থ হয়; অর্থাৎ এখন আপনাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে, হে দেব, সে ব্যবধান দূর করিয়া দেন। আমরা যেন আপনাদিগের সংবাহন-জন্য জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-রূপ যান প্রস্তুত করিতে পারি।' ঋকের ইহাই প্রকৃত ভাবার্থ। (১ম—২২সূ—৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

ব্যূঢস্য দ্বিতীয়ে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি সাবিত্র্যশ্চতস্রঃ। দ্বিতীয়স্যেতি খণ্ডে সূত্রিতং। হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি চতস্রো মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ। আ০ ৮।১০। (ইতি। তত্র প্রথমাং সূক্তে পঞ্চমীমৃচমাহ ॥)

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

ব্যূঢ়-যজ্ঞের দ্বিতীয় ছন্দোমবিষয়ে বৈশ্বদেবতার শস্ত্রকর্ম্মে (প্রযুজ্যমানা) "হিরণ্যপাণিমূতয়ে" ইত্যাদি চারিটী ঋকের দেবতা সাবিত্রী। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের "দ্বিতীয়স্য" এই খণ্ডে (এইরূপ) সূত্রিত হইয়াছে; যথা;—"হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি চতস্রো মহীদ্যৌঃ পৃথিবী চনঃ" (আ০ ৮ ১০) ইতি। সেই চারিটী ঋকের প্রথমা এবং এই দ্বাবিংশসূক্তের পঞ্চমী (হিরণ্যপাণিমূতয়ে) ঋক্ কথিত হইতেছে।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে।

স চেত্তা দেবতা পদং ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

হিরণ্যঽপাণিং। ঊতয়ে। সবিতারং। উপ। হ্বয়ে।

সঃ। চেত্তা। দেবতা। পদং ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণার্থং, পরিত্রাণার্থং), 'হিরণ্যপাণিং' (সুবর্ণধারিণং, জ্ঞানপ্রদং) 'সবিতারং' (সত্যপ্রকাশকং দেবং) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি), 'স' চ (সা চ) 'দেবতা' (সবিতা দেবঃ, দীপ্তিদানাদিগুণযুতঃ) 'পদং' (চতুর্ব্বর্গপ্রাপকং স্থানং, কর্ম্ম বা)।' 'চেত্তা' (জ্ঞাপয়িতা ভবতি)। সবিতা দেবঃ সাধকস্য রক্ষকঃ সন্ চতুর্ব্বর্গপ্রাপকং স্থানং জ্ঞাপয়তি ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই হিরণ্যপাণি (জ্ঞানপ্রদ) সবিতা (সত্যপ্রকাশক) দেবকে আহ্বান করিতেছি। তিনি আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গাদিজ্ঞাপক পথ প্রদর্শন করুন। (১ম—২২সূ—৫ঋ)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঊতয়েঽস্মদ্রক্ষণার্থং সবিতারং দেবমুপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। স চ সবিতা দেব এতন্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যদেবতা ভূত্বা পদং যজমানেন প্রাপ্যং স্থানং চেত্তা। জ্ঞাপয়িতা ভবতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সবিতৃ-নামক দেবতাকে আহ্বান করিতেছি। সেই সবিতৃদেব, এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা হইয়া যজমানের প্রাপ্য যে স্থান, তাহার জ্ঞাপক হয়েন।

কীদৃশং সবিতারং। হিরণ্যপাণিং। যজমানায় দাতুং হস্তে সুবর্ণধারিণং। যদ্বা দেবকর্তৃকে যাগে সবিতা স্বয়মৃত্বিগ্ভূত্বা ব্রহ্মত্বেনাবস্থিতঃ। তদানীং কস্মৈচিদিষ্টাবধ্বর্যবস্তস্মৈ সবিত্রে ব্রহ্মণে প্রাশিত্রনামকং পুরোডাশভাগং দত্তবন্তঃ। তচ্চ প্রাশিত্রং হস্তে সবিত্রা গৃহীতং সন্তদীয়পাণিং চিচ্ছেদ। ততঃ প্রাশিত্রস্য দাতারোঽধ্বর্যবঃ সুবর্ণময়ং পাণিং নির্ম্মায় প্রক্ষিপ্তবন্তঃ। সোঽয়মর্থঃ কৌশীতকীব্রাহ্মণে সমাম্নাতঃ। সবিত্রে প্রাশিত্রং প্রতিজহ্রুস্তত্তস্য পাণী চিচ্ছেদ তস্মৈ হিরণ্ময়ৌ প্রতিদধুস্তস্মাদ্ধিরণ্যপাণিরিতি স্তুত ইতি। হিরণ্যশব্দং পাণিশব্দং চ যাস্ক এবং নির্ব্বক্তি। হিরণ্যং কস্মাদ্ধ্রিয়ত আযম্যমানমিতি বা হ্রিয়তে-জনাজ্জনমিতি বা হিতরমণং ভবতীতি বা হৃদয়রমণং ভবতীতি বা হর্যতের্ব্বাস্যাৎ প্রেপ্সাকর্ম্মণঃ। নি০ ২।১০। ইতি। যথা পাণিঃ। পণায়তেঃ পূজাকর্ম্মণঃ। নি০ ২।২৬। ইতি

হিরণ্য শব্দো নব্বিষয়ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। ঊতয়ে। উদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবূতিযূতিজূতিসাতীত্যাদিনা ক্তিনন্তোঽন্তোদাত্তো নিপাতিতঃ। সবিতারং। তৃচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। চেত্তা। চিতী সংজ্ঞানে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাত্তাচ্ছীল্যে তৃন্। অনিত্যমাগমশাসনমিতীডভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। দেবতা। দেবাত্তল্। পা০ ৫।৪।২৭।

সবিতা কিরূপ? 'হিরণ্যপাণি' অর্থাৎ যজমানকে দান করিবার নিমিত্ত হস্তে সুবর্ণধারী। অথবা দেবতাদিগের যজ্ঞ-কর্ম্মে সবিতৃদেব স্বয়ং ঋত্বিক হইয়া ব্রহ্মারূপে অবস্থিত ছিলেন। সেই সময়, কোনও যজ্ঞেতে অধ্বর্য্যুগণ সেই ব্রহ্মারূপী সবিতাকে 'প্রাশিত্র' নামক পুরোডাশের অংশ প্রদান করেন। সবিতা, সেই 'প্রাশিত্র' হস্তে গ্রহণ করিলে, সেই প্রাশিত্র সবিতার হস্ত ছেদন করিয়াছিল। তদনন্তর যে অধ্বর্য্যুগণ প্রাশিত্র দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা একটী সুবর্ণময় হস্ত নির্ম্মাণ করিয়া প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন (সবিতাকে দিয়াছিলেন)। সেই অর্থ কৌশীতকী ব্রাহ্মণে সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে যথা;—(অধ্বর্য্যুগণ সবিতৃদেবকে প্রাশিত্র দান করিয়াছিলেন। সেই প্রাশিত্র সবিতার পাণিদ্বয় ছেদন করিয়াছিল। (অনন্তর) তাঁহাকে হিরণ্ময় পাণিদ্বয় দান করিয়াছিলেন বলিয়া সবিতা 'হিরণ্যপাণি' নামে স্তুত হইয়াছিলেন। যাস্ক 'হিরণ্য' শব্দের ও 'পাণি' শব্দের এইরূপ নির্ব্বচন বলিয়াছেন; যথা,—"হিরণ্যং কস্মাদ্ধ্রিয়ত আযম্যমানমিতি বা হ্রিয়তে জনাজ্জনমিতি বা, হিতরমণং ভবতীতি বা, হৃদয়রমণং ভবতীতি বা, হর্য্যতের্ব্বা স্যাৎ প্রেপ্সাকর্ম্মণঃ।" নি০২।১০। ইতি। তথা পাণিঃ পণায়তেঃ পূজাকর্ম্মণঃ। (নি০ ২।২৬) ইতি।

নব্বিষয়ত্বহেতু "হিরণ্য" শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। উদাত্ত এই অনুবৃত্তি অধিকারে 'ঊতিযূতিজূতিসাতি'• ইত্যাদি সূত্রদ্বারা "ঊতয়ে" পদটী ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ। ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'তৃচ্' প্রত্যয়ের চিত্বহেতু "সবিতারং" পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ, সংজ্ঞানার্থক 'চিতী' (চিৎ) ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যার্থে 'তৃণ্' প্রত্যয় করিয়া "অনিত্যমাগমশাসনং" এই নিয়মে ইটের অভাবে, "চেত্তা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "দেবতা" এই পদটী, "দেবাত্তল্" (পা০ ৫।৪।২৭) এই সূত্র দ্বারা স্বার্থে

ইতি স্বার্থে তল্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তং। পদশব্দঃ পচাদ্যজন্তঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তঃ ॥ ৫ ॥ ॥ ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে চতুর্থোবর্গঃ ॥ ৪ ॥

* * *

পঞ্চম (২১২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্‌টীর সহিত এক বিচিত্র উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। সবিতা-দেবের বিশেষণে যে 'হিরণ্যপাণিং' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উপাখ্যান সেই উপলক্ষেই সূচিত হইয়া থাকে। সায়ণের ভাষ্যেও সে উপাখ্যান বিবৃত রহিয়াছে। * সূর্য্যদেব কোনও যজ্ঞে অন্যায়রূপে হব্যাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার হস্ত ছিন্ন হয়; তাহাতে ঋত্বিকেরা সুবর্ণনির্ম্মিত হস্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্যই সবিতা (সূর্য্য) দেবের নাম—হিরণ্যপাণি। কেহ বা কহেন,—দেবতার হস্তে সুবর্ণের বলয় ছিল বলিয়া তিনি 'হিরণ্যপাণি' নামে পরিচিত হন। কেহ কহিয়াছেন,—'যজমানকে প্রদান জন্য সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সবিতার (সূর্য্যের) নাম—হিরণ্যপাণি হইয়াছিল।'

তার পর অর্থ নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা জনে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কহিয়াছেন,—'তিনি (সবিতা দেব) আকাশে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের বাসস্থানভূত পৃথিবীকে দেখিতেছেন।' কেহ কহিয়াছেন,—'তিনি যজমানের প্রাপ্য পদ জানাইয়া দিবেন।' কেহ

'তল্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। "লিতি" সূত্র দ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পচাদি বলিয়া "পদং" শব্দটী অচ্ প্রত্যয়ান্ত। "চিতঃ" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

* সূর্য্যদেবের 'হিরণ্যপাণি' নাম উপলক্ষে এ দেশে যেরূপ উপাখ্যান আছে, অন্যান্য দেশেও তদ্রূপ গল্প-কথা প্রচলিত দেখিতে পাই। গ্রীকদিকের হেলিও (Helios), লাটিনদিগের 'সোল' (Sol), টিউটনদিগের 'টার' (Tyr), ইরাণীয়গণের 'খরসেদ' প্রভৃতি সূর্য্যেরই নাম। এদেশে যেমন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ জন্য সূর্য্যের হস্ত কাটা পড়িয়াছিল, উপাখ্যান আছে; জর্ম্মণদিগের মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের 'টার'-দেব ব্যাঘ্রের মুখে হাত দিয়া হাত হারাইয়াছিলেন, কিংবদন্তী আছে। সূর্য্য ও সবিতা যে এক,—সর্ব্বত্রই এই ভাব পরিব্যক্ত দেখি।

কহিয়াছেন,—'তিনি ভারতবর্ষের বিষয় অবগত আছেন।' বেদ রূপ কল্পতরু হইতে যিনি যে ফল গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিবেন, তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন। বেদমন্ত্রের অর্থও সেই হেতু বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা মনে করি, এ ঋকের অন্তর্গত 'হিরণ্যপাণিং' এবং 'পদং' এই দুইটী শব্দের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিতে পারিলেই ঋকের প্রকৃত ভাব স্বপ্রকাশ হইয়া পড়িবে। 'হিরণ্যপাণিং' শব্দের অর্থ—'সুবর্ণধারিণং' —কি না 'জ্ঞানপ্রদং।' ভগবান সবিতা দেব কি আর সুবর্ণ-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন! তাঁহার বিতরণীয় সুবর্ণ—সে কি ঐ ধাতব সুবর্ণ? কখনই নহে! সে সুবর্ণ—জ্ঞানরূপ সুবর্ণ। মূল্যবান সুবর্ণ ধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিলে, তাহার সে আনন্দের অবধি থাকে না। ভগবানকে মানুষভাবে দেখিতে গেলে, তিনি মানুষ-রূপে প্রকটিত হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি ধন দান করেন। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেবরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে, তখন তিনি জ্ঞান-রূপ অমূল্য-রত্ন লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইবেন। আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য, আপনার পরিত্রাণের জন্য, কি ধন প্রয়োজন? সুবর্ণ কি কখনও কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে? সুবর্ণের দ্বারা সাময়িক রক্ষা সাধিত হইলেও, উহার ভাবী ফল অবশ্যই বিষময়। চিররক্ষা বা চিরপরিত্রাণ-লাভ সুবর্ণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত জ্ঞান-রূপ হিরণ্যেরই প্রয়োজন হয়।

'সবিতারং' শব্দ বা বিশেষণ সত্যপ্রকাশের ভাব ব্যক্ত করে। যিনি সত্যপ্রকাশক, যিনি জ্ঞানপ্রদ, আমাদের রক্ষার জন্য আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমাদের পরিত্রাণ করুন।—'এরূপ ভাব যেখানে ব্যক্ত হয়, সেখানে বিশেষণের অর্থ সুবর্ণাদির সহিত সংশ্রবযুক্ত বলিয়া কখনই কল্পনা করা যায় না। উপসংহারে 'পদং' শব্দের লক্ষ্য কি, চিন্তা করিয়া দেখুন। 'সেই দেবতা আমাদের পদের বা স্থানের জ্ঞাপয়িতা হউন,'—ইহাতে কি ভাব ব্যক্ত করে? আমরা মনে করি,—চতুর্ব্বর্গ-সাধক স্থানের বা কর্ম্মের বিষয়ই ঐ 'পদং' শব্দের লক্ষ্য। ইহা ভিন্ন অন্য ভাব এ ঋকে আসিতেই পারে না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এ ঋকের মর্ম্মার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'সেই জ্ঞানপ্রদ সত্যস্বরূপ সবিতা দেবকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য অর্চ্চনা করিতেছি। দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সেই দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তির উপায় আমাদিগকে জানাইয়া দেন। আমরা যেন সেই সবিতৃ-দেবের অনুধ্যানে, তাঁহার জ্ঞান-রশ্মির অনুবর্ত্তনে, জ্ঞান-ধন-লাভে সর্ব্বপ্রকারে সমর্থ হই।' (১ম—২২সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। ঋক্)।

অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি

তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণ

অপাং। নপাতং। অবসে। সবিতারং। উপ। স্তুহি।

তস্য। ব্রতানি। উশ্মসি ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অবসে' (রক্ষণায়) 'অপাং' (জলস্য, তমোভাবস্য) 'নপাতং' (ন পালকং, শোষকং) 'সবিতারং' (দেবং) 'উপস্তুহি' (আরাধয় মানস ইতি শেষঃ) 'তস্য' (সবিতৃদেবস্য) 'ব্রতানি' (পূজাদিকর্ম্মাণি) 'উশ্মসি' (কাময়ামহে) সাধকাঃ সবিতৃদেবস্য পূজাকামনায় [illegible] ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মানস! আপনাকে রক্ষা করিবার (আপনার পরিত্রাণের) জন্য, জলের শোষক (তমোনাশক) সবিতৃ-দেবতার আরাধনা কর। সেই দেবতার পূজাদি কর্ম্ম আমরা কামনা করিতেছি। (১ম—২২সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র হোতা সামগম্বৃত্বিজমন্যং বা শস্ত্রিণং ব্রূতে। অবসেঽস্মান্ রক্ষিতুং সবিতারমুপস্তুহি। তস্য সবিতুঃ সম্বন্ধীনি ব্রতানি কর্ম্মাণি সোমযাগাদিরূপাণ্যুশ্মসি। কাময়ামহে। কীদৃশং সবিতারং। অপাং নপাতং। জলস্য ন পালকং। সন্তাপেন শোষকমিত্যর্থঃ।

অপাং। ঊড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। নপাতং। পা রক্ষণে। অস্মা শতৃপ্রত্যয়ঃ পাচ্ছব্দঃ। তস্য নঞা সমাসে নভ্রাণ্নপাদিত্যাদিনা নলোপপ্রতিষেধ ইতি বৃত্তিকারঃ। অগ্নির্হ্যপো ন পাতি তচ্ছোষকত্বাৎ। তর্হি কথমপামিতি ষষ্ঠী। ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থেতি। পা০ ২।৩।৬৯। কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ প্রতিষেধাদিতি চেৎ। তর্হ্যেষা শেষলক্ষণাস্তু অগ্ন্যাদিত্যা-বপাং করণতয়া সম্বন্ধিনাবগ্নেরাপ ইতি শ্রুতেঃ। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি স্মৃতেশ্চ। অস্মিন্‌পক্ষে উগিদচামিতি নুমভাবোঽপি নিপাতনাদেবেতি মন্তব্যং। পাতেঃ ক্বিবন্তস্য তুগ্বা নিপাতনাৎ দ্রষ্টব্যঃ। অথবা ন পাতয়তীতি নপাৎ। পৎলৃ গতাবিতি ধাতোর্ণ্যন্তাৎ ক্বিপ্।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে হোতা, সামগায়ী ঋত্বিক্ অথবা অন্য শস্ত্রমন্ত্র দ্বারা স্তাবক ঋত্বিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সবিতৃদেবকে স্তব করুন।" সেই সবিতৃদেবের সম্বন্ধী সোমযাগাদিরূপ কর্ম্মসমুদয় আমরা কামনা করিতেছি। সবিতা কিরূপ? তিনি জলের পালক নহেন, অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে তাপ-প্রদানের দ্বারা জলের শোষক।

"ঊড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "অপাং" এই পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নপাতং" এই পদটীতে রক্ষণার্থ 'পা' ধাতুর উত্তর শতৃ (অৎ) প্রত্যয় করিয়া 'পাৎ' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই 'পাৎ' শব্দের নঞের সহিত সমাসে "নভ্রান্নপাৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ন' এর লোপ নিষেধ প্রতিষিদ্ধ (নিষিদ্ধ) হইয়াছে—ইহা বৃত্তিকারের মত; কারণ, অগ্নিদেব জলের শোষক বলিয়া তাহার রক্ষক নহেন। তাহা হইলে "অপাং" এই ষষ্ঠী কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? যেহেতু "নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থা" (পা০ ২।৩।৬৯) এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মণি ষষ্ঠীর নিষেধ আছে। অতএব ইহা শেষ লক্ষণা ষষ্ঠী বিভক্তি হউক। অগ্নি এবং আদিত্য, "অগ্নেরাপঃ" "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি হেতু জলের কারক। এই পক্ষে "উগিদচাং" এই সূত্র দ্বারা নুমের অভাবও নিপাতন-বশতঃই হইয়াছে, ইহা জানা উচিত। ক্বিপ প্রত্যয়ান্ত 'পা' ধাতুর উত্তর নিপাতনে 'তুক্' (ৎ) বিকল্পে দর্শিত হইয়াছে। অথবা "ন পাতয়তি" এই অর্থে গত্যর্থক ণ্যন্ত পৎলৃ (পৎ) ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া "ন পাৎ"

অগ্ন্যাদিত্যৌ স্বপাং ন প্রাপকৌ প্রত্যুত তচ্ছোষকৌ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অবসে। তুমর্থে সেসেনিত্যাদিনা অসেন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উশ্মসি। বশ কান্তৌ। অদিপ্রভৃতিভ্য ইতি শপো লুক্। ইদন্তো মসিরিতীকারোপজনঃ ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ (২১৩) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের 'উপস্তুহি' ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকারগণ হোতার ও অধ্বর্য্যুর কথোপকথন-ভাব কল্পনা করিয়াছেন। হোতা যেন অধ্বর্য্যুকে বলিতেছেন,—'তোমরা উদ্‌বুদ্ধ হও; উপাসনা আরম্ভ কর।' 'অপাং ন পাতং' বাক্যে 'জলের শোষণকর্ত্তা' অর্থ অধ্যাহার করা হইয়া থাকে। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'তোমাদের রক্ষণের জন্য জলের শোষণকর্ত্তা দেবকে তোমরা উপাসনা কর। আমরা তাঁহার ব্রত কামনা করি।' ইহা হইতে কেহ কেহ সোমযাগের ও সোমরসের কল্পনাও আনিয়াছেন।

আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋক্ সাধকের আত্মোদ্বোধনমূলক। তিনি যেন আপন মনকে (আত্মাকে) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'মন (আত্মা)! তুমি ভগবানের পূজায় ব্রতী হও।' তার পর 'অপাং ন পাতং' বাক্যের অর্থ 'জলের শোষণ' নয়; উহার অর্থ—'তমোভাবের বিনাশ-সাধন।' 'ব্রতানি' শব্দে সাধারণ পূজাদি-কর্ম্ম অর্থই সঙ্গত হয়। সে হিসাবে ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'হে আমার মন, তুমি সেই তমো-নাশক অজ্ঞান-আঁধার-বিনাশক সবিতার অর্থাৎ সত্য-প্রকাশক দেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। সেই সত্যপ্রকাশক জ্ঞানালোকপ্রদ সবিতা

এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ অগ্নি ও আদিত্যদেব, জলের প্রাপক নহেন; পরন্তু তাহার শোষক। ইহার অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "তুমর্থে সেসেন্" এই সূত্র দ্বারা 'অসেন' প্রত্যয়ে "অবসে" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "উশ্মসি" এই পদটী কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতুর উত্তর 'মস্' বিভক্তিতে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ করিয়া "ইদন্তো মসিঃ" এই সূত্র দ্বারা ই-কার আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৬ ॥

* * *

দেবের অর্চ্চনাই আমাদের প্রধান কাম্য হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার উপাসনাই আমাদিগের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।'

'অপাং ন পাতং' বাক্য হইতে তমোভাব-নাশের অজ্ঞান-আঁধার-দূরীকরণের ভাব কেন আসে, সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। জল বা জলীয় অংশই তমোভাবের অন্ধকারের দ্যোতক। জড়ত্ব, শৈত্য—জলের ধর্ম্ম। সেই জন্যই 'জলের' বা 'জলীয় ভাবের নাশক' সংজ্ঞায় সবিতাকে অভিহিত করা হয়। জলের আধিক্য, শৈত্যের প্রাধান্য—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। 'অপাং ন পাতং' বাক্যে যদি 'পৃথিবীর জল শুকাইয়া দেওয়া' যাঁহার কার্য্য—এইরূপ বুঝাইত, তাহা হইলে জলদানের প্রার্থনা কদাচ থাকিত না। এখানে জড়ত্ব বা শৈত্য দূর করিয়া তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, অজ্ঞান-আঁধার দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করেন,—এই ভাবই আসিয়া থাকে। আমরা তদনুসারেই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। (১ম—২২সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ

সবিতারং নৃচক্ষসং ॥ ৭

পদ-বিশ্লেষণং

বিঽভক্তারং। হবামহে। বসোঃ। চিত্রস্য। রাধসঃ।

সবিতারং। নৃঽচক্ষসং ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বসোঃ' (মধুরস্য পরমপ্রিয়স্য, জ্ঞানরূপস্য) 'চিত্রস্য' (রমণীয়স্য, অলৌকিকস্য) 'রাধসঃ' (ধনস্য) 'বিভক্তারং' (বিভাগকারিণং, দানকর্ত্তারং) 'নৃচক্ষসং' (মনুষ্যাণাং প্রকাশকারিণং, জ্ঞাননেত্রোন্মেষণকারিণং) 'সবিতারং' (সবিতৃদেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ)। হে দেব! ত্বং চ জ্ঞানস্বরূপঃ পরমধনপ্রদঃ; অস্মাকং জ্ঞাননেত্রোন্মেষণং কুরু, মোক্ষপ্রদোভব; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রিয় অলৌকিক ধনের দাতা, জ্ঞাননেত্র উন্মেষণকারী সেই সবিতৃদেবকে আমরা আহ্বান করিতেছি। (তিনি এই অজ্ঞান আমাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেন)। (১ম—২২সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

বসোর্নিবাসহেতোশ্চিত্রস্য সুবর্ণরজতাদিরূপেণ বহুবিধস্য রাধসো ধনস্য বিভক্তারং। অস্য যজমানস্যৈতাবদ্ধনদানমুচিতমিতি বিভাগকারিণং। নৃচক্ষসং। মনুষ্যাণাং প্রকাশকারিণং সবিতারং হবামহে। কৌশীতকিন এতস্যা ঋচো ব্যাখ্যানরূপে ব্রাহ্মণে সবিতুর্ব্বিভাগহেতুত্বমেব সমামনন্তি। যদেতদ্বসোশ্চিত্রং রাধস্তদেব সবিতা বিভক্তাভ্যঃ প্রজাভ্যো বিভজতীতি।

বিভক্তারং। তৃচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। হবামহে। হ্বয়তের্ব্বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। বসোঃ। বস নিবাসে। শৃস্বৃস্নিহীত্যাদিনা উঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

নিবাসের হেতুভূত যে সুবর্ণরজতাদিরূপ বহুবিধ ধন, তাহার বিভাগকর্ত্তা, অর্থাৎ 'এই যজমানকে এইরূপ ধনদান করা উচিত' এবম্ভূত বিভাগকারী এবং মনুষ্যগণের প্রকাশকারী সবিতাকে আহ্বান করিতেছি। কৌশিতকিগণ এই ঋকের ব্যাখ্যাস্বরূপ ব্রাহ্মণে 'সবিতা যে বিভাগের হেতু' তাহা পাঠ করিয়াছেন—"যাহা এই বিচিত্র ধন তাহাই সবিতা বিভক্ত প্রজাগণকে বিভাগ করিয়া দেন।"

"বিভক্তারং" এই পদটীতে 'তৃচ্' প্রত্যয়ের চিত্বহেতু অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "হবামহে" এই পদটীতে 'হ্বেঞ্' ধাতুর "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ হইয়াছে। "বসোঃ" এই পদটী নিবাসার্থক 'বস' ধাতুর উত্তর "শৃ স্বৃ স্নিহি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'উ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি অধিকারবশতঃ 'উ' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু এই "বসোঃ" পদটীর আদিস্বর

লিদিত্যনুবৃত্তের্নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। রাধসঃ। অসুনন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ নৃচক্ষসং। নৄংশ্চষ্ট ইতি নৃচক্ষাঃ। তং নৃচক্ষসং। চক্ষের্বহুলং শিচ্চ। উ০ ৪।২৩২। ইত্যসুন্। শিত্বাদনার্দ্ধ-ধাতুকত্বেন খ্যাঞাদেশাভাবঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (২১৪) ঋকের বিশদার্থ।

যাঁহারা গৃহ অট্টালিকা অথবা মণিমুক্তাদি বিচিত্র ধনের কামনা করেন, তাঁহারা তত্তৎ ধনের বিতরণকর্ত্তা বলিয়াই সবিতা দেবকে মনে করিবেন; এবং সেই লক্ষ্য রাখিয়াই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন। আর, সেই ভাবেই এ ঋকের ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। সায়ণের ভাষ্য লক্ষ্য করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে।

কিন্তু ঋকের অন্তর্গত 'রাধসঃ' আর 'নৃচক্ষসং' পদ দ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই পূর্ব্বোক্ত অর্থ-পরিগ্রহণের প্রতি আর প্রবৃত্তি আসিবে না। 'রাধসঃ' শব্দে যে ধনকে বুঝায়, সে ধন মণিমুক্তা-সুবর্ণাদি অসার পার্থিব ধন নহে; ভগবানের আরাধনামূলক ভগবদুপাসনা হইতে প্রাপ্ত ধনকেই ঐ শব্দের লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়। 'নৃচক্ষসং' শব্দে মনুষ্যের চক্ষুঃস্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞাননেত্র-উন্মেষণকারী ভিন্ন অন্য অর্থ হইতেই পারে না। তবে যে সায়ণাদি ঐরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য আছে। ভগবানের নিকট অসার-পার্থিব ধন চাহিতে চাহিতে ক্রমে অপার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা আসিবে;—ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। যে ভাবেই হউক, যেমন করিয়াই হউক, তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হও—সুফল-লাভ অবশ্যই হইবে। ইহাই লক্ষ্য। ঋকে দুই দিকের দুই ভাবই অধ্যাহার হয়। কিন্তু উহার মূল লক্ষ্য—জ্ঞানরূপ অমূল্য ধনেরই প্রার্থনা। (১ম—২২সূ—৭ঋ)।

উদাত্ত। 'অসুন্' প্রত্যয়ান্ত "রাধসঃ" পদটির প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত। "নৃচক্ষসং" এই পদটি নৃশব্দপূর্ব্বক 'চাক্ষঞ্' (চক্ষ্) ধাতুর উত্তর "চক্ষের্বহুলং শিচ্চ" (উ০ ৪ ২৩২) এই সূত্র দ্বারা 'অসুন্' (অস্) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শিত্ত্ববশতঃ আর্দ্ধধাতুক হয় নাই বলিয়া 'চক্ষ্' স্থানে 'খ্যাঞ্ (খ্যা) আদেশের অভাব হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে ॥ ৭ ॥

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ।

দাতা রাধাংসি শুম্ভতী॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং

সখায়ঃ। আ। নি। সীদত। সবিতা। স্তোম্যঃ। নু। নঃ।

দাতা। রাধাংসি। শুম্ভতি॥ ৮॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (হে সখিস্বরূপাঃ সদ্বৃত্তিনিচয়াঃ) 'আ' (আগচ্ছত, উদ্বুদ্ধা ভবত, যূয়মিতি শেষঃ) 'নিষীদত' (উপবিশত, হৃদ্দেশে সুপ্রতিষ্ঠিতা ভবত); 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্তোম্যঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'রাধাংসি' (অভীষ্টধনানি) 'দাতা' (দানকর্ত্তা, প্রদাতুমুদ্যুক্ত ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (সবিতৃদেবঃ) 'শুম্ভতি' (শোভতে, পুরতঃ পরিদৃশ্যমানো ভবতি)। এষা ঋক্ সাধকস্য আত্মোদ্বোধনমূলিকা। অত্র সাধকঃ সখিস্বরূপান্ সদ্বৃত্তিনিবহান্ সম্বোধ্য ভগবদারাধনার্থং তান উদ্বোধয়তি। (১ম—২২সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমাদের সখাস্বরূপ (মঙ্গলবিধায়ক) সদ্বৃত্তিনিচয়! তোমরা এস (উদ্বুদ্ধ হও), উপবেশন কর (হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হও); আমাদের বন্দনীয়, অভীষ্ট-ধনের প্রদানকর্ত্তা সবিতা দেব, (ঐ দেখ), পুরোভাগে শোভমান্ (চিরবিদ্যমান্) রহিয়াছেন। (১ম—২২সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সখিভূতা হে ঋত্বিজঃ। আ নিষীদত। সর্ব্বত্রোপবিশত। নোঽস্মাকমযং সবিতা তু ক্ষিপ্রং স্তোম্যঃ স্তুতিযোগ্যঃ। রাধাংসি ধনানি দাতা প্রদাতুমুদ্যুক্তঃ। এষ সবিতা শুম্ভতি। শোভতে।

সমানাঃ সন্তঃ খ্যান্তি প্রকাশন্ত ইতি সখায়ঃ। খ্যা প্রকথনে। সমানে খ্যশ্চোদাত্তঃ। উ০ ৪।১৩৮। ইতীণ্প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন ডিত্বং যলোপশ্চ। ডিত্বাদাকারলোপঃ। সমানস্য ছন্দসীত্যাদিনা সমানশব্দস্য সাদেশঃ। ইণ্সন্নিয়োগেনোদাত্তত্বং চ। জসি সখ্যুরসম্বুদ্ধাবিতি নিত্বাদ্বৃদ্ধিরায়াদেশঃ। নিষীদত। সদেরপ্রতেঃ। পা০ ৮।৩।৬৬। ইতি ষত্বং। স্তোমেষু প্রতিপাদ্যত্বেন ভবঃ স্তোম্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দাতা। দানশীলঃ। তাচ্ছীল্যে তৃন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। রাধাংসি। গতং। কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীতি প্রাপ্তায়াঃ ষষ্ঠ্যা ন লোকাব্যয়েতি প্রতিষেধঃ॥ ৮॥

অষ্টম (২১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে, ঋত্বিক্ বা পুরোহিতগণ যেন আপনাদের সহচর সখাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে সখাগণ! তোমরা আগমন কর, যজ্ঞক্ষেত্রে উপবেশন কর; এবং পূজার্হ ধনদাতা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সখিস্বরূপ হে ঋত্বিক্‌গণ। আপনারা সর্ব্বত্র উপবেশন করুন। আমাদিগের এই সবিতৃদেব শীঘ্রই স্তুতিযোগ্য এবং (আমাদিগকে) ধনসমূহ প্রদান করিতে উদ্যুক্ত হয়েন। এই সবিতা শোভিত হইতেছেন।

'সমান হইয়া প্রকাশিত হয়েন যাঁহারা', এই অর্থে "সখায়ঃ" এই পদটী, সমান শব্দ পূর্ব্বক প্রকথন অর্থবিশিষ্ট 'খ্যা' ধাতুর উত্তর "সমানে খ্যশ্চোদাত্তঃ" (উ০ ৪।১৩৮) এই সূত্র দ্বারা 'ইণ্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ইণ্ প্রত্যয়ের সন্নিয়োগ-হেতু ডিত্ব, যলোপ, ডিত্ববশতঃ আকার লোপ এবং "সমানস্য ছন্দসি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সমান শব্দের স্থানে 'স' আদেশ হইয়াছে। ইন্ সন্নিয়োগ হেতু ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। জস্ বিভক্তি পরে হইয়াছে বলিয়া নিত্বহেতু বৃদ্ধি এবং আয়াদেশ হইয়াছে। "নিষীদত" এই পদটীতে "সদেরপ্রতেঃ" (পা০ ৮।৩।৬৬) এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে। 'স্তোম (স্তুতি) সমূহে প্রতিপাদ্য হয়েন' এই অর্থে "স্তোম্যঃ" এই পদ, 'স্তোম' শব্দের উত্তর "ভবে ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "যতোঽনাবঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দাতা" অর্থাৎ দানশীল, এই পদটী তাচ্ছীল্যার্থে 'তৃন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "রাধাংসি" পদটী উক্ত হইয়াছে। এস্থলে "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত যে ষষ্ঠী বিভক্তি, তাহা "ন লোকাব্যয়" এই সূত্র দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে॥ ৮॥

সবিতা দেবকে দর্শন কর।' এ হিসাবে, পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া বা করাইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রধান হোতা বা যাজ্ঞিক, অন্যান্য ঋত্বিক্‌দিগকে প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন।

এ অর্থে বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি রক্ষিত হয় না। অপিচ, প্রার্থনামূলক ঋঙ্মন্ত্রে এরূপ অর্থ-প্রকাশক বাক্যের সমাবেশ সমীচীন বলিয়াও আমরা মনে করি না। আমাদের মত এই যে, এই ঋঙ্মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে 'সখায়ঃ' শব্দে হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি-সমূহকে বুঝাইতেছে। সদ্‌বৃত্তি-সদ্ভাবের ন্যায় সখা—মানুষের কি আর দ্বিতীয় আছে? হৃদয়ে সদ্‌বৃত্তি-সমূহ জাগরিত হইলে যেরূপ শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং এখানে হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি-সমূহকেই উদ্‌বুদ্ধ করা হইয়াছে, নিশ্চিত মনে হয়। 'শুন্ততি' ক্রিয়াপদে 'দেবতা সম্মুখেই বিদ্যমান্ আছেন'—এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। দেবতা যে সর্ব্বব্যাপী, তিনি যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন,—সাধকের দিব্য-দৃষ্টি যেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাই পাই, যেন পাই না; দেখি দেখি, যেন দেখি না;—এই অবস্থায় যখন মানুষ উপনীত হয়; তখন যদি সে অন্তরস্থ সদ্‌বৃত্তি সমূহকে জাগরিত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাঁর ইষ্ট সিদ্ধ এখানে এ ঋকে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

যাজ্ঞিক এখানে আপনার অন্তরের সদ্‌বৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'এখনও কেন তোমরা উদাসীন রহিয়াছ? ঐ দেখ, দেবতা সম্মুখে প্রকাশমান্ হইয়াছেন! আর নিশ্চিন্ত থাকিও না! এখনও এস, এখনও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হও,—দেবতার পূজায় আত্মবিনিয়োগ কর।' পক্ষান্তরে এটী একটী প্রার্থনা; সে প্রার্থনা দেবতার নিকট হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়। কেন-না, তিনিই তো সদ্‌বৃত্তিসমূহের আধারস্থানীয়, সকল সদ্ভাবের উন্মেষ-সাধক! তাহাতে ভাবার্থ দাঁড়াইতে পারে,—'আমাদের সখাস্বরূপ পরম-মঙ্গলবিধায়ক হে দেবগণ! আপনারা সর্ব্বত্র প্রকাশমান্ রহিয়াছেন। কিন্তু আমার হৃদয় যে শূন্য পড়িয়া আছে! আসুন, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আমি পরম ধন লাভ করি।' (১ম—২২সূ—৮ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নিষ্টোমে প্রাতঃসবনেঽগ্নে পত্নীরিহাবহেতি নেষ্টুঃ প্রাস্থিতযাজ্যপ্রশাস্তা। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীতি খণ্ডে সূত্রিতং। অগ্নে পত্নীরিহাবহোক্ষাং নায় বশাং নায়েতি ॥

নবমী ঋক্।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। নবমী ঋক্।

অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ

ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নে। পত্নীঃ। ইহ। আ। বহ। দেবানাং। উশতীঃ। উপ।

ত্বষ্টারং। সোমঽপীতয়ে ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'উশতীঃ' (অস্মাকং মঙ্গলকাময়মানাঃ) 'দেবানাং পত্নীঃ' (দেববিভূতীঃ, সদ্গুণাবলীঃ) 'ত্বষ্টারং' (ত্বষ্টৃদেবং, জ্ঞানকর্তারং চ) 'সোমপীতয়েঃ' (সোমপানার্থং, ভক্তিসুধাগ্রহণার্থং) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্মাণি) 'আবহ' (আনয়)। হে দেব! অস্মাকং হৃদ্দেশং মঙ্গলপ্রদং সদ্ভাবপূর্ণং কুরু, অপিচ জ্ঞানকর্তারং দেবং তত্র প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—৯ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ

অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের প্রাতঃসবনে "অগ্নে পত্নীরিহাবহ" এই ঋকটী নেষ্টৃ নামক ঋত্বিকের প্রস্থিত যাজ্যারূপ প্রশাস্তৃ মন্ত্র। 'ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"অগ্নে পত্নীরিহাবহোক্ষাং নায় বশাং নায়" ইতি। এই সূক্তগত সেই নবমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমাদিগের মঙ্গলকামী দেবপত্নীগণকে (দেবতার স্বরূপ সদ্‌গুণাবলীকে) এবং ত্বষ্টৃদেবকে (ত্রাণকর্তাকে) এই যজ্ঞে (হৃদয়ে) আনয়ন করুন। (১ম—২২সূ—৯ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

হে অগ্নে উশতীঃ কাময়মানা দেবানাং পত্নীরিন্দ্রাণ্যাদ্যা ইহ দেবযজনদেশে আবহ। তথা ত্বষ্টারং দেবং সোমপীতয়ে সোমপানার্থমুপসমীপ আবহ॥

পত্নীঃ। উদাত্তঃ পতিশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে। পা০ ৪।১।৩৩। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন নকারশ্চ। ঙীপঃ পিত্বাদ্ভতিস্বর এব। উশতীঃ। বশ কান্তৌ। লটঃ শতৃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপোলুক্। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। শতুরনুম ইতি ঙীপ্ উদাত্তঃ॥ ৯॥

নবম (২১৬) ঋকের বিশদার্থ।

——§ ০ §——

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনি সেই কামনাপরায়ণা (সোমরস-পানে বা যজ্ঞে আগমনে আগ্রহান্বিতা) দেবপত্নীগণকে ও ত্বষ্টৃদেবকে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য এই যজ্ঞে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! যজ্ঞে আগমনে) কামনা করিতেছেন যে ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবপত্নীগণ, তাঁহাদিগকে এই দেবতাদিগের পূজাস্থলে আপনি আবাহন করুন। সেইরূপ সোমপান জন্য ত্বষ্টৃনামক দেবতাকে নিকটে আবাহন করুন।

"পত্নীঃ" এই পদটীর ক্তি প্রত্যয়ান্ত 'পতি' শব্দটী আদ্যুদাত্ত। অনন্তর ঐ পতি শব্দের উত্তর "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" (পা০ ৪।১।৩৩) এই সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' (ঈ) প্রত্যয় এবং ঐ 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের সন্নিযোগ-বশতঃ ন-কার আগম হইয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে উক্ত "পত্নীঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের পিত্বহেতু ক্তি-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "উশতীঃ" এই পদটি, কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতুর উত্তর লটের শতৃ করিয়া "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্র দ্বারা শপের লোপ, 'শতৃ' প্রত্যয়ের ঙিত্বহেতু "গ্রাহিজ্যা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (বশ+উশ্) এবং "উগিতশ্চ" সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শতুরনুমঃ" এই সূত্র দ্বারা 'ঙীপ্' প্রত্যয় উদাত্ত হইয়াছে॥ ৯॥

বহন করিয়া আনুন।' কোনও উৎসব-ক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগের জন্য যেমন মহিলাগণ গমনোৎসুক হন, এখানে সেই ভাব প্রকাশ পায়। দেবগণকে সাকার দেহধারী মনুষ্য বলিয়া মনে করিলে, অথবা কোনও রাজা-রাজারা সম্বন্ধে ঐরূপ উপাসনা-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিলে, ঐ সকল ভাবই আসিতে পারে।

কিন্তু দেবগণকে অশরীরী শুদ্ধসত্ত্বভাবে অবস্থিত বা ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তখন আর পূর্ব্বোক্ত অর্থে আস্থা থাকিতে পারিবে না। তখন 'উশতীঃ' শব্দে 'সোমপানে তাঁহাদের কামনা' প্রকাশ পাইবে না; পরন্তু ভক্তের যাজ্ঞিকের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের কামনা প্রকাশ পাইবে; 'দেবানাং পত্নীঃ' তখন সদ্গুণনিবহ অর্থ প্রকাশ করিবে; ত্বষ্টৃদেব ত্রাণকর্ত্তৃরূপে বিকাশ পাইবেন; সোমপানার্থ আহ্বান, পূজাগ্রহণের বা ভক্তিসুধাপানের জন্য সূচিত হইবে।

এ মতে ঋকের ভাবার্থ হইবে এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আমাদের চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদ্গুণাবলীর সহিত আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। আমাদের হৃদয় সত্য-সরলতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হউক। আমাদের পরিত্রাণকারী দেবতার উদ্দেশে আমরা ভক্তিসুধা সঞ্চিত রাখিয়াছি। তাঁহারা আসিয়া পান করুন। এই প্রার্থনা।' (১ম—২২সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। দশমী ঋক্।)

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং।

বরূত্রীং ধিষণাং বহ॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। গ্নাঃ। অগ্নে। ইহ। অবসে। হোত্রাং। যবিষ্ঠ। ভারতীং।

বরূত্রীং। ধিষণাং। বহ॥ ১০

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ' (যুবতম, জনহিতসাধনায় পরমোদ্যমপরায়ণ) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'অবসে' (অস্মাকং রক্ষণায়, পরিত্রাণায়) 'গ্নাঃ' (দেবপত্নীঃ, দেবাবভূতীঃ, সদ্গুণাবলীঃ) 'হোত্রাং' (হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং, দেবাহ্বানপ্রবৃত্তিং) 'ভারতীং' (বাগ্দেবীং, সত্যবাক্যকথনশীলতাং) 'বরূত্রীং' (সত্যসংরক্ষয়িত্রীং দেবীং, সত্যৈকনিষ্ঠাং) 'ধিষণাং' (সদ্বুদ্ধিপ্রদাং দেবীং, সুবুদ্ধিং চ) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে হৃদয়ে) 'আবহ' (আনয়)। অনয়া সাধকস্য সদ্গুণকামনা দেবভাবলাভাকাঙ্ক্ষা চ প্রকাশ্যতে। (১ম—২২সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকহিতসাধনে যুবজনাধিক উদ্যমসম্পন্ন হে অগ্নিদেব! আমাদের পরিত্রাণের জন্য সেই দেবপত্নীগণকে (সদ্ভাবনিবহকে) এই যজ্ঞে (আমাদের হৃদয়ে) আনয়ন করুন; হোত্রাদেবী (দেবাহ্বান-প্রবৃত্তি) ভারতী (সত্যবাক্যকথনশীলতা) বরূত্রী (সত্যৈকনিষ্ঠা) ধিষণা (সুবুদ্ধি) প্রভৃতি দেবীগণকে আপনি আনয়ন করুন। (১ম—২২সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে। অবসেঽস্মানবিতুং গ্না দেবপত্নীরিহাবহ। তথা হে যবিষ্ঠ যুবতমাগ্নে হোত্রাং হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং ভারতীং ভরতনামকস্যাদিত্যস্য পত্নীং বরূত্রীং বরণীয়াং ধিষণাং বাগ্দেবীং চাবহ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেবপত্নীগণকে এইস্থলে আবাহন করুন। সেইরূপ, হে যবিষ্ঠ অর্থাৎ যুবকশ্রেষ্ঠ অগ্নিদেব। হোমনিষ্পাদক অগ্নিদেবের পত্নীকে, ভরত-নামক আদিত্যদেবের পত্নীকে এবং বরণীয়া বাগ্দেবীকে আবাহন করুন।

বাগ্বৈ ধিষণেতি বাজসনেয়কং। ভরত আদিত্য ইতি যাস্কেনোক্তত্বাত্তস্য পত্নী ভারতীত্যুচ্যতে। গমযন্তি ইতি গ্নাঃ। গমৢ সৃপৢ গতৌ। ঔণাদিকো ডন্প্রত্যয়ঃ। ডিত্বাট্টিলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। হোত্রাং। হুযামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্। উ০ ৪।১৬৯। ইতি ত্রনন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্ত। অতিশয়েন যুবা যবিষ্ঠঃ। অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদিপরস্য লোপঃ পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। ভারতীং। শার্ঙ্গরবাদেরবৃৎকৃতত্বাৎ ঙীনন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বরূত্রীং। গ্রসিতস্কভিতেত্যাদৌ। পা০ ৭।২।৩৪। যদ্যপি বরূতৃশব্দস্তৃজন্ত ইত্যুক্তং তথাপ্যন্তে ইতি করণস্য প্রদর্শনার্থত্বাদ্বরূতৃশব্দস্তৃনন্তোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। তেন নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শেষনিঘাতেন ঋকারস্যানুদাত্তত্বাদুদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিত্যপি ন ঙীপ উদাত্তত্বং। ধিষণাং। ক্যুপ্রত্যয়ানুবৃত্তৌ ধৃষের্ধিষ্ চ সংজ্ঞায়াং। উ০ ২।৮০। ইতি ক্যুঃ॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে পঞ্চমো বর্গ॥ ৫॥

দশম (২১৭) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋক্ অভিনব ভাবদ্যোতক। যখন দেবগণকে আমরা সাকার-রূপে আমনন করিব, তখন এ ঋকের একরূপ অর্থ অধ্যাস হইবে; আবার যখন আমরা দেবগণকে অশরীরী সূক্ষ্ম-শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থাপন্ন বলিয়া বুঝিতে

বাজসনেয়িগণ বলেন,—'বাগ্দেবীই ধিষণা', 'ভরত' শব্দটী আদিত্যদেবের নাম—ইহা যাস্ক বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পত্নীকে ভারতী কহে। "গ্নাঃ" এই পদটী গত্যর্থক গমৢ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ডন্' প্রত্যয়ে ডিৎহেতু টিয়ের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটীতে প্রত্যয়-স্বর। 'হোত্রাং' এই পদটী "হুযামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্" (উ০ ৪।১৬৯) এই সূত্র দ্বারা হু ধাতুর উত্তর ত্রন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'অতিশয় যুবা' এই অর্থে "যবিষ্ঠঃ" এই পদটী "যুবন্" শব্দের উত্তর "অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ" সূত্র দ্বারা 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয়ে "স্থূলদূর" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যণাদি-পরের লোপ এবং পূর্ব্বের (যুএর) গুণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ভারতীং" এই পদটী শার্ঙ্গরবাদির মধ্যে বৃৎকৃতত্ব ভিন্ন বলিয়া 'ঙীন্' প্রত্যয়ান্ত। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "বরূত্রীং" পদটী যদিও "গ্রসিত স্কভিত" (পা০ ৭।২।৩৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত, তথাপি 'অন্তে' এই করণের প্রদর্শনার্থ 'বরূতৃ' শব্দ 'তৃন্' প্রত্যয়েও নিষ্পন্ন হয়। সেই হেতু নিত্ত্ববশতঃ আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শেষস্বর নিঘাত বলিয়া ঋকার অনুদাত্তহেতু "উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ" এই সূত্র দ্বারা ঙীপের উদাত্ত হয় নাই। "ধিষণাং" এই পদটীতে 'ক্যু' প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি অধিকারে "ধৃষের্ধিষ্ চ সংজ্ঞায়াং" (উ০২৮০) এই সূত্র দ্বারা 'ক্যু' প্রত্যয় হইয়াছে॥ ১০॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত॥ ৫॥

পারিব, তখন এ ঋকের অর্থ আর এক প্রকার দাঁড়াইয়া যাইবে। আমরা দুই ভাবেরই আলোচনা করিতেছি।

রূপ-গুণের অংশভূত নরদেহধারী জীব আমরা, রূপগুণের অতীত বিষয়কে আমাদের ধ্যান-ধারণায় ধারণা করিতে পারি না; তাই আমরা আমাদের দেবতাকে মনোমত ধারণাযোগ্য রূপে গুণে বিভূষিত করিয়া লই; তাই আমরা অরূপে রূপের আরোপ করি, অগুণে গুণের প্রকাশ দেখি; তাই আমাদের দেবদেবী, অদৃশ্য অব্যক্ত অবাঙ্মনসগোচর হইয়াও, দৃশ্য-রূপে, ব্যক্ত ভাষায়, বাঙ্মনের গোচরীভূত অবস্থায়, প্রকাশমান্ হন। 'অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায়' বা 'বঙ্গানুবাদে' দুই দিক্ দিয়া ঋকের যে দুইরূপ অর্থ দুইরূপ ভাব প্রকাশ করিলাম; তাহাতে, একে—অদৃশ্যকে দৃশ্যভাবে, অন্যে—অব্যক্তকে ব্যক্তভাবে, প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ, যতই যাহা-কিছু বিশদ-ব্যাখ্যার স্পর্দ্ধা করি না কেন, সকলই আমাদের বিভ্রম মাত্র; কেন-না, স্বরূপ-ব্যক্তি—চিত্রপটেও হয় না, ভাষায়ও হয় না; সে কেবল অনুভাবনার সামগ্রী মাত্র—সে কেবল জ্ঞানযোগের বিষয়ীভূত। তবে যে ব্যাখ্যা-বিবৃতির প্রয়োজন হয়, তবে যে রূপের প্রকাশের ও গুণের অভিব্যক্তির আবশ্যক হয়, সে কেবল—উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে। সে কেবল—রূপ দেখিতে দেখিতে রূপময়কে মনে পড়িবে বলিয়া; সে কেবল—গুণের অনুধ্যান করিতে করিতে গুণময়ে লীন হওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া। নচেৎ, যাহা ধ্যানের বিষয়, তাহা যে কখনও ভাষায় ব্যক্ত হইতে পাবে, তাহা কদাচ আমরা মনে করি না। অতএব, ঋকের অর্থ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কোথাও সৎসম্বন্ধে বিঘ্ন আনয়ন না করে—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

যদি দেবীগণকে ভিন্নভিন্নরূপ দেহধারী ভিন্ন ভিন্ন দেবপত্নী বলিয়াই আমনন করা হয়, তাহা হইলেও অর্থ কর,—'সেই এক এক ভগবদ্বিভূতির অংশ-রূপা দেবীকে আমরা ভক্তি-বিনম্র চিত্তে পূজা করিতে ইচ্ছা করি; হে অগ্নিদেব, আপনি তাঁহাদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।' অথবা, যদি এক এক তাঁহাদিগকে এক এক ভগবদ্বিভূতি সদ্গুণ বলিয়া বুঝিয়া থাক, প্রার্থনা কর,—'হে অগ্নিদেব! ঐ সকল সদ্গুণ-

রূপ ভগবদ্বিভূতি দ্বারা আমাদিগের অন্তর পরিপূর্ণ করুন।' যে ভাবেই অর্থ গ্রহণ করুন, স্মরণ রাখিবেন, লক্ষ্য অভিন্ন—সেই একই আছে; নাম-রূপ ভিন্ন হইলেও বস্তু কখনও ভিন্ন নহে। (১ম—২২সূ—১০ঋ)।

—— • ——

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। একাদশী

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্ম্মণা নৃপত্নীঃ।

অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাং ॥ ১১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। নঃ। দেবীঃ। অবসা। মহঃ। শর্ম্মণা। নৃঽপত্নীঃ।

অচ্ছিন্নঽপত্রাঃ। সচন্তাং ॥ ১১ ॥

• •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নৃপত্নীঃ' (নৃপত্ন্যঃ, নরাণাং পালয়িত্র্যঃ) 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' (অচ্ছিন্নপক্ষাঃ, সর্ব্বত্রসমান-গতিশীলাঃ, পক্ষাপক্ষভাববিরহিতাঃ) 'দেবীঃ' (দেব্যঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'অবসা' (অস্মাকং রক্ষণেন, পরিত্রাণেন) 'মহঃ' (মহতা) 'শর্ম্মণা' (সুখেন চ সহ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অভি' (আভিমুখ্যেন) 'সচন্তাং' (সেবন্তাং, শীঘ্রং আগচ্ছন্তু)। অস্মাকং সুখসম্পাদনায় পরিত্রাণায় চ সর্ব্বজনপ্রতিপালিকা ভগবদ্বিভূতয়ঃ পক্ষাপক্ষভাববিরহিতাঃ সত্যঃ অস্মান্ প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—১১ঋ)।

• •

বঙ্গানুবাদ।

মনুষ্যগণের প্রতিপালিকা, সর্ব্বত্র অবাধগমনশীলা, সেই দেবীগণ (দেবভাবনিবহ), আমাদিগের পরিত্রাণের ও সুখ-সাধনের জন্য আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (১ম—২২সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবীর্দেব্যো দেবপত্ন্যোঽবসা রক্ষণেন মহো মহতা শর্ম্মণা চ সুখেন চ সহ নোঽস্মানভি সচন্তাং। আভিমুখ্যেন সেবন্তাং। কীদৃশ্যো দেব্যঃ। নৃপত্নীঃ। মনুষ্যাণাং পালয়িত্র্যঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ। অচ্ছিন্নপক্ষাঃ। ন হি পক্ষিরূপাণাং দেবপত্নীনাং পক্ষাঃ কেনচিচ্ছিদ্যন্তে॥

দেবীঃ। পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা০ ৪।১।৪৮। ইতি ঙীষন্তঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। দীর্ঘাজ্জসি চেতি প্রতিষেধস্য বা চন্দসীতি পাক্ষিকত্বোক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। অবসা। অব রক্ষণে। অসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মহঃ। মহ্ পূজায়াং। ক্বিপ্। সুপাংসুলুগিতি তৃতীয়ৈকবচনস্য ডাদেশঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। নৃপত্নীঃ। সমাসান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অচ্ছিন্নপত্রাঃ। ন ছিন্নান্যচ্ছিন্নানি। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অচ্ছিন্নানি পত্রাণি যাসাং তাঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১১॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবপত্নীগণ রক্ষণের ও মহৎ সুখের সহিত আমাদিগের অভিমুখীন্ অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আমাদিগকে সেবা করুন। দেবপত্নীগণ কিরূপ? "নৃপত্নীঃ" অর্থাৎ মনুষ্যসমূহের পালনকর্ত্রী। "অচ্ছিন্নপত্রাঃ" অর্থাৎ পক্ষিরূপা দেবপত্নীগণের পক্ষসমূহকে ছেদন করিতে কেহ সমর্থ হয়েন না।

"দেবীঃ" এই পদটী, 'দেব' শব্দের উত্তর "পুংযোগাদাখ্যায়াং" (পা০ ৪।১।৪৮) এই সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "দীর্ঘাজ্জসি চ" সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ নিষেধ আছে, অর্থাৎ 'জস্' পরে 'দেবীঃ' পদ না হইয়া 'দেব্যঃ' পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা "বাচ্ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা ছন্দোবিষয়ে বৈকল্পিক বিধান থাকায়, এ পক্ষে পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে, অর্থাৎ, বিভক্তির অ-কার স্থানে ঈ-কার হইয়াছে। "অবসা" এই পদটী, রক্ষণার্থ 'অব' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "মহঃ" এই পদটী, পূজার্থক 'মহ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া "সুপাংসুলো ভবন্তি" এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়ার একবচনের স্থানে ডাদেশে (অস্ আদেশে) সিদ্ধ হইয়াছে। "সাবেকাচঃ" সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নৃপত্নীঃ" এই পদে সমাসান্ত উদাত্ত স্বরের প্রাপ্তিতে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" সূত্র দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অচ্ছিন্নপত্রাঃ" পদটীর "অচ্ছিন্ন" পদটী, 'নয় ছিন্ন যাহারা' এই অর্থে "অচ্ছিন্নানি" ইহার অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। এবং 'অচ্ছিন্ন হইয়াছে পত্রসমূহ যাঁহাদের' এই অর্থে বহুব্রীহিসমাসে পদটী সম্পন্ন হইয়াছে। এস্থলেও পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১১॥

* * *

একাদশ (২১৮) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' ও 'নৃপত্নীঃ' পদদ্বয়ে মানুষের কল্পনাকে নানা পথে প্রধাবিত করাইয়াছে। 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' পদে কেহ বুঝিয়াছেন,—দেবীগণের যেন পক্ষীর ন্যায় পক্ষ থাকে; কেহ বুঝিয়াছেন,—'পত্রাঃ' পদে অপত্যাদির সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। প্রথম পক্ষের অর্থ হয়, পাখা কাটা পড়ে নাই—এমন পাখীর মত; দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ—পুত্রাদি যাঁহাদের বিনষ্ট হয় নাই—এমন জননীর মত। 'নৃপত্নী' পদে কেহ বা 'দেবপত্নী', কেহ বা 'বীরপত্নী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দার্থে বিভ্রম ঘটিবারই কথা।* যাহা হউক, আমরা কিন্তু 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' পদে 'সর্ব্বত্রসমানগতিশীলাঃ' অর্থই গ্রহণ করিলাম। 'নৃপত্নীঃ' শব্দে সায়ণের অনুসরণে মনুষ্যগণের পালয়িত্রী অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিলাম। তাহা হইলে, ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—দেবীগণ মাতৃস্বরূপিণী, সকল সন্তানই তাঁহাদিগের নিকট সমান স্নেহের আস্পদ। তাঁহারা মনুষ্য মাত্রেরই পালয়িত্রী, তাঁহারা সকলের মঙ্গলের জন্য ও সকলের সুখ-সাধনের জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আপনা-আপনিই গমন করেন। এখানে সদাস্নেহশীলা জননীর স্নেহের ভাব মনে আসে। স্নেহময়ী জননী সন্তানের মঙ্গল-কামনায়—সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করিবার পক্ষে—সদাই আগ্রহান্বিত থাকেন। সকল সন্তানের প্রতিই তাঁহার সমান অনুগ্রহ থাকে। কিন্তু অবাধ্য সন্তান, অনেক সময় তাঁহার নির্দেশ মান্য করে না। তাহারা মাকে অবহেলা করিয়া অনেক সময় বিপথে গমন করে। এ ঋকে এখানে তাই যেন বলা হইতেছে,—'হে মাতৃরূপিণী দেবীগণ! আমাদের কল্যাণ-সাধন জন্য আপনারা আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন।' পক্ষান্তরে প্রার্থনা এই যে,—'আমরা যে দেবভাব

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও এই অর্থ বিষয়ে মতান্তর দেখি। সায়ণের অনুসরণে উইলসন (Wilson) লিখিয়াছেন,—'Protectresses of mankind.' মুইর লিখিয়াছেন,—'wives of the heroes with uncut wings.'

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, সেই দেব-ভাব আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক।' দেবীগণ যজ্ঞে আসুন বা দেবভাব হৃদয়ে আসুক—উভয়ত্র সেই একই লক্ষ্য প্রতিপন্ন হয়। (১ম—২২সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে

অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে॥ ১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইহ। ইন্দ্রাণীং। উপ। হ্বয়ে। বরুণানীং। স্বস্তয়ে।

অগ্নায়ীং। সোমহপীতয়ে॥ ১২

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি) 'স্বস্তয়ে' (মঙ্গললাভায়) 'ইন্দ্রাণীং' (ইন্দ্রপত্নীং, রজোভাবং) 'বরুণানীং' (বরুণপত্নীং, তমোভাবং) 'অগ্নায়ীং' (অগ্নিপত্নীং, সত্ত্বভাবং) 'উপ' (সমীপে, অন্তর্দ্দেশে) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, সাম্যস্থাপনার্থং) 'হ্বয়ে' (আহ্বয়ামি)। এষা ঋক্ বহুভাবাত্মিকা। স্বস্তয়ে সোমপানায় চ দেবীনামাবাহনং প্রথমতো দৃশ্যতে। দ্বিতীয়তঃ সাধকস্য ত্রিগুণসাম্যায় ঋগেষা প্রযুক্তেতি মন্যামহে। অন্যচ্চ, তিসৃণাং দেবীনাং সকাশাৎ ত্রিবিধা প্রার্থনাপি পরিলক্ষ্যতে অস্মাভিরিতি শেষঃ। (১ম—২২সূ—১২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মে আমাদের মঙ্গলের জন্য, ইন্দ্রাণী, বরুণানী, অগ্নায়ী দেবীত্রয়কে সোমপান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি; অথবা, সত্ত্ব-

রজস্তমোভাবের সাম্যলাভার্থ আমরা প্রার্থনা করিতেছি; অথবা, দেবীত্রয়কে যথাক্রমে সর্ব্বাভীষ্টপূরণের, স্বস্তিদানের এবং সোমপানের (পূজাগ্রহণের) জন্য আহ্বান করিতেছি। (১ম—২২সূ—১২ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইহাস্মিন্ কর্ম্মণি স্বস্তয়েঽস্মাকমবিনাশায় সোমপীতয়ে সোমপানায় চেন্দ্রবরুণাগ্নীনাং পত্নীরাহ্বয়ামি।

ইন্দ্রাণীং। বরুণানীং। ইন্দ্রবরুণেত্যাদিনা। পা০ ৪।১।৪৯। পুংযোগে ঙীষ্ প্রত্যয় আনুগাগমশ্চ। প্রত্যয়স্বরঃ। অগ্নায়ীং। বৃষাকপ্যগ্নিকুসিতকুসিদানামুদাত্তঃ। পা০ ৪।১।৩৭। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেনৈকারস্যৈকার উদাত্তঃ। সোমপীতয়ে। অসকৃৎ পূর্ব্বোক্তং॥ ১২॥

* * *

দ্বাদশ (২১৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টী বহুভাবদ্যোতক। একই লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এই ঋকের ত্রিবিধ অর্থ গ্রহণ করিলাম। মঙ্গল কামনার—শ্রেয়োলাভের প্রার্থনা, সাধারণভাবে ত্রিবিধ অর্থের মধ্যেই পরিস্ফুট আছে। প্রথম দৃশ্যেই ঋক্‌টির অর্থ এইরূপ অধ্যাহার হয় যে, ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ী দেবীত্রয়কে আমরা যেন সোমপানের জন্য আহ্বান করিতেছি। সোম শব্দে যাঁহার চিত্তে যে অর্থ প্রতিভাত হইবে, তিনি সেই দৃষ্টিতেই আহ্বান

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মে আমাদিগের বিনাশরাহিত্যের এবং সোমপানের নিমিত্ত, ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নিদেবের পত্নীগণকে যথাক্রমে ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ীকে আহ্বান করিতেছি।

"ইন্দ্রাণীং" ও "বরুণানীং" পদদ্বয়, "ইন্দ্রবরুণ" (পা০ ৪।১।৪৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পুংযোগে 'ঙীষ্' (ঈ) প্রত্যয় ও 'আনুক্' (আন্) আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাদের উভয়েরই প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "অগ্নায়ীং" এই পদটী, 'অগ্নি' শব্দের উত্তর "বৃষাকপ্যগ্নি-কুসিতকুসিদানামুদাত্তঃ" (পা০৪।১।৩৭) এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয়ে ও তাহার সন্নিয়োগ-বশতঃ ই-কারের স্থানে এ-কার হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে একারটী উদাত্ত। "সোমপীতয়ে" পদটীর বিষয় পূর্ব্বে বহুবার কথিত হইয়াছে॥ ১২॥

করিতেছেন—বুঝিতে হইবে। যাজ্ঞিকের যজ্ঞহবিঃস্বরূপ সোম, ভক্তের ভক্তিসুধারূপ সোম, অবিশ্বাসীর আহবনীয় মাদক-দ্রব্যরূপ সোম—সে পক্ষে সকল অর্থই আসিতে পারিবে।

তার পর, দেবীত্রিতয়কে সাকার বা দেহধারী না ভাবিয়া যদি গুণ-শক্তি-স্বরূপিণী বলিয়া ধারণা করা হয়, তাহাতে ঋঙ্মন্ত্রে ত্রিগুণের রজ-স্তমঃ-সত্ত্ব-ভাবের সাম্য-বিধানের প্রার্থনাই প্রকাশ পায়। গুণ-সাম্যই শ্রেয়োলাভের একমাত্র সোপান। স্বস্তি বা মঙ্গল তাহাতে স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে। সে পক্ষে ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ের ত্রিগুণের সমতা সাধন জন্য আপনি আমাদের হৃদয়ে ত্রিগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আবির্ভূত হউন।'

পরিশেষে, ঋকের আর যে এক প্রকার অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহারও আভাষ দেওয়া যাইতেছে। ঋকে প্রথমেই 'ইন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে' পদ আছে। তাহাতে মনে হয়, যে ইন্দ্র-শক্তি (ঐন্দ্রী) সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা, ঋকে প্রথমে তাঁহাকেই আহ্বান করা হইয়াছে। অবশ্য, কি নিমিত্ত আহ্বান করা হইতেছে, ঐ ঋকে তাহা প্রকাশ নাই। ইহাতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, সাধারণভাবে ঐ স্থানে সকল প্রকার কামনাই প্রচ্ছন্ন আছে। দ্বিতীয় পাদ—'বরুণানীং স্বস্তয়ে' অর্থাৎ 'স্বস্তি' (বিনাশরাহিত্য বা মঙ্গল) লাভের নিমিত্ত বরুণানী (বারুণী) শক্তিকে আবাহন করিতেছি। ইহাতে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যায়, জল-দেবতাই স্বস্তি-লাভের একমাত্র সহায়ভূতা। পূজার্চ্চনাদি বিষয়ে স্বস্তি-লাভার্থ (সঙ্কল্পাদিতে) সর্ব্বাগ্রে জলের প্রয়োজন—জলদেবতার অনুস্মরণ আবশ্যক হয়। এখানে সেই ভাব ব্যক্ত আছে বলা যায়। ঋকের তৃতীয় পাদ—'অগ্নায়ীং সোম-পীতয়ে।' এখানে যেন সোম-পানের জন্য অগ্নিশক্তি (আগ্নেয়ীকে) আহ্বান করা হইয়াছে। সোমপান—দেবগণের হবনীয় দ্রব্যগ্রহণ—অগ্নিমুখেই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্যই অগ্নির অপর নাম—'হুতভুক্।' এখানকার প্রার্থনা এই যে, 'সকল দেবতার পূজার অংশ তোমার মধ্য দিয়া তাঁহাদের নিকট সংবাহিত হউক। আমাদের হৃদয়ে আসিয়া তুমি পূজা গ্রহণ কর।' (১ম—২২সূ—১২ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

দ্বিতীয়ে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইতি দ্যাবাপৃথিব্যো নিবিদ্ধানীয়-স্তৃচঃ। দ্বিতীয়স্যাগ্নিং ব ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনঃ। আ০ ৮।১০। ইতি। আগ্রয়ণেষ্টৌ মহী দ্যৌরিত্যেষা দ্যাবাপৃথিব্যৈককপালস্যানু-বাক্যা। আগ্রয়ণং ব্রীহিশ্যামাকেতি খণ্ডে সূত্রিতং। যে কে চ জ্মামহিনো অহিমায়া মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ। আ০ ২।৯। ইতি। অগ্নিমন্থনেহপ্যেষা বিনিযুক্তা। প্রাতর্বৈশ্ব-দেব্যামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। অভি ত্বা দেব সবিতর্মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ। আ০ ২।১৬। ইতি। বিষ্যন্দমানং সান্নায্যমনয়ৈবাহবনীয়দেশে নিনয়েৎ। বিধাপরাধ ইতি খণ্ডে তত্রৈব সূত্রিতং। বিষ্যন্দমানং মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইত্যান্তঃপরিধিদেশে নিনয়েয়ুঃ। আ০ ৩।১০। ইতি॥ আশ্বিনশস্ত্রেহপ্যেষা সংস্থিতেহহ্ন্যাশ্বিনায়েতি খণ্ডে সূত্রিতং। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নস্তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বসম্ভুবা। আ০ ৬।৫। ইতি॥

তামেতাং সূক্তে ত্রয়োদশীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় ছন্দোমবিষয়ে বৈশ্বদেবের শস্ত্র-মন্ত্রে "মহীদ্যৌঃ পৃথিবীচনঃ" এই দ্যাবাপৃথিবী-দেবতাক তৃচটী বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। 'দ্বিতীয়স্যাগ্নিং বঃ' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা, 'মহীদ্যৌঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনঃ' (আ০ ৮।১০) ইতি। আগ্রয়ণ ইষ্টিতে বাস্যে 'মহীদ্যৌঃ' এই দ্যাবাপৃথিবীদেবতাক ঋক্‌টী এককপালের অনুবাক্যা। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের 'আগ্রয়ণং ব্রীহিশ্যামাক' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা, "যে কেচ জ্মামহিনো অহিমায়া মহীদ্যৌঃ পৃথিবী চনঃ" (আ০ ২।৯) ইতি। অগ্নিমন্থন বিষয়েও এই ঋক্‌টী বিনিযুক্ত হয়। "প্রাতর্বৈশ্বদেব্যাং" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"অভি ত্বা দেব সবিত স মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চনঃ" (আ০ ২।১৬) ইতি। বিষ্যন্দমান্ (যাহা ক্ষরিত হইতেছে) সান্নায্য এই ঋঙ্মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়দেশে নীত হয়। 'বিধাপরাধঃ' এই খণ্ডে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে, যথা,—'বিষ্যন্দমানং মহীদ্যৌঃ পৃথিবীচনঃ ইত্যান্তঃ পরিধিদেশে নিনয়েয়ুঃ" (আ০ ৩।১০) ইতি। আশ্বিনদেবের শস্ত্রমন্ত্রেতেও এই ঋক্ পঠিত হয়। 'সংস্থিতেহহ্ন্যাশ্বিনায়' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'মহী দ্যৌঃ পৃথিবীচনস্তেহি দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বসং ভুবা' (আ০ ৬।৫) ইতি। সেই এই সূক্তে ত্রয়োদশী ঋক্ কথিত হইতেছে॥

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং।

পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ॥ ১৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মহী। দ্যৌঃ। পৃথিবী। চ। নঃ। ইমং। যজ্ঞং। মিমিক্ষতাং।

পিপৃতাং। নঃ। ভরীমহভিঃ॥ ১৩॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মহী' (মহতী, অশেষপ্রভাববিশিষ্টা) 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকদেবতা, দ্যুলোকপ্রসিদ্ধা সদ্গুণাবলী) 'পৃথিবী' (ভূমিদেবতা, পার্থিবসদ্গুণরাজিঃ চ) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'ইমং' (অনুষ্ঠিতং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম, হৃদয়ং) 'মিমিক্ষতাং' (সেক্তুমিচ্ছতাং, সম্পাদয়তাং, স্নেহরসেনার্দ্রং কুরুতাং), তথা 'ভরীমভিঃ' (ভরণৈঃ, পোষণৈঃ, দেবভাবদানৈঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পিপৃতাং' (পূরয়তাং, অভীষ্টসিদ্ধিদে ভবতাং)। দ্যুলোকে বা পৃথ্বীলোকে যে সদ্ভাবাঃ, হে দেবৌ, তান্ সর্ব্বান্ অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২২সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অশেষপ্রভাববিশিষ্টা দ্যুলোকদেবতা (দ্যুলোকপ্রসিদ্ধা সদ্গুণাবলী) এবং ভূমিদেবতা (পার্থিবসদ্গুণরাজি) আমাদিগের এই (অনুষ্ঠিত) যজ্ঞ (হৃদয়) স্নেহরসে আর্দ্র করুন; তাঁহাদের পোষণ-প্রভাবে (দেবভাবদানহেতু) আমাদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ হউক। (১ম—২২সূ—১৩ঋ।)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মহী মহতী দ্যৌর্দ্যুলোকদেবতা পৃথিবী ভূমিদেবতা চ নোঽস্মদীয় মিমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং স্বকীয়সারভূতেন রসেন মিমিক্ষতাং। সেক্তু মিচ্ছতাং। তথা ভরীমভির্ভরণৈঃ পোষণৈর্নোঽস্মান্ পিপৃতাং। উভে দেব্যৌ পূরয়তাং॥

মহী মহচ্ছব্দাদুগিতশ্চেতি ঙীপ্। অচ্ছব্দলোপশ্ছান্দসঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি ঙীপ উদাত্তত্বং। দ্যৌঃ। দিব্শব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। গোতো ণিৎ। পা০ ৭।১।৯০। ইতি ততঃ পরস্য সোর্ণিদ্বত্ত্বাবাদ্ভবন্তী বৃদ্ধিরপি স্থানিবদ্ভাবেনোদাত্তা। পৃথিবী। প্রথ প্রখ্যানে। প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণং চ। উ০ ১।১৪৯। ইতি ষিবন্প্রত্যয়ঃ। ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা০ ৪।১।৪১। ইতি ঙীষ্। প্রত্যয়স্বরঃ। মিমিক্ষতাং মিহ সেচনে। সনি দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। ঢত্বকত্বষত্বানি। পিপৃতাং। পৃ পালনপূরণয়োঃ। জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ। পা০ ৭।৪।৭৭। ইত্যভ্যাসস্যাকারস্য ইকারঃ। তিঙঃ প্রত্যয়স্বরঃ। ভরীমভিঃ। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। হৃভৃধৃসৃস্তৃভ্যো ঈমনিন্নিতীমন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ ১৩॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মহতী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা স্বর্লোকদেবতা এবং ভূলোকদেবতা, আমাদিগের এই যজ্ঞকে স্বকীয় সারভূত রসের দ্বারা সেচন করিতে ইচ্ছা করুন। সেইরূপ ভরণপোষণাদি দ্বারা উভয়দেবী আমাদিগকে পূরণ (পালন) করুন।

"মহী" এই পদটী 'মহৎ' শব্দের উত্তর "উগিতশ্চ" সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া ছান্দস-প্রযুক্ত 'অৎ' শব্দের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে "বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং" সূত্র দ্বারা 'ঙীপ্' প্রত্যয় উদাত্ত হইয়াছে। "দ্যৌঃ" এই পদটীর 'দিব্' শব্দ প্রাতিপদিক স্বর হেতু অন্তোদাত্ত। "গোতো ণিৎ" (পা০ ৭।১।৯০) এই সূত্র দ্বারা তার উত্তর যে 'সু' বিভক্তি, তাহার ণিদ্ভাব হেতু ক্রিয়মাণ বৃদ্ধিও স্থানিবদ্ভাব-বশতঃ উদাত্ত। "পৃথিবী" এই পদটী, প্রখ্যানার্থক 'প্রথ্' ধাতুর উত্তর "প্রথেঃ ষিবন্ সংপ্রসারণং চ" (উ০ ১।১৪৯) এই সূত্র দ্বারা 'ষিবন্' প্রত্যয় ও "ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৪।১।৪১) এই সূত্র দ্বারা (স্ত্রীলিঙ্গে) ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর। "মিমিক্ষতাং" এই পদটী সেচনার্থ 'মিহ্' ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করিয়া দ্বির্ভাব, হলাদিশেষ, ঢত্ব, কত্ব এবং ষত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "পিপৃতাং" এই পদটী পালন ও পূরণার্থক পৃ ধাতুর শ্লু করিয়া শপের লোপ, এবং "অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ" (পা০ ৭।৪।৭৭) সূত্রদ্বারা দ্বিত্ববর্ণের আদিষ্ট অকারের স্থানে ইকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে তিঙের প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "ভরীমভিঃ" এই পদটী, ধারণ ও পোষণার্থক ডুভৃঞ্ (ভৃ) ধাতুর উত্তর "হৃভৃধৃসৃস্তৃভ্যো ঈমন্" সূত্র দ্বারা 'ঈমন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঈমন্' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু ইকার আদিস্বর উদাত্ত॥ ১৩॥

ত্রয়োদশ (২২০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে দ্যুলোক-রূপা এবং পৃথ্বীরূপা দেবীদ্বয়কে আহ্বান করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করুন, প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন—ইহাই ঋকের সাধারণ ভাব। তাহাতে প্রার্থনার মর্ম্ম সাধারণতঃ এই মনে হয়,—'দ্যুলোক-দেবতা স্বর্গ হইতে বৃষ্টিদান করুন, ভূমিদেবতা তাহাতে স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হউন, আর তাহার ফলে আমরা যেন আমাদের ভরণ-পোষণের উপযোগী প্রচুর শস্য-সম্পৎ প্রাপ্ত হই।' যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্তি উন্মেষ পক্ষে এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয়।

পক্ষান্তরে এ ঋকের নিগূঢ় অর্থ অতি উচ্চভাবাপন্ন। দ্যুলোক-দেবতা বলিতে—'দ্যুলোকের সদ্‌গুণসমূহ' এবং পৃথিবী-দেবতা বলিতে 'পার্থিব সদ্‌গুণনিবহ' অর্থ সঙ্গত হয়। যে সদ্‌গুণসমষ্টির আধারভূত হওয়ায় দ্যুলোকের অশেষ মাহাত্ম্য, সেই সদ্‌গুণাবলিই এখানে দেবতা অভিধায়ে আহুত হইয়াছেন; এবং যে গুণে পৃথিবীর নর অমরত্ব-লাভে সমর্থ হয়, সেই গুণরাজিকেই 'পৃথিবী দেবতা' রূপে পূজা করা হইয়াছে। অশেষপ্রভাববিশিষ্টা সেই দেবীদ্বয় এই যজ্ঞে আগমন করুন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন; তাঁহাদের স্নেহরস অভিসিঞ্চনে হৃদয় অভিষিঞ্চিত হউক। তাঁহাদের নিকট দান-স্বরূপ দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া, আমরা উদ্ধার পাই। ঋকের আভ্যন্তরীণ ভাব, ইহাই বুঝা যায়। (১ম—২২সূ—১৩ঋ।)

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্)।

তয়োরিদ্ ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ।

গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবে পদে ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তয়োঃ। ইৎ। ঘৃতহবৎ। পয়ঃ। বিপ্রাঃ। রিহন্তি। ধীতিহভিঃ। গন্ধর্বস্য। ধ্রুবে। পদে ॥ ১৪ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ) 'ধীতিভিঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধনপ্রভাবৈঃ) 'গন্ধর্বস্য' (অন্তরিক্ষস্য) 'ধ্রুবে' (সৎস্বরূপে, সত্যে) 'পদে' (লোকে) 'তয়োঃ' (দেবয়োঃ, দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'ইৎ' (এব) 'ঘৃতবৎ' (অমৃতং, সুধাস্বরূপমিব) 'পয়ঃ' (রসাদিকং হবনীয়শুদ্ধসত্ত্বাংশং) 'রিহন্তি' লিহন্তি, লভন্তে)। মেধাবিন আত্মোৎকর্ষসাধানপ্রভাবৈঃ পরাং গতিং লভন্তে, শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাং প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—১৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবিগণ, আত্মোৎকর্ষসাধনপ্রভাবে অন্তরিক্ষে ধ্রুবসত্যলোকে (বিদ্যমান্ থাকিয়া), সেই দ্যাবাপৃথিবী দেবতার ন্যায়, সুধাস্বরূপ হবনীয় শুদ্ধসত্ত্বাংশ প্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ, মেধাবিগণ সাধনপ্রভাবে যে পরাগতি-লাভ করেন; প্রার্থনা—আমরাও যেন আত্মোৎকর্ষ-সাধন দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠা গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই।) (১ম—২২সূ—১৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

গন্ধর্বস্য ধ্রুবং পদমন্তরিক্ষং। তথা চ তাপনীয়শাখায়াং সমাম্নায়তে। যক্ষগন্ধর্বাপ্সরোগণ-সেবিতমন্তরিক্ষমিতি। তেনান্তরিক্ষেণোপলক্ষিত আকাশে বর্তমানয়োরিদ্যাবাপৃথিব্যোরেব সম্বন্ধি পয়ো জলং ঘৃতবদ্ঘৃতসদৃশং বিপ্রা মেধাবিনঃ প্রাণিনো ধীতিভিঃ কর্মভীরিহন্তি। লিহন্তি। যদ্বা। ঘৃতবদ্ঘৃতং সারং তেনোপেতং রিহন্তি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

গন্ধর্বের ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চিত পদ অন্তরিক্ষ। সেইরূপ তাপনীয় শাখাতে সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে; যথা,—অন্তরিক্ষ প্রদেশ, যক্ষ গন্ধর্ব এবং অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত। সেই অন্তরিক্ষোপলক্ষিত আকাশে বিদ্যমান 'দ্যৌ' এবং এই পৃথিবীরই সম্বন্ধী ঘৃতসদৃশ জলকে মেধাবী প্রাণিগণ, কর্মসমূহ দ্বারা আস্বাদন করেন; অথবা 'ঘৃত' শব্দে সার, সেই সারযুক্ত জলকে তাঁহারা আস্বাদন করেন।

লিহের্ব্বর্ণব্যত্যয়েন রেফঃ। গন্ধর্ব্বস্য। ধৃঞ্ ধারণে। গবি গং ধৃঞো ব ইতি বপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন গোশব্দস্য চ গমাদেশঃ॥ ১৪॥

চতুর্দ্দশ (২২১) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকৃটি বড়ই দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং ইহার অর্থ নিষ্কাষণ উপলক্ষে নানা মত প্রচারিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে সায়ণের ভাষ্য কিছু জটিল। উহার মধ্যেও দ্বিবিধ ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, দেখিতে পাই। প্রথম দর্শনে ঐ ভাষ্যের অর্থ করিতে গেলে, অর্থ হয়,—'মেধাবিগণ, কর্ম্মগুণে আকাশের ও পৃথিবীর সম্বন্ধবিশিষ্ট ঘৃতসদৃশ জল লেহন করিতেছেন। * কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, ঐ অর্থের মধ্যেই আবার আমাদের পরিগৃহীত ভাবার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শব্দ এক সামগ্রী, ভাব আর এক সামগ্রী। সকল শব্দে সকল ভাব ব্যক্ত হইবার নহে। তবে মানুষকে বুঝাইবার জন্য, ভাব-পরিগ্রহ করাইবার উদ্দেশ্যে শব্দের প্রয়োগ হয় মাত্র। বিভিন্ন সমাজের পক্ষে, বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে, ভাবদ্যোতক শব্দ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এক কালের লোক যে শব্দে যে ভাব গ্রহণ করেন, অন্য কালের লোকের নিকট সে শব্দে সে ভাব ব্যক্ত হয় না। এ ঋকের ভাবার্থ-নিষ্কাষণে, সেই বিষয় স্মরণ করিতে হইবে।

"রিহন্তি" এই পদটী 'লিহ্' ধাতুর ল-কারের স্থানে ব্যত্যয়ে 'র' কার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "গন্ধর্বস্য" এই পদটী 'গো' শব্দ পূর্ব্বক ধারণার্থক ধৃঞ্ (ধৃ) ধাতুর উত্তর "গবি গংধৃঞোবঃ" এই সূত্র দ্বারা 'ব' প্রত্যয় ও তাহার সন্নিয়োগে 'গো' শব্দের স্থানে 'গং' আদেশে ষষ্ঠী-বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ১৪॥

* *

* উহা হইতে কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'সেই দ্যুলোক ও ভূলোকের ঘৃতসদৃশ সুস্বাদু জল মেধাবী ঋত্বিকেরা কর্ম্মদ্বারা অন্তরিক্ষে আস্বাদন করেন।' কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—'মেধাবীগণ নিজকর্ম্মগুণে সেই দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে গন্ধর্ব্বের নিবাসস্থানে (অর্থাৎ অন্তরিক্ষে) ঘৃতবৎ জল লেহন করেন।' একজন অর্থ করিয়াছেন,—'ঋকে গান্ধার দেশের কথা বলা হইয়াছে। সেখানে বিপ্রগণ ঘৃতবৎ শ্বেত বরফ সকল আঙ্গুলে রাখিয়া লেহন করিতেন—ঋকে সেই কথা ব্যক্ত আছে।'

ঋকে কয়েকটী শব্দের বিষয় একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে, ভাবপরিগ্রহে সহায়তা পাওয়া যায়। প্রথম—'ধীতিভিঃ'। 'ধীতিভিঃ' শব্দের অর্থ 'কর্ম্মভিঃ'। সাধারণতঃ ঐ শব্দে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম নিবহকে বুঝাইয়া থাকে। তারপর 'ধীতি' শব্দের অর্থ 'আরাধনা'। তাহাতে 'ধীতিভিঃ' পদে 'পূজা আরাধনা দ্বারা' অর্থ সিদ্ধ হয়। ফলতঃ যে কর্ম্মে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয় সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা—'ধীতিভিঃ' শব্দ, এই ভাবই ব্যক্ত করে। 'গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবে পদে' বাক্যে কদাচ স্থান-বিশেষকে বা প্রদেশ বিশেষকে বুঝাইতে পারে না। 'ধ্রুব' শব্দে 'সত্য' বা 'সৎ' বুঝায়। 'ধ্রুবে পদে'—সত্ত্ব অবস্থায় অবস্থিতির ভাব দ্যোতনা করে। 'গন্ধর্ব্ব' শব্দ—গতিমূলক 'গম্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহাতে বায়ু অর্থ পরিকল্পিত হইতে পারে। তাহা হইতে অন্তরিক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব অধ্যাস হয়। ফলতঃ, ধৃতি বা আত্মোৎকর্ষ-সাধন দ্বারা বায়ুবৎ সর্ব্বব্যাপক যে সৎ-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতদ্দ্বারা সেই লোকে সেই অবস্থার বিষয়ই ব্যক্ত হইতেছে। এইবার 'ঘৃতবৎ' 'পয়ঃ' ও 'রিহন্তি' শব্দত্রয়ে কি ভাব আমনন করা যায়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন। এক পক্ষে ঐ দুই শব্দে যজ্ঞের সূক্ষ্মাংশ গ্রহণের চোষণের বা পানের ভাব আসে। অর্থাৎ, মেধাবী বিপ্রগণ সাধন-প্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবভোগ্য হবিরাদির সূক্ষ্ম ভাগ প্রাপ্ত হইতেছেন—ইহা বুঝা যায়। 'পয়ঃ' (পয়স্ শব্দজ) পা ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাহা পীত হয়, তাহাই 'পয়ঃ'। তাহা হইতে 'পয়ঃ' শব্দে জল বা দুগ্ধ বুঝায়। এখানে 'ঘৃতবৎ পয়ঃ' বলিতে যজ্ঞহবিঃ হইতে উৎপন্ন অগ্নিমুখে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম যে পানীয় দেবগণ প্রাপ্ত হন, তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। 'অন্যপক্ষে পয়ঃ' শব্দে শুভ্র নিষ্কলঙ্ক ভাব বুঝাইতেছে। ঘৃতবৎ বলিতে, প্রকৃত ঘৃত নহে অথচ ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিসাধক বলবর্দ্ধক, আনন্দপ্রদ সামগ্রী—সৎকর্ম্মাদি—অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহাতে অর্থ হইতে পারে সৎকর্ম্মাদিসঞ্জাত বিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক যে সদ্ভাব বা আনন্দ তাহাতেই তাঁহারা 'রিহন্তি' অর্থাৎ সর্ব্বথা সংলিপ্ত হইয়া আছেন। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিলে, এখানে বুঝা যায়, ঋকে সৎ চিৎ বা আনন্দ অবস্থার কথাই বলা হইয়াছে। ভাব এই যে,—'আমরা যেন

সৎকর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থা লাভ করিতে পারি। বিজ্ঞ সাধকগণ যে কর্ম্মপ্রভাবে পরাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে ভগবন্‌, আমাদের মধ্যেও যেন সেই কর্ম্মের প্রসার হয়। আমরা যেন ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-পীযূষ-পানে অধিকারী হই।' (১ম—২২সূ—১৪ঋ)।

পঞ্চদশী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্‌)।

স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী

যচ্ছা। নঃ শর্ম্ম সপ্রথঃ ॥ ১৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

স্যোনা। পৃথিবি। ভব। অনৃক্ষরা। নিঽবেশনী।

যচ্ছ। নঃ। শর্ম্ম সঽপ্রথঃ ॥ ১৫

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পৃথিবি' (হে পৃথ্বীদেবি, অস্মাকং ধ্যানধারণাযোগ্যা পার্থিবা দেববিভূতে) 'আ' (আগচ্ছ, অস্মান্‌ প্রাপয়), অস্মৎপক্ষে 'অনৃক্ষরা' (কণ্টকরহিতা, শত্রুশূন্যা) 'নিবেশনী' (নিবাসস্থানভূতা, আশ্রয়স্বরূপা) 'স্যোনা' (সুখপ্রদা) 'ভব'; 'নঃ' (অস্মাকং) 'সপ্রথঃ' (বিস্তারযুক্তং অনন্তং ইতি ভাবঃ) 'শর্ম্ম' (শরণং, সুখং) 'যচ্ছ' (দেহি)। যেন 'সৎকর্ম্ম-পরায়ণা বয়ং সুখময়ং স্থানং লভামহে, তদেবং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২২সূ—১৫)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পৃথিবীদেবি (পার্থিব দেববিভূতি) আমাদিগের নিকটে গমন করুন (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন); আমাদের পক্ষে নিষ্কণ্টক (শত্রুরহিত) সুখপ্রদ আশ্রয় স্থান হউন; এবং আমাদিগকে বিস্তৃত (অনন্ত) সুখ প্রদান করুন। (১ম—২২সূ—১৫ঋ)।

পদ-বিশ্লেষণং।

স্যোনা। পৃথিবি। ভব। অনৃক্ষরা। নিঽবেশনী

যচ্ছ। নঃ। শর্ম্ম। সঽপ্রথঃ॥ ১৫

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পৃথিবি' (হে পৃথ্বীদেবি, অস্মাকং ধ্যানধারণাযোগ্যপার্থিবদেববিভূতে) 'আ' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপয়), অস্মৎপক্ষে 'অনৃক্ষরা' (কণ্টকরহিতা, শত্রুশূন্যা) 'নিবেশনী' (নিবাসস্থানভূতা, আশ্রয়স্বরূপা) 'স্যোনা' (সুখপ্রদা) 'ভব' (এধি), 'নঃ' (অস্মাকং) 'সপ্রথঃ' (বিস্তারযুক্তং অনন্তং ইতি ভাবঃ) 'শর্ম্ম' (শরণং, সুখং) 'যচ্ছ' (দেহি)। যেন বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তঃ সুখময়ং স্থানং লভামহে, তদেব কুরু। (১ম—২২সূ—১৫)।

বঙ্গানুবাদ

হে পৃথিবীদেবি (পার্থিব-দেববিভূতি)! আমাদিগের নিকটে আগমন করুন (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন); আমাদিগের পক্ষে নিষ্কণ্টক (শত্রুরহিত) সুখপ্রদ আশ্রয়-স্থান হউন; এবং আমাদিগকে বিস্তৃত (অনন্ত) শর্ম্ম (সুখ) প্রদান করুন। (১ম—২২সূ—১৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পৃথিবি স্যোনত্বাদিগুণযুক্তা ভব। স্যোনশব্দো বিস্তীর্ণবাচী। তথা চ বাজসনেয়-ব্রাহ্মণে স্যোনশব্দোপেতং কঞ্চিন্মন্ত্রমুদাহৃত্য ব্যাখ্যাতং। ইন্দ্রস্যোরুমাবিশ স্যোন স্যোনমিতি বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণমিত্যেব তদাহ। যদ্বা। স্যোনশব্দঃ সুখবাচী। তথা চ যাস্কবাক্যমুদাহরিষ্যতে। অনৃক্ষরা। কণ্টকরহিতা। নিবেশনী। নিবাসস্থানভূতা। সপ্রথো বিস্তারযুক্তং শর্ম্ম শরণং নোঽস্মভ্যং যচ্ছ। হে পৃথিবি দেহি। তামেতামৃচমুদাহৃত্য যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। সুখা

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পৃথিবি! আপনি স্যোনত্বাদি গুণযুক্তা হউন। 'স্যোন' শব্দের অর্থ—বিস্তীর্ণ। বাজসনেয়ব্রাহ্মণে স্যোন শব্দ যুক্ত কোনও মন্ত্র উদাহৃত করিয়া 'স্যোন' শব্দের অর্থ যে বিস্তীর্ণ, এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা,—"ইন্দ্রস্যোরুমাবিশ স্যোন স্যোনমিতি বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণমিতি তদাহ"। "ইন্দ্রদেবের স্যোন অর্থাৎ বিস্তীর্ণ উরুপ্রদেশে প্রবেশ কর" ইত্যাদি। অথবা স্যোনশব্দ সুখবাচী। সেইরূপ যাস্কবাক্য উদাহৃত হইবে। হে পৃথিবী! আপনি কণ্টকরহিতা এবং নিবাসস্থানভূতা হইয়া আমাদিগকে বিস্তৃত শরণ (শর্ম্ম) দান করুন। এই ঋক্‌টী উদাহৃত করিয়া যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—"সুখানঃ

নঃ পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনৃাক্ষরঃ কণ্টক ঋচ্ছতঃ কণ্টকঃ কন্তপো বা কৃন্ততের্ব্বা কণ্টতের্ব্বা স্যাদ্‌গতিকর্ম্মণ উদ্‌গততমো ভবতি যচ্ছ নঃ শর্ম্ম শরণং সর্ব্বতঃ পৃথু। নি০ ৯।৩২। ইতি।

স্যোনা। ষিবু তন্তুসন্তানে সিবেষ্টের্যৌ চ। উ০ ৩।৯। ইতি ন-প্রত্যয়ঃ। টেশ্চ যো ইত্যাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। স্যোনা পৃথিবীত্যনয়োর্ভবেত্যাখ্যাতে নৈবান্বয়ো ন পরস্পরং। অতোঽসামর্থ্যেনৈব পরাঙ্গবদ্ভাবাভাবাদোকারস্য নামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অনৃক্ষরা। ঋষিগতৌ। গচ্ছত্যন্তরিত্যৃক্ষরা কণ্টকঃ। তনৃষিভ্যাং ক্সরন্। উ০ ৩।৭৪। ষঢোঃ কঃসীতি কত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। নঞা বহুব্রীহিঃ। তস্মান্নুড়চি। পা০ ৬।৩।৭৪। ইতি নুড়াগমঃ। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। নিবিশত্যস্যামিতি নিবেশনী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি ল্যুট্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। যচ্ছ। দাণ দানে। পাঘ্রেত্যাদিনা যচ্ছাদেশঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ। সপ্রথঃ। প্রথ প্রখ্যানে। অসুন্। প্রথসা সহ বর্ত্তত ইতি তেন সহেতি তুল্যযোগে। পা০ ২।২।২৮। ইতি সমাসঃ। বোপসর্জনস্য। পা০ ৬।৩।৮২। ইতি সভাবঃ। কৃৎস্বরঃ॥ ১৫॥ ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ষষ্ঠো বর্গঃ॥

পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনৃাক্ষরঃ কণ্টক ঋচ্ছতেঃ কণ্টকঃ কন্তপো বা কৃন্ততের্ব্বা কণ্টতের্ব্বা-স্যাদ্‌গতিকর্ম্মণ উদ্‌গততমো ভবতি যচ্ছ নঃ শর্ম্ম শরণং সর্ব্বতঃ পৃথু" (নিঃ ৯।৩২) ইতি।

"স্যোনা" এই পদটী তন্তুসন্তানার্থক 'ষিব্' ধাতুর উত্তর "সিবেষ্টের্যৌচ" (উ০ ৩।৯) এই সূত্র দ্বারা 'ন' প্রত্যয় করিয়া টি-এর স্থানে 'য' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "স্যোনা" এবং "পৃথিবি" এই পদদ্বয়ের "ভব" এই ক্রিয়াপদের সহিতই অন্বয় হইয়াছে; পরস্পরের সহিত নহে। অতএব, অসামর্থ্য-বশতঃ পরাঙ্গবদ্ ভাবের অভাব হইয়াছে বলিয়া 'স্যোনা' পদের ওকারটী আমন্ত্রিত আদ্যুদাত্ত হয় নাই। 'অনৃক্ষরা' এই পদটী, গত্যর্থ 'ঋষ্' ধাতুর উত্তর 'অন্তরে গমন করে' এই অর্থে "তনৃষিভ্যাং ক্সরন" (উ০ ৩।৭৪) এই সূত্র দ্বারা 'ক্সরন্' প্রত্যয় "ষঢোঃ কঃসি" এই সূত্র দ্বারা ষ-এর স্থানে ক এবং "আদেশপ্রত্যয়য়োঃ" সূত্র দ্বারা স-এর ষত্ব করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে "ঋক্ষরা" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর নঞের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিয়া "তস্মান্নুড়চি" (পা০ ৬।৩।৭৪) এই সূত্র দ্বারা 'নুট্' আগম ও "নঞ্‌সুভ্যাং" সূত্রানুসারে পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইহাতে নিবেশ করে" এই অর্থে "নিবেশনী" পদটী "করণাধিকরণয়োশ্চ" সূত্র দ্বারা ল্যুট (যু) প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "লিতি" এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্ব উদাত্ত হইয়াছে। "যচ্ছ" এই পদটী, দানার্থ 'দাণ' ধাতুর স্থানে "পাঘ্রা" ইত্যাদি সূত্রদ্বার যচ্ছাদেশ ও "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" সূত্র দ্বারা দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "সপ্রথঃ" এই পদটীর, "প্রথস্" পদটী প্রখ্যানার্থক 'প্রথ্' ধাতুর উত্তর অসুন প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অনন্তর 'প্রথস্ এর সহিত বর্ত্তমান' এই অর্থে "তেন সহেতি তুল্যযোগে" (পা০ ২।২।২৮) এই সূত্র দ্বারা সমাস করিয়া "বোপসর্জ্জনস্য" (পা০ ৬।৩।৮২) এই সূত্র দ্বারা 'সহ' পদের স্থানে 'স' ভাব করিয়া উক্ত "সপ্রথঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎস্বর হইয়াছে॥ ১৫।

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

পঞ্চদশ (২২২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে পৃথিবী-দেবীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাতে পার্থিব সদ্‌গুণ ও সৎকর্ম্মরাজির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'পৃথিবী-দেবী আসুন'—এবংবিধ প্রার্থনায়, 'পার্থিব সৎকর্ম্মসমূহের সহিত—সদ্‌গুণাবলীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ হউক'—এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। 'অনৃক্ষরা নিবেশনী স্যোনা ভব'—এই বাক্যে, 'আমাদের সৎকর্ম্মের পক্ষে যেন কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, কিবা মানুষ-শত্রু কিবা রিপুশত্রু কেহ যেন আমাদের সৎকর্ম্মে কণ্টক না হয়, যেন পরমসুখে আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সদ্ভাবের পোষণ করিতে সমর্থ হই'—এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। উপসংহারে প্রার্থনা,—'হে দেবি! আপনি আমাদিগকে বিস্তারযুক্ত অনন্ত সুখ প্রদান করুন। অর্থাৎ, সৎকর্ম্মের প্রভাবে, সচ্চিন্তার অনুধ্যানে, আমরা যেন পরম সুখ প্রাপ্ত হই।' * (১ম—২২সূ—১৫ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রাতঃসবনে সোমাতিরেক একং শস্ত্রং শংসনীয়ং।" অতো দেবা ইত্যাদ্যাঃ ষড়ৃচঃ সোমাতিরেক ইতি খণ্ডে সূত্রিতঃ। মহাং ইন্দ্রো য ওজসাতো দেবা অবন্তু ন ইতৈত্যন্দ্রীভি-র্বৈষ্ণবীভিশ্চ। আ০ ৬।৭। ইতি। আপ্তোর্যামেঽচ্ছাবাকাতিরিক্তোকৃথেঽপ্যেতাঃ ষড়ৃচঃ

ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতঃকালীন সবনে সোমাতিরেক বিষয়ে একটী শস্ত্রমন্ত্র পঠনীয়। "অতো দেবাঃ" ইত্যাদি ছয়টী ঋক্ "সোমাতিরেকঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"মহাং ইন্দ্রো য ওজসাতো দেবা অবন্তু নঃ ইতৈত্যন্দ্রীভির্বৈষ্ণবীভিশ্চ" (আ০ ৬।৭) ইতি। আপ্তোর্যামবিষয়ে অচ্ছাবাকনামক ঋত্বিকের অতিরিক্ত 'উক্থ' মন্ত্রেও এই ছয়টী ঋক্ স্তোত্রিয় মন্ত্রের অনু-

* কেহ বলেন, এখানে আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের প্রসঙ্গ আছে। এখানে আসিয়া, যেন ভাল স্থান পান, বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী হন, এবং আর কোনরূপ ক্ষতি না হয়,—ঋকে এইরূপ প্রার্থনা আছে। যাহা হউক, আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিলাম। ধীমান ব্যক্তিগণ পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির বিষয় বিবেচনা করিয়া যৌক্তিকতা স্থির করিবেন।

স্তোত্রিয়ানুরূপার্থাঃ। তথা চ যস্য পশব ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। অতো দেবা অবন্তু ন ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। আ০ ৯।১১। ইতি। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রায়শ্চিত্তহোমেঽপ্যাদ্যে বিনিযুক্তে তথৈব বেদং পত্ন্যা ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। অতো দেবা অবন্তু ন ইতি দ্বাভ্যাং ব্যাহৃতিভিশ্চ। আ০ ১।১১। ইতি। যাজ্যানুবাক্যয়োর্ম্মধ্যে লৌকিকভাষণেঽতো দেবা ইত্যেষা জপ্যা। সূত্রিতং হি। আপদাতো দেবা অবন্তু ন ইতি জপেদিতি॥

তামেতাং সূক্তে ষোড়শীমৃচমাহ॥

* . *

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। ষোড়শী ঋক্ ।)

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥ ১৬॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

অতঃ। দেবাঃ। অবন্তু। নঃ। যতঃ। বিষ্ণুঃ। বিঽচক্রমে।

পৃথিব্যাঃ। সপ্ত। ধামঽভিঃ॥ ১৬॥

* . *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যতঃ' (যস্মাঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকাৎ আরভ্যোর্দ্ধশেষঃ) 'সপ্তধামভিঃ' (সপ্তলোকৈঃ, ভূরাদিলোকৈঃ, নিখিলব্রহ্মাণ্ডৈঃ সহ) 'বিষ্ণুঃ' (বিষ্ণাতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং ইতি বিষ্ণুঃ,

---

রূপার্থ। সেইরূপ "যস্য পশবঃ এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে ; যথা,—"অতো দেবা অবন্তুন ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ" (আ০ ৯।১১) ইতি। দর্শ এবং পূর্ণমাস যাগের প্রায়শ্চিত্তহোমে আদি ঋক্দ্বয় বিনিযুক্ত হয় ; সেইরূপ "বেদং পত্ন্যাঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে ; যথা,—"অতো দেবা অবন্তুন ইতি দ্বাভ্যাং ব্যাহৃতিভ্যশ্চ" (আ০ ১ ১১) ইতি। যাজ্যা এবং অনুবাক্যার মধ্যে লৌকিকভাষণে "অতো দেবাঃ" এই ঋক্টী পঠিতব্য—এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে ; যথা,—"আপদ্যতো অবন্তুন ইতি জপেদিতি"। এই সূক্তে সেই ষোড়শী ঋক্ কথিত হইতেছে॥

সর্ব্বব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ) 'বি চক্রমে' (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ, সর্ব্বত্রগ ইত্যর্থঃ), 'অতঃ' (অস্মাৎ ভূপ্রদেশাৎ) 'দেবাঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অবন্তু' (রক্ষন্তু, পরিত্রাণং কুর্ব্বন্তু)। সর্ব্বত্রগো হি পরমেশ্বরঃ; সর্ব্বেষু লোকেষু তদ্বিভূতিরবিচ্ছিন্না স্থিতা; বয়ন্তু পৃথিবীবাসিনঃ; অতঃ পৃথিবীস্থা দেবা অস্মান্ রক্ষন্তু ইতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—১৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তলোকের (অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের) সহিত ভগবান্ বিষ্ণু পরিব্যাপ্ত; সেই (অর্থাৎ এই) পৃথিবী-লোক হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১ম—২২সূ—১৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ সপ্তধামভিঃ সপ্তভির্গায়ত্র্যাদিভিশ্ছন্দোভিঃ সাধনভূতৈর্যতঃ পৃথিব্যা যস্মাদ্ভূপ্রদেশাদ্বিচক্রমে। বিবিধপাদক্রমণং কৃতবান্। অতোঽস্মাৎ পৃথিবীপ্রদেশান্নোঽস্মান্ দেবা অবন্তু। বিষ্ণোঃ পৃথিব্যাদিলোকেষু ছন্দোভিঃ সাধনৈর্জ্জয়ং তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমান্ লোকাননপজয্যমভ্যজয়ন্নিতি বিষ্ণোস্ত্রিবিক্রমাবতারে পাদত্রয়ক্রমণস্য পৃথিব্যপাদানং। পৃথিবীপ্রদেশাদ্রক্ষণং নাম ভূলোকে বর্ত্তমানানাং পাপনিবারণং॥

অতঃ। এতচ্ছব্দাৎ পঞ্চম্যাস্তসিলিতি তসিল্। এতদোঽশ্। পা০ ৫।৩।৫। ইত্যশাদেশঃ। লিৎস্বরেণাকার উদাত্তঃ। যতঃ। তসিলঃ প্রাগ্দিশো বিভক্তিঃ। পা০ ৫।৩।১। ইতি বিভক্তিসংজ্ঞায়াং ত্যদাদ্যত্বং। লিৎস্বরঃ। বিষ্ণুঃ। বিষেঃ কিচ্চ। উ০ ৩।৩৯। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পরমেশ্বর বিষ্ণু, সপ্তপ্রকার গায়ত্রী আদি ছন্দঃসমূহের দ্বারা যে ভূপ্রদেশ হইতে বিবিধরূপ পাদক্রম করিয়াছিলেন, (সেই) এই পৃথিবীপ্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। পরমেশ্বর বিষ্ণু যে ছন্দঃসমূহের দ্বারা পৃথিব্যাদিলোক জয় করিয়াছিলেন, তাহা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করিয়া থাকেন; যথা,—'বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ ছন্দঃসমূহের দ্বারা এই লোকসমূহকে জয় করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর বামনাবতারে পাদত্রয়বিস্তারের পৃথিবীই অপাদান, অর্থাৎ তিনি পৃথিবী হইতেই পাদপ্রসারণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী-প্রদেশ হইতে রক্ষণ নামক ব্যাপার, মর্ত্ত্যস্থিত জনসাধারণের পাপনিবারক।'

"অতঃ" এই পদটী, "পঞ্চম্যাস্তসিল্" সূত্র দ্বারা 'এতদ্' শব্দের উত্তর পঞ্চমীর স্থানে 'তসিল্' (তঃ) এবং "এতদোঽশ্" (পা০ ৫।৩।৫) এই সূত্র দ্বারা 'এতদ্' শব্দের স্থানে অশাদেশে সিদ্ধ হইয়াছে। লিৎস্বরহেতু ইহার অকারটী উদাত্ত। "যতঃ" পদটিও উক্তপ্রকারে পঞ্চমীর স্থানে তসিল্ আদেশে নিষ্পন্ন। "প্রাগ্দিশো বিভক্তিঃ" (পা০ ৫।৩।১) এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তি সংজ্ঞা হইলে পর, ত্যদাদ্যত্ব হইয়াছে। ইহাতেও লিৎস্বর। "বিষ্ণু" এই পদটী, 'বিষ্' ধাতুর উত্তর "বিষেঃ কিচ্চ" (উ০ ৩।৩৯) এই সূত্র দ্বারা 'নু' প্রত্যয় ও

সুপ্রত্যয়ঃ। কিত্বান্ন গুণঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। বিচক্রমে। সুরিতাত্র যোগ-বিভাগাদ্বিশব্দস্য সমাসঃ। সমাসান্তোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগান্ন নিঘাতঃ। সপ্ত। সুপাং সুলুগিতি ভিসো লুক্। ধামভিঃ। দধাতেরাতো মনিন্নিতি মনিন্ নিৎস্বরঃ॥ ১৬॥

* • *

ষোড়শ (২২৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটী ঋকের অর্থ যে কত দিক্ হইতে কত ভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ঋকের অর্থ উদ্ধার-পক্ষে যে সকল অন্তরায় আছে এবং সে সকল অন্তরায়ের মধ্য হইতে কোন্ ব্যাখ্যাকার কি ভাবে কিরূপ অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন, তৎসমুদায় হৃদয়ঙ্গম হইলে, আমাদের কৃত অর্থের যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে।

ঋকের প্রথম শব্দ—'অতঃ'। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—'এই স্থান হইতে।' কোনও ব্যাখ্যাকারের মত—'এই কারণবশতঃ।' কেহ কহিয়াছেন—'সেই স্থান হইতে।' কাহারও কাহারও মতে—'অতঃপর' ও 'অতএব' অর্থও গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় শব্দ—'যতঃ।' সায়ণ বলেন,—'যে পৃথিবী হইতে।' কেহ কহিয়াছেন,—'যে কারণবশতঃ।' কাহারও মত,—'যে স্থান হইতে' ইত্যাদি। তৃতীয় শব্দ—'বিষ্ণুঃ।' সায়ণের অর্থ—'পরমেশ্বর।' কেহ কহিয়াছেন,—'সূর্য্য'। কাহারও মত—'বিষ্ণু'-নামক ব্যক্তিবিশেষ ইত্যাদি। চতুর্থ শব্দ—'বিচক্রমে।' সায়ণের অর্থ,—'বিবিধরূপ পাদক্রমণ করিয়াছিলেন।' কাহারও মত,—'সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' কেহ কহেন,—'উহাতে সূর্য্যের গতি

কিত্ববশতঃ গুণের অভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিবশতঃ ইহার আদিস্বর উদাত্ত। বিচক্রমে" এই পদটীতে 'সুঃ' এই যোগবিভাগবশতঃ বিশব্দের সহিত সমাস হইয়াছে। এখানে সমাসান্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাতস্বর হয় নাই। "সপ্ত" এই পদটীতে "সুপাংসুলুক্" সূত্র দ্বারা 'ভিস্' বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "ধামভিঃ" এই পদটী "ধাঞ্" ধাতুর উত্তর "আতো মনিন্" সূত্রানুসারে 'মনিন প্রত্যয় করিয়া, তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে নিৎস্বর হইয়াছে॥ ১৬॥

* • *

বুঝাইতেছে।' কেহ বা ঐ শব্দে 'পিতৃলোক হইতে আগমন' অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা 'আর্য্যগণের মধ্য-এসিয়া হইতে আগমনাদি' অর্থ আমনন করিয়াছেন। পঞ্চমে—'সপ্তধামভিঃ'। ঐ পদে সায়ণ অর্থ করিয়াছেন,—'গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের দ্বারা।' কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'সপ্তকিরণের দ্বারা।' কাহারও মত,—'সপ্ত-পরিবারের নিবাসস্থান হইতে।' কেহ বা 'সপ্তগৃহ হইতে' অর্থ করিয়াছেন। ইত্যাদি।

অতঃপর আমরা যে অর্থ-মননে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের 'অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদের' অনুসরণে, তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করুন। 'যতঃ পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ'—পদত্রয়ের অর্থ, আমরা মনে করি, 'যে পৃথিব্যাদি সপ্তলোক (নিখিল ব্রহ্মাণ্ড) সহ।' 'বিচক্রমে' ক্রিয়াপদের অর্থ—'বিশিষ্টভাবে ব্যাপ্ত।' 'বিষ্ণুঃ' শব্দের প্রকৃতার্থ—'বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বর'। তাহাতে, উক্ত ঋগংশের সমুদায়ার্থ এই হয় যে,—'যে পৃথিব্যাদি সপ্তলোকের (অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের) সহিত সর্ব্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণু ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান আছেন।'

অনন্তর ঋকের অপরাংশ—'অতো দেবা অবন্তু নঃ।' এই বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত ঋগংশের অর্থ-সঙ্গতি-রক্ষা-বিষয়ে কোনও ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। ঐ অংশের অর্থ,—'এই পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবী হইতে (সর্ব্বত্র বিদ্যমান) দেবগণ (ভগবদ্বিভূতি-সমূহ) আমাদিগকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, সেই দেবতাগণের প্রভাবে আমরা যেন দেবভাবাপন্ন হইয়া তৎস্বারূপ্যাদি-লাভে সমর্থ হই,—বিষম সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।'

এই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া, পূর্ব্বাপর সকল দিকের সঙ্গতি-রক্ষা পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি সাধু-বিষয়-সকল স্মরণ-পূর্ব্বক, ঋকের অর্থ স্থিরীকৃত হইল যে,—'যে ভগবান বিষ্ণুর বিভূতি-সমূহ পৃথিব্যাদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক, (অর্থাৎ যে বিষ্ণু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন), তাঁহার গুণ-বিভূতির অংশ-স্বরূপ পার্থিব-দেবগণ (দেবভাব-নিবহ) আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক।'

পূর্ব্ব ঋকে পৃথিবী-দেবীকে উদ্দেশ করিয়া যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, এ প্রার্থনা তাহারই দ্যোতক। পৃথিবী-দেবী কি প্রকার? তিনি এই বিষ্ণুশক্তিসম্পন্ন-দেবভাববিভূষিতা,—এখানে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

বস্তুপক্ষে ভগবান সর্ব্বত্রগ সর্ব্বব্যাপী। তিনি এই পৃথিবীতেও যেমন বিদ্যমান রহিয়াছেন, 'ভুবঃ' আদি অপরাপর লোকেও তিনি সেই ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সাধক দেখিতেছেন—তিনি সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শূন্য রহিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মনিবহ এখনও সে সদ্ভাব প্রাপ্ত হয় নাই—যদ্দ্বারা সেই সংরূপ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হন। তাই তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবদ্বিভূতি পার্থিব-দেবগণ! আপনারা আসুন; আমাকে রক্ষা করুন। আপনাদের দেবভাবসমূহ আমার হৃদয়ে প্রবর্ত্তিত হউক। হৃদয় দেবভাবে পরিপূর্ণ হইলেই হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান ঘটে। তাই প্রার্থনা,—দেববিভূতি সদগুণ-সমষ্টি আমার হৃদয় অধিকার করুক। তাঁহাদের অধিষ্ঠানে এ অধম পরিত্রাণ লাভ করুক।' (১ম—২২সূ—১৬ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

বৈষ্ণবোপাংশুযাজস্যেদং বিষ্ণুরিত্যেষানুবাক্যা। উক্তা দেবতা ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং। আ০ ১।৬। ইতি। গার্হপত্যাহবনীয়-য়োর্ম্মধ্যে শ্বাতিক্রমণেহনয়ৈব শ্বপদেষু ভস্ম প্রক্ষিপেৎ। বিধ্যপরাধ ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ভস্মনা শুনঃ পদং প্রতিবপেদিদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে। আ০ ৩।১০। ইতি। আতিথ্যায়াং প্রধানস্য হবিষ এষৈবানুবাক্যা। অথাতিথ্যেড়ান্তেতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং। আ০ ৪।৫। ইতি॥ উপসৎসু বৈষ্ণবস্যৈষৈবানুবাক্যা। অথোপসদিতি খণ্ডে সূত্রিতং। গয়স্ফানো অমীবহেদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে আ০ ৮।৪। ইতি।

তামেতাং সূক্তে সপ্তদশীমনুক্রমাৎ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ইদং বিষ্ণুঃ" এই ঋক্ বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় উপাংশুযাজের অনুবাক্যা। "উক্তা দেবতাঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং" (আ০ ১।৬) ইতি। গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যে শ্বাতিক্রমণ বিষয়ে এই ঋকের দ্বারা শ্বপদসমূহে ভস্ম ক্ষেপণ করিবে। "বিধ্যপরাধঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে—"ভস্মনা শুনঃ পদং প্রতিবপেদিদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" (আ০ ৩।১০) ইতি। আতিথ্য-কর্ম্মে প্রধান হবির্মন্ত্রের এই ঋকই অনুবাক্যা। "অথাতিথ্যেড়ান্তা" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং" (আ০ ৪।৫) ইতি। উপসৎ-সমূহে বৈষ্ণবমন্ত্রের এই ঋক্ অনুবাক্যা। "অথোপসৎ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে—"গয়স্ফানো অমীবহেদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" (আ০ ৮।৪) ইতি। এই সূক্তে সেই সপ্তদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদং।

সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

ইদং। বিষ্ণুঃ। বি। চক্রমে। ত্রেধা। নি। দধে। পদং।

সং-ঊঢ়ং। অস্য। পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণুঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'ইদং' (সর্ব্বং জগৎ) 'বি চক্রমে' (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ), 'ত্রেধা' (অতীতানাগতবর্ত্তমানত্রিকালং) 'পদং' (স্থানং, আধিপত্যং, ঐশ্বর্য্যং, স্বকিরণং) 'নি দধে' (নিরন্তরং ধৃতঃ, চিরায় অক্ষুণ্ণ ইত্যর্থঃ), 'অস্য' (বিষ্ণোঃ) 'পাংসুরে' (রশ্মিকণযুক্তে প্রভুত্বে, জ্ঞানস্বরূপে পদে) 'সমূঢ়ং' (সমাগন্তর্ভূতং, সংস্থিতং জগদিতি শেষঃ)। ঋগিয়ং বিষ্ণুস্বরূপং বর্ণয়তি। বিশ্বব্যাপকবিষ্ণোঃ প্রভুত্বে নিখিলং জগৎ সদৈব অবস্থিতং। বিষ্ণুরেব বিভূতিস্বরূপেণ অণুপরমাণুক্রমেণ সর্ব্বমধিকৃত্য তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। (১ম—২২সূ—১৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন; অতীত, অনাগত বর্ত্তমান—তিন কালই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মহিমা নিরন্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রহিয়াছে; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ম্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিলজগৎ সম্যক্‌ভাবে অবস্থিত আছে। (১ম—২২সূ—১৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারধারীদং প্রতীয়মানং সর্ব্বং জগদুদ্দিশ্য বিচক্রমে। বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্। তদা ত্রেধা ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ পদং নিদধে। স্বকীয়ং পাদং প্রক্ষিপ্তবান্। অস্য বিষ্ণোঃ পাংসুরে ধূলিযুক্তে পাদস্থানে সমূঢ়মিদং সর্ব্বং জগৎ সম্যগন্তর্ভূতং। সেয়মৃগ্‌-যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতা। বিষ্ণুর্বিশতের্ব্বা ব্যশ্নোতের্ব্বা। যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে। বিষ্ণুস্ত্রেধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ। সমূঢ়মস্য পাংসুরেহপ্যায়নেহন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতেহপি বোপমার্থে স্যাৎসমূঢ়মস্য পাংসুর ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি. পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা পন্নাঃ শেরত ইতি বা পংসনীয়া ভবন্তীতি বা। নিঃ ১২।১৯। ইতি।

ত্রেধা। এধাচ্চ। পা০ ৫।৩।৪৬। ইত্যেধাচ্ প্রত্যয়ঃ। চিতোহন্তোদাত্তঃ। সমূঢ়ং। বহ্‌ প্রাপণে। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। বচিস্বপীত্যাদিনা। পা০ ৬।১।১৫। সম্প্রসারণং। ঢত্বধত্বষ্টুত্বঢলোপ-দীর্ঘত্বানি। গতিরনন্তর ইতিগতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। অস্য। ইদমোহন্‌শাদেশ ইত্যশনুদাত্তঃ। প্রত্যয়শ্চ সুপ্‌স্বরেণ। পাংসুরে। নগপাংসুপাণ্ডুভ্যশ্চেতি বক্তব্যং। পা০ ৫।২।১০৭।২। ইতি মত্বর্থীয়ো রপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ ১৭॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ত্রিবিক্রমাবতারধারী (বামন) ভগবান্ বিষ্ণু, এই প্রতীয়মান্ (পরিদৃশ্যমান্) সমগ্র জগৎকে উদ্দেশ করিয়া বিশেষরূপে ক্রমণ (বিস্তার) করিয়াছিলেন। তখন তিনি তিন প্রকারে স্বকীয় পদকে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সর্ব্বজগৎ সম্যক্‌রূপে এই বিষ্ণুর ধূলিযুক্ত পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল)। এই ঋক্‌টীর যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—বিষ্ণু এই পদটি প্রবেশার্থক 'বিশ্' ধাতু হইতে অথবা বি-পূর্ব্বক ভোজনার্থক 'অশ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান্, সমস্তই তিনি ব্যাপিয়া আছেন। বিষ্ণু পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং আকাশে তিন প্রকারে পদ নিহিত করিয়াছিলেন;—ইহা শাকপূণির মত। ঔর্ণবাভ বলেন, গয়শিরে বিষ্ণুপদ সমারোহিত হইয়াছিল। 'সমূঢ়মস্য পাংসুরে' পদটি উপমার্থ ব্যবহৃত; অন্তরিক্ষে এবং আকাশে বিষ্ণুপদ দৃষ্ট হয় না। 'পাংসুর' পদের অর্থ পাংসু-সমূহ সুত হয়, অথবা পন্ন-সমূহ শয়ন করে, অথবা পংসনীয় হয়। নি০ ১২।১৯।

"ত্রেধা" এই পদটী, 'ত্রি' শব্দের উত্তর "এধাচ্চ" (পা০ ৫।৩।৪৬) এই সূত্র দ্বারা 'এধাচ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। "চিতঃ" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "সমূঢ়ং" এই পদটী সং পূর্ব্বক প্রাপণার্থক 'বহ্' ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্র দ্বারা ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া "বচিস্বপি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (বহ্ + উহ্), ঢত্ব, ধত্ব, ষ্টুত্ব, ঢ এর লোপ এবং উ-কারের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অস্য" এই পদটীতে "ইদমোহন্‌শাদেশঃ" এই সূত্র দ্বারা 'অশন্' আদেশও উদাত্ত এবং সুপ্‌স্বর হেতু ইহার বিভক্তিও উদাত্ত। "পাংসুরে" এই পদটী 'পাংসু' শব্দের উত্তর "নগপাংসুপাণ্ডুভ্যশ্চেতিবক্তব্যং" (পা০ ৫।২।১০৭।২) এই বক্তব্য সূত্র দ্বারা মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয় স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১৭॥

সপ্তদশ (২২৪) ঋকের বিশদার্থ

পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় এ ঋকেরও বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'ত্রেধা বিচক্রমে', 'পদং নিদধে' এবং 'পাংসুরে সমূঢ়ং'—এই বাক্য-ত্রয়, বিভিন্নরূপ অর্থ গ্রহণের হেতুভূত। 'ত্রেধা' শব্দে 'তিন বার' এবং 'বিচক্রমে' শব্দে 'ভ্রমণ করিয়াছিলেন',—সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করা হয়। 'পদং' শব্দে 'পা' এবং 'নিদধে' পদে 'ধারণ বা রক্ষা করিয়াছিলেন', —এবম্বিধ অর্থ নিষ্কর্ষ করা হইয়া থাকে। তার পর, 'পাংসুরে' শব্দে 'ধূলিকণায়' এবং 'সমূঢ়ং' পদে 'সমাবৃত হইয়াছিল,'—এইরূপ অর্থ স্থির হইয়া যায়। তাহাতে ঋকের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'বিষ্ণু যখন মধ্য-এসিয়া হইতে দলবল সহ এ দেশে আসিতেছিলেন, তখন পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।' * কেহ বা, বিষ্ণুর পদধূলিতে জগৎ আচ্ছন্ন—এইরূপ উক্তি হইতে জগতে বিষ্ণুর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। † কেহ বা, বিষ্ণুকে সূর্য্য জ্ঞান করিয়া, সূর্য্যরশ্মির বিষয় ধূলি-বিস্তৃতির উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া লন। ‡

প্রচলিত সকল মতের ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া, আমরা কিন্তু বুঝিলাম, ঋকের মর্ম্মার্থ প্রচলিত অর্থসকল হইতে কিছু স্বতন্ত্র। ঋকের অন্তর্গত বহুভাবদ্যোতক শব্দ-কয়টির বিষয় অনুধাবন করিলে, মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইতে পারিবে। 'বিষ্ণুঃ' শব্দে এবং 'বিচক্রমে' পদে কি ভাব

* বঙ্গদেশ-প্রচলিত একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"পূর্ব্বোক্ত ভূ-প্রদেশ এবং বর্ত্তমান বাসস্থানের মধ্যবর্ত্তিস্থানে বিষ্ণুদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নিজের বিশুদ্ধ-পদ এই অন্তর্ব্বর্ত্তি প্রদেশে তিন বার স্থাপন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া অবশেষে বর্ত্তমান নিবাসস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।" এটী রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ। কিন্তু রমেশ বাবুর অনুবাদ আবার আর এক প্রকার। যথা,—"বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।"

† বেনফে (Benfey) এই মত (বিষ্ণুর পদধূলির বিস্তারে আধিপত্য) প্রকাশ করেন।

‡ মুইর (Muir) এই মত (ধূলিকণার উপমায় সূর্য্যরশ্মি) ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ করে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (পূর্ব্ব ঋকের আলোচনায়) ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে একটী নূতন শব্দ 'ত্রেধা'। ঐ শব্দে, আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, তিন কালে তাঁহার বিদ্যমানতা সমভাবে প্রকাশ করিতেছে। ঐ শব্দে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে; সত্ত্ব রজঃ তমঃ—ভাবত্রয়ও ঐ শব্দে সূচিত হয়। এতৎপক্ষে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় তাঁহার স্থিতিশীলতার ভাব মনে আসে। বিষ্ণু যে পালনকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন, এই ভাব হইতেই তাহা দ্যোতনা করে। ঋকের আর একটী শব্দ—'পদং'। আমরা মনে করি, ঐ শব্দে আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বুঝায়। ঋকের আর একটী শব্দ—'নিদধে।' কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে, ঐ শব্দে অবস্থিতি ক্ষেপণ প্রভৃতি অর্থ সূচনা করে। এক জন ব্যাখ্যাকার ('নি' নিতরাং 'দধে' ধৃতবান) 'নিয়ত ধারণ করিয়াছিলেন'—অর্থ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, ঐ পদে 'চিরধৃত' অর্থাৎ 'চির-অক্ষুণ্ণ' ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ঋকের 'পাংসুরে' শব্দে—ধূলি নহে—'অণু' বা 'সূক্ষ্ম' ভাব প্রকাশ করে; অর্থাৎ, অণুপরমাণুময় জ্ঞান-স্বরূপে (জ্ঞানরশ্মিরূপে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া) তিনি চিরবিদ্যমান্ রহিয়াছেন। পরিশেষে—'সমূঢ়ং' শব্দ। ঐ শব্দে 'এই জগৎ সম্যক্‌রূপে তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে'—এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

এইরূপে, ঋকের ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে,—'সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু এই চরাচরাত্মক অখণ্ড বিশ্ব স্বকীয় বিভূতির দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যক্‌রূপে তাঁহার জ্ঞানময় পরমাণু ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত আছে।' এ হিসাবে, এ ঋক্‌টিতে প্রার্থনার ভাবও আছে মনে করিতে পারি। সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আমার হৃদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই প্রার্থনা করিতে পারে,—'হে পরমেশ্বর! কৃপাপুরঃসর আমাতে আপনার সত্ত্বা বিস্তার করুন। আমি যেন জ্ঞান-চক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং আমাতে আপনার সত্ত্বা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' এই ঋক্ হইতে এই নিগূঢ় ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—২২—১৭ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

উপপদি বৈষ্ণবযাগস্থ প্রাতঃকালে যাজ্যা সায়ংকালেঽনুবাক্যা ত্রীণি পদেত্যেষা। সূত্রিতং চ। ত্রীণি পদা বিচক্রম ইতি স্বিষ্টকৃদালুপ্যতে। আ০ ৪।৮। ইতি।

তামেতামষ্টাদশীমৃচমাহ॥

* * *

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্)।

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ১৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রীণি। পদা। বি। চক্রমে। বিষ্ণুঃ। গোপাঃ। অদাভ্যঃ।

অতঃ। ধর্ম্মাণি। ধারয়ন্॥ ১৮॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অদাভ্যঃ' (কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ, অজেয়ঃ) 'গোপাঃ' (সর্ব্বস্য জগতঃ রক্ষকঃ, বিশ্বপাতা) 'বিষ্ণুঃ' (সর্ব্বব্যাপী ভগবান্) 'অতঃ' (এষু লোকেষু) 'ধর্ম্মাণি' (পুণ্যকর্ম্মাণি, সদনুষ্ঠানানি) 'ধারয়ন' (পোষয়ন) 'ত্রীণি' (ত্রিকালত্রিগুণাদিস্বরূপাণি) 'পদা' (পদানি,

---

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ত্রীণি পদা" এই ঋক্‌টী বৈষ্ণবযাগে প্রাতঃকালে যাজ্যা এবং সায়ংকালে অনুবাক্যারূপে প্রযুক্ত হয়। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"তেন পদা বিচক্রম ইতি স্বিষ্টিকৃদালুপ্যতে" (আ০ ৪।৮) ইতি। এই সূক্তের সেই অষ্টাদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

স্থানানি, আধিপত্যানি) 'বিচক্রমে' (বিশিষ্টরূপেণ ব্যাপ্তঃ, বিস্তৃত ইতিশেষঃ)। বিশ্বপালকো বিষ্ণুঃ চিরায় অপ্রতিহতপ্রভাবেন ধর্ম্মকর্ম্ম পোষয়তি। হে মানস! ত্বমপি ধর্ম্মপরায়ণো ভব; ধর্ম্মোপো বিষ্ণুস্ত্বামেব পালয়িষ্যতি। (১ম—২২সূ—১৮ঋ।)

বঙ্গানুবাদ।

অপ্রতিহত-শক্তিশালী বিশ্বপাতা বিষ্ণু, নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ধর্ম্মকে পোষণ করিয়া ত্রিকাল (ত্রিগুণ-স্বরূপে) আপন প্রভাব (বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ) বিস্তার করিয়া আছেন। (১ম—২২—১৮ঋ)।

* * *

সায়ন-ভাষ্যং।

অদাভ্যঃ কেনাপি হিংসিতুমশক্যো 'গোপাঃ সর্ব্বস্য জগতো রক্ষকো বিষ্ণুঃ পৃথিব্যাদি-স্থানেম্বত এতেষু ত্রীণি পদানি বিচক্রমে। কিং কুর্ব্বন্। ধর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি ধারয়ন্। পোষয়ন্॥

পদা। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তের্ডাদেশঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবেনানুদাত্তত্বে প্রাপ্ত উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণোদাত্তত্বং। গোপাঃ। গোপামৃতস্যেত্যত্রোক্তং। অদাভ্যঃ। দভের্ঋহ-লোর্ণ্যদিতি ণ্যৎ। নঞ্‌সমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ধারয়ন্। শপঃ পিত্বাদনু-দাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ণিচ এব স্বরঃ শিষ্যতে॥ ১৮॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যাঁহাকে কেহই হিংসা করিতে সমর্থ হয় নাই, সমগ্র জগতের রক্ষক, সেই ভগবান্ বিষ্ণু এই পৃথিব্যাদি স্থান-সমূহে পদত্রয় বিস্তার করিয়াছিলেন। কি করিয়া বিস্তার করিয়াছিলেন? অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মকর্ম্মসমূহকে ধারণ (পোষণ) করিয়া।

"পদা" এই পদটী "সুপাংসুলুক" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে ডা আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার স্থানিবদ্ভাবহেতু অনুদাত্ত-স্বর প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু উদাত্ত-নিবৃত্তিস্বর হেতু (তাহা না হইয়া) উদাত্ত স্বরই হইয়াছে। "গোপাঃ" এই পদটীর বিষয় "গোপামৃতস্য" প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। "অদাভ্যঃ" এই পদটী, 'দভ্' ধাতুর উত্তর "ঋহলোর্ণ্যৎ" সূত্র দ্বারা 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিয়া নঞ্‌সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ধারয়ন্" এই পদটীতে শপের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং শতৃ প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক ল-কার স্বর হেতু ণিচ্ প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে॥ ১৮॥

* * *

অষ্টাদশ (২২৫) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের অর্থও ব্যাখ্যাকারগণের রুচিভেদে নানারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। * আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋক্ মনুষ্য-মাত্রকে ধর্ম্মপরায়ণ হইবার নিমিত্ত উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে।

ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বের পালক। তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত। তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক মাত্রই তাঁহার আশ্রয়ে সুখশান্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। ঋকে এইরূপ ভাব ব্যক্ত আছে। এতদ্দ্বারা মনুষ্যকে যেন বলা হইতেছে—'তোমরা ধর্ম্মপর হও, শ্রেয়োলাভ করিবে।'

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋক্‌কে আত্মসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে ভাবার্থ অধ্যাহৃত হয়,—'মন! তুমি ভগবানে বিশ্বাসবান্ হও। সেই যে বিশ্বপালক ভগবান বিষ্ণু, তিনি চিরকাল অপ্রতিহত প্রভাবে ধর্ম্মকে ও ধার্ম্মিকদিগকে পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হও। সেই ধর্ম্মপালক বিষ্ণু অবশ্যই তোমায় রক্ষা (তোমার পরিত্রাণ) করিবেন।' (১ম—২২সূ—১৮ঋ)। †

* দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ যাহা প্রচলিত আছে, উদ্ধৃত করিতেছি ;—(১) "সমস্ত জগতের রক্ষক এবং অজেয় (সকলের অপেক্ষা বলবান্) বিষ্ণুদেব এই মধ্যবর্ত্তি প্রদেশে ধর্ম্ম এবং সদাচার পালন-পূর্ব্বক তিন বার পাদপ্রক্ষেপ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলে।" (২) "বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্ম সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

† এই ঋক্‌টির এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ঋকের (১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ ঋকের) তিনটী বাক্য-প্রয়োগ উপলক্ষে গবেষণার অন্ত নাই। সে বাক্যত্রয়—"সপ্তধামভিঃ", "ত্রেধা পদং", "ত্রীণি পদা"। ঋক্-ত্রয়ের অন্য যে সকল শব্দ লইয়া বিরোধ-বিতণ্ডা, সে সকল ঐ তিনেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র, সে সকল ঐ তিনের সহিতই পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যাহা হউক, সে আলোচনা-গবেষণার কিঞ্চিৎ আভাষ ঋক্ তিনটীর বিশদার্থ প্রকাশ উপলক্ষেই প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে সমষ্টিভাবে ঋক্ তিনটীর আলোচনায়, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কত প্রকার ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। একোনবিংশী ঋক্)।

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯ ॥

এ বিষয়ে যাস্কের যে নিরুক্ত সপ্তদশ ঋকের সায়ণভাষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে. ("যদিদং" হইতে "ঊর্ণবাভঃ" প্রভৃতি অংশ লক্ষ্য করুন); তাহাতে শাকপূণি, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণের মতের আভাব পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু বলেন নাই, যাহাতে আমাদের ব্যাখ্যায় কোনরূপ বিঘ্ন আনয়ন করে। পরন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যার মর্ম্মানুধাবন করিলে, আমাদের অভিমতেরই দৃঢ়ত্ব সাধিত হয়। ঐ নিরুক্তের উপর দুর্গাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভাবের অন্তরায়-জ্ঞাপক নহে। কিন্তু তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই নানাপ্রকার মতান্তর আনয়ন করিয়াছে। আমরা এখানে দুর্গাচার্য্য-কৃত পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে, কোথায় গোল দাঁড়াইয়াছে—বোধগম্য হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিরুক্ত-সম্বন্ধে (রমেশচন্দ্র-ধৃত) দুর্গাচার্য্যের মন্তব্য; যথা,—"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং। নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং তমূ অকৃণ্বন ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মাধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্য মন্যতে।"

দুর্গাচার্য্যের উক্ত মন্তব্যের মুখ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার শেষাংশের অর্থে উদয়গিরি মধ্যাকাশ অস্তাগিরি রূপ ভাব মাত্র আমনন করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহাতে বিষ্ণু-শব্দে সূর্য্য (পরিদৃশ্যমান সূর্য্য) ও তাঁহার পাদক্রম বলিতে উদয় অস্ত স্থিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই এই প্রকার অর্থের প্রবর্ত্তক। 'পাংসুরে সমূঢ়' পদের ব্যাখ্যায়, মুইর 'সূর্য্য-রশ্মি' অর্থ করেন। বিষ্ণুর পদ-পরিক্রম অর্থে ম্যাক্সমূলার (Max Muller) লিখিয়াছেন যে,—"The stepping of Vishnu is emblemetic of the rising, the culminating, and setting of sun." এই হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী প্রায় অনেকেই ঐ অংশে সূর্য্যের গতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যার 'সূর্য্যাত্মনা' 'বৈদ্যুতাত্মনা' প্রভৃতির ভাব কেহই গ্রহণ

পদ-বিশ্লেষণং।

বিষ্ণোঃ। কর্মাণি। পশ্যত। যতঃ। ব্রতানি। পস্পশে।

ইন্দ্রস্য। যুজ্যঃ। সখা॥ ১৯

করেন নাই। তাহা বুঝিলে, ঐরূপ স্থূল অর্থ পরিগৃহীত হইত না; তাহাতে, সূক্ষ্ম ভাবে তিনি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাহাই প্রতীত হইত।

তার পর, বিষ্ণু যে একজন মনুষ্য, তিনি যে মধ্য-এসিয়া হইতে এদেশে আসেন, এ মতও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কর্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়। ম্যাক্সমুলারের 'বৈদিক-মন্ত্র' সংক্রান্ত গ্রন্থে বিষ্ণুকে মনুষ্য প্রতিপন্ন করার পক্ষে যে প্রযত্ন দেখা যায়, তাহাই উক্ত মতের ভিত্তি-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন,—'তৈত্তিরীয় সংহিতার একটী মন্ত্রে (৪।১।১।১৩) ইন্দ্রের সখা ও সহচররূপে বিষ্ণু বর্ণিত হইয়াছেন। তার পর, ঋগ্বেদের (৪র্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১১ ঋকে) একটী মন্ত্রে ইন্দ্রদেব বিষ্ণুকে 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন লিখিত আছে। অধিক কি, ইন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণু পরিচালিত হন, এমন মন্ত্রও (৮ম মণ্ডল, ১২ সূক্ত, ২৭ ঋক) দেখা যায়।' এইরূপ আরও নানারূপ প্রমাণ-প্রয়োগে বিষ্ণু একবার সূর্য্য ও একবার মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। (The Sacred Books of the East, vol XXXII, Vedic Hymns translated by F. Max Muller, p. 133)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ গবেষণার ফলে শেষে এ দেশের পণ্ডিতগণও বিষ্ণুকে নরদেব কল্পনা করিয়া লন। তার পর, তিনি যে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তৎপ্রসঙ্গ পল্লবিত হইয়া পড়ে। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমানাথ সরস্বতী— এ মতের প্রথম ও প্রধান পোষক ছিলেন। 'এরিয়ান্ উইটনেসে' (Arian Witness) রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,—'The 'three strides' of Vishnu are noticed in the Rig-Veda, in language which clearly points the place whence the Arians commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself." রমানাথ সরস্বতী লেখেন,—'ষোড়শ হইতে একবিংশতি পর্য্যন্ত ছয় ঋকে আর্য্যদিগের আদিম-নিবাস, তথা হইতে বিষ্ণুর অধীনে প্রস্থান, তিন স্থানে আসন (বিশ্রাম) এবং স্বধর্ম্ম-রক্ষা-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা এবং আর্য্যদিগের একজন সাহায্যকারী রক্ষক।' তাঁহার মতে 'সপ্তধাম' বলিতে—"সপ্ত বিভাগ; যথা,—১ ভারতীয় আর্য্যগণ; ২ পারস্যবাসীরা; ৩ ইংরাজ এবং জর্ম্মাণদিগের

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যতঃ' (যেভ্যঃ পালনাদিকর্ম্মভ্যঃ) 'ব্রতানি' (পুণ্যানুষ্ঠানানি) 'পস্পশে' (লোকঃ স্পৃষ্টবান্, অনুতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ) 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপিনো ভগবতঃ) তানি 'কর্ম্মাণি' (পালনাদীনি, লোকপরিত্রাণকারীণি) 'পশ্যত' (অবলোকয়ত হে মনোবৃত্তিনিচয়া ইতি শেষঃ), স বিষ্ণুঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'যুজ্যঃ' (অভিন্নঃ) 'সখা' (সমাখ্যঃ, একাত্মকঃ, সপ্রমাণঃ)। ভগবতো বিষ্ণোরনুগ্রহেন নরঃ সৎকর্ম্মপরায়ণো ভবতি। এবম্ভূতঃ সন্ বিষ্ণোর্ম্মহিমানং জ্ঞাতুং শক্যো ভবতি। বিষ্ণুরিন্দ্রশ্চ অভিন্ন এব। (১ম—২২সূ—১৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিষ্ণুর পালনাদি কর্ম্ম হইতেই মানুষ পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। (হে মনোবৃত্তি-নিচয়!) বিষ্ণুর সেই লোক-পরিত্রাণকারী কর্ম্মমহিমা (লোকপালকবিভূতি) প্রত্যক্ষ কর! সেই বিষ্ণু ও ইন্দ্রদেব পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ একাত্মক। (১ম—২২সূ—১৯ঋ)।

পূর্ব্বপুরুষ টিউটন (Teutons) জাতি; ৪ রুসিয়া প্রদেশ (Russia) বাসী শ্লাভোনিয়ান (Slavonian) জাতি; ৫ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসী কেল্ট (Kelt) জাতি; ৬ গ্রীশ দেশবাসী পিলাসজি (Pelasgii); এবং ৭ ইটালী (Italy) প্রদেশবাসী রোমান (Roman) জাতি। বাহ্লীক প্রদেশ (Balkh) এবং গান্ধার দেশ (Candahar) এককালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান ছিল।" এ মতে, পৌরাণিক সপ্তঋষি এই সপ্তদামের নেতৃস্থানীয় ছিলেন বলিয়া কল্পনা করা হয়। তাঁহারাই সাত সম্প্রদায়কে সাত দিকে পরিচালিত করেন। যাহা হউক, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, অর্থ সেই দিক হইতেই কল্পনা করিতে পারিবেন। কিন্তু সর্ব্বত্র অর্থের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হইলে এবং বেদবাক্যের প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইবে।

অপিচ, আর্য্যগণ যে ভারতের বহির্দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই, পরন্তু আর্য্যসভ্যতা যে ভারতবর্ষ হইতেই অন্যত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসে" তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ সপ্রমাণ করা হইয়াছে। "পৃথিবীর ইতিহাসে" ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'আর্য্যগণের আদি-নিবাস' বিষয়ক প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া দেখুন। এ ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে। তার পর, সপ্তর্ষিমণ্ডলী—জ্যোতিষ-বিষয়ক। উহাতে সপ্ত-পরিবারের পরিচালক-রূপ মনুষ্য কল্পনা করিবার বিষয় কিছুই নাই। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, ঋক-ত্রিতয়ে নিত্যসত্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বই বিবৃত আছে; দৃষ্টির বিভিন্নতায় অন্য ভাব আভাস হয় মাত্র।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে ঋত্বিগাদয়ঃ। বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পালনাদীনি পশ্যত। যতো যৈঃ কর্ম্মভির্ব্রতান্যগ্নিহোত্রাদীনি পস্পশে। সর্ব্বো যজমানঃ স্পৃষ্টবান্। বিষ্ণোরনুগ্রহাদনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তাদৃশো বিষ্ণুরিন্দ্রস্য যুজ্যো যোজ্যোঽনুকূলঃ সখা ভবতি। বিষ্ণোরিন্দ্রানুকূল্যং ত্বষ্টা হতপুত্র ইত্যনুবাকেঽথ বৈ তর্হি বিষ্ণুরিত্যাদিনা প্রপঞ্চেন তৈত্তিরীয়া আমনন্তি ॥

পস্পশে। স্পশ বাধনস্পর্শনয়োঃ। লিট্। দ্বিভাবে শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ। পা০ ৭।৪।৬১। ইতি পকারঃ শিষ্যতে। সকারো লুপ্যতে। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। যুজ্যঃ। যুজের্ব্বাহুলকাৎ ক্যপ্। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। ক্যপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বরঃ ॥ ১৯ ॥

ঊনবিংশ (২২৬) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, যেন হোতা বা পুরোহিত, ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—"বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত-সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্মসকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।" আর এক ব্যাখ্যা,—"হে ঋত্বিক প্রভৃতি লোকগণ আপনারা বিষ্ণুদেবের পালনাদি কর্ম্মসকল দর্শন করুন এবং কীর্ত্তন করুন, যে সকল কর্ম্মের প্রভাবে উপাসকেরা পুণ্যজনক ব্রতের অনুষ্ঠান

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিগাদি বন্ধুগণ! আপনারা (অমিততেজা) বিষ্ণুর কর্ম্ম-সমূহ দর্শন করুন। যাঁহা হইতে যে সকল কর্ম্ম দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি ব্রত-সমূহ যজমানগণ স্পর্শ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে বিষ্ণুর অনুগ্রহে তাঁহারা সেই কর্ম্ম-সমূহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাদৃশ বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের অনুকূল সখা। বিষ্ণু যে ইন্দ্রদেবের অনুকূল সখা, তাহা "ত্বষ্টা হতপুত্রঃ" এই অনুবাকে "অথ বৈ তর্হি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি প্রপঞ্চের দ্বারা তৈত্তিরীয়গণ সম্যক্‌রূপে পাঠ করিয়াছেন।

"পস্পশে" এই পদটীতে বাধন এবং স্পর্শনার্থ-বিশিষ্ট 'স্পশ্' ধাতুর উত্তর 'লিট্' বিভক্তিতে দ্বিত্ব করিয়া "শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ" (পা০ ৭।৪।৬১) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের পকার মাত্রই অবশিষ্ট হইয়াছে এবং স-কারের লোপ হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগবশতঃ ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই। "যুজ্যঃ" এই পদটী বহুলপ্রযুক্ত ক্যপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিত্ত্বহেতু ইহার গুণের অভাব, 'ক্যপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং ইহার ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

করিয়া থাকেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রিয় সখা।" এরূপ অর্থে, মানুষভাবে বিষ্ণু পরিগৃহীত হইলেও, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা হয় না ;—মধ্য-এসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতাগমন-কল্পনাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরন্তু ঐ সকল ব্যাখ্যার মধ্য হইতেই ঋকের আভ্যন্তরীণ ভাবের একটা আভাষ যেন স্বতঃ-প্রকাশ পায়। 'পালনাদি কর্ম্ম' যাহা 'পুণ্যজনক ব্রতের অনুষ্ঠান' করায়, তাহার বিষয় একটু চিন্তা করিলেই বোধ হয় ঋকের নিগূঢ় অর্থের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে পারে।

এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে, যে লক্ষ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়া, এই ঋকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত আছি ; তাহা কতদূর সঙ্গত, বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা বলি, ঋক্‌টি ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া কোনও সময় উক্ত বা রচিত হয় নাই ; পরন্তু ঋক্‌টী নিত্য আত্মোদ্বোধনমূলক ; যাজ্ঞিক সাধক আপন মনোবৃত্তি-নিচয়কে সম্বোধন করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"রে আমার মনোবৃত্তিনিচয়! তোমরা একবার সেই শ্লোকপাবন বিষ্ণুর পালন-পোষণ-পরিত্রাণ-মূলক কার্য্যাদি লক্ষ্য কর,—অনুধ্যান কর ; কেন-না, তাঁহার সেই কর্ম্মের সহিতই পুণ্যানুষ্ঠানাদি সংসৃষ্ট আছে। তাঁহার কার্য্য দেখিতে দেখিতে, তাঁহার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, তোমাদেরও রতি-মতি-প্রবৃত্তি তাঁহারই কার্য্যে পরিচালিত হইবে। সেই কার্য্যে, সেই পুণ্যব্রতে, তাঁহার সংস্পর্শ আছে,—তদ্দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সব। তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হও। তাঁহার অনুগ্রহেই সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারিবে। সৎকর্ম্মপর হইলেই তাঁহাকে জানিতে সামর্থ্য আসিবে। স্মরণ কর,—তাঁহার অনুকম্পার বিষয় ; প্রত্যক্ষ কর,—তাঁহার করুণার প্রস্রবণ ; ব্রতী হও,—তদীয় প্রীতিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানে ; দেখিবে,—ইন্দ্র-রূপেই হউক, আর বিষ্ণুরূপেই হউক, যেরূপেই হউক, তিনি আসিয়া তোমাদের অভীষ্টপূরণ-শ্রেয়ঃসাধন করিবেন।' বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রামাণ্য প্রভৃতিতে যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন, তাঁহাদের অর্থ স্বতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু স্বধর্ম্মপরায়ণ একনিষ্ঠ হিন্দুর-পক্ষে, এ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। (১ম—২২সূ—১৯ঋ)।

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। বিংশী ঋক্।)

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ২০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। বিষ্ণোঃ। পরমং। পদং। সদা। পশ্যন্তি। সূরয়ঃ।
দিবিঽইব। চক্ষুঃ। আঽততং ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দিবি' (আকাশে, নিরাবরণে, 'সূর্য্যালোকপ্রাপ্তে) 'ইব' (যথা) 'চক্ষুঃ' (নেত্রং, দৃষ্টিশক্তিঃ) 'আততং' (সর্ব্বতঃ প্রসৃতং, সমন্তাৎ বিস্তৃতং, অবাধেন সর্ব্বং পশ্যতীতি যাবৎ, তথা) 'সূরয়ঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য) 'বিষ্ণোঃ' (সর্ব্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (প্রভাবং, স্বরূপং) 'সদা' (সর্ব্বস্মিন্ কালে) 'পশ্যন্তি' (অবলোকয়ন্তি, সংপ্রেক্ষন্তে)। সূর্য্যালোকসাহায্যেন বাধাবিরহিতাকাশে চক্ষুর্যথা প্রকৃতি-পুঞ্জং পরিলক্ষয়তি, জ্ঞানিনঃ তথৈব জ্ঞানপ্রভাবেন সর্ব্বস্মিন্ কালে ভগবত্তত্ত্বং জানন্তি। যেনাহং ভগবতঃ স্বরূপং জানামি, হে ভগবন্, তদ্দৃষ্টিং দেহি মে। (১ম—২২সূ—২০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন সমন্তাৎ দৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ সেইরূপ পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠ স্বরূপতত্ত্ব) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। (প্রার্থনা—'আমি যেন সেই দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হই)।' (১ম—২২সূ—২০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সূরয়ো বিদ্বাংস ঋত্বিগাদয়ো বিষ্ণোঃ সম্বন্ধি পরমমুৎকৃষ্টং তচ্ছাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পদং স্বর্গস্থানং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সর্ব্বদা পশ্যন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দিবীব। আকাশে যথাততং সর্ব্বতঃ প্রসৃতং চক্ষুর্ব্বিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতি তদ্বৎ॥

সদা। সর্ব্বৈকান্যেতি। পা০ ৫।৩।১৫। দাপ্রত্যয়ঃ। সর্ব্বস্য সোঽন্যতরস্যাং দি। পা০ ৫।৩।৬। ইতি সর্ব্বশব্দস্য সভাবঃ। বাত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। দিবি উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি ভদেব শিষ্যতে। চক্ষুঃ। নব্বিষয়স্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। আততং। তনোতেঃ কর্ম্মণি ক্তঃ। যস্য বিভাষেতীট্‌-প্রতিষেধঃ। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা নলোপঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে গতিরনন্তর ইতি গতেরুদাত্তত্বং॥ ২০॥

বিংশ (২২৭) ঋকের বিশদার্থ

-:০:-

এ ঋকের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমায় সেই দিব্যদৃষ্টি দেও, আমি যেন তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে তোমার পরমপদ প্রত্যক্ষ করেন। আকাশে দৃষ্টি-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঋত্বিগাদি বিদ্বান্‌গণ, বিষ্ণুর সম্বন্ধী উৎকৃষ্ট সেই শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বর্গস্থানকে শাস্ত্রদৃষ্টি-দ্বারা সর্ব্বদা দর্শন করেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন আকাশে সর্ব্বত্র-প্রসারিত চক্ষুঃ অবিরুদ্ধভাবে বিশদরূপে (বস্তুমাত্রকে) দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ।

"সদা" এই পদটী 'সর্ব্ব' শব্দের উত্তর "সর্ব্বৈকান্য" (পা০ ৫।৩।১৫) এই সূত্র দ্বারা 'দা' প্রত্যয় করিয়া "সর্ব্বস্য সোঽন্যতরস্যাং দি" (পা০৫।৩।৬) এই সূত্র দ্বারা 'সর্ব্ব' শব্দের স্থানে 'স' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার আদিস্বর বাত্যয়ে উদাত্ত হইয়াছে। "দিবি" এই পদটীতে "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ইব' শব্দের সহিত সমাস হইয়া বিভক্তির লোপ হয় নাই। ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর-নিবন্ধন তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "নব্বিষয়স্য" এই সূত্র দ্বারা "চক্ষুঃ" পদটীর আদিস্বর উদাত্ত। "আততং" এই পদটী, "আঙ্" পূর্ব্বক বিস্তারার্থক তনু (তন) ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ে "যস্য বিভাষা" সূত্র দ্বারা ইট (ই) আগম নিষিদ্ধ হইয়া, "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ন-কারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু বিশেষ বিধি "গতিরনন্তরঃ" এই সূত্র দ্বারা গতির (আঙের) উদাত্তস্বর হইয়াছে॥ ২০॥

প্রতিরোধক বাধার অভাব-বশতঃ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন চারিদিক দেখিতে পান; জ্ঞানিগণ সেইরূপ, সদাকাল সর্ব্বত্র তোমার যে মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাহা অবিরোধে দেখিতে পান। মূঢ় অজ্ঞ আমি, আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেও,—আমার সম্মুখের বাধা অপসারিত হউক,—আকাশের ন্যায় নির্ম্মল পথে আমি যেন তোমায় সদাকাল সর্ব্বত্র দেখিতে পাই।'

এমন উদার উচ্চ-প্রার্থনামূলক যে ঋক—প্রতিদিন প্রতি দৈবকার্য্যের প্রারম্ভে উচ্চার্য্য এমন যে মহান্ মন্ত্র, ইহারও কি আবার অন্য অর্থ আছে? যত বড় পণ্ডিতই এ ঋকে যত উচ্চ অর্থ আমনন করুন না কেন, যত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক এ ঋকের সহিত যত গভীর প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রীই প্রাপ্ত হউন না কেন, আমরা মনে করি,—এ ঋক্ আত্মোৎকর্ষসাধক-প্রার্থনামূলক। প্রতি দৈবকর্ম্মের প্রারম্ভ-মন্ত্র-হেতু, মনীষিগণ যে এ ঋকের অর্থ ঐ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বোধগম্য হয়। কর্ম্মারম্ভের সূচনায় বলা হইতেছে,—'যেন আমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারি; যেন আমার দৃষ্টি-পথের বাধা বিদূরিত হয়; যেন আমি অবাধে তোমার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিতে পারি।' ইহাই এ ঋকের প্রকৃতার্থ। * (১ম—২২সূ—২০ঋ)।

—— • ——

একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। একবিংশী ঋক্)।

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।

বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং ॥ ২১ ॥

• • •

* যাঁহারা এ ঋকটীকেও আর্য্যগণের ভারতাগমন-মূলক বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের অর্থ এই যে,—'যেমন আকাশে পতিত চক্ষু আবরণের অভাব-বশতঃ স্বচ্ছ দেখিতে পায়, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বিষ্ণুদেবের সেই উৎকৃষ্ট পাদ-প্রক্ষেপ সর্ব্বদা দেখিতে পারেন অর্থাৎ আর্য্যকুলের সহিত ভারতবর্ষাভিমুখ গমন জানেন।' যদি এ ঋকের ভাবার্থ এইরূপ হইত, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রতি পূজাকর্ম্মে এ মন্ত্র উচ্চারণের বিধি থাকিত না। আমাদের এই মনে হয়।

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। বিপ্রাসঃ। বিপন্যবঃ। জাগৃহবাংসঃ। সং। ইন্ধতে।

বিষ্ণোঃ। যৎ। পরমং। পদং ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণোঃ' (ভগবতঃ) 'যৎ' (পূর্ব্বোক্তং) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (স্থানং, ঐশ্বর্য্যং, বিভূতিং), 'বিপন্যবঃ' (বিশেষেণ স্তোতারঃ, ভগবদেকচিত্তাঃ সাধবঃ) 'জাগৃবাংসঃ' (সদা জাগরূকাঃ, প্রমাদরহিতাঃ) 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (বিষ্ণুপদং, ভগবন্মহিমানং) 'সমিন্ধতে' (সর্ব্বতোভাবেন প্রকাশয়ন্তি, হৃদয়াৎ হৃদয়ে জ্ঞানালোকং-প্রদীপয়ন্তে)। অন্তর্দ্দৃষ্টিসম্পন্নানাং জ্ঞানিনাং কর্ম্মপ্রভাবেন ভগবদ্বিভূতয়ঃ হৃদয়াৎ হৃদয়ে প্রদীপ্যন্তে। (১ম—২২সূ—২১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান বিষ্ণুর যে পরম পদ (শ্রেষ্ঠবিভূতি), প্রমাদপরিশূন্য ভগবদেকচিত্ত সাধু জ্ঞানিপুরুষগণ তাহা (মানব-সমাজে) :প্রকাশ করেন (সে দিব্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রদীপ্ত রাখেন)। (১ম—২১সূ—২১ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

পূর্ব্বোক্তং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমস্তি তৎপদং বিপ্রাসো মেধাবিনঃ সমিন্ধতে। সম্যক্ দীপয়ন্তি। কীদৃশাঃ। বিপন্যবঃ। বিশেষেণ স্তোতারঃ। জাগৃবাংসঃ। শব্দার্থয়োঃ প্রমাদরাহিত্যেন জাগরূকাঃ॥

বিপ্রাসঃ। আজ্জসেরসুক্। বিপন্যবঃ। স্তুত্যর্থস্য পনের্ব্বাহুলক ঔনাদিকো যুপ্রত্যয়ঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বকথিত বিষ্ণুর যে উৎকৃষ্ট পদ আছে, তাহা মেধাবিগণ সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করেন। মেধাবিগণ কিরূপ? বিশেষরূপে স্তবকারী (স্তোতৃশ্রেষ্ঠ), "জাগৃবাংসঃ" অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের প্রমাদ-রাহিত্য-বিষয়ে জাগরূক্ (বিশেষরূপে শব্দার্থাভিজ্ঞ)।

"বিপ্রাসঃ" এই পদটী 'বিপ্র' শব্দের উত্তর 'জস্' বিভক্তিতে "আজ্জসেরসুক্" সূত্র দ্বারা 'অসুক' আগমে সিদ্ধ হইয়াছে। "বিপন্যবঃ" এই পদটী বি-পূর্ব্বক স্তুত্যর্থক 'পনি' (পন্) ধাতুর উত্তর বহুলপ্রযুক্ত ঔণাদিক 'যু' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তত্র প্রত্যয়স্বরঃ। জাগৃবাংসঃ। জাগৃ নিদ্রাক্ষয়ে। লিটঃ ক্বসুঃ। ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্তস্যেটো বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মান্নিবৃত্তিঃ॥ ২১॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে সপ্তমো বর্গঃ॥

• • •

একবিংশ (২২৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'ভগবদ্ভক্ত জ্ঞানী সাধক বিপ্রগণ (বিপ্রাসঃ) ভগবানের সম্বন্ধে যে জ্ঞান বিস্তার করেন, আমাদের হৃদয় যেন সেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ, আমরাও যেন সেই জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি,—জ্ঞানময়ের সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।'

তার পর, সেই জ্ঞানিগণ (বিপ্রাসঃ) কেমন? যাঁহাদের আদর্শ আমরা অনুসরণ করিব, তাঁহারা কি গুণে গুণান্বিত—কি ভাবে ভাবান্বিত? ঋক্ কহিলেন—তাঁহারা 'বিপন্যবঃ' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্তুতিপরায়ণ, একনিষ্ঠ পরমভক্ত। আর তাঁহারা কেমন? না—'জাগৃবাংসঃ'। অর্থাৎ, চিরসতর্ক, সদা-জাগরূক, প্রমাদপরিশূন্য। এখানে কর্ম্মের ভাব আসে। তাঁহারা এমন সাবধান হইয়া কর্ম্ম করেন যে, তাঁহাদের কর্ম্ম কখনও অসৎসংশ্রবযুত হয় না। সদা সৎকর্ম্মে, সদা ভগবানের কর্ম্মে, তাঁহারা নিযুক্ত আছেন;—কদাচ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন না, 'জাগৃবাংসঃ' শব্দে তাহাই বুঝা যায়। তার পর বলা হইয়াছে—তাঁহারা 'বিপ্রাসঃ'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'মেধাবিনঃ।' ধাত্বর্থের অনুসরণে 'বিপ্রাসঃ' শব্দে পরম জ্ঞানীর ভাবই আমনন করে। পূরণার্থক 'প্রা' ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন করিলেও কর্ম্মাদির পূর্ণতাসাধক জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে; আবার ঐ শব্দকে বপনার্থক 'বপ্'-ধাতুজ বলিয়া স্বীকার করিলেও 'ধর্ম্মবীজ বপন-রূপ জ্ঞান' অর্থই অধ্যাহৃত হয়। ফলতঃ 'বিপন্যবঃ,' 'জাগৃবাংসঃ' ও 'বিপ্রাসঃ' পদত্রয়ে যথাক্রমে ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমবায় হইয়াছে বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনই যাঁহাতে

ইহাতে প্রত্যয়-স্বর। "জাগৃবাংসঃ" এই পদটি নিদ্রাক্ষয়ার্থক 'জাগৃ' ধাতুর উত্তর লিটের স্থানে 'ক্বসু' (বস্) আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ক্রাদির নিয়মে ইট্ (ই) আগম প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তাহা "নবস্বেকাজাদ্ঘসাং" এই নিয়ম সূত্র দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়াছে॥ ২১॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম বর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥

• • •

সমন্বিত হইয়াছে, সেইরূপ মহাপুরুষগণ কর্তৃকই জগতে ভগবত্তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। 'সমিন্ধতে' পদে—সম্যক্ দীপ্তিমান্ হয়, অনলশিখার ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে,—এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ভগবৎ-সংক্রান্ত যে জ্ঞান মহাপুরুষগণ কর্তৃক হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ-লাভ করুক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। ঋকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২২সূ—২১ঋ)।

বিষ্ণু-স্তোত্রের উপসংহার।

দ্বাবিংশ-সূক্তের পূর্ব্বোক্ত একবিংশতিতম ঋকে, বিষ্ণু-স্তোত্রের পরিসমাপ্তি হইল। ষোড়শ হইতে একবিংশ পর্য্যন্ত ছয়টী ঋক্—বিষ্ণুর মহিমা-জ্ঞাপক ও বিষ্ণুর প্রার্থনামূলক। আমাদের নিত্যকর্ম্মে প্রায় ঐ মন্ত্র-কয়টী প্রযুক্ত হয়। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ মন্ত্র-কয়েকটীর মর্ম্ম অনেকেই অবগত নহেন; পরন্তু ঐ মন্ত্র-কয়টীর অর্থ লইয়া বিতর্কের ও মতান্তরের অবধি নাই। অষ্টাদশ ঋকের টীকায় মন্তব্যে এবং কয়েকটী ঋকের আলোচনা-ব্যপদেশে আমরা তাহার কতক কতক পরিচয় প্রদান করিয়াছি। উপসংহারে ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

'ত্রেধা বিচক্রমে', 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে'—এই দুই বাক্যের মধ্যে যে 'ত্রেধা' ও 'ত্রীণি', বিতণ্ডা-বিতর্ক ঐ দুই শব্দেরই অর্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে বিতর্ক যে আজ উঠিয়াছে, তাহা নহে; সুদূর অতীত হইতে সে বিতর্কে মনীষিগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া আছে। সায়ণের ভাষ্যে বলিরাজের আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইয়াছে। (১০৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দৈত্যরাজ বলি, দানে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। বামনরূপ পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবান বিষ্ণু তাঁহার নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করেন। বলির পুরোহিত শুক্রাচার্য্য (ভার্গব), বামনের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দৈত্যরাজ বলিকে ত্রিপাদভূমি দানে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দানবীর বলি, বামনের প্রার্থনানুরূপ দানে বিমুখ হইতে পারেন নাই। পুরাণে প্রকাশ,—ভগবান বামন, বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ত্রিপাদ-বিস্তারে স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ'—এই বেদবাক্যের তাহাই ভিত্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

কেহ আবার কহেন,—এখানে জ্যোতিষের বিষয় ব্যক্ত আছে। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের মত এই যে,—"উত্তর ধ্রুব হইতে সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত যে স্থান, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে তৃতীয় ভাগ, ইহাই বিষ্ণুর তৃতীয় পাদ নামে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সপ্তর্ষি হইতে দক্ষিণ ধ্রুব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট আকাশ-ভাগকে অপর দুই পাদ বলা যায়। এইরূপে খগোলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কারণ, জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে বিশদরূপে উক্ত আছে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নই ইহার কারণ। সূর্য্য (মতান্তরে পৃথিবী) বিষুবদ্বৃত্ত হইতে একবার উত্তর দিকে উত্তর-ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত; আবার তথা হইতে এইরূপে দক্ষিণদিকে দক্ষিণক্রান্তিবৃত্ত

পর্য্যন্ত নিয়ত গতাগতি করে। এতদ্দ্বারাই খগোল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ, দক্ষিণ-ধ্রুব হইতে দক্ষিণক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, দক্ষিণক্রান্তি হইতে উত্তরক্রান্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ এবং উত্তরক্রান্তি হইতে উত্তর ধ্রুব পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ,—এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব ভূমণ্ডলও উক্তরূপ তিন ভাগে বিভক্ত এবং বিষ্ণুর ত্রিপাদ নামে কথিত হয়। এই ত্রিপাদভূমিই কৌশলক্রমে বামনদেব তাৎকালিক সার্ব্বভৌম বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার 'গোলাধ্যায়' গ্রন্থে পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে উত্তর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোকের অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন;—'ভূর্লোকাখ্যো দক্ষিণে ব্যক্ষদেশাৎ। তস্মাৎ সৌম্যোঽয়ং ভুবঃস্বশ্চমেরুঃ॥"

যাঁহারা বিষ্ণুকে সূর্য্য বলিয়া, তাঁহার 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে' প্রভৃতিতে সূর্য্যের উদয়াস্ত-মধ্যাহ্ন বিষয় সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিষ্ণুর স্বরূপ-প্রকাশিকা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—"গায়ত্রী সূর্য্যের স্তুতি নহে; উহা সূর্য্যেরও প্রকাশক, পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানাত্মক ধ্যান।

গায়ত্রীর ব্যাখ্যায় যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি; যথা,—

'দেবস্য সবিতুর্ভর্গো যো ভর্গঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রহ্মাদিনা এবাভুর্ভবরেণ্যং চাস্য দীমহি॥
চিন্তয়াম বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ॥'

বিষ্ণুর ধ্যানেও দেখিতে পাই, তিনি 'সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী';—'ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপু-র্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।' এই সকল দৃষ্টান্ত-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া একজন ব্যাখ্যাকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"বিষ্ণুর ত্রিপাদ—ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক; এবং সূর্য্য—বিষ্ণু নহেন, বিষ্ণু—সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।" ঋকের ব্যাখ্যায় এ ভাব যদিও তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আলোচনার ফলে বিষ্ণুর স্বরূপ বিষয়ে তাঁহার টীকার মধ্যে শেষোক্ত একটী বাক্য যেন আপনা-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! গভীর আলোচনার ফলে, দেবতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিলে, দেবতার স্বরূপ ঐ ভাবেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে' ও 'ত্রেধা বিচক্রমে' বাক্যদ্বয়ের যে মর্ম্মার্থ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে পুরাণের পোষক-বাক্য উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ঋকের ব্যাখ্যার সময় যদিও সে বাক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই; কিন্তু ভগবানের অপার মহিমার প্রভাবে সূক্তের উপসংহারে সে পুরাণ-প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। বিষ্ণুর পদ কাহাকে কহে, আর 'ত্রীণি' 'ত্রেধা' শব্দেই বা কি ভাব আনয়ন করে? সেই পুরাণ-প্রমাণে তাহা বোধগম্য হইবে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে; যথা:—

"উদ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ। এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্॥
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্। স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষাপ্তিহেতবঃ। যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ॥ তৎসার্ষ্ট্যোৎপন্নযোগেদ্ধাস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্। ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্। বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেঢ়ীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুবঃ। ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষম্ভোমুচো দ্বিজ॥
মেঘেষু সঙ্গতা বৃষ্টির্বৃষ্টেশ্চাপোহথপোষণম্। আপ্যায়নঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে॥
ততশ্চাজ্যাহুতিদ্বারা পোষিতাস্তে হবির্ভুজঃ। বৃষ্টেঃ কারণতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ॥
এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্। আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃদ্ধিকারণম্॥"

বিষ্ণুপুরাণম্। দ্বিতীয়াংশঃ, অষ্টমোঽধ্যায়ঃ, ৯৩—১০২ শ্লোকাঃ।

অর্থাৎ,—'দেবযানের * ঊর্দ্ধে ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তিমৎ স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে। পুণ্য ও পাপ উভয়েই পরিক্ষীণ হইলে দোষরূপপঙ্কলেপশূন্য সংযতাত্মা যতিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন। পাপ, পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ার কারণ নিবৃত্ত হইলে, প্রাণিগণ সেখানে গমন করিয়া আর শোক করেন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ধ্রুব প্রভৃতি লোকসাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়-বশীকরণাদিলব্ধ যোগবলে দীপ্তিমান্ হইয়া যে স্থলে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। **এই বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ চরাচর জগৎ যেখানে ওতঃপ্রোতঃ রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।** যাহা আকাশে প্রকাশমান্ সূর্য্যরূপ চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বভাসক, তন্ময়াত্মা যোগিগণ বিবেকজ্ঞান-বলে যাহা অপরিচ্ছিন্নরূপে পরিজ্ঞাত, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। ধ্রুব-নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট; নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট; মেঘসমূহ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই বৃষ্টির দ্বারা লোকসকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয়, এবং দেবপ্রভৃতিও তৃপ্ত হন। কারণ, সেই জলপান দ্বারা জীবিত গবাদির দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা পরিপুষ্ট, সুতরাং তাঁহারাই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এবম্প্রকারে সর্ব্বপ্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পরম্পরায় বৃষ্টির কারণ, ধ্রুব-নক্ষত্র ও দীপ্তিমান্ ভাস্কর যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই—অমলাত্মক সকলের আধারভূত, লোকত্রয়ের বৃদ্ধির কারণ, বিষ্ণুর পরম পদ।' ('বঙ্গবাসীর' অনুবাদ)।

এই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মানুষকে হৃদ্গম্য করাইবার জন্যই নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি এবং রূপকের মধ্যে ইহার বর্ণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই উপাখ্যানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, রূপক যখন ভাঙ্গিয়া যাইবে, জ্ঞাননেত্র যখন উন্মীলিত হইবে, তখনই সত্য স্বপ্রকাশ হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।১৫; শতপথ-ব্রাহ্মণ ১।২।৫, ১৪।১।১) এবং আরণ্যকে (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫।১) এই সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় রূপক ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। মূলতত্ত্ব এই যে, সদাকাল পরমেশ্বরের পরম পদ তোমার জন্য প্রসারিত হইয়া আছে; আকুল-প্রাণে একাগ্রচিত্তে সেই পদ ধারণ করিবার চেষ্টা কর; একদিন না একদিন সে পদে আশ্রয় মিলিবেই মিলিবে।

* বিভিন্নরূপ কর্ম্মের ফলে মানুষ বিভিন্নরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। দেবযান সেই এক গতি-পদ-বিশেষ। সেই পথে প্রসিদ্ধ নিষ্কাম ঋষি ও জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধব্রহ্মচারিগণ বাস করেন। তাঁহারা সন্তান-কামনা করেন না এবং মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য ধ্রুবাদি বিভিন্ন স্থান পরিকল্পিত হয়। বিষ্ণুর পরম পদ—সকল পদের শ্রেষ্ঠ পদ।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ত্রয়োবিংশসূক্তং।
পঞ্চমোঽনুবাকঃ। অষ্টমাদ্দ্বাদশো বর্গঃ।

ত্রয়োবিংশসূক্তং।

এ সূক্তটী বহুঋকপূর্ণ এবং বহুদেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত। সূক্তের ভাবপ্রবাহও সেইরূপ বহু পথ দিয়া বহুরূপে প্রবাহিত। সুতরাং অর্থও নানা দিক হইতে নানা জনে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

সোমকে যাঁহারা মাদক-দ্রব্য বলিয়া মনে করিবেন, এ সূক্ত তাঁহাদের তদ্রূপ ভ্রান্ত কল্পনার সহায়তা করিবে; সোমকে যাঁহারা সোমলতার রস বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা এই সূক্তে সোম-লতার উৎপত্তি-স্থান পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন। আবার অন্য পক্ষে 'সোম' শব্দে যাঁহারা বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন, এ সূক্ত তাঁহাদের সে ধারণার পক্ষে সহায়তা করিবে। মন লইয়াই, চিত্তের শুদ্ধাশুদ্ধি ভাব লইয়াই, ঋঙ্মন্ত্রের অর্থাদির পরিকল্পনা আসিয়া থাকে।

যাঁহারা ঋকের মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রামের বিষয়—আর্য্যের ও অনার্য্যের যুদ্ধের ব্যাপার বর্ণিত আছে মনে করিবেন, এই ঋক্ কয়েকটীর মধ্যে তাঁহারা সেই সংগ্রামই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা বেদবাক্যকে পৌরুষেয় ও অনৃত বলিয়া ধারণা করিবেন, তাঁহারা তদ্রূপ সম্বন্ধই এই সকল ঋকের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবেন। আবার অন্য পক্ষে, যাঁহারা দেবাসুরের সেই সংগ্রামকে আপনার অন্তরের অভ্যন্তরস্থ সদসদ্বৃত্তিনিচয়ের চিরসংগ্রাম বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা ঋকের মধ্যে সেই ভাবই নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন;—পৌরুষেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব তাঁহাদের দৃষ্টিতে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিজ্ঞানবিৎ প্রত্ন-তাত্ত্বিক দেখিবেন,—এই সূক্তের ঋক্সমূহের মধ্যে এক অনুপম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবৃত আছে; তত্ত্বজ্ঞানী বুঝিবেন,—তত্ত্বজ্ঞানের অনাবিল প্রস্রবণ এই সূক্তের সকল ঋকের মধ্যেই প্রবাহিত রহিয়াছে।

ঋক্গুলির সম্বন্ধে আমরা যে ভাব পরিগ্রহ করিয়াছি, যথাস্থানে ব্যাখ্যার মুখে সে ভাব প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাহার বিপরীত যে ভাবনিবহ ঋকের মধ্য হইতে উদ্ধার

করা হইয়া থাকে, সূচনায় তাহারই মাত্র একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। প্রথম ঋক্‌টীতে তীব্র মাদক-দ্রব্য পানের জন্য দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে, কল্পিত হয়; পরবর্ত্তী কয়েকটী ঋকে সেই ভাবেরই প্রবাহ চলিয়াছে, ব্যাখ্যাকারগণ অনুমান করেন। নবম ঋকে 'মরুদগণের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করুন',—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইতেছে;—পৃশ্নি নামে মরুদগণের মাতা কল্পিত হইয়াছেন। চতুর্দ্দশ ঋকের "গুহাহিত" শব্দে পর্ব্বতের গুহার মধ্যে সোমলতা উৎপন্ন হয়,—অর্থ অধ্যাহার করা হইয়াছে। পঞ্চদশ ঋকে 'গরুর দ্বারা বৎসরে বৎসরে যবক্ষেত্র কর্ষণ করান হইতেছে',—এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। বিংশ ঋকে সেকালে 'জলচিকিৎসা'-প্রথা ছিল—কেহ বা লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলতঃ, নানা দিকের নানা অর্থ ঋকের মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান্ হইয়া আছে। অথচ, ঋকের অর্থ সেই একই রহিয়াছে। ব্রহ্ম যেমন এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক, সূক্তের ঋকগুলিও সেইরূপ মুখ্যতঃ একার্থাত্মক হইয়াও বহু অর্থের দ্যোতনা করিতেছে। অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সকল অর্থ সকল ভাব আপনিই পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

তীব্রা ইতি চতুর্বিংশত্যৃচং ষষ্ঠং সূক্তং। অত্রেয়মনুক্রমণিকা তীব্রাশ্চতুর্বিংশতির্বায়-বৈবৈকেন্দ্রবায়ব্যৌ মৈত্রাবরুণমরুত্বতীয়বৈশ্বদেবপৌষ্ণাস্তৃচাঃ শেষা আপ্যোঽন্ত্যার্দ্ধাগ্নেয়াপ্‌-স্বন্তঃ পুরউষ্ণিক্ পরানুষ্টুপ্ তিস্রশ্চান্ত্যা একবিংশী প্রতিষ্ঠেতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদিতি পরিভাষয়ানু-বর্ত্তনান্মেধাতিথিঃ কাণ্ব ঋষিঃ। অপ্‌স্বন্তরিত্যেষা পুরউষ্ণিক্। প্রথমপাদস্থ দ্বাদশাক্ষরে-ণাষ্টশ্চেৎ পুরউষ্ণিগিতি লক্ষণসদ্ভাবাৎ। অপ্সু মে সোম ইত্যেষানুষ্টুপ্। ইদমাপ ইত্যা-দ্যাস্তিস্রোঽনুষ্টুভঃ। শিষ্টা একোনবিংশতিসংখ্যাকা ঋচো গায়ত্র্যঃ। আদৌ গায়ত্রমিতি পরিভাষিতত্বাৎ। আদ্যা বায়ুদেবতাকা ততো দ্বে ঋচাবিন্দ্রবায়ুদেবতাকে। তত একস্তৃচো

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

এই ষষ্ঠ সূক্ত "তীব্রাঃ" ইত্যাদি চতুর্বিংশতি ঋক্-বিশিষ্ট। এস্থলে ইহাই অনুক্রমণিকা। এই সূক্তের প্রথম ঋকের দেবতা—বায়ু; তৎপরবর্ত্তী দুইটী ঋকের দেবতা—ইন্দ্রবায়ু; তাহার পর একটী তৃচের (ঋক্‌ত্রয়ের) দেবতা—মিত্রাবরুণ; অনন্তর একটী তৃচের দেবতা—মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্র; তৎপরে একটী তৃচের দেবতা—বৈশ্বদেব; তার পর দেবতা—পূষা; এবং অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির দেবতা—অপ্। "পয়স্বানগ্নে" এই ঋগর্দ্ধের সহিত "সংমাগ্নে" এই ঋক্‌টীর দেবতা—অগ্নি। "অন্যস্মাৎ" অর্থাৎ 'অন্য হইতে' এই অনুবর্ত্তন হেতু এই সূক্তের ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি। অনন্তর ইহার ছন্দোবিষয় কথিত হইয়াছে; যথা,—"অপ্‌স্বন্তঃ" এই ঋক্‌টীর ছন্দঃ—পুরউষ্ণিক। পুরউষ্ণিক্ ছন্দের লক্ষণ এই;—যদি প্রথম পদে দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার নাম—পুর-উষ্ণিক্। "অপ্সু মে সোম" এই ঋক্‌টীর ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্; "ইদমাপঃ" ইত্যাদি তিনটী ঋক্ অনুষ্টুভ্ এবং অবশিষ্ট উনিশটী ঋকের ছন্দঃ—

মিত্রাবরুণদেবতাঃ। তত উত্তরতৃচস্য মরুদ্গণবিশিষ্টেন্দ্রো দেবতা। তত একস্তৃচো বৈশ্বদেবঃ। তদনন্তরভাবী পৌষ্ণঃ। শিষ্টা ঋচোঽব্দেবতাকাঃ। পয়স্বানগ্ন ইত্যর্দ্ধর্চ্চযুক্তা সং মাগ্ন ইত্যেষা অগ্নিদেবতাকা। সূক্তবিনিয়োগো লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ। অভিপ্লবষড়হস্য দ্বিতীয়েঽহনি প্রউগশস্ত্রে বায়ব্যতৃচস্য তীব্রাঃ সোমাস ইত্যেষা তৃতীয়া। দ্বিতীয়স্য চতুর্ব্বিংশে-নেতি খণ্ডে সূত্রিতং। তীব্রাঃ সোমাস আগহীত্যেকা। আ০ ৭।৬। ইতি পৃষ্ঠ্যষড়হেঽপি দ্বিতীয়েঽহনি প্রউগ এষা ॥২১॥

তামেতাং সূক্তে প্রথমামৃচমাহ ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে ত্রয়োবিংশসূক্তং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ। গায়ত্র্যা-নুষ্টুবাদিচ্ছন্দঃ। বায়ুরিন্দ্রবায়ূ মিত্রাবরুণৌ মরুদ্গণ ইন্দ্রো বিশ্বেদেবাঃ পূষা আপশ্চ দেবতাঃ। সূক্তবিনিয়োগো লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

তীব্রাঃ সোমাস আগহ্যাশীর্ব্বন্তঃ সুতা ইমে।
বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তীব্রাঃ। সোমাসঃ। আ। গহি। আশীঃঽবন্তঃ। সুতাঃ। ইমে।

বায়ো ইতি। তান্। প্রঽস্থিতান্। পিব ॥ ১ ॥

গায়ত্রী। কারণ, "আদৌ গায়ত্রং" এইরূপ পরিভাষিত হইয়াছে। এই সূক্তের বিনিয়োগ লৈঙ্গিক হইতে অবগত হওয়া উচিত। অভিপ্লবষড়হ যজ্ঞের দ্বিতীয় দিবসে প্রউগশস্ত্রমন্ত্রে বায়ব্যতৃচের "তীব্রাঃ সোমাসঃ" এই ঋক্‌টী তৃতীয়া ঋক্। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের 'দ্বিতীয়স্য চতুর্ব্বিংশেন' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"তীব্রাঃ সোমাস আগহীত্যেকা" (আ০ ৭।৬) ইতি। পৃষ্ঠ্যষড়হযাগেও দ্বিতীয় দিবসে প্রউগশস্ত্রে এই ঋক্‌টী বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তে সেই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (হে বায়ুদেব) 'আ গহি' (অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ), 'ইমে' (অস্মাকং প্রদত্তাঃ) 'সোমাসঃ' (সোমাঃ, হবনীয়াঃ, যজ্ঞীয়দ্রব্যাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'তীব্রাঃ' (তৃপ্তিপ্রদাঃ, প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ) 'আশীর্ব্বন্তঃ' (মঙ্গলান্বিতাঃ, শুভদাঃ, অস্মৎপক্ষে মঙ্গলাস্পদা ভবন্তীতি শেষঃ), 'তান্' (সোমান্, যজ্ঞভাগান্, অস্মাকং ভক্তি-সুধামৃতান্) 'পিব' (পানং কুরু)। হে দেব! তব তৃপ্তিপ্রদাং বিশুদ্ধাং ভক্তিসুধাং তুভ্যং সমর্পয়ামি। মম পূজাং গৃহাণ। মঙ্গলং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন; আমাদের প্রদত্ত সোমসুধা (হবনীয় যজ্ঞভাগ) সুসংস্কৃত, সুতরাং আপনার তৃপ্তিজনক (হইতে পারে) এবং (তাহা আমাদের পক্ষে) মঙ্গলপ্রদ। সেই সোমসুধা আপনি পান করুন। (১ম—২৩সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বায়ো! ইমে সোমাস ঐন্দ্রবায়বগ্রহাদিরূপাঃ সোমাঃ সুতা অভিষুতাঃ। তে চ তীব্রাঃ। প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ। আশীর্ব্বন্তঃ আশির্যুতাঃ। অতস্ত্বমাগহি। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। প্রস্থিতানুত্তরবেদিং প্রত্যানীতান্ তান্ সোমান্ পিব॥

তীব্রাঃ। তিজ নিশানে। রক্ দীর্ঘত্বং। জস্য ব ইতি ঋজেন্দ্রেত্যত্র মনোরমা। সোমাসঃ। অর্ত্তিস্তিত্যাদিনা মন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আজ্জসেরসুক্। গহি। মহস্তিরগ্ন আগহীত্যত্রোক্তং। আশীর্ব্বন্তঃ শীঞ্ পাকে। অপস্পৃধেথামিত্যাদিসূত্রে। (পা° ৬.১।৩৬)। আঙ্-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! ঐন্দ্রবায়বগ্রহাদিরূপ এই সোমসমূহ অভিষবসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া রহিয়াছে। এই সোমসমুদয় তীব্র অর্থাৎ বিস্তর বলিয়া আপনার তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ এবং আশীর্যুক্ত। অতএব আপনি এই কর্ম্মে আগমন করুন (এবং) উত্তর-বেদীতে আনীত সেই সোমসমূহ পান করুন।

"তীব্রাঃ" এই পদটী নিশানার্থক 'তিজ্' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয়ে ইকারের দীর্ঘ ও জ-এর স্থানে 'ব' করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সোমাসঃ" এই পদটী, "অর্ত্তিস্তু" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'মন্' প্রত্যয়ে "আজ্জসেরসুক্" সূত্রানুসারে অসুক্ আগমে নিষ্পন্ন। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "গহি" এই পদটীর বিষয় "মহস্তিরিন্দ্র আগহি" এই স্থলে কথিত হইয়াছে। "আশীর্ব্বন্তঃ" এই পদটীর অন্তর্গত "আশীঃ" পদটীর "অপস্পৃধেথাং" (পা° ৬।১।৩৬)

পূর্ব্বস্ত কিপি শিরাদেশো নিপাতিতঃ। করণস্তাপি শ্রয়ণদ্রব্যস্ত স্বব্যাপারে কর্ত্তৃত্ববিবক্ষয়া কর্ত্তরি ক্বিপ্ ন বিরুধ্যতে। আশীরেষামস্তীত্যাশীর্ম্বিস্তঃ। ছন্দসীর ইতি বত্বং। বায়ো। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। প্রস্থিতান্। প্রাদিসমাসে কৃত্তুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং বাধিত্বা ব্যত্যয়েনাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ১ ॥

প্রথম (২২৯) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের কি বিকৃত অর্থই প্রচলিত রহিয়াছে! তীব্র মাদকগুণ-বিশিষ্ট সোমরসকে দধি-মিশ্রিত করিয়া সুপেয় ও বিশুদ্ধ করা হইয়াছে; আর, সেই প্রলোভন দেখাইয়া, বায়ুদেবতাকে সোমপানের জন্য আহ্বান করা হইতেছে! * ঋকে 'তীব্রাঃ' শব্দ আছে; সেই জন্য তীব্র-মাদকগুণ-বিশিষ্ট অর্থ করা হয়। ঋকে 'আশীর্ব্বন্তঃ' শব্দ আছে; সেইজন্য স্নিগ্ধভাব কল্পনা করিয়া 'দধিমিশ্রিত' অর্থ আমনন করা হইয়া থাকে। সায়ণ কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করেন নাই; কেবল পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ কল্পনাবলে এইরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন।

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আঙ্‌পূর্ব্বক পাকার্থক 'শীঞ্' (শী) ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিপাতনে 'শী' ধাতুস্থানে 'শির্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। করণ যে শ্রয়ণ-দ্রব্য, তাহার স্বীয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ববিবক্ষা আছে বলিয়া অবিরোধে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ হইয়াছে। 'আশীঃ ইহাদের-আছে' এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া "ছন্দসীরঃ" সূত্র দ্বারা ম-এর স্থানে 'ব' করিয়া প্রথমার বহুবচনে উক্ত "আশীর্ব্বন্তঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "বায়ো" পদটীর আমন্ত্রিত আদ্যুদাত্তস্বর। "প্রস্থিতান্" পদটীতে প্রাদিসমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হয়; কিন্তু তাহাকে বাধিয়া ব্যত্যয়ে অব্যয়-পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ ১ ॥

* ঋক্‌টীর প্রচলিত অনুবাদ,—(১) "হে বায়ু এই তীব্র ও সুপাকবিশিষ্ট সোমরসসমূহ অভিষুত হইয়াছে, তুমি আইস; সেই সোমরস আনীত হইয়াছে, পান কর।" (২) "মদজনক এবং সুস্বাদু করিবার নিমিত্ত আশীর্নামক পাকদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত সোমসকল প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব বায়ুদেব আপনি আগমন করুন এবং আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেই সমুদায় পান করুন।" অপর একজন ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'তীব্রাঃ অতিমদকরাঃ সোমাসঃ সোমরসাঃ আশীর্ব্বন্তঃ আশীরযুক্তাঃ দধ্যাদিমিশ্রণেন সুতাঃ প্রস্তুতীকৃতাঃ।" ইত্যাদি। সাধারণ-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে গেলে, ঐরূপ বিভ্রমই আসে বটে।

'সোমাসঃ' শব্দে এখানে 'সোমরস' যে বুঝাইতেছে না, তাহা সায়ণের ভাষ্যেই প্রতীত হইতে পারে। সায়ণ লিখিয়াছেন,—"সোমাস ঐন্দ্রবায়ব-গ্রহাদিরূপাঃ সোমাঃ!" ভাবার্থ,—'ইন্দ্র-বায়ুদেবতার গ্রহণযোগ্য হবনীয় দ্রব্যাদি।' এখানে, 'সোম' শব্দের বহুবচনান্ত-প্রয়োগে উহা যে সোমরস নয়, তাহা বুঝা যায়। দেবগণ যাহা গ্রহণ করেন, সেই সকল সামগ্রীই এখানে 'সোমাসঃ' পদে ব্যক্ত করিতেছে। তার পর 'সুতাঃ'। সায়ণের অর্থ—'অভিষুতাঃ'; ভাবে বুঝা যায়,—'বিশুদ্ধীকৃতাঃ।' তাহা হইলেই বুঝা যায়,—হবনীয়-দ্রব্যের সূক্ষ্ম-শুদ্ধ-সত্ত্ব অংশ ঐ দুই শব্দে ('সোমাসঃ' ও 'সুতাঃ' শব্দদ্বয়ে) প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ,—'সোম' শব্দের যে অর্থ আমরা পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সেই অর্থই এখানে দৃঢ় হইয়া আসিতেছে।

তার পর—'তীব্রাঃ'। ধাত্বর্থের আলোচনায় সায়ণই উহার অর্থ করিয়াছেন,—'প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ।" ভাবে বুঝা যাইতেছে, সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ের সদ্‌গুণাবলী অর্পণ করিতে সমর্থ হওয়ায় দেবতার তৃপ্তির যাহাতে সম্ভাবনা আছে, তাহাই 'তীব্রাঃ'। আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র হয়, আত্মনিবেদনে তখন সমর্থ হওয়া যায়। এখানকার 'তীব্রাঃ' পদে সেই তীব্র অনুরাগের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—যে অনুরাগের ফলে ভগবানের তৃপ্তি সাধিত হয়। ঋকের যে 'আশীর্ব্বন্তঃ' শব্দে 'দধিমিশ্রিত' অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা যে বিভ্রমমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। মঙ্গলার্থবাচক 'আশীঃ' শব্দ হইতে যে পদ উৎপন্ন, তাহা মানবের মঙ্গলকামনামূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সেই ভাব বুঝিয়াই আমরা ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম।

ফলতঃ, এ ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে বায়ুদেব! দেবগণের যাহা প্রীতিপ্রদ, যে পূজা তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করে, অন্তরের যে বিশুদ্ধা ভক্তিতে তাঁহারা আবদ্ধ হন, আমরা যেন তেমনই আহবনীয় সামগ্রীর আয়োজন করিতে পারি। হে দেব! আপনি আসুন, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন; আর তাহার ফলে আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হউক।' ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৩—১ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

পূর্ব্বোক্ত এব শস্ত্র উভা দেবা দিবিস্পৃশেতি দ্বে ঐন্দ্রবায়বতৃচস্য প্রথমাদ্বিতীয়ে। তথা চ দ্বিতীয়স্যেতি খণ্ডে সূত্রিতং। উভা দেবা দিবিস্পৃশেতি দ্বে। (আ০ ৭।৬)। ইতি।

তয়োঃ প্রথমাং সূক্তে দ্বিতীয়ামৃচমাহ॥

* * *

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

উভা দেবা দিবিস্পৃশেন্দ্রবায়ূ হবামহে।

অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উভা। দেবা। দিবিঽস্পৃশা। ইন্দ্রবায়ূ ইতি। হবামহে।

অস্য। সোমস্য। পীতয়ে॥ ২

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (সুসংস্কৃতস্য, বিশুদ্ধস্য) 'সোমস্য' (যজ্ঞভাগস্য, ভক্তিসুধামৃতস্য) 'পীতয়ে' (পানার্থং, গ্রহণার্থং) দিবিস্পৃশা (দিবিস্পৃশৌ, দ্যুলোকব্যাপিনৌ) 'ইন্দ্রবায়ূ উভা দেবা' (ইন্দ্রবায়ূ দেবদ্বয়ৌ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ)। বিশুদ্ধপূজাগ্রহণার্থং দেবদ্বয়ং বয়ং পূজয়ামঃ; তৌ ইন্দ্রবায়ূ দেবৌ অস্মান্ পালয়তং। (১ম—২৩সূ—২ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বকথিত শস্যমন্ত্রেই "উভাদেবা দিবিস্পৃশা" ইত্যাদি ঋকদ্বয় ঐন্দ্রবায়বতৃচের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'দ্বিতীয়স্য' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"উভা দেবা দিবিস্পৃশেতি দ্বে" (আ০ ৭।৬) ইতি।

সেই ঋক্দ্বয়ের প্রথমা এবং এই সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই বিশুদ্ধ সোম (ভক্তিসুধা) পানের জন্য দ্যুলোকব্যাপী (সূক্ষ্ম-দেহধারী) ইন্দ্র ও বরুণ উভয় দেবতাকে আমরা (এই যজ্ঞে) আহ্বান করিতেছি। (তাঁহারা পূজা গ্রহণ করুন)। (১ম—২৩সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

দিবিস্পৃশা দ্যুলোকবর্তিনাবুভা দেবা দ্বৌ দেবাবিন্দ্রবায়ূ হবামহে। আহ্বয়ামঃ। কিমর্থং। অস্য সোমস্য পীতয়ে। অসকৃদ্ব্যাখ্যাতং॥

উভা দেবা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। দিবিস্পৃশা। হৃদ্যুভ্যাং ঙেরুপসংখ্যানং। (পা০ ৬।৩।৯।১)। ইতি সপ্তম্যা অলুক্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রবায়ূ। ইন্দ্রশ্চবায়ুশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। উভয়ত্র বায়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। (পা০ ৬।৩।২৬।১)। ইত্যানঙো নিষেধঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি প্রাপ্তস্যোভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বস্য নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ। (পা০ ৬।২।১৪২)। ইতি নিষেধাৎ সমাসান্তোদাত্তত্বমেব শিষ্যতে। হবামহে। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। সম্প্রসারণাচ্চেতি পরপূর্ব্বত্বং। শপ্। গুণাবাদেশৌ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ পদস্যাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে তিঙ্ঙতিঙ ইত্যাষ্টমিকো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকে বর্ত্তমান ইন্দ্র এবং বায়ু এই দেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি। কি নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি? এই সোম পান করিবার নিমিত্ত। "অস্য সোমস্য পীতয়ে"—ইহা অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"উভা" "দেবা" এই পদদ্বয়ে "সুপাংসুলুক্" সূত্র দ্বারা বিভক্তি স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে। "দিবিস্পৃশা" পদটীতে "হৃদ্যুভ্যাং ঙেরুপসংখ্যানং" (পা০ ৬।৩।৯।১) এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় নাই। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ইন্দ্রবায়ূ" এই পদটী 'ইন্দ্র এবং বায়ু' এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস-নিষ্পন্ন। এস্থলে "উভয়ত্র বায়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ" (পা০ ৬।৩।২৬।১) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে অনঙাগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" সূত্র দ্বারা ইহার উভয় পদে প্রকৃতিস্বর হয়; কিন্তু "নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ" (পা০ ৬।২।১৪২) এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ আছে বলিয়া সমাসান্ত উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "হবামহে" এই পদটীর, স্পর্দ্ধা এবং শব্দার্থক হ্বেঞ্ (হ্বে) ধাতুর "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ, "সম্প্রসারণাচ্চ" সূত্র দ্বারা পরপূর্ব্বত্ব, শপ্ গুণ এবং অবাদেশে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর। তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর-হেতু পদের আদিস্বর উদাত্ত হয়; কিন্তু "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার

নিঘাতঃ। অস্ত। উড়িদমিত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। পীতয়ে। পা পানে। স্থাগাপাপচঃ। (পা০ ৩।৩।৯৫)। ইতি ভাবে ক্তিন্। ঘুমাস্থেতীত্বং। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং॥ ২॥

দ্বিতীয় (২৩০) ঋকের বিশদার্থ।

'সোমস্য পীতয়ে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলেই এ ঋকের অর্থ সহজবোধ্য হইবে। কর্ম্মযোগীর যজ্ঞপক্ষে যজ্ঞভাগের সূক্ষ্ম-শুদ্ধ-সত্ত্ব অংশ, ধ্যানযোগীর ধ্যানভূত ভক্তিসুধামৃত,—সোম-শব্দে দ্যোতনা করে। তাহা বুঝিতে পারিলেই, এ ঋকের কেন, আর কোনও ঋকেরই অর্থ-নিষ্কাষণে অন্তরায় আসিবে না। এখানে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়কে সেই প্রাণের পূজা গ্রহণ করিবার জন্যই আহ্বান করা হইয়াছে।

'দিবিস্পৃশা' পদে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়ের স্বরূপ একটু প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা 'দিবিস্পৃশা' অর্থাৎ দ্যুলোক (অন্তরিক্ষ-লোক) স্পর্শ করিয়া বা ব্যাপিয়া আছেন,—ইহার মর্ম্মে কি বুঝাইতেছে না যে, তাঁহারা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন? ঐ শব্দে দেবদ্বয়ের সর্ব্বব্যাপকতা-ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল আলোচনার ফলে, ঋকের প্রার্থনা দাঁড়ায় এই যে,—'হে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা! আপনারা উভয়েই দ্যুলোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের যজ্ঞে কেন আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না! আসুন—আপনারা এই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হউন। জ্ঞান দেন—দর্শন-শক্তি দেন—আমরা যেন আপনাদিগকে আমাদিগের প্রতি কর্ম্মে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।' ইত্যাদি নানা ভাব এই ঋকে প্রকাশ পাইতে পারে। (১ম—২৩সূ—২ঋ)।

আষ্টমিক নিঘাতস্বরই হইয়াছে। "অস্ত" এই পদটীর "উড়িদং" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পীতয়ে" এই পদটী পানার্থ পা ধাতুর উত্তর "স্থাগাপাপচঃ" (পা০ ৩।৩।৯৫) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে 'ক্তিন্' (তি) প্রত্যয় করিয়া "ঘুমাস্থা" এই সূত্র দ্বারা আকারের স্থানে ঈ-কারাদেশে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়ে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত॥ ২॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত ঊতয়ে।

সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রবায়ূ ইতি। মনঃহজুবা। বিপ্রাঃ। হবন্তে। ঊতয়ে।

সহস্রহঅক্ষা। ধিয়ঃ। পতী ইতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ে' (রক্ষার্থং, শ্রেয়োলাভার্থং) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'মনোজুবা' (মনোজুবৌ, মন ইব বেগশালিনৌ, মনঃসম্বন্ধবিশিষ্টৌ, ধ্যানধারণাভূতৌ) 'সহস্রাক্ষা' (সহস্রাক্ষৌ, অশেষপ্রজ্ঞাস্বরূপৌ) 'ধিয়স্পতী' (জ্ঞানদাতারৌ) 'ইন্দ্রবায়ূ' (ইন্দ্রবায়ুদেবৌ) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তি, প্রার্থয়ন্তে)। তৌ দেবৌ প্রজ্ঞারূপৌ জ্ঞানদাতারৌ মনঃসম্বন্ধযুতৌ। জ্ঞানিনঃ তৌ জানন্তি; তস্মাৎ শ্রেয়োলাভার্থং তৌ দেবৌ প্রার্থয়ন্তে। হে দেবৌ, যুবাং অস্মান্ সাধুপদাকাঙ্ক্ষানুসারিণঃ কুরুতং। ইতি প্রার্থনাঃ। (১ম—২৩সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ

মনঃসম্বন্ধযুত, অশেষ-প্রজ্ঞাধার, জ্ঞান দাতা, ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাদ্বয়কে শ্রেয়োলাভের জন্য জ্ঞানিগণ আহ্বান করেন। (১ম—২৩সূ—৩ঋ।)

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিপ্রা মেধাবিন ঋত্বিগ্যজমানা উতয়ে রক্ষণার্থমিন্দ্রবায়ূ হবন্তে। আহ্বয়ন্তি। কীদৃশৌ। মনোজুবৌ। মন ইব বেগযুক্তৌ। সহস্রাক্ষা। সহস্রনয়নযুক্তৌ। যদ্যপীন্দ্র এব সহস্রাক্ষস্তথাপি ছত্রিন্যায়েন বায়ুরপি তথোচ্যতে। ধিয়স্পতী। কর্ম্মণো বুদ্ধের্বা পালকৌ।

মনোজুবা। জবতির্গতিকর্ম্মা। মনোবজ্জবত ইতি মনোজুবা মন ইব বেগযুক্তৌ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। বিপ্রাঃ। ঔণাদিকো রন্। রন্প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। উতয়ে। উতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। সহস্রাক্ষা। সহস্রমক্ষীণি যয়োস্তৌ। বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ। পা০ ৫।৪।১১৩। ইতি ষচ্ সমাসান্তঃ। বহুব্রীহিস্বরে প্রাপ্তে সমাসান্তপ্রত্যয়স্য সতি শিষ্টত্বাচ্চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। ধিয়ঃ। সাবেকাচ ইতি ঙস উদাত্তত্বং। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়স্য সকারঃ। পতী। ডত্যন্ত আদ্যুদাত্তঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (২৩১) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋক্‌টির অভ্যন্তরে যে প্রার্থনার ভাব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা এই;—'হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! জ্ঞানিগণ আপনাদের স্বরূপ অবগত আছেন; তাই তাঁহারা শ্রেয়োলাভের জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী ঋত্বিক্ এবং যজমানগণ, স্বীয় রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র এবং বায়ুদেবতাকে আহ্বান করিয়া থাকেন। ইন্দ্র এবং বায়ুদেব কিরূপ? মনের ন্যায় বেগবান্, সহস্রচক্ষুযুক্ত এবং কর্ম্ম অথবা বুদ্ধির পালক। যদিও ইন্দ্রদেবই সহস্রাক্ষ; কিন্তু তথাপি, ছত্রিন্যায়হেতু, বায়ুও সহস্রাক্ষ বলিয়া পরিগণিত।

"মনোজুবা" এই পদটীতে 'জু' ধাতুর অর্থ গতি। অর্থাৎ মনের ন্যায় বেগশালী। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে; এবং "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে। "বিপ্রাঃ" এই পদটী ঔণাদিক 'রন্'-প্রত্যয়ান্ত। ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "উতয়ে" পদটীর "উতিযূতি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত। 'সহস্র অক্ষি যে দেবদ্বয়ের' এই অর্থে "সহস্রাক্ষা" পদটী, "বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ" (পা০ ৫।৪।১২৩) এই সূত্র দ্বারা সমাসান্তে 'ষচ্' (অ) আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটীর বহুব্রীহিস্বরের প্রাপ্তিতে সমাসান্ত প্রত্যয়ের সাতশিষ্টত্বহেতু "চিতঃ" সূত্র দ্বারা অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ধিয়ঃ" এই পদটীর "সাবেকাচঃ" সূত্র দ্বারা 'ঙস্' বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে বিসর্গের স্থানে স-কার হইয়াছে। "পতী" পদটী 'ডতি' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৩॥

থাকেন। প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন আপনাদিগকে জ্ঞানিগণের ন্যায় সেই ভাবে জানিতে পারি এবং সেই ভাবে আহ্বান করিতে সমর্থ হই। আপনারা যে 'মনোজুবা'—মনঃসম্বন্ধবিশিষ্ট, ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত; আপনারা যে 'সহস্রাক্ষা'—অশেষ-দৃষ্টির বা অশেষ-প্রজ্ঞার আধার; আপনারা যে 'ধিয়স্পতী'—জ্ঞানের পতি; জ্ঞানদাতা! এ জ্ঞান যেন আমাদের হয়; আর, এই জ্ঞান লইয়া আমরা যেন আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইতে সমর্থ হই।'

'মনোজুবা' পদে 'মনের ন্যায় গতিবিশিন্ট' ভাবও গৃহীত হইতে পারে। তাহাতে স্মরণমাত্রই তাঁহারা যে হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়। দূরে থাকিলেও নিকটে আছেন, আবার নিকটে থাকিতেও দূরস্থিত বলিয়া প্রতীত হন;—এই দুই ভাব আমাদেরই দৃষ্টি-শক্তির তারতম্যানুসারে উপস্থিত হয়। নচেৎ, তাঁহারা যে 'মনোজুবা' —এ কথা যদি স্মরণ থাকে, তাহা হইলে আর কিসের চিন্তা—কিসের ভাবনা? তোমার মনের সহিত সম্বন্ধ-বিশিন্ট তিনি, তোমার মানসপটে প্রতিফলিত হন তিনি—এ জ্ঞান যদি হয়, তখন কি আর অন্যত্র তাঁহাকে সন্ধান করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়? আমরা তাই মনে করি, এ ঋকের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—তাঁহারা 'মনোজুবা।'

তার পর, স্মরণ করিয়া দেখুন—তাঁহারা 'সহস্রাক্ষা' ও 'ধিয়স্পতী'। ঐ দুই শব্দের মর্ম্মার্থ কি? ইহা বুঝিতে পারিলে, অন্যত্র তো আর অনুসন্ধানেরই প্রয়োজন হয় না। তোমার অন্তরেই তিনি অধিষ্ঠিত হন। তোমায় সদ্‌বুদ্ধিদানের নিমিত্ত তিনি যে হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন, দেবদ্বয়ের বিশেষণ-ত্রিতয়ে এই সে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেও সংশয় দূরীভূত হয় না কি? কোথায় কোন্ দূরে অন্বেষণ করিতে যাইবে? কোথায় কাহার নিকট কোন্ জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা করিবে? দেখ—হৃদয়েই তিনি বিদ্যমান! দেখ—তোমারই জন্য তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেখ—বুঝ—আর মহাজনগণের পদাঙ্ক-অনুসরণে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এ ঋকের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া আমরা মনে করি। (১ম—২৩সূ—৩ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

চতুর্ব্বিংশকেঽহনি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণশস্ত্রে মিত্রং বয়ং হবামহ ইতি তৃচঃ ষড়হস্তোত্রিয়ঃ। চতুর্ব্বিংশ ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। আ নো মিত্রাবরুণা মিত্রং বয়ং হবামহে। আ০ ৭।২। ইতি। অভিপ্লবষড়হেঽপি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণস্যায়ং তৃচ আবাপার্থঃ। অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানীতি খণ্ডে সূত্রিতং। পরিশিষ্টানাবাপানুদ্ধৃত্য মিত্রং বয়ং হবামহে। আ০ ৭।৫। ইতি। মৈত্রাবরুণস্য মিত্রং বয়ং হবামহ ইত্যেষা প্রাতঃসবনে প্রস্থিতযাজ্যা। প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংসীত্যুপক্রম্যেদং তে সৌম্যং মধু মিত্রং বয়ং হবামহ ইতি সূত্রিতং।

তামেতাং সূক্তে চতুর্থীমৃচমাহ।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশঃসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে।

জজ্ঞানা পূতদক্ষসা ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মিত্রং বয়ং। হবামহে। বরুণং। সোমঽপীতয়ে।

জজ্ঞানা। পূতঽদক্ষসা ॥ ৪

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চতুর্ব্বিংশ দিনে প্রাতঃকালীন সবনে মিত্রাবরুণদেবতার শস্ত্রমন্ত্রে "মিত্রং বয়ং হবামহে" এই তৃচটী ষড়হস্তোত্রিয় নামে অভিহিত। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'চতুর্ব্বিংশ' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"আনো মিত্রাবরুণা মিত্রং বয়ং হবামহে" (আ০ ৭।২) ইতি। অভিপ্লবষড়হযজ্ঞের প্রাতঃকালীন সবনে মৈত্রাবরুণের আবাপার্থ এই তৃচটী ব্যবহৃত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানি' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"পরিশিষ্টানাবাপানুদ্ধৃত্য মিত্রং বয়ং হবামহে" (আ০ ৭।৫) ইতি। মৈত্রাবরুণদেবের প্রাতঃকালীন সবনে "মিত্রং বয়ং হবামহে" এই ঋকটী প্রস্থিতযাজ্যা। 'প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী' এইরূপ উপক্রম করিয়া, "ইদং তে সৌম্যং মধু মিত্রং বয়ং হবামহে" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। এই সূক্তে সেই চতুর্থী ঋকটী কথিত হইতেছে॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'মিত্রং' (মিত্রদেবং) 'বরুণং' (বরুণদেবঞ্চ) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, যজ্ঞভাগ-গ্রহণার্থং, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ) ; তৌ 'জজ্ঞানা' (জ্ঞানস্বরূপৌ, স্বপ্রকাশৌ) 'পূতদক্ষসা' (পবিত্রীকরণশীলৌ, পুণ্যপ্রদৌ) ভবত ইতি শেষঃ। হে জ্ঞানস্বরূপৌ মিত্রাবরুণদেবৌ যুবাং অস্মাকং পাপনাশকৌ পুণ্যপ্রদৌ ভবতং, অস্মাকং পরিত্রাণং কুরুতং, ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাকারী আমরা মিত্রদেবকে ও বরুণদেবকে সোমপানার্থ (পূজাগ্রহণার্থ) এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা জ্ঞানস্বরূপ পবিত্রীকরণশীল (পাপনাশক, পুণ্যপ্রদ)। (১ম—২৩সূ—৪ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

বয়মনুষ্ঠাতারঃ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং মিত্রং বরুণং চোভাবাহ্বয়ামঃ। কীদৃশাবুভৌ জজ্ঞানা। কর্ম্মপ্রদেশে প্রাদুর্ভবন্তৌ। পূতদক্ষসা। শুদ্ধবলৌ।

বরুণং। বৃঞ্ বরণে। কৃবৃদারিভ্য উনন্। উ০ ৩।৫৩। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সোমপীতয়ে। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জজ্ঞানা। জনী প্রাদুর্ভাবে। ছন্দসি লিট্। পা০ ৩।২।১০৫। তস্য লিটঃ কানজ্বা। পা০ ৩।২।১০৬। ইতি কানজাদেশঃ। গমহনেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৯৮। উপধালোপঃ। তস্যাচঃ পরস্মিন্নিতি স্থানিবদ্ভাবাজ্জনশব্দস্য দ্বিবচনং। স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ। পা০ ৮।৪।৪০। ইতি নকারস্য ঞকারঃ। চিত ইত্যন্তো-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা অনুষ্ঠাতৃগণ, সোমপানের নিমিত্ত মিত্র ও বরুণ এই উভয় দেবকে আহ্বান করিতেছি। ইঁহারা উভয়ে কিরূপ? কর্ম্মপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন ও শুদ্ধবলশালী।

"বরুণং" এই পদটি, বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তর "কৃবৃদারিভ্য উনন্" (উ০ ৩।৫৩) এই সূত্র দ্বারা 'উনন্' প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "সোমপীতয়ে" পদটির দাসীভারাদিত্ব হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "জজ্ঞানা" এই পদটিকে, প্রাদুর্ভাবার্থক 'জনী' (জন্) ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লিট্" (পা০ ৩।২।১০৫) এই সূত্র দ্বারা লিট্, "লিটঃ কানজ্বা" (পা০ ৩।২।১০৬) এই সূত্র দ্বারা লিটের স্থানে কানজ্ আদেশ, "গমহন" (পা০ ৬।৪।৯৮) এই সূত্র দ্বারা উপধাবর্ণের লোপ, "তস্যাচঃ পরস্মিন্" এই নিয়মে স্থানিবদ্ভাব হেতু জন শব্দের দ্বিত্ব ও "স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ" (পা০ ৮।৪।৪০) এই সূত্র দ্বারা ন-কারের স্থানে ঞ-কার হইয়াছে। "চিতঃ" সূত্র দ্বারা

দাত্তত্বং। পূর্ব্ববদাকারঃ। পূতদক্ষসা। পূঞ্ পবনে। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। শ্র্যুকঃ কিতি। পা০ ৭।২।১১। ইতীট্প্রতিষেধঃ। পূতং দক্ষো যয়োস্তৌ বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যেতি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৪॥

চতুর্থ (২৩২) ঋকের বিশদার্থ।

-‡○*○‡-

এ ঋকের প্রার্থনাও পূর্ব্ববৎ। সেই সোমপানের (পূজাগ্রহণের বা ভক্তিসুধাপানের) জন্যই মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়কে আহ্বান করা হইয়াছে। তবে এখানে তাঁহাদের যে দুইটী বিশেষণ আছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। বলা হইয়াছে—তাঁহারা 'জজ্ঞানা'। জ্ঞান-মূলক 'জ্ঞা' ধাতু হইতে ঐ পদ বেদে ব্যুৎপন্ন। আমরা মনে করি, উহার অর্থ—জ্ঞানস্বরূপ; যাঁহা হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই 'জজ্ঞান' অর্থাৎ জ্ঞানের জন্ম বা উৎপত্তি স্থান। তার পর, 'পূতদক্ষসা'। ঐ শব্দে 'পূত' অর্থাৎ 'পবিত্রীকরণে তাঁহারা 'দক্ষ' অর্থাৎ 'নিপুণ' 'পারদর্শী'—এই ভাব আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ইহা হইতে ভাবার্থ আমনন করা যায় যে, এখানে বলা হইতেছে,—'সেই ভগবদ্বিভূতি দেবগণ হইতেই, তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্বন্ধযুত হইতে হইতেই, জ্ঞানোদয় হয়; এবং পবিত্রতালাভ করা যায়। তাঁহারাই জ্ঞানদাতা, তাঁহারাই পাপীকে পবিত্রতাসম্পন্ন করিতে সমর্থ।' ফলতঃ, জ্ঞানের জন্য এবং পাপনাশের ও পবিত্রতালাভের জন্য দেবদ্বারে শরণাপন্ন হও,—তাঁহারা পরিত্রাণ করিবেন। ইহাই এখানে মর্ম্মার্থ। (১ম—২৩সূ—৪ঋ)।

ইহার অন্তস্বর উদাত্ত এবং পূর্ব্বের ন্যায় আ-কার হইয়াছে। "পূতদক্ষসা" এই পদটির 'পূত' পদটি, পবনার্থক 'পূঞ্' ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্র দ্বারা 'ক্ত' প্রত্যয়ে "শ্র্যুকঃ কিতি" (পা০ ৭।২।১১) এই সূত্র দ্বারা ইট-নিষেধ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর 'পূত হইয়াছে দক্ষঃ (বল) যে দেবদ্বয়ের' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা" এই সূত্র দ্বারা উক্ত "পূতদক্ষসা" পদের পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ৪॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী।

তা মিত্রাবরুণা হুবে ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

ঋতেন। যৌ। ঋতঽবৃধৌ। ঋতস্য। জ্যোতিষঃ।

পতী ইতি। তা। মিত্রাবরুণা। হুবে ॥ ৫

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যৌ' (দেবৌ) 'ঋতেন' (সত্যেন, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারিণঃ প্রতি অনুগ্রহপরায়ণেন) 'ঋতাবৃধৌ' (সত্যসংরক্ষকৌ, সুফলপ্রদৌ), 'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'জ্যোতিষঃ' (প্রকাশস্য, আত্মজ্ঞানস্য) 'পতী' (পালকৌ, বর্দ্ধকৌ), 'তা' (তৌ) 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রাবরুণৌ দেবৌ) 'হুবে' (আহ্বয়ামি)। মিত্রাবরুণদেবৌ সত্যসংরক্ষকৌ আত্মজ্ঞানবর্দ্ধকৌ; সত্য-জ্ঞানলাভায় তাবহং বন্দে ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—৫ঋ)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতাদ্বয় সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ সত্য-সংরক্ষক, সত্যের ও আত্মজ্ঞানের প্রবর্দ্ধক ও প্রতিপালক, সেই মিত্র ও বরুণ-দেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করিতেছি। (১ম—২৩সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যৌ মিত্রাবরুণাবৃতেন সত্যবচনেন যজমানানুগ্রহকারিণা ঋতাবৃধৌ। ঋতমবশ্যম্ভাবিতয়া সত্যং কর্ম্মফলং তস্য বর্দ্ধকৌ। ঋতস্য সত্যস্য প্রশস্তস্য জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য পতী পালকৌ। শ্রুত্যন্তরে মিত্রাবরুণয়োরদিতিপুত্রত্বেন শ্রুতত্বাদ্‌দ্বাদশাদিত্যেষ্বন্তর্ভূতত্বেন জ্যোতিঃপালকত্বং যুক্তং। শ্রুত্যন্তরে চাষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেরিত্যুপক্রম্য মিত্রশ্চ বরুণশ্চেত্যাদিকমাম্নাতং। তা মিত্রাবরুণা। তথাবিধৌ মিত্রাবরুণৌ হুবে। আহ্বয়ামি॥

ঋতাবৃধৌ। বৃধু বৃদ্ধৌ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জ্যোতিষঃ। দ্যুত দীপ্তৌ। দ্যুতেরিসিন্নাদেশ্চ জঃ। উ° ২।১০৬। ইতীসিন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। মিত্রাবরুণা। দেবতাদ্বন্দ্বেচেত্যানঙ্। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ আকারঃ। হুবে। হ্বেঞ্। আত্মনেপদোত্তমপুরুষৈকবচনে সম্প্রসারণে পরপূর্ব্বত্বে চ কৃতে বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। টেরেত্বং। গুণে প্রাপ্তে ক্ঙিতি চ। পা° ১।১।৫। ইতি প্রতিষেধঃ। উবঙাদেশঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়েঽষ্টমো বর্গ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মিত্র এবং বরুণদেব, যজমানের অনুগ্রহকারী, সত্য বাক্য দ্বারা অবশ্যম্ভাবী সত্য যে কর্ম্মফল, তাহার বর্দ্ধক এবং সত্য প্রশস্ত যে জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ, তাহার পালক। শ্রুত্যন্তরে উক্ত আছে,—মিত্র এবং বরুণ দেব অদিতির পুত্ররূপে শ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্ভূত; অতএব 'জ্যোতিঃর পালক' ইহা যুক্তিযুক্ত। অন্য শ্রুতিতে "অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ" এইরূপ উপক্রম করিয়া 'মিত্রশ্চ' 'বরুণশ্চ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। তথাবিধ মিত্র এবং বরুণ দেবকে আহ্বান করিতেছি।

"ঋতাবৃধৌ" পদটীতে বৃদ্ধ্যর্থক বৃধ্ ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" সূত্র দ্বারা 'ক্বিপ্ প্রত্যয়ে "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর "জ্যোতিষঃ" এই পদটী দীপ্ত্যর্থক 'দ্যুত' ধাতুর উত্তর "দ্যুতেরিসিন্নাদেশ্চ জঃ" (উ° ২।১০৬) এই সূত্র দ্বারা 'ইসিন্' (ইস্) প্রত্যয় ও 'দ' এর স্থানে 'জ' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত এবং "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে বিসর্গের স্থানে 'স'-কার হইয়াছে। "মিত্রাবরুণা" পদে "দেবতাদ্বন্দ্বেচ" সূত্র দ্বারা 'অনঙ' আদেশ হইয়াছে এবং "দেবতাদ্বন্দ্বেচ সূত্র দ্বারাই উভয় পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "সুপাংসুলুক" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘ—আকার হইয়াছে। "হুবে" এই পদটী, 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর লটের আত্মনেপদের উত্তমপুরুষের একবচন করিয়া সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব হইলে, "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা শপের লোপ এবং টিএর এত্ব করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে গুণের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু "ক্ঙিতিচ" (পা° ১।১।৫) সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ থাকায় 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত-স্বর হইয়াছে॥ ৫॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

পঞ্চম (২৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

———§ ° §———

ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'মিত্র ও বরুণদেবদ্বয় সত্যের পালক, সৎ-কর্ম্মকারীর সংরক্ষক, তাঁহাদের অনুকম্পায় সত্য ও জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়; সত্যসহযুত কর্ম্মের এবং আত্মজ্ঞান-সঞ্চারের পক্ষে তাঁহারা সহায়তা করেন।' আমি সেই দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি; অর্থাৎ, সেই দেবদ্বয় আমাদিগকে সত্যপর ও সৎকর্ম্মশীল করুন—এই প্রার্থনা জানাইতেছি। যে গুণে গুণান্বিত হইলে—যে ভাবে ভাবান্বিত হইলে, দেবতারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, আমরা যেন সেই গুণ সেই ভাব প্রাপ্ত হই,—ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার অভিপ্রায়। আমরা যেন সৎ হই, আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল হই; তাহা হইলে দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইব, দেবতারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন,—ইহাই মন্ত্রের উদ্বোধন। (১ম—২৩সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ।

করতাং নঃ সুরাধসঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বরুণঃ। প্রঽঅবিতা। ভুবৎ। মিত্রঃ। বিশ্বাভিঃ। উতিঽভিঃ।

করতাং। নঃ। সুঽরাধসঃ ॥ ৬

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বরুণঃ' (বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রদেবঃ) 'বিশ্বাভিঃ (সর্ব্বাভিঃ) 'উতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ, মঙ্গলসাধনৈঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রাবিতা' (রক্ষকঃ, পরিত্রাণকর্ত্তা) 'ভুবৎ' (ভবতু), তৌ দেবৌ 'নঃ' (অস্মান্) 'সুরাধসঃ' (পরমধনযুক্তান্, আত্মজ্ঞানসম্পন্নান্) 'করতাং' (কুরুতাং)। হে দেবৌ, তয়োঃ রক্ষাপ্রভাবেন বয়ং পরমধনং লভামহে ইত্যেবং কুরুতাং। (১ম—২৩সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেব এবং মিত্রদেব সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধনদ্বারা আমাদিগের রক্ষক (পরিত্রাণকর্ত্তা) হউন; আর, তাঁহারা আমাদিগকে পরমধনান্বিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন করুন। (১ম—২৩সূ—৬ঋ)।

সায়ণ ভাষ্য।

অয়ং বরুণোঽস্মাকং প্রাবিতা ভুবৎ। প্রকর্ষেণ রক্ষকো ভবতু। মিত্রশ্চ বিশ্বাভি-রূতিভিঃ সর্ব্বাভীরক্ষাভিঃ প্রাবিতা ভুবৎ। তাবুভাবপি নোঽস্মান্ সুরাধসঃ প্রভূতধন-যুক্তান্ করতাং। কুরুতাং ॥

অবিতা। তৃচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। প্রাদিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। ভুবৎ। ভূ সত্তায়াং। লেটস্তিপ্। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকার-লোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। গুণে প্রাপ্তে ভূসুবোস্তিঙি। পা০ ৭।৩।৮৮। ইতি প্রতিষেধঃ। উবঙাদেশঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। বিশ্বাভিঃ। অশিপ্রুষীত্যাদনা ক্বনন্তো বিশ্বশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। টাপ্সুপোরনুদাত্তত্বাত্তদেব শিষ্যতে। উতিভিঃ। উতি-

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই বরুণদেব, আমাদের প্রকৃষ্টরূপে রক্ষক হউন এবং মিত্রদেব, রক্ষা-সমূহের দ্বারা আমাদিগের রক্ষক হউন। উক্ত উভয় দেবই আমাদিগকে প্রভূত ধনশালী করুন।

"অবিতা" এই পদটীতে তৃচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্তস্বর। 'প্র' এর সহিত প্রাদিসমাস হইলে পর কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ভুবৎ" এই পদটী সত্তা-অর্থ-বিশিষ্ট 'ভূ' ধাতুর উত্তর লেটের তিপ্ করিয়া "লেটোঽডাটৌ" সূত্র দ্বারা অড়াগম, "ইতশ্চ লোপঃ" সূত্রানুসারে ই-কার-লোপ, "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা শপের লোপ, "ভূসুবোস্তিঙি" সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত গুণের নিষেধ হইয়া, উবঙাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা এই "ভুবৎ" পদটীর নিঘাতস্বর হইয়াছে। "বিশ্বাভিঃ"। এস্থলে 'বিশ্ব' শব্দটী "অশিপ্রুষি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'কন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহার আদিস্বর উদাত্ত। 'টাপ্ (আ)' এবং সুপের অনুদাত্তস্বর বলিয়া তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে।

'ঘৃতীত্যাদিনা ক্তিন্নুদাত্তঃ। করতাং। কৃঞ্ করণে। ভৌবাদিকঃ। লোটস্তস্। তসস্তাং। কর্ত্তরি শপ্। গুণো রপরত্বং। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সুরাধসঃ। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। রাধ্নোত্যনেনেতি রাধো ধনং। শোভনং রাধো যেষাং তে। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং প্রাপ্তং সোর্ম্মনসী অলোমোষসী : পাং ৬.২.১১৭। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বেন বাধ্যতে ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ (২৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে পরিত্রাণ-লাভের ও আত্মজ্ঞান-লাভের প্রার্থনা আছে। কিন্তু সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা করেন,—'এখানে অনার্য্য শত্রু হইতে আত্মরক্ষার এবং প্রভূত ধন-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।' 'ঊতি' শব্দের যে রক্ষণার্থক ভাব এবং প্র-পূর্ব্বক 'অব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন যে 'প্রাবিতা' (প্র অবিতা) ঐ দুই পদের সংযোগে যে রক্ষার প্রার্থনা প্রকাশ পায়, তাহা সাধারণ রক্ষামূলক নহে,—অসাধারণ রক্ষা বা পরিত্রাণ অর্থই ঐ দুই শব্দে দ্যোতনা করে। তার পর, 'সুরাধসঃ'; 'রাধ' শব্দে যে ধন বুঝায়, তাহার বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ আভাষ দিয়াছি। এখানে আবার তাহার সঙ্গে 'সু' বিশেষণ আছে। সুতরাং কি ধনের প্রার্থনা হইয়াছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ফলতঃ, এ ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে 'সুরাধসঃ' দান করুন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমূল্য ধন দান করুন;—যে ধনের সাহায্যে আমরা পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হই।' (১ম—২৩সূ—৬ঋ)।

"ঊতিভিঃ" পদটীতে "ঊতিযূতি" এই সূত্র দ্বারা 'ক্তিন' প্রত্যয় উদাত্ত। "করতাং" এই পদটী, ভ্বাদিগণীয় করণার্থক 'কৃঞ' ধাতুর উত্তর লোটের 'তস্,' তসের স্থানে 'তাং' আদেশ করিয়া কর্ত্তৃবাচ্যে 'শপ্' প্রত্যয়, গুণ এবং পরে 'র' আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে শপের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর ও তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর-হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "সুরাধসঃ" পদটীতে 'সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে ইহার দ্বারা'—এই অর্থে 'রাধঃ' শব্দে ধনকে বুঝাইতেছে। অনন্তর 'শোভন হইয়াছে রাধঃ যাহাদের' এই অর্থে উক্ত "সুরাধসঃ" পদটীর বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া "নঞ্সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা পরপদে অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে, তাহার বাধক "সোর্ম্মনসি অলোমোষসী" (পাং ৬.২.১১৭) এই সূত্র দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

মরুত্বন্তং হবামহ ইন্দ্রমা সোমপীতয়ে

সজূর্গণেন তৃম্পতু ॥ ৭

পদ-বিশ্লেষণং।

মরুত্বন্তং। হবামহে। ইন্দ্র। আ। সোমঽপীতয়ে

সঽজূঃ। গণেন। তৃম্পতু ॥ ৭

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুত্বন্তং' (মরুদ্ভির্যুক্তং) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, যজ্ঞাংশ-গ্রহণার্থং, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ), স ইন্দ্রঃ 'গণেন' (স্বদলেন, মরুদ্গণেন) 'সজূঃ' (সহ) 'তৃম্পতু' (তৃপ্তো ভবতু)। অস্মাকং পূজা এতাদৃশী তৃপ্তিপ্রদা ভবতু, যয়া স্বগণেন সহ ইন্দ্রদেবঃ তৃপ্তো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণসংযুত ইন্দ্রদেবকে আমরা সোমপানের (পূজা গ্রহণের জন্য) আহ্বান করিতেছি। (আমাদের এই পূজায়) তিনি স্বগণসহ (মরুদ্গণসহ) পরিতৃপ্তি লাভ করুন। ১ম—২৩সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুত্বন্তং মরুদ্ভির্যুক্তমিন্দ্রং সোমপীতয়ে সোমপানায় হবামহে। আহ্বয়ামঃ। স চেন্দ্রো গণেন মরুৎসমূহেন সজূঃ সহ তৃম্পতু। তৃপ্তো ভবতু ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রদেবকে সোমপান নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই ইন্দ্রদেব মরুদ্গণ সহ তৃপ্ত হউন।

নহে। ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, আমরা যেন এমন যজ্ঞ এমন কর্ম্ম এমন পূজা করিতে পারি, যাহাতে আপনি এবং আপনার সম্বন্ধীয় দেবগণ তৃপ্তি-লাভ করেন।' সোমপানের জন্য আহ্বানে, আমাদের পূজা যেন সত্ত্বভাবান্বিত সৎসত্বযুত হয়—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'আপনি মরুদ্গণসহ বা সদলে আসুন'—এ প্রকার বাক্যে, 'সকল প্রকার দেবভাব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক'—এইরূপ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পায়। (১ম—২৩সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদ্গণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ।

বিশ্বে মম শ্রুতা হবং ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষঃ

ইন্দ্রঽজ্যেষ্ঠাঃ । মরুৎঽগণাঃ । দেবাসঃ । পূষঽরাতয়ঃ ।

বিশ্বে । মম । শ্রুত । হবং ॥ ৮

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ' (ইন্দ্রঃ জ্যেষ্ঠঃ মুখ্যঃ যেষাং তে, ইন্দ্রপ্রমুখাঃ) 'মরুদ্গণাঃ' (মরুদ্দেবসমূহাঃ) 'পূষরাতয়ঃ' (পূষা ইব পালিকাবং যেষাং তে, আদিত্যবৎ দাতারঃ, অবিচ্ছিন্নদানশীলা ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ) যূয়ং 'মম' (মদীয়ং) 'হবং' (আহ্বানং) 'শ্রুতা' (শ্রুত, শৃণুত)। ইন্দ্রপ্রমুখা মরুদাদয়ঃ অপরিমেয়দাতারঃ সর্ব্বে দেবা মম আবাহনং শৃণুত, অভীষ্টং পূরয়ত। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২৩—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

. ইন্দ্র-প্রমুখ মরুদ্দেবগণ এবং সূর্য্যের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন দানশীল বিশ্বের দেবতাসকল, আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ (আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত) করুন। (১ম—২৩সূ—৮ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

হে দেবাস ইন্দ্রমরুদ্রূপা বিশ্বে সর্ব্বে যূয়ং মম হবমাহ্বানং শ্রুত। শৃণুত। কীদৃশাঃ। ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ। ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠো মুখ্যো যেষু তে তথাবিধা মরুদ্গণাঃ মরুৎসমূহরূপাঃ। পূষরাতয়ঃ। পূষাখ্যো দেবো রাতির্দ্দাতা যেষামিন্দ্রমরুতাং তে পূষরাতয়ঃ॥

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ। আমন্ত্রিতাদ্যাদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। মরুদ্গণাঃ। বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং। পা০ ৮।১।৭৪। ইতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্ত্বাদনিঘাতঃ। দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ পূর্ব্ববৎ। শ্রুত। শ্রু শ্রবণে। লোণ্মধ্যমবহুবচনং থ। তপ্তনপ্তনথনাশ্চ। পা০ ৭।১।৪৫। ইতি তাদেশঃ। ব্যত্যয়েন শপ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োরিতি গুণে প্রাপ্তে ক্ক্ঙিতি চেতি প্রতিষেধঃ। দ্ব্যচোহতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ। হবং। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপ্। সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং গুণাবাদেশৌ। পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে॥ ৮॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র ও মরুদাদি সমগ্র দেবগণ! আপনারা, আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনারা কিরূপ? 'ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ' অর্থাৎ যে দেবগণের ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ (মুখ্য) তথাবিধ। মরুদ্গণের ন্যায় রূপধারী এবং "পূষরাতয়ঃ" অর্থাৎ পূষা নামক দেবতা, যে ইন্দ্রমরুদাদির দাতা।

"ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ" পদটীর আমন্ত্রিত আদ্যাদাত্তস্বর হইয়াছে। পাদের আদিতে বলিয়া নিঘাত স্বর হয় নাই। "মরুদ্গণাঃ" পদটীতেও "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০ ৮।১।৭৪) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবদ্ভাব হইয়াছে বলিয়া নিঘাত-স্বর হয় নাই। "দেবাসঃ" "পূষরাতয়ঃ" পদদ্বয় পূর্ব্ববৎ। "শ্রুত" এই পদটী, শ্রবণার্থক 'শ্রু' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'থ' করিয়া "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" (পা০ ৭।১।৪৫) এই সূত্র দ্বারা উক্ত 'থ' এর স্থানে 'ত' আদেশ, ব্যত্যয়ে 'শপ্' প্রত্যয় এবং "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ" এই সূত্র দ্বারা গুণ হইতে পারিত; কিন্তু "ক্ক্ঙিতি চ" এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" সূত্র দ্বারা সংহিতাতে ইহার দীর্ঘ হইয়াছে। "হবং" এই পদটী স্পর্দ্ধা এবং শব্দার্থক 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর "ভাবেঽনুপসর্গস্য" এই সূত্র দ্বারা 'অপ্' (অ) প্রত্যয় করিয়া সংপ্রসারণ, পরপূর্ব্বত্ব, গুণ ও অবাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। ৮॥

অষ্টম (২৩৬) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ বড়ই সমস্যাপূর্ণ। সায়ণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও দুর্ব্বোধ্য; তাঁহার অনুসরণকারিগণের অর্থ—ততোধিক দুর্ব্বোধ্য। * সেই দুর্ব্বোধ্যতার প্রধান কারণ—"পূষরাতয়ঃ" পদ। উহার অর্থ সায়ণ লিখিয়াছেন,—"পূষাখ্যো দেবো রাতির্দ্দাতা যেষাং" অর্থাৎ,—'পূষাখ্য দেব হইয়াছেন যাঁহাদের 'রাতি' বা দাতা।' এখন, বিবেচনা করুন, ঐ পদকে যদি দেবগণের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, উহাতে কি অর্থ আসিতে পারে? অর্থ আসে না কি—'পূষাই দেবগণকে দান করিয়া থাকেন।' কিন্তু এ অর্থ কি সঙ্গত? আমরা মনে করি, "পূষরাতয়ঃ" পদের ব্যাসবাক্য হওয়া উচিত—'পূষা ইব রাতির্দ্দানং যেষাং তে।' ইহাতে কেমন সুন্দর ভাবার্থ প্রতিফলিত হয়! 'পূষার ন্যায় দানশীল'; অর্থাৎ, সূর্য্যের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে দানপরায়ণ। এ বিশেষণ কত উচ্চ ভাবের দ্যোতনা করে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সূর্য্য যেমন উচ্চাবচ ভেদশূন্য হইয়া সকলকেই আপন রশ্মিকণা দান করেন,—দেবগণও সেইরূপ অকুণ্ঠিতভাবে জীবমাত্রকে করুণা-বিতরণের নিমিত্ত সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন।

এ ঋকে সেই অকুণ্ঠিতদাতা বিশ্বের সকল দেবতাকে আহ্বান করা হইতেছে। প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে দেবগণ। আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।'

দেবতা আহ্বান শ্রবণ করিলে, প্রার্থনা দেবতার কর্ণে প্রবেশ করিলে, সুফল আপনিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দেবগণ যদি প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে কি আর শ্রেয়োলাভে অন্তরায়

* সায়ণ ভাষ্যে সায়ণের অর্থ লক্ষ্য করুন। তাঁহার অনুসরণকারিগণের অর্থ,—(১) "হে দেব মরুদ্‌গণ! ইন্দ্র তোমাদের মুখ্য, পূষা তোমাদিগের দাতা; আমার আহ্বান সকলে শ্রবণ কর।" (২) "শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদেব এবং ঐশ্বর্য্যদাতা পূষণদেবের সহিত হে মরুদ্‌গণ, আপনারা আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন।" ইত্যাদি।

থাকে? এখানকার প্রার্থনা—সেই উচ্চ-উদ্দেশ্যমূলক; দেবগণের বিশেষণও—পরমজ্ঞানোন্মেষকারী। দেবগণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; আমাদের প্রার্থনা তাঁহাদের শ্রবণযোগ্য হউক,—আমরা যেন প্রকৃত সদ্‌বস্তু-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে পারি,—এ ঋকে এইরূপ ভাবসমূহ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। (১ম—৩সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশং সূক্তং। নবমী ঋক্)।

হত বৃত্রং সুদানব ইন্দ্রেণ সহসা যুজা।

মা নো দুঃশংস ঈশত ॥ ৯॥

পদ বিশ্লেষণং।

হত। বৃত্রং। সুঽদানবঃ। ইন্দ্রেণ। সহসা। যুজা।

মা। নঃ। দুঃশংসঃ। ঈশত ॥ ৯

অধ্যাত্মদীপিকা-ব্যাখ্যা।

'সুদানবঃ' (শোভনদানশীলাঃ হে দেবাঃ) 'সহসা' (বলবতা) 'যুজা' (যোগ্যেন) 'ইন্দ্রেণ' (ইন্দ্রদেবেন সহ) 'বৃত্রং' (শত্রুং) 'হত' (নাশয়ত), 'দুঃশংসঃ' (ভীতিপ্রদঃ, নামোল্লেখেনৈব আতঙ্কবর্দ্ধকঃ সঃ শত্রুঃ) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'মা ঈশত' (বলপ্রকাশসমর্থো মা ভূৎ)। সর্ব্বেভ্যো ভয়দাতা যঃ শত্রুঃ, অত্র তস্য সংহারকামনাং প্রকাশতে। স শত্রুর্ব্বল-প্রকাশসমর্থো মা ভূৎ ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনদানশীল দেবগণ! যোগ্য বলবান্ ইন্দ্রদেবের সহিত মিলিত হইয়া আপনারা আমাদের শত্রুকে (বৃত্রকে) হনন করুন। সেই ভয়াবহ শত্রু (যাহার নাম-মাত্র উচ্চারণে ভীতির সঞ্চার হয়) যেন আমাদিগের প্রতি কদাচ আর বলপ্রকাশে সমর্থ না হয়। (১ম—২৩সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সুদানবঃ শোভনদানযুক্তা মরুদ্গণাঃ সহসা বলবতা যুজা যোগ্যেনেন্দ্রেণ সহ বৃত্রং শত্রুং হত। নাশয়ত। দুঃশংসো দুষ্টেন শংসনেন কীর্ত্তনেন যুক্তো বৃত্রো নোঽস্মান্ প্রতি মেশত। সমর্থো মা ভূৎ॥

হত। হন হিংসাগত্যোঃ। লোটস্থ। তস্য ত। অদি প্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। সুদানবঃ। ডুদাঞ্ দানে। দাভাভ্যাং নুঃ। উ০ ২।৩২। ইত্যৌণাদিকো নুপ্রত্যয়ঃ। প্রাদিসমাস আমন্ত্রিতত্বান্নিঘাতঃ। যুজা। যুজির্ যোগে। ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। সাবেকাচ ইতি তৃতীয়ৈকবচনস্যোদাত্তত্বং। দুঃশংসঃ। ঈষদ্দুঃসুষ্বিতি খল্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। ঈশত। ঈশ ঐশ্বর্য্যে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনদানবিশিষ্ট মরুদ্গণ! আপনারা, বলবান এবং যোগ্য যে ইন্দ্রদেব, তাঁহার সহিত শত্রুকে নাশ করুন। দুষ্টবাক্যযুক্ত বৃত্র যেন আমাদের প্রতি দুষ্টবাক্যযুক্ত (দুষ্টব্যবহারে সমর্থ) না হয়।

"হত" এই পদটী, হিংসা ও গত্যর্থক 'হন্' ধাতুর উত্তর, লোটের 'থ', এবং "তস্থস্থ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা উক্ত 'থ' এর স্থানে 'ত' করিয়া এবং "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ধাতুর নকারের লোপ হইয়াছে। "সুদানবঃ" এই পদটী, সুপূর্ব্বক দানার্থযুক্ত 'ডুদাঞ্' (দা) ধাতুর উত্তর "দাভাভ্যাং নুঃ" (উ০ ২।৩২) সূত্রদ্বারা ঔণাদিক 'নু' প্রত্যয় করিয়া সম্বোধনে প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সু'এর সহিত প্রাদিসমাস ও আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর হইয়াছে। "যুজা" এই পদটী, যোগার্থক 'যুজির' (যুজ্) ধাতুর উত্তর "ঋত্বিক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ক্বিন্' প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। "সাবেকাচঃ" সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দুঃশংসঃ" পদটী, "ঈষদ্দুঃসুষু" সূত্রানুসারে 'খল' (অ) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "লিতি" সূত্রদ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঈশত" এই পদটীতে 'মাঙ্' শব্দের যোগ থাকায় 'লুঙ্' বিভক্তির প্রাপ্তি হয়,

মাঙি লুঙি প্রাপ্তে ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বাতায়েন লঙ্। তস্য বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। ন মাঙ্যোগ ইত্যাডাগমাভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ ৯॥

* * *

নবম (২৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে বৃত্রাসুর নামক অসুরের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে। বৃত্রাসুর সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে,—নানা রূপকালঙ্কারের অবতারণা হইয়াছে।* সে সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সায়ণ এখানে 'বৃত্র' শব্দে অসুরের সম্বন্ধ রাখেন নাই; 'শত্রু' মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বৃত্র নামক অসুর' অর্থ গ্রহণ করিলে, বেদবাক্যের নিত্যত্ব-বিষয়ে বিঘ্ন ঘটিত। 'বৃত্র' শব্দে সাধারণতঃ শত্রু অর্থই গ্রহণীয়।

আমরা 'বৃত্র' শব্দের অর্থ শত্রুভাবেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানে সেই বৃত্রের একটা বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সে বৃত্র—'দুঃশংসঃ'—তাহার নাম কীর্ত্তন করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মানুষ-শত্রু হইতেও আতঙ্ক আসে বটে, কিন্তু সে আতঙ্ক চরম আতঙ্ক নহে; সে আতঙ্ক—স্বপ্নদর্শনের আতঙ্কবৎ; সে আতঙ্ক—শিশুদিগের ঘুম-পাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রেতাদির নামোল্লেখজনিত আতঙ্কের ন্যায় আতঙ্ক মাত্র। সেরূপ আতঙ্ক-নাশের প্রার্থনা মানুষ কচিৎ ভগবানের কাছে করিয়া থাকে। মরুদ্গণ-সহ ইন্দ্রদেব, সকল বিভূতি লইয়া ভগবান, স্বয়ং আসিয়া

কিন্তু "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" এই সূত্রদ্বারা ছন্দোবিষয়ে বিকল্পে লঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। ইহার "বহুলং ছন্দসি" সূত্রদ্বারা শপের লোপ হয় নাই এবং "ন মাঙ্যোগে" এই সূত্রদ্বারা 'অট্' আগমের অভাব হইয়াছে। ইহাতে "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রদ্বারা নিঘাত-স্বর হইয়াছে॥ ৯॥

* ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—"হে শোভনদানশীল মরুদ্গণ, বলবান সখা ইন্দ্রদেবের সহিত মিলিত হইয়া আপনারা বৃত্রাসুরকে বিনাশ করুন। যাহার নামকীর্ত্তনে আমাদের মনে ভয়সঞ্চার হয়, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সেই নিন্দিত দুরাত্মা বৃত্রাসুর যেন আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতে না পারে।" এরূপ ব্যাখ্যায় দুর্দ্ধর্ষ মনুষ্য শত্রু ভিন্ন অন্য কোনও শত্রুর ভাবই মনে আসিতে পারে না। সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে অসুরের সম্বন্ধ আনিয়াই উপস্থিত করিয়া থাকেন।

সে আতঙ্ক দূর করিবেন,—এরূপ আশা বা প্রার্থনা কদাচ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আমরা মনে করি,—এখানে 'বৃত্র' শব্দের লক্ষ্য—মানুষের রিপুশত্রু। তাহাদের স্মরণে, নামোল্লেখে, গুণকীর্ত্তনে (সংশনে) নিশ্চয়ই আতঙ্কের কারণ আছে। এক একটী রিপুর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ; রিপু-শত্রুর গুণকীর্ত্তনে যে আতঙ্কের কারণ উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাহা বুঝিতে পারিবে। মনে কর, তুমি কাম-রিপুর গুণকীর্ত্তন করিতেছ; পরস্ত্রীর প্রতি তোমার লক্ষ্য পড়িয়াছে; তুমি লোভের বশবর্ত্তী হইয়াছ; পরস্বাপহরণের ভাব প্রকাশ করিয়াছ; বিপদের ত্রাসের বিভীষিকা তোমাকে গ্রাস করিতে আসিবে না কি? এইরূপ, প্রতি রিপু সম্বন্ধেই ভয়ের (আতঙ্কের) কারণ বিদ্যমান্ আছে। তাহাদের সংশন, কীর্ত্তন বা প্রকাশ যে দুঃখপ্রদ (দুঃ) হয়,—তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। যে শত্রুর ভয় সর্ব্বদা ও স্বতঃসিদ্ধ, বেদবাক্যে তৎপ্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। সেই শত্রুকে নাশ করার প্রার্থনাই ভগবানের নিকট মানুষ করিয়া থাকে। যাঁহারা বেদমন্ত্রের উচ্চারণে ভগবানের শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহারা 'বৃত্র' নামক তুচ্ছ অসুরের ভয়ে কদাচ ভীত হইবেন না। তাঁহাদের আতঙ্ক—অন্তরস্থিত শত্রুর প্রতি। যে শত্রু যত নিকটে থাকে, তাহারই ভয় তত বেশী। জ্ঞাতিশত্রু ভয়াবহ। সহোদর যদি শত্রু হয়, সে শত্রুতা আরও ভীষণ। দূরের শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উপায় অনেক আছে; কিন্তু অন্তরের শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করা বড়ই কঠিন।

ঋকে দেবগণকে 'সুদানবঃ' বলা হইয়াছে। শব্দের অর্থ—'শোভনদান-শীল।' ভাবে উপলব্ধ হয়, সুদানব—সদ্বস্তুর দান-কর্তা। সু-দান—শোভন-দান, সদ্বস্তু-দান—যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের নিকট একটা অসুর-নাশের কামনা মানুষ কেন করিবে? যে দেবগণ অমর করিতে পারেন, যে দেবগণ অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য-দানে সমর্থ আছেন, তাঁহাদের নিকট সাধক পার্থিব বস্তুর কামনা কেন করিবে? আমরা তাই মনে করি, এখানে অপার্থিব বস্তুর কামনা আছে। এখানকার শত্রু-হনন-কামনায়, হৃদয়ের অসদ্ভাব-দূরীকরণ—হৃদয়ে সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা। বুঝিয়া দেখিলে, ঋকে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝা যায়। (১ম—২৩সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দশমী ঋক্)।

বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে।

উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বান্ দেবান্। হবামহে। মরুতঃ। সোমঽপীতয়ে।

উগ্রাঃ। হি। পৃশ্নিঽমাতরঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (মরুদাদীন্) 'বিশ্বান' (সর্ব্বান্) 'দেবান্' (ভগবদ্বিভূতীঃ) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, যজ্ঞাংশগ্রহণার্থং, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ), তে দেবাঃ 'পৃশ্নিমাতরঃ' (জ্ঞানোৎপাদকাঃ) 'উগ্রাঃ' (কঠোরভাবাপন্নাঃ, শিবস্বরূপা বা) 'হি' (নিশ্চিতং)। ভগবদ্বিভূতয়ঃ জ্ঞানকিরণপ্রকাশিকাঃ খলু। তজ্জ্ঞানলাভায় তা বিভূতীরাহ্বয়ামো বয়মিতি ভাবার্থঃ। (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ

মরুতাদি বিশ্বের সকল দেবতাকে (ভগবদ্বিভূতি-সমূহকে) সোম-পানের জন্য (আমাদের পূজা-গ্রহণের জন্য) আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই দেবগণ (দেববিভূতিনিচয়) জ্ঞান-কিরণ-প্রকাশক, কঠোর-ভাবাপন্ন অথবা শিবস্বরূপ (মঙ্গলপ্রদ)। (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুতো মরুৎসংজ্ঞকান্ বিশ্বান্ সর্ব্বান্ দেবান্ সোমপীতয়ে হবামহে। সোমপানার্থমাহ্বয়ামঃ। তে মরুত উগ্রাঃ শত্রুভিরসহ্যবলাঃ। পৃশ্নিমাতরঃ পৃশ্নের্নানাবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ। হিশব্দঃ প্রসিদ্ধ্যর্থঃ। সা চ প্রসিদ্ধিঃ পৃশ্নেঃ পুত্রাঃ ইতি মন্ত্রান্তরাদবগন্তব্যা॥

পৃশ্নিমাতরঃ। পৃশ্নির্মাতা যেষাং তে। পৃশ্নিশব্দো ঘৃণিপৃশ্নিরিত্যুণাদাবাদ্যুদাত্তো নিপাতিতঃ। উ০ ৪.৫৩। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে নবমো বর্গঃ॥ ৯॥

দশম (২৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

—•:○:•—

'মরুতঃ' এবং 'পৃশ্নিমাতরঃ'—ঋকের অন্তর্গত এই দুইটি পদের অর্থ উপলক্ষে ঋক্‌টীর ভাব বিভিন্ন প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'মরুতঃ' শব্দে 'মরুৎ-সংজ্ঞকান্' অর্থ সায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন। 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দের প্রতিবাক্য—'পৃশ্নের্নানাবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ'' দেখিতে পাই। তাহাতে অর্থ হয়,—'মরুৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট দেব-সকলকে সোমপানের জন্য আহ্বান করিতেছি। সেই মরুদ্‌গণ উগ্র এবং নানা-বর্ণযুক্ত ভূমির পুত্র।' সায়ণের এই ভাবই অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। 'মরুতঃ' পদ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। তবে 'পৃশ্নিমাতরঃ' সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ শব্দে বিবিধবর্ণ-মেঘরঞ্জিত অন্তরিক্ষ হইতে উদ্ভূত (বিবিধবর্ণমেঘরঞ্জিতান্তরিক্ষাদুদ্ভূতাঃ)—এই অর্থ পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুৎসংজ্ঞক দেবসমূহকে সোমপানের জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি। সেই মরুৎ-সমূহের বল, শত্রুগণ সহ্য করিতে পারে না। তাঁহারা নানারূপ বর্ণবিশিষ্ট ভূমির পুত্র। 'হি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি। সেই প্রসিদ্ধি—''পৃশ্নেঃ পুত্রাঃ'' এই মন্ত্রান্তর হইতে অবগন্তব্য।

'পৃশ্নিমাতরঃ'' পদটী, 'পৃশ্নি মাতা যাঁহাদিগের' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পৃশ্নি' শব্দটী, ''ঘৃণিপৃশ্নিঃ'' এই উণাদির মধ্যে আদ্যুদাত্ত নিপাতনে সিদ্ধ (উ০ ৪৫৩)। বহুব্রীহি সমাসে ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১০॥

ইতি প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবম বর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

* * *

অনেকের অভিমত। * 'মরুৎ' শব্দে তাঁহারা সকলেই বিবিধ-প্রকারের বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। বায়ু—আকাশেই উৎপন্ন; সেই জন্যই মরুতাদির জননী 'পৃশ্নি' বা আকাশ—এইরূপ পরিকল্পিত হয়। 'পৃশ্নি' অর্থে 'আকাশ' না বলিয়া সায়ণ যে 'ভূমি' বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয়, ভূমি হইতে আমরা বায়ুর প্রভাব অনুভব করি বলিয়া।

আমরা কিন্তু 'মরুতঃ' ও 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে অন্যরূপ ভাব লক্ষ্য করিলাম। 'মরুতঃ' শব্দে 'মরুৎসংজ্ঞকান্' প্রতিবাক্য গ্রহণ না করিয়া আমরা 'মরুদাদীন্' প্রতিবাক্য সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ-সামঞ্জস্যের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে এবং 'মরুতঃ' শব্দের সংযুত 'বিশ্বান্ দেবান্' পদদ্বয়ের সার্থকতা অনুভব করিতে হইলে, 'মরুতঃ' শব্দে মরুতাদিকেই বুঝাইতেছে, সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ব্ব ঋকের সম্বোধন মরুদ্গণকে; সুতরাং এখানে তাঁহাদিগের নাম আদিতে উল্লেখ করিয়া অন্যান্য সকল দেবতাকে পূজা-গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইতেছে বুঝা যায়। 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদে 'পৃশ্নি যাঁহাদের মাতা হইয়াছেন' —এরূপ ভাবার্থ না লইয়া, 'পৃশ্নির যাঁহারা মাতা অর্থাৎ উৎপাদক' এরূপ অর্থ গ্রহণই বিশেষ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অপিচ, 'পৃশ্নি যাঁহাদের মাতা হইয়াছেন,'—এরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াই যদি অর্থ করি, তাহাতেও আদ্যা-শক্তির ভাব মনে আসে। যে ভগবানের বিভূতি বলিয়া মরুতাদি দেবগণকে অনুভব করিতেছি, সে ক্ষেত্রে সেই সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বমূলাধার ভগবানের প্রতিই 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দের লক্ষ্য পড়িতেছে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' যে আদিস্থান মূলক্ষেত্র লক্ষীভূত হয়, 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দ সেই লক্ষ্যই ব্যক্ত করিতেছে 'পৃশ্নি' শব্দে 'রশ্মি, কিরণ, জ্ঞান' অর্থ আমনন করা যায়। তদনুসারে 'জ্ঞানের যাঁহারা উৎপাদক',—এইরূপ অর্থ 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দে † গ্রহণ

* প্রাচীন নিঘণ্টু' অভিধানে 'পৃশ্নি' শব্দে 'আকাশ' অর্থ ব্যক্ত আছে। রোথ (Roth) সাহেব নানা-বর্ণবিশিষ্ট মেঘ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ল্যাংলো (Langlois). প্রভৃতির মতেও 'পৃশ্নি' শব্দের অর্থ 'মেঘ'। ম্যাক্সমূলারের মতও ঐ মতের অনুবর্ত্তী। কিন্তু বিচিত্রবর্ণ বলায় রশ্মির ভাব উপলব্ধ হয়।

† 'পৃশ্নি' এবং 'পৃশ্নিমাতরঃ' শব্দ ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু আমরা সর্ব্বত্রই একই অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি। 'পৃশ্নি', 'পৃশ্নিমাতরঃ', 'পৃশ্নিমাতৃ' প্রভৃতি শব্দ ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত

করিতে পারি। সেই অর্থই সঙ্গত এবং সর্ব্বত্র সে অর্থ অব্যাহত থাকিতে পারে। ভগবান এবং ভগবদ্বিভূতি—এই বিষয় বোধগম্য হইলেই আমাদের অর্থের যৌক্তিকতা বুঝা যাইবে। ব্যষ্টি বিভূতি-সমূহের সমষ্টিভাবই ভগবান। পদ্মের দল লইয়া যেমন পদ্ম, সেইরূপ বিভূতি-সমূহই ভগবত্ত্ব। মরুতাদি সেই বিভূতি; অন্যান্য দেবগণও সেই ভগবদ্বিভূতি। মরুতাদি বিশ্বের সমস্ত দেবগণকে অর্থে, ভগবানকে—পরব্রহ্মকে—আবাহন ভাবই সূচনা করে। সেই দেবগণ যে জ্ঞানদাতা, তাঁহারা যে উগ্র,—এক পক্ষে কঠোর-ভাবাপন্ন, অন্যপক্ষে শিবস্বরূপ, তাহা বুঝাইবার কোনও আবশ্যক করে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে অর্থ হয়, বঙ্গানুবাদে আমরা তাহাই ব্যক্ত করিয়াছি।

ফলতঃ, মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'সকল ভগবদ্বিভূতিকে আমরা আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন—আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। সেই জ্ঞান-প্রকাশক দেবগণের অনুকম্পায় আমাদের মধ্যে দেবভাব বিকাশ পাউক। তাঁহারা উগ্র, কঠোর এবং শিবস্বরূপ। আমাদের অন্যায় দেখিলে তাঁহারা কঠোর হইয়া আমাদিগকে অন্যায় কর্ম্মে প্রতিনিবৃত্ত করুন এবং সর্ব্বথা আমাদের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত ব্রতী থাকুন।' (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

জয়তামিব তন্যতুর্মরুতামেতি ধৃষ্ণুয়া।

যচ্ছুভং যাথনা নরঃ ১১॥

অংশে প্রত্যক্ষ করুন,—প্রথম মণ্ডল, ৩৮সূ—৪ঋ, ৮৫সূ—৩ঋ, ১৬৮সূ—৯ঋ। দ্বিতীয় মণ্ডল, ৩৪সূ—২ঋ ও ১০ঋ; ২সূ—৪ঋ। চতুর্থ মণ্ডল, ৩সূ—১০ঋ, ৫সূ—৭ঋ ও ১০ঋ। পঞ্চম মণ্ডল, ৫৯সূ—৬ঋ, ৬০সূ—৫ঋ, ৫৭সূ—২-৩ঋ, ৬১সূ—৪ঋ, ৫৮সূ—৫ঋ, ৫২সূ—১৬ঋ। ষষ্ঠ মণ্ডল, ৬৬সূ—১ঋ। সপ্তম মণ্ডল, ৫৬সূ—৪ঋ। অষ্টম মণ্ডল, ৭সূ—৩ঋ, ১০ঋ, ১৭ঋ; ৯৪সূ—১ঋ। দশম মণ্ডল, ৭৮সূ—৬ঋ। ইত্যাদি।

পদ-বিশ্লেষণং।

জয়তাংইইব। তন্যতুঃ। মরুতাং। এতি। ধৃষ্ণুইয়া।

যৎ। শুভং। যাথন। নরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (নেতারো মরুতঃ) 'যৎ' (যদা) 'শুভং' (মঙ্গলপ্রদং যজ্ঞং) 'যাথন' (প্রাপ্নুথ) তদা 'মরুতাং' (মরুদ্দেবানাং) 'জয়তাং' (বিজয়যুক্তানাং) 'তন্যতুঃ' (শব্দঃ) 'ইব' (নিশ্চিতং) 'ধৃষ্ণুয়া' (ধার্ষ্ট্যযুক্তঃ সন্, দিঙ্মণ্ডলান্ বিঘোষয়ন্) 'এতি' (গচ্ছতি, শ্রূয়তে)। যদা দেবাঃ পূজাং গৃহ্ণন্তি, তদা প্রার্থিনাং ইষ্টসিদ্ধির্ভবতি। তদৈব সাধকানাং আনন্দধ্বনিনাভিঃ দিঙ্মণ্ডলং পরিপূর্ণং ভবতি। অত্র প্রার্থনা,—হে দেব! অস্মাকং পূজাং গৃহাণ; অস্মাকং আনন্দং বর্দ্ধয়। (১ম—২৩সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

নেতৃস্থানীয় মরুদ্দেবগণ যখন মঙ্গলপ্রদ যজ্ঞাদি প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ যাজ্ঞিকের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করেন), তখন যাজ্ঞিকের জয়ধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হয় (তাঁহারা যজ্ঞাংশ গ্রহণ করিলে অভীষ্ট ফল-লাভে যাজ্ঞিকের আনন্দ-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হয়)। (প্রার্থনা এই যে, আমাদের যজ্ঞ তাঁহারা গ্রহণ করুন এবং আমরা তাঁহাদের কৃপায় আনন্দ-কল্লোলে দিক মুখরিত করি)। (১ম—২৩সূ—১১ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

মরুতাং দেবানাং তন্যতুঃ শব্দো ধৃষ্ণুয়া ধার্ষ্ট্যযুক্তঃ সন্নেতি। গচ্ছতি। কেষামিব। জয়তাং বিজয়যুক্তানাং শূরাণাং ভটানামিব। হে নরো নেতারো মরুতো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুৎ-নামক দেবগণের শব্দ ধৃষ্টতাযুক্ত হইয়া প্রসারিত হইতেছে। দেবগণ কাহার ন্যায়, তাহা কথিত হইতেছে। শত্রু-বিজয় বিক্রান্ত সৈনিক-সকলের (ন্যায়) তুল্য। (অর্থাৎ যেমন সৈনিকগণ যুদ্ধজয় করিয়া আস্ফালন করিতে থাকে, সেইরূপ দেবগণের শব্দ)। কোন্ সময়ে দেবগণের উক্তরূপ শব্দ হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে;—হে নায়কস্থানীয় মরুদ্দেবগণ!

যূয়ং যদ্ যদা শুভং শোভনং দেবযজনং যাথন। প্রাপ্নুথ। তদা ত্বদীয়ঃ শব্দো গচ্ছতীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ তন্যতুঃ। তনু বিস্তারে। ঋতন্যং জীত্যাদিনা। উ॰ ৪।২। যতুচ্ প্রত্যয়ঃ। ধৃষ্ণুয়া। ঞিধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে। ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা॰ ৩।২।১৪০। সুপাং সুলুগিতি সোর্যাচাদেশঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। যাথন। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি থনাদেশঃ। যচ্ছব্দযোগান্নিঘাতাভাবঃ॥ ১১॥

* * *

একাদশ (২৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়,—মরুদ্দেবগণ যখন যজ্ঞ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যখন যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যাদি-পানে বিভোর হন, তখন তাঁহাদের আনন্দ-কলরবে গগন মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু কি হইতে যে এরূপ অর্থ কল্পনা করা হয়, তাহা চিন্তাতেই আসে না। যাহা হউক, আমরা মনে করি, ঋকের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমাদের মনে হয়, দেবগণ যখন যজ্ঞ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যখন যাজ্ঞিকের পূজা গ্রহণ করেন,—সাধকের কর্ম্মের সহিত যখন দেবগণের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; তখন যজ্ঞকারী সাধকের আনন্দের অবধি থাকে না। তখন যে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন যে আনন্দ-কল্লোলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হয়,—এ ঋকে তাহাই বলা হইয়াছে। ফলতঃ, দেবতারা যে সোমপান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, মন্ত্রের ভাব তাহা নহে; মন্ত্রের ভাব এই যে, দেবতা যখন পূজা গ্রহণ করেন, পূজাকারীর তখন আনন্দের অবধি থাকে না। (১ম—১৩সূ—১১ঋ)।

আপনারা যখন শোভন যজ্ঞস্থানকে প্রাপ্ত হয়েন; (অর্থাৎ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়েন), তখন আপনাদের যুদ্ধবিজয়ের ন্যায় উক্তরূপ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে।

"তন্যতুঃ"—এই পদ তনু ধাতুর উত্তর "ঋতন্যং জি" (উ॰ ৪।২) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে 'যতুচ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "ধৃষ্ণুয়া" এই পদটী, প্রগল্‌ভার্থ ধৃষ ধাতুর পর 'এসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ' (পা॰ ৩।২।১৪৫) সূত্র অনুসারে ক্নু প্রত্যয়, এবং 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা সু-স্থানে যাচ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। যাচ্ এই প্রত্যয়ে চকার ইৎ যাওয়ায় "ধৃষ্ণুয়া" এই পদের অন্ত উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "যাথন" এই পদটী, যা ধাতুর উত্তর 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'থন' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে যচ্ছব্দ-যোগ হেতু নিঘাত হইল না॥ ১১॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

হস্কারাদ্বিদ্যুতস্পর্য্যতো জাতা অবন্তু ন

মরুতো মৃড়য়ন্তু নঃ ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হস্কারাৎ। বিহদ্যুতঃ। পরি। অতঃ। জাতাঃ। অবন্তু। নঃ।

মরুতঃ। মৃড়য়ন্তু। নঃ ॥ ১২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হস্কারাৎ' (দীপ্তিকরাৎ) 'বিদ্যুতঃ' (বিশেষেণ দীপ্যমানাৎ) 'অতঃ' (পরিদৃশ্যমানান্তরিক্ষাৎ) 'পরি' (অতীতপ্রদেশাৎ অব্যক্তাচিন্ত্যভগবৎসন্নিহিতাৎ ইতি যাবৎ) 'জাতাঃ' (উদ্ভূতাঃ, প্রেরিতাঃ) মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অবন্তু' (রক্ষন্তু) 'নঃ' (অস্মান্) 'মৃড়য়ন্তু' (সুখয়ন্তু চ)। অব্যক্তাচিন্ত্যজ্যোতিঃপ্রদেশাদাগত্য ভগবদ্বিভূতয়ঃ অস্মাকং পরিরক্ষণং সুখবর্দ্ধনং চ কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—১২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিকর বিদ্যুৎপ্রভ অন্তরিক্ষের অতীত প্রদেশ হইতে (অব্যক্ত অচিন্ত্য ভগবৎ-সন্নিধান হইতে) সঞ্জাত মরুদ্দেবগণ, আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে সুখশান্তি প্রদান করুন। (১ম—২৩সূ—১২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হস্কারাদ্দীপ্তিকরাদ্বিদ্যুতো বিশেষেণ দীপ্যমানাৎ। অতোঽন্তরিক্ষাৎ পরি জাতাঃ সর্ব্বত উৎপন্না মরুতো নোঽস্মানবন্তু। রক্ষন্তু। যথাবিধা মরুতো নোঽস্মান্ মৃড়য়ন্তু। সুখয়ন্তু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিকর এবং বিশেষরূপে প্রকাশমান এরূপ আকাশের সকল স্থান হইতে উৎপন্ন মরুদ্গণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সুখী করুন।

হস্কারাৎ। হসে হসনে। অত্র তু প্রকাশমাত্রে বর্ত্ততে। অস্মাৎ সম্পাদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। অস্মিন্ উপপদে ডুকৃঞ্ করণ ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণাণ্। পা০ ৩।২।১। ইত্যণ্প্রত্যয়ঃ। তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে গতিকারকেত্যাদিনা কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অতঃ কৃকমীত্যাদিনা। পা০ ৮।৩।৪৬। বিসর্জনীয়স্য সত্বং ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ (২৪০) ঋকের বিশদার্থ।

-‡○•○‡-

মরুদ্দেবগণ ভগবানের অংশ-স্থানীয়। তাঁহা হইতেই মরুদ্দেবগণ-রূপ বিভূতি-সমূহ সঞ্জাত হইয়াছে। এই ঋকে সেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরন্তু যাঁহার বিভূতি তাঁহারা, যাঁহা হইতে উৎপত্তি তাঁহাদের, তিনি যে কিংস্বরূপ, এ ঋকে সে সন্ধান যেন একটু প্রদত্ত হইয়াছে। জ্যোতির অন্তরে যে জ্যোতিঃ আছে, তাহারও অতীত যে প্রদেশ, সেই কল্পনার অনুভাবনার বিষয়ীভূত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম যে অবস্থা, পরাৎপর পরমপুরুষ সেই জ্যোতির্ম্ময় অবস্থায় বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহা হইতে তাঁহারই বিভূতিরূপ জ্যোতীকণা বিচ্ছুরিত হইতেছে এখানে সেই ভাব ব্যক্ত দেখি। মানবের মঙ্গলসাধন জন্য পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবান্ নানা রূপগুণবিশেষণে প্রকাশমান্ আছেন। ভগবদ্বিভূতি-নিচয়ে সেই রূপ-গুণ-বিশেষণের বিকাশ দেখি। সকল রূপগুণ, সকল বিশেষণ লইয়া, তিনি রূপগুণবিশেষণের অতীত হইয়া আছেন। এখানে, এ ঋকে, তাঁহার সেই লোকাতীত অবস্থার বিষয় বলা হইয়াছে।

"হস্কার" এই পদে হস্ ধাতুর উত্তর সম্পাদাদি লক্ষণ (অর্থাৎ সম্পদ্ আদি অর্থে) ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া হস্ এইরূপ হইল। পরে উহার উত্তর কৃ ধাতুর স্থানে কর্ম্মবাচ্যে (পা০ ৩।২।১) অন্ প্রত্যয় করিয়া "হস্কার" এই পদ সিদ্ধ হইল। উক্ত স্থলে 'হস' ধাতুর হাস্য অর্থ না হইয়া কেবল তাহার ধর্ম্ম-প্রকাশরূপ অর্থই বুঝাইতেছে। হস্কার এই স্থলে 'তৎপুরুষে-তুল্যার্থা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের (অর্থাৎ হস্ পদের) প্রকৃতিগত-স্বরের প্রাপ্তি-সম্ভব থাকিলেও (এস্থলে) 'গতিকারক' ইত্যাদি বিশেষ নিয়ম বশতঃ কৃদন্ত এমন উত্তর-পদের প্রকৃতিগত স্বর হইবে। অতএব 'কৃকমি' ইত্যাদি (পা০ ৮।৩।৪৬) নিয়মানুসারে বিসর্গ স্থানে 'স' হইয়াছে ॥ ১২ ॥

* . *

আর, তাঁহা হইতে তাঁহার অংশীভূত মরুতাদির বিষয় বলা হইতেছে। ভগবদ্বিভূতিস্থানীয় সেই মরুদ্দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সুখসাধন করুন,—ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

আ পূষন্ চিত্রবর্হিষমাঘৃণে ধরুণং দিবঃ।

আজা নষ্টং যথা পশুং ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

। পূষন্। চিত্রঽবর্হিষং। আঘৃণে। ধরুণং। দিবঃ

আ। অজ। নষ্টং। যথা। পশুং ॥ ১৩

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'আঘৃণে' (দীপ্তিযুক্ত) 'অজ' (গমনশীল) 'পূষন্' (হে পূষাখ্যদেব) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্থ, স্বর্গস্থ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবে) 'ধরুণং' (ধারকং, প্রাপকং) 'চিত্রবর্হিষং' (বিচিত্রফলপ্রদ-যজ্ঞাদিকর্ম্ম) 'আ' (আহর, অস্মাকং প্রাপয় ইতি যাবৎ); অপিচ, 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'পশুং' (অস্মাকং পশুবৃত্তিঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবে) 'নষ্টং' (নাশপ্রাপ্তং) ভবতি, তৎ কুরু। যেন কর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং পরাগতিং লভামহে, অস্মাকং অসদ্বৃত্তিনিচয়ঃ বিনাশপ্রাপ্তো ভবতি, হে দেব, তৎ কুরু ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিমান্ হে পূষাদেবতা! স্বর্গাদিপ্রাপক বিচিত্রফলপ্রদ যজ্ঞাদি-কর্ম্ম আমাদিগকে পাওয়াইয়া দেন (আমাদের যাহাতে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে, তাহা করুন); আর, সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের পশুবৃত্তির বিনাশ সাধন করুন। (১ম—২৩সূ—১৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূষন চিত্রবর্হিষং বিচিত্রৈর্দর্ভৈর্যুক্তং ধরুণং যাগস্য ধারকং সোমং দিব আ দ্যুলোকাদা-হরেতি শেষঃ। পূষা বিশেষ্যতে। আঘৃণে। আগতদীপ্তিযুক্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। হে অজ গমনশীল। যথা লোকে নষ্টং পশুং মহারণ্যাদাবন্বীক্ষ্য কশ্চিদাহরতি তদ্বৎ॥

আঘৃণে। ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোরিত্যস্মাদ্‌ঘৃণিপৃশ্নিরিতি নিপ্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। ঋবর্ণাচ্চেতি খক্তব্যমিতি ণত্বং। প্রাদিসমাসঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। ধরুণং ধৃঞ্ ধারণে। কস্মাৎ ণ্যন্তাদ্ধাতোরর্জ্জের্ণিলুক্ চ। উ০ ৩।৫৮। ইতি চকরণাদ্ধৃধাতোরপ্যুনন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্যাৎ নিৎস্বরাভাবে প্রত্যয়স্বরঃ। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। অজা। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ॥ ১৩॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূষন দেব! বিচিত্রবর্ণ কুশসমূহের সহিত যুক্ত এবং যাগের ধারণকারী যে সোম, স্বর্গ হইতে তাহা আনয়ন করুন। এখানে 'আহর' এই ক্রিয়াপদটী উহ্য রহিয়াছে। বিশেষণের দ্বারা পূষা-দেবের গুণ প্রকাশ করিতেছেন। হে প্রভাশালিন্! (অর্থাৎ আপনার দীপ্তি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত বিষয়টী স্পষ্ট করিতেছেন। হে গমনশীল! যেমন জগতে কোনও লোক কোনও পশু হারাইলে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া মহারণ্য হইতে আনয়ন করে, সেইমত আপনি স্বর্গ হইতে আমাদের যাগোপকারক সোম আনয়ন করুন।

"আঘৃণে" এই পদটী ক্ষরণ ও দীপ্তি অর্থবাচক ঘৃ ধাতুর পর 'ঘৃণিপৃশ্নিঃ' এই সূত্রানুসারে নিপাতনে নি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং 'ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যং' এই নিয়মহেতু মূর্দ্ধণ্য (ণ) হইল। অনন্তর আ এই উপসর্গের সহিত প্রাদিসমাস হইয়াছে। আমন্ত্রিত পদ (সম্বোধন পদ) বলিয়া উক্ত পদে উদাত্তস্বর। ধারণার্থ ধৃ ধাতুর উত্তর 'ণ্যন্তাদ্ধাতোরর্জ্জের্ণিলুক্ চ' (উ০ ৩।৫৮) এই সূত্রে চ-কার থাকায় ধৃ ধাতুর উত্তরেও উনন্ প্রত্যয় হয়; এই নিয়ম বশতঃ উনন্ প্রত্যয় করিয়া বিপর্য্যয়-সহকারে ণ ইৎ, স্বরের অভাব হইলে, প্রত্যয়ের স্বর থাকিল। উক্তরূপে 'ধরুণং' পদটী সাধিত হইয়াছে। 'দিবঃ' এই পদের 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ষষ্ঠী উদাত্ত হইয়াছে। গতি এবং ক্ষেপণার্থক অজ ধাতু হইতে "অজা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে অজ ধাতুর অর্থ—গমন॥ ১৩॥

* * *

ত্রয়োদশ (২৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমাদের অর্থ কিছু স্বতন্ত্র প্রকারের হইল। 'পশু হারাইয়া গেলে লোকে যেমন অনেক সন্ধান করিয়া সেই পশুকে মহারণ্য হইতে খুঁজিয়া আনে, হে দেব, আপনি সেই ভাবে কুশ-সংযুক্ত যজ্ঞধারক সোমকে অন্বেষণ করিয়া আনয়ন করুন।' প্রধানতঃ এইরূপ অর্থই প্রচলিত আছে। আমরা কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 'নষ্টং' শব্দের প্রতিবাক্য 'পলায়িতং' গ্রহণ না করিয়া, 'বিনাশপ্রাপ্তং'—যাহা প্রকৃত অর্থ, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। 'যথা' পদ এখানে উপমান-বাচক বলিয়া মনে করিতে পারি না। ঐ 'যথা' শব্দে 'যেণ প্রকারেণ' অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি। 'পশুং' শব্দে এখানে 'পশুবৃত্তিকে' বুঝাইতেছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, সুধিগণ আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। (১ম—২৩সূ— ৩ঋ)।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্)।

পূষা রাজানমাঘৃণিরপগূঢ়ং গুহা হিতং

অবিন্দচ্চিত্রবর্হিষং ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পূষা। রাজানং। আঘৃণিঃ। অপঽগূঢ়ং। গুহা হিতং

অবিন্দৎ। চিত্রঽবর্হিষং ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'আঘৃণিঃ' (দীপ্তিযুক্তঃ) 'পুষা' (পুষাখ্যদেবঃ) 'অপগূঢ়ং' (অত্যন্তগূঢ়ং) 'গুহাহিতং' (গুহাসদৃশে দুর্গমে দ্যুলোকে স্থিতং; অনুভূতিসাপেক্ষং নচ প্রকাশযোগ্যং) 'রাজানং' (জ্ঞান-স্বরূপং দীপ্তিমন্তং) 'চিত্রবর্হিষং' (বিচিত্রফলপ্রদযজ্ঞাদিকর্ম্ম) 'অবিন্দৎ' (অলভত, জানাতীত্যর্থঃ)। পুষাদেবানুকম্পয়া লোকাঃ অতিগূঢ়ং কর্ম্মতত্ত্বং জানন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—১৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই দীপ্তিমান্ পুষা-দেবতা অতি-গূঢ় জ্ঞানস্বরূপ বিচিত্রফলপ্রদ যজ্ঞাদি কর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত আছেন। (ভাবার্থ এই যে,—সেই পুষা-দেবতার অনুগ্রহে আমরা যেন অতি নিগূঢ় (জ্ঞান-স্বরূপ) কর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হই।) (১ম—২৩সূ—১৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

আঘৃণিঃ পূষা রাজানং সোমমবিন্দৎ। অলভত। কীদৃশং। অপগূঢ়ং। অত্যন্তগূঢ়ং। তত্র হেতুঃ। গুহাহিতং। গুহাসদৃশে দুর্গমে দ্যুলোকে স্থিতং। তথা চিত্রবর্হিষং॥

অপগূঢ়ং। গুহূ সম্বরণে। নিষ্ঠেতি কর্ম্মণি ক্তঃ। হো ঢ় ইতি ঢত্বং। ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ। পা০ ৮।২।৪০। ইতি ধকারঃ। ষ্টুত্বঢলোপদীর্ঘাঃ। সমাসে গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। গুহা। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। হিতং। নিষ্ঠায়াং দধাতের্হিঃ॥ ১৪॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্র দৃষ্টিমান্ পুষা-দেব, সোম লাভ করিয়াছিলেন। কিরূপ সোম? অতিশয় গুপ্ত। কি জন্য গুপ্ত তাহা কথিত হইতেছে;—"গুহাহিতং" অর্থাৎ গুহার সদৃশ দুর্গম যে দ্যুলোক, সেই স্থানে অবস্থিত (অতএব অত্যন্ত গোপনে স্থিত), এবং "চিত্রবর্হিষং অর্থাৎ বিচিত্র-কুশযুক্ত।

"অপগূঢ়ং" এই পদটি, অপ-পূর্ব্বক সম্বরণার্থবিশিষ্ট 'গুহূ' (গুহ) ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্য 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "হোঢ়ঃ" সূত্র দ্বারা হএর স্থানে ঢ, "ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ," (পা০ ৮।২।৪০) এই সূত্র দ্বারা 'ত' এর স্থানে ধ; অনন্তর ষ্টুত্ব, ঢ এর লোপ ও দীর্ঘ হইয়াছে। 'অপ' পদের সহিত প্রাদিসমাসে "গতিরনন্তরঃ" এই সূত্র দ্বারা গতির ('অপ' পদের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "গুহা" এই পদটীর "সুপাং সুলুক্" সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "হিতং" এই পদটী, ধারণ ও পোষণার্থ-বিশিষ্ট 'ডুধাঞ্' (ধা) ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা সূত্র দ্বারা 'ক্ত' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'ধা' ধাতুর স্থানে 'হি' আদেশ হইয়াছে॥ ১৪॥

* * *

চতুর্দ্দশ (২৪২) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের অন্তর্গত 'গুহাহিতং' পদটী উপলক্ষ করিয়া ঋকের এক বিচিত্র অর্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, সায়ণের কল্পনায়ও যে অর্থ আসে নাই, অধুনা সেই অর্থই নানা রংরঞ্জিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। 'গুহাহিতং' শব্দের অর্থ—সায়ণ লিখিয়াছেন—'গুহা-সদৃশ দুর্গম দ্যুলোকে স্থিত'; কিন্তু পরবর্ত্তী কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উহা হইতে 'পর্ব্বত-গুহাস্থিত' অর্থ আমনন করিয়াছেন। সেই সূত্রে সোমলতা যে পর্ব্বতের গুহায় উৎপন্ন হয় এবং সেই সোমলতার প্রসঙ্গ যে এই ঋকে উত্থাপিত হইয়াছে; তাঁহারা ততদূর পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। * সোমলতার নাম-গন্ধ নাই; অথচ, সোমলতার কল্পনা—ইহার অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

যাহা হউক, ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—পুষা-দেবতা পরমদীপ্তিশালী জ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহার অনুকম্পায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য অতি-গূঢ় কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে। যজ্ঞাদি যে কর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে, সে কর্ম্মের স্বরূপ পুষা-দেবতাই পরিজ্ঞাত আছেন। সেই দেবতা আমাদিগকে সেই তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন,—আমরা পরম-তত্ত্ব অবগত হই। † ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—১৪ঋ)।

* একটী বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'যেহেতু আপনি (পুষণদেব) পার্ব্বতীয় প্রদেশে উৎপন্ন, এবং অতিগুপ্তস্থানে নিহিত বিচিত্রকুশবিশিষ্ট সোমলতাকে বিশেষরূপে জানেন।' টীকায় আরও লিখিত আছে,—'সোমলতা যে ভারতবর্ষের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে না জন্মিয়া উত্তরাঞ্চলে পার্ব্বতীয় প্রদেশে উৎপন্ন হইত, তাহা এই ঋকের 'গুহাহিত' শব্দে বোধ হইতেছে।' এ টীকার টীপ্পনী বাহুল্য মাত্র।

† ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত ঋক্ পুষাদেবতার অর্চ্চনামূলক। পুষা শব্দের অর্থে কেহ কেহ সূর্য্য-দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পোষণার্থক 'পোষ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। জ্ঞানের যিনি পোষণ করেন, তিনিই পুষা-দেবতা। স্থূলভাবে এই অর্থই ধরা যায়। সূর্য্যোদয়ের কোন্ সময়কে পুষা কহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্)।

উতো স মহ্যমিন্দুভিঃ ষড়্যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ।

গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ॥ ১৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উতো ইতি। সঃ। মহ্যং। ইন্দুঽভিঃ। ষট্। যুক্তান্। অনুঽসেষিধৎ।

গোভিঃ। যবং। ন। চর্কৃষৎ॥ ১৫॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ন' (যথা) 'গোভিঃ' (জ্ঞানালোকৈঃ) 'যবং' (মিশ্রণং, সংযোগং হৃদয়স্য ইতি যাবৎ) 'চর্কৃষৎ' (আত্মোৎকর্ষং সাধিতবান্) 'উতো' (তথাচ) সঃ (পূষাদেবঃ) ইন্দুভিঃ (গোমৈঃ, ভক্তিসুধাভিঃ) 'যুক্তান্' (বিশিষ্টান্) 'ষট্' (ষট্কর্ম্মান্, ইজ্যাধ্যয়নাদীন্) 'মহ্যং' (প্রার্থনাকারিণে মে) 'অনু' (সমীপে) 'সেষিধৎ' (প্রেরিতবান্)। জ্ঞান-ভক্তিকর্ম্মণাং অচ্ছেদ্যঃ সম্বন্ধঃ। জ্ঞানোদয়াৎ আত্মোৎকর্ষসাধনেন কর্ম্মনিবহাঃ ভগবৎ-সংশ্রবযুতা ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—১৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানালোকের সংশ্রবে যেমন আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়, সেইরূপ ভক্তি-সহযুত সৎকর্ম্ম-নিবহকে (যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ষট্কর্ম্মকে) সেই পূষাখ্য-দেবতা প্রার্থনাকারী আমাদিগের সমীপে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ,—জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎসম্বন্ধযুত সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি আসে। (১ম—২৩সূ—১৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

উতো। অপি চ সঃ পূষা মহ্যং যজমানায়েন্দুভির্যাগহেতুভিঃ সোমৈর্যুক্তান্ যড়ৃ বসন্তাদীন্ ঋতূননুসেষিধৎ। অনুক্রমেণ পুনঃ পুনর্নয়ন্ বর্ত্তত ইতি শেষঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গোভির্বলীবর্দৈর্যবং ন চর্কৃষৎ। নশব্দ উপমার্থঃ। যথা যবমুদ্দিশ্য ভূমিং প্রতিসম্বৎসরং পুনঃপুনঃ কৃষতি তদ্বৎ॥

মহ্যং ঙয়ি চ। পা০ ৬।১।২১২। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ইন্দুভিঃ। উন্দী ক্লেদনে। উন্দেরিচ্চাদেঃ। উ০ ১।১২। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। উকারস্যেকারাদেশশ্চ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। যুক্তান্। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। অনুসেষিধৎ। ষিধু গত্যাং। ধাতোরেকাচঃ। পা০ ৩।১।২২। ইতি যঙ্। যঙোঽচি চ। পা০ ২।৪।৭৪। ইতি তস্য লুক্। প্রত্যয়লক্ষণেন সন্যঙোঃ। পা০ ৬।১।৯। ইতি দ্বিভাবঃ। হলাদিশেষঃ। গুণো যুঙ্লুকোঃ। পা০ ৭।৪।৮২। ইত্যভ্যাসস্য গুণঃ। ইণকোঃ। পা০ ৮।৩।৫৭। ইতি ষত্বং। সনাদিত্বাদ্ধাতুসংজ্ঞায়াং লটঃ শতৃ। কর্ত্তরি শপ্। অদাদিবচ্চেতি বচনাত্তস্য লুক্। নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ। পা০ ৭।১।৭৮।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আরও সেই সোমবিশিষ্ট পূষাদেব, যজমান্ আমাকে, যাগের হেতুভূত যে সোম, সেই সোমবিশিষ্ট বসন্তাদি ছয় ঋতুতে ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত করিতে করিতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এস্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—মন্ত্রস্থ 'ন' শব্দটী উপমার্থ। অর্থাৎ, যবকে উদ্দেশ করিয়া (কৃষকগণ) যেমন বলীবর্দ্দ-সমূহ দ্বারা প্রতি বৎসর ভূমিকে পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ।

"মহ্যং"। এই পদটীর "ঙয়িচ" (পা০ ৬।১।২১২) এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "ইন্দুভিঃ" এই পদটী, ক্লেদনার্থক 'উন্দী' (উন্দ্) ধাতুর উত্তর "উন্দেরিচ্চাদেঃ" (উ০১।২২) এই সূত্র দ্বারা উ প্রত্যয় ও উ-কারের স্থানে ই-কারাদেশ করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি-বশতঃ ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যুক্তান্"। এস্থলে "দীর্ঘাদটি সমানপাদে" এই সূত্রানুসারে ন-কারের স্থানে সংহিতাতে রুত্ব (বিসর্গ) হইয়াছে এবং "আতোঽটি নিত্যং" এই সূত্র দ্বারা আকার সানুনাসিক হইয়াছে। "অনুসেষিধৎ"। এই পদটী, গত্যর্থক 'ষিধ্' ধাতুর উত্তর "ধাতোরেকাচঃ" সূত্র দ্বারা যঙ্ প্রত্যয় করিয়া, "যঙোঽচি" (পা০ ২.৪.৭৪) এই সূত্র দ্বারা সেই যঙের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে যঙ্লোপ হইলেও তাহার প্রত্যয়-লক্ষণহেতু "সন্যঙোঃ" (পা০ ৬।১।৯) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর দ্বিত্ব, হলাদিশেষ, "গুণো যুঙ্লুকোঃ" (পা০ ৭।৪।৮২) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের গুণ, "ইণকোঃ" (পা০ ৮।৩।৫৭) এই সূত্র দ্বারা স-এর ষত্ব, সনাদি বলিয়া ধাতু-সংজ্ঞাহেতু লটের 'শতৃ' (অৎ) প্রত্যয়, কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ প্রত্যয়, 'অদাদিবচ্চ' এইরূপ বচন-প্রযুক্ত সেই শপের লোপ এবং "নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ" (পা০ ৭।১।৭৮) এই সূত্র দ্বারা 'নুম্' এর (ন' এর)

ইতি নুম্‌প্রতিষেধঃ। প্রত্যয়স্বরে প্রাপ্তেঽভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। গোভিঃ। সাবেকাচ ইতি ভিস উদাত্তত্বে প্রাপ্তে ন গোশ্বন্নিতি প্রতিষেধঃ। চর্কৃষৎ। কৃষ বিলেখনে। যঙ্‌লুকি দ্বির্ভাবঃ। হলাদিশেষোরত্বচর্ত্বানি। রুগ্রিকৌ চ লুকি। পা০ ৭।৪।৯১। ইত্যভ্যাসস্য ঋগাগমঃ। অস্মাদ্‌যঙ্‌লুগন্তাল্লেটস্তিপ্‌। ইতশ্চ লোপঃ। লেটোঽড়াটাবিত্যড়াগমঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্‌। লঘূপধগুণে প্রাপ্তে নাভ্যস্তস্যাচি পিতি। পা০ ৭।৩।৮৭। ইতি নিষেধঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ ১৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দশমো বর্গঃ॥

* • *

পঞ্চদশ (২৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম, তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, বুঝিতে পারি। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তি যে সৎকর্ম্মের দিকে প্রধাবিত হয়; যতই জ্ঞানালোকে হৃদয় পরিপূর্ণ হইতে থাকিবে, ততই যে মানুষ ভক্তিসহকারে সৎকর্ম্মনিবহে প্রবৃত্ত হইবে;—এ মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'মানুষ, তুমি জ্ঞান-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; যতই তুমি জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইবে, ততই তোমার কর্ম্ম-নিবহ ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত হইতে থাকিবে।' ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্মই নিষ্কাম-কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়; আর, সেই কর্ম্মের ফলেই মানুষ নিঃশ্রেয়স মুক্তি লাভ করে। কিন্তু

নিষেধ হইয়াছে। এই পদটীতে প্রত্যয়-স্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু তাহা না হইয়া "অভ্যস্তানামাদিঃ" সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "গোভিঃ"। এই পদটীতে "সাবেকাচঃ" এই সূত্র দ্বারা ভিসের উদাত্তস্বর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু "নগোশ্বন্‌" এই সূত্র দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "চর্কৃষৎ"। এই পদটী, বিলেখনার্থক 'কৃষ্‌' ধাতুর উত্তর 'যঙ্‌' লোপে দ্বিত্ব, হলাদিশেষ, রত্ব ও চর্ত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "রুগ্রিকৌ চ লুকি" (পা০ ৭।৪।৯১) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ববর্ণের 'ঋক্‌' আগম করিয়া 'চর্কৃষ' সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর এই যঙ্‌লুগন্ত ধাতুর উত্তর লেটের তিপ্‌, তিপের ই-কারের লোপ, "লেটোঽড়াটৌ" এই সূত্র দ্বারা অট্‌ আগম এবং "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ" শপঃ" সূত্রানুসারে শপের লোপ হইয়াছে। ইহার লঘু উপধ-স্বরের গুণের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু "নাভ্যস্তস্যাচি পিতি" (পা০ ৭৩।৮৭) এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা নিঘাত স্বর হইয়াছে॥ ১৫॥

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দশম বর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

ভগবৎ-সম্বন্ধযুত নিষ্কাম-কর্ম্মে মানুষের প্রবৃত্তি তো সহসা আসে না! সেই জন্যই জ্ঞানসংযোগ প্রয়োজন। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম বিষয়ে ধারণা জন্মিবে, তেমনি কর্ম্ম-পদ্ধতি ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হইয়া আসিবে। এখানে বলা হইতেছে, জ্ঞান-স্বরূপ পূষাদেবের অনুগ্রহ লাভ করিলে যেমন যেমন জ্ঞানোন্মেষ হইবে, তেমনি তেমনি আবশ্যক-কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিবে।

বর্ত্তমানকালে আমাদের—ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ-বর্ণের—যে অধঃপতন ঘটিয়াছে; আমরা যে এখন আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ভুলিয়া কর্ম্মান্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছি;—এ মন্ত্র যেন তৎপক্ষে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। ষট্‌কর্ম্ম—ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের নিত্য-অনুষ্ঠেয়। সে কর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। যথা,—"ইজ্যাধ্যয়ন-দানানি যাজনাধ্যাপনে তথা। প্রতিগ্রহশ্চ তৈর্যুক্তঃ ষট্‌কর্ম্মা বিপ্র উচ্যতে॥" যজ্ঞাদি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন বিপ্র-নামেই অভিহিত হওয়া যায় না। আমরা এখন আপনাদিগকে উচ্চবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেই; কিন্তু ঐ ষট্‌কর্ম্মের কোনও কর্ম্মেই আমাদিগের অনুরক্তি নাই। তাহার প্রধান কারণ—জ্ঞানাভাব। শাস্ত্রই জ্ঞানের মূল। এখন শাস্ত্র-চর্চ্চা ও শাস্ত্র-জ্ঞান লোপ পাইয়াছে; সুতরাং আমাদের আবশ্যকানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানেও আমরা বিরত হইয়াছি। এ ঋক্ আমাদিগকে শাস্ত্র-জ্ঞান-লাভে তথা কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। * প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'হে দেব!

* এই যে উচ্চভাবপূর্ণ ঋঙ্মন্ত্র, ইহার যে কিরূপ কদর্থ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা মনে করিলেও কষ্ট হয়। এক হিসাবে সায়ণের ভাষ্যই সে কদর্থ-কল্পনার ভিত্তিস্থানীয়। এই ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"পূষণদেব আমাদিগের নিমিত্ত যজ্ঞসম্পাদক সোমযুক্ত বসন্তাদি ছয় ঋতুকে ক্রমে ক্রমে বারংবার আনয়ন করেন, যদ্রূপ কৃষকেরা গরু দ্বারা যব-ক্ষেত্র বৎসরে বৎসরে বারম্বার কর্ষণ করে।" আর একটী অনুবাদ,—"এবং সেই পূষা আমার জন্য সোমের সহিত ছয় (ঋতুর) ক্রমান্বয় বার বার আনিয়াছিলেন, (কৃষক) যেরূপ গরু দ্বারা বার বার যব চাষ করে।" বলা বাহুল্য, এইরূপ অর্থ হওয়ার মূল—সায়ণভাষ্যের অন্তর্গত "যথা যবমুদ্দিশ্য ভূমিং প্রতিসম্বৎসরং পুনঃ পুনঃ কৃষতি তদ্বৎ।"

ঋকে 'ষট্' শব্দ আছে। তাহা হইতে বসন্তাদি ষড়্‌ঋতুর কল্পনা করা হইয়াছে। যাঁহারা এই 'ষট্' শব্দে ষড়্‌ঋতু অর্থ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আবার আর্য্যগণের আদি-বাস-নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন,—'উত্তর-মেরুতে আর্য্যগণ বাস করিতেন; সেখানে বসন্তাদি ঋতু বিদ্যমান

আমাদিগকে সেই জ্ঞান দেন,—যেন আমরা আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হই,—যেন আমাদের জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হৃদয়, ভক্তি-প্লুত হইয়া, ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়।' (১ম—৩সূ—৫ঋ)।

—

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অপোনপ্‌ত্রীয় একধনাসূপানীতাসু স্বয়মনুগচ্ছন্নম্বয় ইতি দ্বে অনুব্রূয়াৎ। তৃতীয়য়াপো দেবীরিত্যনয়ৈকধনাসু হবির্দ্ধানং প্রবিষ্টাসু স্বয়মনুপ্রবিশেৎ। তত্রৈব সূত্রিতং। অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিতি তিস্র উত্তময়ানুপ্রপদ্যেতেতি। অস্মিংস্তৃচে প্রথমাং সূক্তে ষোড়শীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অপোনপ্তৃসম্বন্ধীয় একধনাসমূহ উপানীত হইলে, কর্ত্তা স্বয়ং পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে "অম্বয়ঃ" এই ঋক্‌দ্বয়, অনুবাক্যাস্বরূপে পাঠ করিবেন। এবং "আপো দেবীঃ" এই তৃতীয়া ঋক্ দ্বারা একধনাসমূহ হবির্দ্ধানপ্রবিষ্ট হইলে, স্বয়ং পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিতি তিস্র উত্তময়ানুপ্রপদ্যেত" ইতি। সেই তৃচের প্রথমা এবং এই সূক্তের ষোড়শী ঋক্ কথিত হইতেছে।

ছিল না; সুতরাং তাঁহারা কেবল ঋকের মধ্যে শীতের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন।' এই বলিয়া, বেদের যে যে স্থলে শৈত্যজ্ঞাপক শব্দ আছে, তাহাই তাঁহারা প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এই অর্থ—ষড়-ঋতুর প্রসঙ্গ—অবতারণার সময় তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই! আমরা বলি,—এই 'ষট্' শব্দে যদি ষড়ঋতু অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আর্য্যগণের আদি-বাস ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবপর হয় না। কারণ, ষড়ঋতু একমাত্র ভারতবর্ষেই অব্যাহত আছে।

আমরা বলি, 'ষড়্‌যুক্তান্' শব্দে এখানে 'ষট্‌কর্ম্মযুক্তান্' অর্থ—অধিকতর সঙ্গত হয়। যে যুক্তির সাহায্যে ষড়-ঋতুকে টানিয়া আনা হয়, সেই যুক্তির বলেই আমরা বলিতেছি,—'ষট্' শব্দে ষট্‌কর্ম্ম বুঝায়। 'গোভিঃ' শব্দে আমরা প্রথম হইতে কিরণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই 'গরু' অর্থ, দুই এক স্থলে কিরণ অর্থও, গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর কেহই অর্থ-সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। শেষ রহিল—'যবং চর্কৃষৎ'। কর্ষণ-মূলক 'চর্কৃষৎ' শব্দ, আর, তার সঙ্গে সঙ্গে 'যবং' দেখিয়া, অধিকন্তু 'গোভিঃ' পদ বিদ্যমান থাকায়, গরুর, যবের ও কৃষকের সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় কি? কাজেই উপমায় দাঁড়াইয়াছে,—'কৃষকেরা যেমন বারংবার যব চাষ করে।' আমরা মনে করি, 'কর্ষণ'-মূলক 'কৃষ' ধাতু সর্ব্বত্রই আত্মোৎকর্ষসাধনভাব প্রকাশ করিতেছে। 'মিশ্রিত-করণ' অর্থ-মূলক 'যু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'যবং' শব্দে এখানে মিশ্রণের ভাব ভিন্ন অন্য কোনও ভাবই প্রকাশ করিতে পারে না। যাঁহারা আর্য্যগণকে যবের চাষক্ষেত্র সম্বন্ধে

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাং।

পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ॥ ১৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অম্বয়ঃ। যন্তি। অধ্বহভিঃ। জাময়ঃ। অধ্বরিহয়তাং।

পৃঞ্চতীঃ মধুনা। পয়ঃ॥ ১৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরীয়তাং' (দেবযজনকর্তুমিচ্ছতাং অস্মাকং) 'জাময়ঃ' (হিতকারিণ্যঃ) 'অম্বয়ঃ' (মাতৃস্থানীয়া আপঃ) 'মধুনা' (মাধুর্য্যরসেন) 'পয়ঃ' (দুগ্ধং, অমৃতং, প্রাণশক্তিং) 'পৃঞ্চতীঃ' (যোজয়ন্ত্যঃ, সঞ্চারয়ন্ত্যঃ) 'অধ্বভিঃ (দেবযজনমার্গৈঃ) 'যন্তি' (গচ্ছন্তি, ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি)। জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হি অস্মাকং প্রাণশক্তিপ্রদাত্রী। মাতৃস্থানীয়ায়াস্তস্যা অনুগ্রহেণ অস্মাকং পূজা ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—১৬ঋ)।

দেশ-সমূহের অধিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এ 'যবং' শব্দ, তাঁহাদের যুক্তির পক্ষে সহায়তা করিবে বটে; কিন্তু তত্ত্বদর্শী জন ধাত্বর্থের অনুসরণে 'মিশ্রণ' অর্থই এখানে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। সায়ণ যে এতদর্থের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; তিনি যজ্ঞাদির পক্ষে মন্ত্রের উচ্চারণের উপযোগিতার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন এবং দেশ-প্রচলিত শব্দার্থেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, একটু অভিনিবেশ-সহকারে মন্ত্রার্থ অবগত হওয়ার পক্ষে প্রযত্নপর হইলে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, সে অর্থের সঙ্গতি অনুভূত হইবে

বঙ্গানুবাদ।

দেবারাধনায় ইচ্ছুক আমাদিগের হিতকারী মাতৃস্থানীয় জল (জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা), মাধুর্য্যরসের দ্বারা অমৃত (প্রাণশক্তি) সঞ্চার করিতে করিতে, দেবযজন-পথ বাহিয়া (দৈবকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে) ভগবৎসমীপে উপস্থিত হয়। (১ম—২৩সূ—১৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অধ্বরীয়তামধ্বরমাত্মন ইচ্ছতামস্মাকমম্বয়ো মাতৃস্থানীয়া আপঃ। তথা চ কৌশীতকি-ব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে। অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিত্যাপো বা অম্বয় ইতি। তা আপোঽধ্বভির্দেব-যজনমার্গৈর্যন্তি। গচ্ছন্তি। কীদৃশ্য আপঃ। জাময়ঃ। হিতকারিণ্যো বন্ধবঃ। তথা মধুনা মাধুর্য্যরসেন যুক্তং পয়ঃ পৃঞ্চতীঃ। গমনাদিষু যোজয়ন্ত্যঃ॥

অম্বয়ঃ। রবি লবি অবি শব্দে। এতস্মাদচ ইঃ। উ০ ৪।১৪০। ইতি প্রকরণে বাহুলকাদিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অধ্বভিঃ। অদের্ধ্ব চ। উ০ ৪।১১৭। ইতি ক্বনিপ্। পিত্ত্বাৎ প্রত্যয়স্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। জাময়ঃ। জমু অদনে। বাহুলকাদিঃ অধ্বরীয়তাং। অধ্বরশব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যজিতি ক্যচ্। ক্যচি চেতীত্বং অপুত্রাদীনামিতি বক্তব্য-মিতি বচনান্ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বনিষেধাভাবঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি কব্যধ্বর-পৃতনস্য। পা০ ৭।৪।৩৯। ইত্যাকারলোপোঽপি ন ভবতি। ক্যচ্প্রত্যয়ান্তধাতোর্লটঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অধ্বরেচ্ছু আমাদিগের জলসমূহ মাতৃস্থানীয়। জল যে মাতৃস্থানীয়, ইহা কৌশিতকী-ব্রাহ্মণে সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে,—"অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিত্যাপো বা অম্বয়ঃ" ইতি। সেই জলসমূহ, দেবযজনমার্গে গমন করিয়া থাকে। জলসমূহ কীদৃশ? "জাময়ঃ" অর্থাৎ হিতকারী বন্ধু; এবং মাধুর্য্যরসযুক্ত জলকে গমনাদি বিষয়ে যোজনকারী।

"অম্বয়ঃ" এই পদটী, শব্দার্থক অবি (অব্) ধাতুর উত্তর "অ চ ইঃ" (উ০ ৪।১৪০) এই সূত্র দ্বারা 'ই' প্রত্যয়ে নুমাগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর। "অধ্বভিঃ" এই পদটী, "অদের্ধ চ" (উ০ ৪।১১৭) এই সূত্র দ্বারা 'অদি' ধাতুর উত্তর ক্বনিপ্ প্রত্যয়ে 'দ' এর স্থানে 'ধ' করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পিত্ত্বহেতু প্রত্যয়স্বর অনুদাত্ত ও ধাতুর ধাতুস্বরই হইয়াছে। "জাময়ঃ" এই পদটী, অদনার্থক 'জমু' (জম্) ধাতুর উত্তর বহুল প্রযুক্ত 'ই' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অধ্বরীয়তাং" এই পদটী 'অধ্বর' শব্দের উত্তর "সুপ আত্মনঃ ক্যচ্" এই সূত্র দ্বারা 'ক্যচ' (য) প্রত্যয়, "ক্যচিচ" সূত্রদ্বারা ঈত্ব 'অপুত্রাদীনামিতি বক্তব্যং" এই বচন প্রযুক্ত "ন ছন্দস্য পুত্রস্য' এই সূত্রদ্বারা ঈত্ব নিষেধের অভাব এবং 'সকল বিধিই ছন্দোবিষয়ে বিকল্পিত হয়' এই হেতু "কব্যধ্বরপৃতনস্য" (পা০ ৭।৪।৩৯) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হয় নাই। অনন্তর ক্যচ্-প্রত্যয়ান্ত 'অধ্বরীয়' এই ধাতুর উত্তর লটের শতৃ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে

শতৃ। শপঃ লিঙ্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ তয়োঃ কাচা সহৈকাদেশঃ। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বে সতি শতুরনুমো নদ্যজাদী ইতি ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। পৃঞ্চতীঃ। পৃচী সম্পর্কে। লটঃ শতৃ। রুধাদিভ্যঃ শ্নম্। শ্নসোরল্লোপঃ। অনুস্বারপরসবর্ণৌ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। শতুরনুম ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং ॥ ১৬॥

* * *

ষোড়শ (২৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী ঋকে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসনা আছে। এ ঋকে বলা হইতেছে, যাঁহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জল দেবতা তাঁহাদের মাতৃ-স্থানীয়া এবং পরম হিতকারিণী। জননী যেমন স্তন্যদানে সন্তানের শক্তি বর্দ্ধন করিয়া সন্তানকে জীবন-পথে পরিচালিত করেন, মাতৃস্বরূপিণী জল-দেবতা সেইরূপ অমৃত-বৎ প্রাণশক্তিদানে সৎকর্ম্মকর্ত্তাকে ভগবৎসমীপে সংবাহিত করিয়া লইয়া যান। এখানের প্রার্থনা-ভাব এই যে, সেই-মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতা আমাদিগকে জীবনী-শক্তি দানে ভগবৎসমীপে লইয়া চলুন। দেবতার অনুকম্পা না হইলে, মানুষের সামর্থ্যই নাই যে, ভগবৎসন্নিধানে পৌঁছিতে পারে। এখানে কর্ম্মকারী তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে দেবদ্বারে প্রার্থী হইয়াছেন। *

উক্ত "অধ্বরীয়তাং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শতৃ' প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক একারস্বর-হেতু ইহাদের কাচের সহিত একাদেশস্বর। "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্র দ্বারা অন্তো-দাত্ত স্বরের প্রাপ্তিতে "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই সূত্র দ্বারা ষষ্ঠীর উদাত্তস্বর হইয়াছে। সম্পর্কার্থক 'পৃচী' (পৃচ্) ধাতুর উত্তর লটের শতৃ করিয়া "রুধাদিভ্যঃ শ্নম্" সূত্রানুসারে শ্নম্, "শ্নসোরল্লোপঃ" সূত্র দ্বারা শ্নমের অকারের লোপ, ন এর স্থানে অনুস্বার, পরসবর্ণ (ঞ) "উগিতশ্চ" সূত্র দ্বারা স্ত্রী লিঙ্গে ঙীপ্ এবং "বা ছন্দসি" সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘত্ব করিয়া "পৃঞ্চতীঃ" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই সূত্র দ্বারা ঙীপের উদাত্ত স্বর হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

* এই ঋকের এই মর্ম্মকে রূপান্তরিত করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ 'যজ্ঞক্ষেত্রে দিয়া নদী বহিয়া যায়' এইরূপ ভাব আনয়ন করিয়াছেন। একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"আমরা যজ্ঞ কামনা করি, আমাদিগের মাতৃস্থানীয় (জল) যজ্ঞপথ দিয়া যাইতেছে; সেই জল আমাদিগের হিতকারী বন্ধু এবং দুগ্ধকে মিষ্ট করিতেছে।" এবম্প্রকার ব্যাখ্যাদি সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এ ঋকের অন্তর্গত 'অম্বয়ঃ', 'মধুনা' ও 'পয়ঃ'—এই তিনটী শব্দ উপমায় বহুভাব প্রকাশ করিতেছে। জলের স্নেহভাব, দেবতার মাতৃত্বের সূচনা করিয়াছে। 'পয়ঃ' শব্দে দুগ্ধ ও অমৃত—দুই ভাবই আনয়ন করিতেছে। জননী যেমন দুগ্ধদানে সন্তানকে পালন করেন, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেইরূপ জননীর স্নেহে সন্তানকে জ্ঞানামৃত দান করেন। এখানে উপমায় সেই উদার উচ্চভাব ব্যক্ত রহিয়াছে। (১ম—২৩সূ—১৬ঋ)।

—— * ——

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

অমূর্যা উপ সূর্য্যে যাভির্বা সূর্য্যঃ সহ।

তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরং ॥ ১৭ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং

অমূঃ। যাঃ। উপ। সূর্য্যে। যাভিঃ। বা। সূর্য্যঃ। সহ

তাঃ। নঃ। হিন্বন্তু। অধ্বরং ॥ ১৬

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যাঃ' (পূর্ব্বোক্তাঃ) 'অমূঃ' (এতা আপঃ) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানস্বরূপে ভগবতি সূর্য্যদেবে) 'উপ' (সমীপে অবস্থিতা ইতি যাবৎ) 'বা' (অথবা) 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ সূর্য্যদেবঃ) 'যাভিঃ' (পূর্ব্বোক্তাভিঃ অদ্ভিঃ) 'সহ' (অভিন্নভাবেন বর্ত্ততে), 'তাঃ' (তাদৃশ্য আপঃ) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'অধ্বরং' (যাগাদি-কর্ম্ম) 'হিন্বন্তু' (প্রণীয়ন্তু, সাধয়ন্তু)। এষা ঋক্ জলাধিষ্ঠাতৃদেবতয়া সহ জ্ঞানস্বরূপস্য সূর্য্যদেবস্য সর্ব্বথা অভিন্নত্বং সূচয়তি। সা দেবতা অস্মাকং কর্ম্ম সুসিদ্ধং করোতু ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—১৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই যে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবের সহিত সামীপ্য-সম্বন্ধ-যুক্ত অথবা জ্ঞানময় সূর্য্যদেবই তাঁহার সহিত ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত। সেই জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদের যাগাদি সৎকর্ম্মনিবহ সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ করুন। (১ম—২৩সূ—১৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যা অমূঃআপঃ সূর্য্যে উপ সমীপেনাবস্থিতাঃ। আপঃ সূর্য্যে সমাহিতা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বা। অথবা সূর্য্যো যাভিরদ্ভিঃ সহ বর্ত্ততে। পূর্ব্বত্রাপাং প্রাধান্যমুত্তরত্র সূর্য্যস্যেতি বিশেষঃ। তাস্তাদৃশ্য আপো নোঽস্মদীয়মধ্বরং যাগং হিন্বন্ত। প্রীণয়ন্তু॥ প্রক্রিয়া স্পষ্টা। যাভিঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্ত্যুদাত্তত্বং ন গোশ্বন্সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ॥ ১৭॥

সপ্তদশ (২৪৫) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকে ভগবানের সহিত দেবতার—ব্যষ্টি-গত দেববিভূতির সহিত সমষ্টিগত দেবতার সম্বন্ধ-সূত্রের আভাব পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এক দেবতার সহিত অন্য দেবতার সম্বন্ধের বিষয়ও এ ঋকে সূচিত হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে।

সূর্য্যদেব বলিতে জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানাধার ভগবানকেও বুঝাইতে পারে—মনে করা যায়। আবার, ভগবদ্বিভূতি জ্ঞানমাত্রকে লক্ষ্য হইয়াছে,

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে এই জল-সমূহ সূর্য্যদেবের সমীপে অবস্থিত। অন্য শ্রুতিবাক্যেও কথিত হইয়াছে,—"আপঃ সূর্য্যে সমাহিতাঃ" ইতি। অথবা, যে জল-সমূহের সহিত সূর্য্যদেব অবস্থিত। এস্থলে পূর্ব্ববাক্যে জল-সমূহের এবং পরবাক্যে সূর্য্যদেবের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ইহাই বিশেষ। তাদৃশ জল-সমূহ, আমাদিগের যজ্ঞকে প্রীত করুন।

এই ঋঙ্মন্ত্রান্তর্গত পদ-সমূহের স্বরাদিসাধন প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট; বিশেষ এই যে "যাভিঃ" পদটীর বিভক্তিস্বর, "সাবেকাচঃ" সূত্রানুসারে উদাত্ত হয়, কিন্তু "নগোশ্বন্সাববর্ণ" এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে॥ ১৭॥

তাহাও বলিতে পারি। ভগবদ্ভাবে সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিলে, ভগবানের সহিত জলদেবতার কি সম্বন্ধ, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি ভাবে ভগবৎ-সমীপে অবস্থিত আছেন, তাহা বুঝা যায়। আবার উভয়কে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া মনে করিলে, দুইয়ের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছিন্ন, তাহাও প্রতীত হয়। ফলতঃ, ভগবান হইতে ভগবদ্বিভূতি যে পৃথক নহে, অপিচ দেববিভূতিগণের পরস্পরের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—এ ঋকের তাহাই মুখ্য লক্ষ্য।

ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জ্ঞানের সহিত আপনার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। আপনি আমাদের যজ্ঞাদি-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া দেন। স্নেহ-কারুণ্যাদি স্নিগ্ধভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।' (১ম—২৩সূ—১৭ঋ)।

—০—

অষ্টদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। অষ্টদশী ঋক্)।

অপো দেবীরুপহ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।

সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ ১৮

পাদ-বিশ্লেষণং।

অপঃ। দেবীঃ। উপ। হ্বয়ে। যত্র। গাবঃ। পিবন্তি। নঃ।

সিন্ধুইভ্যঃ। কর্ত্বং। হবিঃ ॥ ১৮

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অপঃ' (জলানি, জলাধিষ্ঠাত্রীঃ) 'দেবীঃ' (দেবতাঃ) 'উপ' (সমীপে) 'হ্বয়ে' (আহ্বয়ামি); 'যত্র' (যাসু অপ্‌সু) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গাবঃ' (জ্ঞানানি) 'পিবন্তি' (পানং কুর্ব্বন্তি অমৃতমিতি শেষঃ), যদ্বা 'যত্র' (অপ্‌সু সমীপবর্ত্তিষু) 'গাবঃ' (জ্ঞানানি) 'নঃ' (অস্মান্)

'পিবন্তি' (পানংকুর্ব্বন্তি); 'সিন্ধুভ্যঃ' (স্যন্দমানাভ্যো দেবতাভ্যঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ং, অর্চ্চনং) 'কর্ত্বং' (কর্ত্তব্যং)। জ্ঞানসাহায্যেন জলদেবতায়াঃ স্বরূপং বয়ং জানীমঃ। তত্র অমৃতং প্রাপ্নুয়ামঃ। অতঃ তাসাং পূজনং কর্ত্তব্যং। (১ম—২৩সূ—১৮ঋ)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জলাধিষ্ঠাত্রী (সেই) দেবতাকে সমীপে আহ্বান করিতেছি। যে জল-দেবতার অভ্যন্তরে আমাদিগের জ্ঞানসমূহ (অমৃত) পান করিয়া থাকে; অথবা, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীপবর্ত্তিনী হইলে জ্ঞান-সমূহ আমাদিগকে অধিকার করে (অর্থাৎ, আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়); সেই জলদেবতার উদ্দেশে পূজা-অর্চ্চনা একান্ত কর্ত্তব্য। (১ম—২৩সূ—১৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

নোঽস্মদীয়া গাবো যত্র যাস্বপ্সু পিবন্তি। পানং কুর্ব্বন্তি। তা অপো দেবীরুপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। সিন্ধুভ্যঃ স্যন্দনশীলাভ্যাস্তাভ্যোঽদ্ভ্যো দেবতাভ্যো হবিঃ কর্ত্বং। অস্মাভিঃ কর্ত্তব্যং॥

অপঃ। ঊড়িদমিত্যাদিনা শস উদাত্তত্বং। পিবন্তি। পাঘ্রেত্যাদিনা পিবাদেশঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। নিপাতৈর্যদ্যদীত্যাদিনা নিঘাতাভাবঃ। কর্ত্বং। ডুকৃঞ্ করণে। কৃত্যার্থে তবৈকেনকেন্যত্বনঃ। পা০ ৩।৪।১৪। ইতি কর্ম্মনি ত্বন্ প্রত্যয়ঃ। গুণঃ। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং॥ ১৮॥

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের গাভীগণ, যে জল-সমূহ পান করিয়া থাকে, সেই জলদেবী-সমূহকে আমি আহ্বান করিতেছি। ক্ষরণশীল জল-দেবতা-সমূহের নিমিত্ত 'হবিঃ' আমাদের করা উচিত।

"অপঃ" এই পদটীতে "ঊড়িদং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'শস্' বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। "পিবন্তি" এই পদটীতে "পাঘ্রা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'পা' ধাতুর স্থানে 'পিব' আদেশ হইয়াছে। এস্থলে 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর-হেতু ধাতুস্বরবশতঃ আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিষেধ থাকায় "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হয় নাই। "কর্ত্বং" এই পদটী, করণার্থবিশিষ্ট 'ডুকৃঞ্' (কৃ) ধাতুর উত্তর "কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বনঃ" (পা০ ৩।৪।১৪) এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে 'ত্বন্' প্রত্যয়ে গুণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিৎস্বর হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১৮॥

অষ্টাদশ (২৪৬) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের অন্তর্গত "যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ" বাক্যের অর্থ লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। প্রধানতঃ সকলেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—'আমাদিগের গরু-সকল যে জল পান করে।' তদনুসারে ঋকের ভাবার্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'আমাদের গাভীরা যে জল পান করে,—সেই জলদেবীকে আমরা আহ্বান করি। প্রবহমানা নদীকে আমাদের হবির্দান করা কর্ত্তব্য।'

গরুতে জল পান করে অতএব তিনি দেবী এবং আরাধ্যা,—এরূপ অর্থ কল্পনা করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। অল্প-মাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ ঋকে পূর্ব্বোক্তভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই ব্যক্ত আছে। ঋগ্বেদের যে যে স্থলে 'গো' শব্দের ব্যবহার আছে, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, 'গো' শব্দে 'গরু' না বুঝাইয়া, কিরণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান প্রভৃতি অর্থই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বহুবার বহু ক্ষেত্রে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এখানে, এ ঋকে, 'গাবঃ' শব্দে জ্ঞান-সমূহকেই বুঝাইতেছে। বিষয় বিশেষের জ্ঞানকে পূর্ণ-জ্ঞান বলা যায় না। নানা বিষয়ের নানারূপ জ্ঞান সঞ্জাত হইলে, জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হয়। এখানে 'গাবঃ' পদ সেই বহুবিষয়ক জ্ঞানের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। আমাদের বিবিধ-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা আমরা যে অমৃত পান করিতে সমর্থ হই, এখানে সেই কথাই বলা হইয়াছে। জলদেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইলে আমাদের অমৃত-পান সম্ভবপর হয়। পক্ষান্তরে, জলদেবতার স্বরূপ অবগত হইলে, জ্ঞান আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করে। দুইরূপ অর্থেই একই ভাব অধ্যাহৃত হয়। ফলতঃ, গরুর জলপানের কোনই সম্বন্ধ নাই; জ্ঞান-সাহায্যে দেবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে,—ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ। এইরূপ অর্থে 'অপ্'-দেবতা-সংক্রান্ত কয়েকটী ঋকের মধ্যেই যে অভিন্ন ভাব বিদ্যমান আছে, তাহা প্রতীত হইবে। (১ম—২৩সূ—১৮ঋ)।

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। একোনবিংশী ঋক্।)

অপ্স্ব১ন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।

দেবা ভবত বাজিনঃ ॥ ১৯ ॥ *

পদ-বিভাগঃ

অপ্ইসু। অন্তঃ। অমৃতং। অপ্ইসু। ভেষজং। অপাং।

উত। প্রইশস্তয়ে। দেবাঃ। ভবত। বাজিনঃ ॥ ১৯

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অপ্সু' (দেবতাসু) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'অমৃতং' (সুধা), 'অপ্সু' (দেবতাসু) 'ভেষজং' (ঔষধং) বর্ত্তত ইতি শেষঃ। 'উত' (অপিচ, অতঃ) 'অপাং' (জলদেবতানাং) 'প্রশস্তয়ে' (প্রশংসার্থং) 'দেবাঃ' (অস্মাকং অন্তরস্থা হে দেবভাবাঃ) ।'বাজিনঃ'

* এই ঋকের অন্তর্গত "অপ্স্বঽন্তরমৃতমপ্সু" বাক্যের মধ্যে অনুদাত্ত স্বরযুক্ত একটী '১' সংখ্যা রহিয়াছে। ঐরূপ কোথাও '২' এবং কোথাও '৩' প্রভৃতি সংখ্যাও দৃষ্ট হইবে। এ সকল সংখ্যার সমাবেশ উচ্চারণ-মূলক। '১'-হ্রস্বের চিহ্ন, '২'—দীর্ঘের চিহ্ন, এবং '৩'—প্লুতের চিহ্ন। ব্যঞ্জন-বর্ণ অর্দ্ধমাত্রায় উচ্চারিত হইয়া থাকে। শব্দবিশেষের উচ্চারণ-স্থলে ঐরূপ সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়। যথা,—"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকং॥" এইরূপ উচ্চারণ-চিহ্ন ব্যবহার-বিষয়ে নানারূপ বিধি আছে। এ বিষয়ের দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। আরম্ভে 'ওঁ' থাকিলে, তাহার উচ্চারণ প্লুত হয়। অর্থাৎ তিন মাত্রা (বার) 'ওঁ' উচ্চারণ করিলে প্লুতের উচ্চারণ সমাপ্ত হয়। যেমন, "ওঁ৩অগ্নিমীলে পুরোহিতং" উচ্চারণ-কালে 'ওঁ—ওঁ—ওঁ' ইত্যাদিরূপ উচ্চারণের প্রয়োজন হয়। যজ্ঞকর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে, 'যে' পদটী প্লুতরূপে এবং তদ্রূপে প্রযুক্ত অস্মদাদের 'ওঁ' প্লুত হয়। এইরূপ প্লুতাদি উচ্চারণের বহু নিয়ম আছে। যেখানে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে, তাহা দেখিয়া পাঠকগণ উচ্চারণ স্থির করিয়া লইবেন।

(ত্বরাযুক্তাঃ) 'ভবত' স্তুতিং কুরুত ইত্যর্থঃ। অপ্‌দেবতা হি ব্যাধিনাশিকা অমরত্বপ্রদাঃ। ত্বরয়া তাসাং পূজাপরায়ণা ভবত ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—১৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে সুধা এবং ভেষজ উভয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। (অর্থাৎ, জল-দেবতার অনুগ্রহে আমরা ব্যাধিশূন্য ও অমর হইতে পারি)। অতএব, হে আমাদের অন্তরস্থ দেবভাবসমূহ, তোমরা সেই জলদেবতার প্রশংসার্থ ত্বরান্বিত হও (অর্থাৎ, সত্বর তাঁহাদের স্তুতিপরায়ণ হও; তাহাই আমাদের মঙ্গল)। (১ম—২৩সূ—১৯ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

অপ্সু জলেষন্তর্মধ্যেঽমৃতং পীযূষং বর্ত্ততে। [illegible] অমৃতং বা আপ ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। [illegible] ভেষজমৌষধং বর্ত্ততে। ক্ষুদ্রোগনিবর্ত্তকস্যান্নস্যাপ্‌কার্য্যত্বাৎ উত অপি চ [illegible] দেবতানাং প্রশস্তয়ে প্রশংসার্থং হে দেবা ঋত্বিজাদয়ো ব্রাহ্মণাঃ। এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্‌ব্রাহ্মণা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বাজিনো বেগবন্তো ভবত। শীঘ্রং স্তুতিং কুরুতেত্যর্থঃ॥ অপ্সু। [illegible] সপ্তম্যা উদাত্তত্বং। সংহিতায়ামুদাত্ত-[illegible] স্বরিতঃ [illegible] পা০ ৬।২।১১৬। [illegible] ৬।২।৫০। ইতি পত্তেঃ

মূলের বঙ্গানুবাদ।

জলের মধ্যে অমৃত অর্থাৎ [illegible] সুধা বর্ত্তমান আছে। যেহেতু, ঐ সুধা জলেরই [illegible]। উক্ত বিষয় [illegible] বর্ণিত আছে যে, 'অমৃতং বা আপঃ' ইতি অর্থাৎ জলই অমৃত। (এই [illegible] এত নিশ্চয়ার্থ অব্যয় শব্দ দ্বারা যেই জল সেই অমৃত এইরূপ অভেদ অর্থ বুঝাইতেছে।) ঐরূপে জলেতে ঔষধও বর্ত্তমান আছে। কারণ, ক্ষুধারূপ রোগ-নিবারক যে অন্ন, তাহা জলের কার্য্য (অর্থাৎ জল হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়)। অতএব, সেই প্রকার গুণসম্পন্ন অপ্‌ (জল) দেবতাগণের প্রশংসার জন্য, হে দেবস্বরূপ ঋত্বিক্‌ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ! 'এখানে যে দেব শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ যে দেবতা, তাহার প্রমাণ অন্য শ্রুতিতে বলিতেছেন যে 'এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্‌ব্রাহ্মণাঃ' অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহারাই প্রত্যক্ষদেবতা।' (আপনারা) সত্বর হউন। অর্থাৎ শীঘ্র (তাঁহাদের) স্তব করুন। 'অপ্সু' এই পদে 'ঊডিদং' (পা০ ৬।১।১৭১) এই সূত্রানুসারে সপ্তমী উদাত্তস্বর হইয়াছে। আর 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতঃ (পা০ ৮।২।৪) এই নিয়মানুসারে সংহিতাতে স্বরিত নামক স্বর হইয়াছে। 'অমৃতং' এই পদে নঞ্‌ তৎপুরুষ হওয়ায় 'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' (পা০ ৬।২।১১৬) এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের (অর্থাৎ মৃত পদের) আদি-স্বর উদাত্ত। 'প্রশস্তয়ে' এই পদে 'তাদৌ

প্রকৃতিস্বরত্বং। ভবত। আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ ইতি পূর্ব্বস্য আমন্ত্রিতস্য অবিদ্যমানবত্বেন পাদাদিত্বাৎ ন নিঘাতঃ॥ ১৯॥

উনবিংশ (২৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে সাধারণ-দৃষ্টিতে জলের এবং সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চ্চনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। জল যে অমৃত-স্বরূপ, ব্যাধিনাশক, জলপক্ষেও তাহা প্রতিপন্ন হয়। আবার জলদেবতার উপাসনার মধ্য দিয়া যে পরম-জ্ঞান লাভ হয়, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এখানে দুই দিকে দুই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করিতে পারি। যাঁহারা যে স্তরের উপাসক, তাঁহারা সেই ভাবই উপলব্ধি করিবেন। একপক্ষে, জলকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতে করিতে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি লক্ষ্য পড়িবে; অন্যপক্ষে, যাঁহারা সাধনার একটু উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জলের মধ্যেই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

জলদেবতার স্বরূপ-জ্ঞানে, আমরা যে নীরোগ ব্যাধিশূন্য হইতে পারি, এবং ক্রমশঃ অমরত্ব-লাভে সমর্থ হই,—এ ঋক্ সেই তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এ ভাব যাঁহাদের উপলব্ধ হয়, তাঁহারাই আপনাদের অন্তরস্থিত দেবভাব-সমূহকে জল-দেবতার অর্চ্চনায় ত্বরান্বিত হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন।

এই ঋকের অন্তর্গত 'দেবাঃ' শব্দে কেহ কেহ ঋত্বিকগণের সম্বোধন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। পুরোহিত যেন ঋত্বিক্‌গণকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেবগণ (দেবাঃ)! তোমরা শীঘ্র পূজার জন্য প্রস্তুত হও।' কিন্তু আমরা তদ্রূপ আহ্বান সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। অন্তরস্থ দেবভাব-সমূহকে সাধক এখানে 'দেবাঃ' বলিয়া সম্বোধন

চ নিতি' (পা০ ৬২৫০) এই নিয়মে গতির (প্র-এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ভবত' এই পদের পূর্ব্বে আমন্ত্রিত 'দেবাঃ' এই পদ থাকায়, 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ' (পা০ ৮১৭২) এই নিয়মহেতু উহা অবিদ্যমানের ন্যায় হইয়াছে। অতএব ঐ 'ভবত' পদ, পাদের আদিস্থিত হওয়ায় নিঘাত-স্বর হইল না॥ ১৯॥

করিতেছেন। তিনি যখন দেবতত্ত্ব—জলদেবতার মাহাত্ম্য—অবগত হইতে পারিয়াছেন, তখনই তিনি আপনার অন্তরস্থিত দেবভাব-সমূহকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিতেছেন। দেবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই, দেবতা-বিষয়ে সত্যজ্ঞান সঞ্জাত হইলেই, দেবারাধনায় মানুষের প্রবৃত্তি আসে। এ ঋকে সেই সনাতন সত্য-তত্ত্ব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (১ম—২৩সূ—১৯ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

কারীর্য্যামুত্তমস্যাজ্যভাগস্যাপ্সু মে ইত্যেষানুবাক্যা। বর্ষকামেষ্টিরিতি খণ্ডেঽপস্বগ্নে সধিষ্টবাপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ। আ০ ২।১৩। ইতি সূত্রিতং॥ বিংশীমৃচমাহ॥

* * *

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশঃ সূক্তং। বিংশী ঋক্)।

অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।

অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥ ২০॥

পদ বিশ্লেষণ।

অপ্ঽসু। মে। সোমঃ। অব্রবীৎ। অন্তঃ। বিশ্বানি। ভেষজা।

অগ্নিং। চ। বিশ্বঽশম্ভুবং। আপঃ। চ। বিশ্বঽভেষজীঃ॥ ২০

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

কারীরী—কাম্যযাগবিশেষ। তাহাতে শ্রেষ্ঠ আজ্য ভাগ সম্বন্ধে 'অপ্সু মে' এই মন্ত্র, অনুবাক রূপে পঠিত হয়; (অতএব) বর্ষকামেষ্টি খণ্ডে (অর্থাৎ যে প্রকরণে বৃষ্টি-কামনায় যাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই খণ্ডে) "অপ্সুগ্নে সধিষ্টবাপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ" (আ০ ২।১৬) এইরূপ সূত্রিত করা হইয়াছে।

* *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অপ্সু' (জলদেবতাসু) 'বিশ্বানি' (সর্বাণি) 'ভেষজা' (ভেষজানি, ঔষধানি) সন্তি ইতি শেষঃ; 'চ' (তথা অপ্সু) 'বিশ্বশম্ভুবং' (সর্বস্য সুখকরং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং জ্ঞানস্বরূপং) বর্ত্তমানং ইতি যাবৎ; 'সোমঃ' (মম অন্তর্নিহিতো শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ, ভক্তিভাবঃ, পরং জ্ঞানং) 'মে' (মহ্যং) 'অব্রবীৎ' (কথিতবান্); 'চ' (অতএব) 'আপঃ' (জলদেবতাঃ) 'বিশ্বভেষজীঃ' (সর্ব্বভেষজাবিশিষ্টাঃ, সকলমঙ্গলালয়াঃ)। অন্তরস্থাঃ সদা হৃদি নিহিতা এব জলদেবতায়াঃ স্বরূপং জানন্তি। তত্র সুখারোগ্যাদিসম্পদো নিহিতম্ ইতি ভাবঃ। (১ম—২৩সূ—২০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জলদেবতার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেষজ এবং সর্ব্বসুখকর জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান আছেন। সোম (আমাদিগের অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভক্তিভাব, পরাজ্ঞান) আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন। অতএব জলদেবতাকেই সকল ভেষজের আধারস্বরূপ এবং সকল মঙ্গলের আলয় বলিয়া জানিবে। (১ম—২৩সূ—২০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্সু জলেষ্বন্তর্মধ্যে বিশ্বানি ভেষজা সর্ব্বাণ্যৌষধানি সন্তীতি মে মহ্যং মন্ত্রদর্শিনে মুনয়ে সোমো দেবোঽব্রবীৎ। তথা বিশ্বশম্ভুবং সর্ব্বস্য জগতঃ সুখকরমেতন্নামকং চাগ্নিং চাপ্সু বর্ত্তমানং সোমোঽব্রবীৎ। তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ। অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংস ইত্যনুবাকে সোঽপঃ প্রাবিশদিত্যগ্নেরপ্সু প্রবেশমামনন্তি। লতাগুল্মবৃক্ষমূলাদীনামৌষধানাং বৃষ্টিজন্যত্বেন জলবর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধং। বিশ্বভেষজীঃ। বিশ্বানি ভেষজানি যাসু তাদৃশীঃ অপোঽপ্যব্রবীৎ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

জলের মধ্যে সকল ঔষধ বর্ত্তমান আছে, ইহা মন্ত্রদর্শনকারী মুনি যে আমি, আমাকে সোম-দেব বলিয়াছেন; এবং সমস্ত জগতের সুখ-সম্পাদক যে অগ্নি, তিনিও জলে বর্ত্তমান আছেন, ইহাও সোমদেব (আমাকে) বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণগণ 'অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংসঃ' এই অনুবাকে 'সোঽপঃ প্রাবিশৎ' অর্থাৎ তিনি (অগ্নি) জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন;—এই বলিয়া জলমধ্যে অগ্নিদেবের প্রবেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। লতা, গুল্ম, বৃক্ষ, মূল প্রভৃতি ঔষধদ্রব্য-সকল, বৃষ্টি জন্য (অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে); অতএব ঔষধ সকল যে জলে থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ। 'বিশ্ব' অর্থাৎ সমস্ত ভেষজ বর্ত্তমান আছে যাহাতে (যে জলে) তাহা, এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস করিয়া "বিশ্বভেষজীঃ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং অপ্ অর্থাৎ জল 'বিশ্বভেষজীঃ' (অর্থাৎ সমস্ত ঔষধদ্রব্যের আধার)। ইহাও সোমদেব বলিয়াছেন।

ভেষজা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। বিশ্বশম্ভুবং। ভবতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্। ব্যত্যয়েন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা। বিশ্বে সর্ব্বেঽপি ব্যাপারাঃ সুখকরা যস্য। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬।২।১০৬। ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। আপঃ। কর্ম্মণি শসি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন জস্। অপ্তৃন্নিত্যাদিনোপধাদীর্ঘঃ। বিশ্বভেষজীঃ। বিশ্বশম্ভুরিতিবৎ॥ ২০॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয় একাদশো বর্গঃ॥

* * *

বিংশ (২৪৮) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সাধারণ জলের বিশ্লেষণ-মূলক উক্তি এ ঋকে দৃষ্ট হয়। জল ভেষজাদি গুণসম্পন্ন, জল সর্ব্বব্যাধিবিনাশক ইত্যাদি উক্তিতে, বর্ত্তমান কালের জল-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব ইহার অন্তর্নিহিত আছে, বুঝিতে পারা যায়। * জলের মধ্যেও যে অগ্নি বিদ্যমান,—এ ঋকে সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হইবেন; আবার, অন্যপক্ষে, সকল মঙ্গলনিলয় জ্ঞানের

'ভেষজা' এই পদে 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে। 'বিশ্বশম্ভুবং' এই পদে অন্তর্ভাবিতণার্থ ভূ-ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। (যে কোনও ধাতুর উত্তর ণি, নিচ্ বা ণ্ণি করিলে যেরূপ অর্থ হয়, যদি ঐ সকল প্রত্যয় না করিয়া সেইরূপ অর্থ বুঝান হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ধাতুকে অন্তর্ভাবিতণার্থ বলা হইয়া থাকে)। পরে ব্যতিক্রম দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা 'সমগ্র ব্যাপার সুখজনক হইয়াছে যাহার' এই বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' (পা০ ৬.২।১০৬) এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদরূপ বিশ্ব-পদে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। 'আপঃ' এই পদে শস্ বিভক্তি প্রাপ্ত হইলেও ব্যতিক্রম হেতু জস্ বিভক্তি হইয়াছে এবং 'অপ্তৃন্' এই সূত্র দ্বারা উপধার দীর্ঘ হইয়াছে। 'বিশ্বভেষজীঃ' এই পদ 'বিশ্বশম্ভুঃ' এই পদের ন্যায় সিদ্ধ হইবে॥ ২০॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একাদশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

* একজন বেদব্যাখ্যাকারী এই ঋকে যে জল-চিকিৎসার, হাইড্রোপ্যাথির (Hydro-pathy) বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"অধুনাতন চিকিৎসা পঞ্চবিধ:—এলোপ্যাথি, (সমে বিষম-চিকিৎসা), হোমিওপ্যাথি (সমে সমচিকিৎসা), হাইড্রোপ্যাথি (জলচিকিৎসা), হাইজিনিজম্ (পথ্যমাত্র দ্বারা চিকিৎসা) এবং সাইকোপ্যাথি (ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া মনকে প্রফুল্ল রাখিয়া চিকিৎসা)। আর্য্যজাতি এই সকল প্রকার চিকিৎসাই জানিতেন।"

এবং সর্ব্বব্যাধি-শান্তিকারক ভেষজের সন্ধান—জলদেবতার অর্চ্চনায় যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও জানিতে পারিবেন।

এ ঋকে আর একটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়—'সোমঃ' শব্দ। বেদের সোম যে সোমলতা নহে,—এ ঋকে তাহা সপ্রমাণ হয়। "সোমঃ অব্রবীৎ" অর্থাৎ 'সোম বলিয়াছিল,'—ইহাতেই সোমের লতা-ভাব দূর হইতেছে। সোমলতা, সোমলতার রস, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা উচ্চ চীৎকার করেন, যাঁহাদের গবেষণা-প্রভাবে পুতিকা পর্য্যন্ত ঐ সোম-পর্য্যায়ে গণ্য হয়, তাঁহারা এইবার বুঝুন—সোম কি! 'সোম বলিয়াছিল' বলিতে, পুঁই গাছ বলিয়াছিল—বলিবে কি? এখানেই বুঝা যায়,—'সোম' শব্দে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সোম শব্দে আমরা যে 'শুদ্ধসত্ত্বভাব' 'ভক্তিভাব' রূপ অর্থ আমনন করিয়া আসিয়াছি, এখানে সে অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। 'আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাকে বলিয়াছিল,' 'আমার সদ্বৃত্তি-সমূহের সাহায্যে আমি জানিয়াছিলাম', 'আমার বিবেক-বুদ্ধি আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল,'—"সোমঃ অব্রবীৎ" বাক্যে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছ। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, অন্তর আপনিই বলিয়া দেয়,—দেবতা কেমন বা কি ভাবে অবস্থিত আছেন। এখানে, এ ঋকে, সেই বিষয়ই ব্যক্ত রহিয়াছে।

জলদেবতা যে সর্ব্বপ্রকার ভেষজগুণসম্পন্ন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে যে আধি-ব্যাধি-শোক-সন্তাপ দূরীভূত হয়, আবার তাঁহারই মধ্যে যে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান রহিয়াছেন,—অন্তর ভক্তিযুত হইলে, হৃদয় সদ্ভাবপূর্ণ হইলে, আপনা-আপনিই মানুষ তাহা জানিতে পারে;—সোমরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবই সে তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করে। যাঁহারা সে তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, জলদেবতা তাঁহাদেরই নিকট 'বিশ্বভেষজীঃ' অর্থাৎ সকলমঙ্গলালয়।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'সোমস্বরূপ আমার অন্তর্নিহিত হে সদ্বৃত্তি-সদ্ভাব, আমাকে জলদেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন। সে তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি যেন সর্ব্ববিধ ব্যাধিশূন্য হই এবং সর্ব্ব-জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হইয়া পরম-মঙ্গল লাভ করি।' (১ম—২৩সূ—২০ঋ)।

একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। একবিংশী ঋক্)।

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বেত মম।

জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ২১ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

আপঃ। পৃণীত। ভেষজং। বরূথং। তন্বে। মম।

জ্যোক্। চ। সূর্য্যং। দৃশে ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাত্রি দেবতে!) ত্বং 'মম' (প্রার্থনাকারিণো মে) 'তন্বে' (শরীর-নিমিত্তং) 'বরূথং' (রোগনাশকং) 'ভেষজং' (ঔষধং) 'পৃণীত' (পূরয়ত, অর্পয়িত); 'চ' (অপিচ, এবং সতি নীরোগা বয়ং) 'জ্যোক্' (চিরায়) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, তেজোময়ং জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং সমর্থা ভবাম ইতি শেষঃ)। হে জলাভিমানিদেব! যেন কর্ম্মণা বয়ং নীরোগাঃ সন্তশ্চিরং সৎস্বরূপং জ্ঞানং বিন্দামস্তদেব বিধেহি। (১ম—২৩সূ—২১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! প্রার্থনাকারী আমার শরীরের নিমিত্ত আপনি রোগনাশক ঔষধ প্রেরণ (পূরণ) করুন। তাহাতে আমরা নীরোগ হইয়া চিরকাল জ্ঞান-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় আপনাকে (সর্ব্বতঃ) দর্শন করিতে সমর্থ হই ॥ (১ম—২৩সূ—২১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে আপো মম তন্বে শরীরার্থং বরূথং রোগনিবারকং ভেষজমৌষধং পৃণীত। পূরয়ত। অপি চ জ্যোক্ চিরং সূর্য্যং দৃশে দ্রষ্টুং নীরোগা বয়ং শক্নুয়ামেতি শেষঃ॥

পৃণীত। পৄ পালনপূরণয়োঃ। লোণ্মধ্যমবহুবচনং। থস্য তস্থস্থমিপামিতি তাদেশঃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বঃ। ঈ হল্যঘোরিতীত্বং। ঋবর্ণাচ্চেতি ণত্বং। সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি তিঙঃ স্বরঃ শিষ্যতে। আপ ইত্যস্য আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবত্ত্বে পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। বরূথং। বৃঞ্ বরণে। জৄবৃঞ্ভ্যামূথন্। উ° ২।৬। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তন্বে। ঙিতি হ্রস্বশ্চ। পা° ১.৪.৬। ইতি নদীসংজ্ঞা পাক্ষিকী ইত আডাগমাভাবঃ। উদাত্তযণোর্হল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্ত্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে বাত্যয়েন উদাত্তস্বরিতয়োরিতি স্বরিতত্বং। দৃশে। দৃশে বিখ্যে চ। পা° ৩.৪.১১। ইতি তুমর্থে নিপাত্যতে॥ ২১॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে জল-সমূহ! আপনারা আমার শরীরের নিমিত্ত (অর্থাৎ শরীর-রক্ষার নিমিত্ত) রোগনাশক ঔষধকে পূরণ (অর্থাৎ বর্দ্ধন) করুন; এবং আমরা যেন চিরকাল নীরোগ হইয়া সূর্য্যদেবকে দেখিতে সমর্থ হই।

পৃণীত"। এই পদটী পালন ও পূরণার্থবিশিষ্ট 'পৄ' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যমপুরুষের বহুবচন। "তস্থস্থমিপাং" এই সূত্র দ্বারা তাহার স্থানে 'ত' আদেশ এবং "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" এই সূত্র দ্বারা 'শ্না' (না) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" এই সূত্র দ্বারা ধাতুর ঋ-কারের হ্রস্ব, "ঈহল্যঘোঃ" এই সূত্র দ্বারা শ্নাএর আকারের স্থানে ঈ কার এবং "ঋবর্ণাচ্চ" এই সূত্র দ্বারা 'ন'এর ণত্ব হইয়াছে। "সতিশিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ" এই নিয়মানুসারে শিষ্টস্বর বলবান্ বলিয়া তিঙের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে (অর্থাৎ 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্র দ্বারা নিঘাত-স্বর হইয়াছে)। "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" এই সূত্রানুসারে, "আপঃ" এই সম্বোধনান্ত পদটী পাদের আদিতে আছে বলিয়া, ইহার নিঘাতস্বর হইল না। "বরূথং" এই পদটী বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তর "জৄবৃঞ্ভ্যামূথন্" (উ° ২।২৬) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে 'উথন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "তন্বে" এই পদটী, শরীরবাচক 'তনু' শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তির একবচনে "ঙিতি হ্রস্বশ্চ" (পা° ১।৪।৬) এই সূত্র দ্বারা এক পক্ষে নদী সংজ্ঞা হওয়ায় আট্ (আ) আগমের অভাব হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে, "উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে "উদাত্তস্বরিতয়োঃ" এই সূত্র দ্বারা স্বরিত-স্বরই হইয়াছে। "দৃশে" এই পদের চতুর্থী বিভক্তি, "দৃশে বিখ্যে চ" (পা° ৩।৪।১১) এই সূত্রের দ্বারা 'তুম্' প্রত্যয়ের অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ, এই 'দৃশে' পদে চতুর্থী বিভক্তি 'তুম্' প্রত্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত।)॥ ২১॥

একবিংশ (২৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ সরল ও সুবোধ্য। দেহ ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে ভগবদারাধনায় বিঘ্ন ঘটে। এখানকার প্রার্থনা তাই—'হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আপনি রোগ-নিবারক ঔষধ প্রদান করুন; আমি যেন তদ্দ্বারা সুস্থ ও নীরোগ থাকিয়া একান্তচিত্তে আপনার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হই। অর্থাৎ, যে কর্ম্ম-প্রভাবে নীরোগ ও সুস্থদেহ হইয়া সৎস্বরূপ জ্ঞান-লাভে অধিকারী হই, হে দেবতা, আপনি আমার পক্ষে তাহাই বিহিত করুন।' এ ঋকের অন্তর্গত "সূর্য্যং" শব্দে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানময় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই' বাক্যের অর্থ—'জ্ঞান-রূপে তিনি যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন।' এ ঋকের অন্তর্গত 'বরূথং' পদে এক নূতন ভাব পরিগ্রহ করা যায়। শত্রু হইতে দূরে গুপ্ত-স্থানে অবস্থিতি-রূপ নিরাপদ অবস্থা 'বরূথ' শব্দের দ্যোতক হয়। তদ্দ্বারা শারীরিক ব্যাধি ভিন্ন অন্য শত্রু (রিপু প্রভৃতি) হইতেও আত্মরক্ষা-মূলক প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায়। (১ম—২৩সূ—২১ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অশ্বৌ মার্জ্জন ইদমাপঃ প্রবহতেত্যেষা বিনিযুক্তা। হুতায়াং বপায়ামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইদমাপঃ প্রবহত। আ০ ৩।৫। ইতি॥ এষৈবাবভৃথেষ্টৌ স্নানে বিনিযুক্তা। পত্নী সংযাজেশ্চেতি খণ্ড ইদমাপঃ প্রবহত সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু। আ০ ৬।১৩। ইতি সূত্রিতং। তামেতাং সূক্তে দ্বাবিংশীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পশু-মার্জ্জন-বিষয়ে "ইদমাপঃ প্রবহত" এই ঋকটীর বিনিয়োগ হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "হুতায়াং বপায়াং" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে,—"ইদমাপঃ প্রবহত" (আ০ ৩।৫) ইতি। 'অবভৃথ' নামক ইষ্টিতে স্নানবিষয়ে এই ঋকটীই অনুবাক্যারূপে পঠিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "পত্নীসংযাজেশ্চ" এই খণ্ডে "ইদমাপঃ প্রবহত সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু" (আ০ ৬।১৩) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। (এস্থলে) সূক্তের সেই দ্বাবিংশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

দ্বাবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। দ্বাবিংশী ঋক্)।

ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।

যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং ॥ ২২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

ইদং। আপঃ। প্র। বহত। যৎ কিং। চ। দুঃইতং। ময়ি।

যৎ। বা। অহং। অভিদুদ্রোহ। যৎ। বা। শেপে। উত। অনৃতং ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ময়ি' (প্রার্থনাকারিণি) 'যৎকিঞ্চ' (সর্ব্বমেব ইতি ভাবঃ) 'দুরিতং' (পাপং সঞ্জাতমিতি শেষঃ), 'বা' (অথবা) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'যৎ' 'অভিদুদ্রোহ' (বুদ্ধিপূর্ব্বকং যং দ্রোহং কৃতবানাস্মি, যদধর্ম্মাচরণং অকরবমিত্যর্থঃ), 'যৎ বা' (অথবা) 'শেপে' (সাধুজনান্ প্রতি যৎ কুবাক্যপ্রয়োগং কৃতবান্) 'উত' (অপিচ) 'অনৃতং' (সত্যরহিতং বাক্যং যদুক্তবানস্মি), তৎ 'ইদং' (সর্ব্বং পাপং) 'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাত্রি দেবতে) 'প্রবহত' (প্রবাহেণ অন্যত্র নয়ত, তৎসর্ব্বং পাপং প্রক্ষালয়ত)। আত্মাপরাধনাশপ্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (হে জলাধিষ্ঠাতৃদেব!) সর্ব্ববিধং পাপং প্রক্ষাল্য মাং পবিত্রং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বিদ্যতে ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৩সূ—২২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ

প্রার্থনাকারী আমাতে যে কিছু পাপ সঞ্জাত হইয়াছে; অথবা, প্রার্থনাকারী আমি, জ্ঞানতঃ যে কোনও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিম্বা, আমি সাধুজনের প্রতি যে কোনও কুবাক্য প্রয়োগ

করিয়াছি; এবং যাহা কিছু মিথ্যা (অযথা) ব্যবহার করিয়াছি; হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আমার সেই (এই বিভিন্ন প্রকারের) পাপ-সমূহকে আপনি প্রক্ষালিত করুন। (১ম—২৩সূ—২২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ময়ি যজমানে যৎকিঞ্চ দুরিতমজ্ঞানান্নিষ্পন্নং। বা। অথবাহং যজমানোঽভিদুদ্রোহ। সর্ব্বতো বুদ্ধিপূর্ব্বকং দ্রোহং কৃতবানস্মি। বা। অথবা শেপে। সাধুজনং শপ্তবানস্মীতি যদস্তি। উত। অপি চানৃতমুক্তবানিতি যদস্তি। তদিদং সর্ব্বমপরাধজাতং প্রবহত। মত্তোঽপনীয় প্রবাহেণান্যতো নয়ত॥

ময়ি। মপর্যন্তস্য ত্বমাবেকবচন ইতি মাদেশে কৃতেঽতো গুণ ইতি পররূপে চ সতি যোঽচীতি দকারস্য যকারাদেশঃ। একাদেশস্বরেণ মকারাৎ পরস্যাকারস্যোদাত্তত্বং। দুদ্রোহ। দ্রুহ জিঘাংসায়াং। ণলি গুণে দ্বির্ব্বচনহ্রস্বহলাদিশেষাঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ। শেপে। শপ আক্রোশে। লিটি ব্যত্যয়েন তঙ্। উত্তমৈকবচনমিট্। টেরেত্বং। অত একহল্মধ্যে। পা০ ৬।৪।১২০। ইত্যেত্বাভ্যাসলোপৌ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং। পূর্ব্ববৎ নিঘাতাভাবঃ॥ ২২॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে জলসমূহ! যজমানরূপ আমাতে যাহা কিছু পাপ অজ্ঞানতাবশতঃ সঞ্জাত হইয়াছে; অথবা যজমান্ আমি, সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধিপূর্ব্বক যে দ্রোহ করিয়াছি; কিম্বা সাধুদিগের প্রতি যে আক্রোশ করিয়াছি; এবং যাহা মিথ্যা বলিয়াছি;—সেই অপরাধ-সমূহকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া প্রবাহের দ্বারা অন্যত্র লইয়া যান।

"ময়ি" এই পদটী 'অস্মদ্' শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির একবচনে "ত্বমাবেকবচনে" এই সূত্র দ্বারা ম-পর্য্যন্তের (অস্মদ্এর অস্ম পর্য্যন্তের) স্থানে ম আদেশ করিয়া "অতোগুণে" এই সূত্র দ্বারা পররূপ হইলে, "যোঽচি" সূত্র দ্বারা অস্মদ্এর শেষ দএর স্থানে য আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার একাদেশ স্বর-হেতু ম-কারের পরবর্ত্তী অ-কার উদাত্ত হইয়াছে। "দুদ্রোহ" এই পদটী জিঘাংসার্থক 'দ্রুহ' ধাতুর উত্তর ণল্ প্রত্যয়ে গুণ করিয়া দ্বিত্ব, হ্রস্ব ও হলাদিশেষে সিদ্ধ হইয়াছে। "লিতি" সূত্র দ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাতস্বর হয় নাই। "শেপে" এই পদটী, আক্রোশার্থক 'শপ্' ধাতুর উত্তর লিটের ব্যত্যয়ে উত্তম পুরুষের একবচনে ইট্ প্রত্যয় করিয়া টিএর এত্ব এবং "অতএকহল্মধ্যে" (পা০ ৬।৪।১২০) ধাতুর এত্ব ও দ্বিত্বের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ যদ্বৃত্তযোগবশতঃ এস্থলেও নিঘাত স্বরের অভাব হইয়াছে॥ ২২॥

দ্বাবিংশ (২৫০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রটী জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত অপরাধনাশের প্রার্থনা-মূলক। 'আমি যত কিছু পাপ-কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সকলপ্রকার পাপ আপনি দূর করুন; আমি যত কিছু অপকর্ম্ম করিয়াছি, আমার সকল অপকর্ম্ম মার্জ্জনা করুন। আমি অনেক সময় সাধুদিগের প্রতি কত কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি; হে দেব! আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি অনেক সময় অনেক অসত্য-বাক্য বলিয়াছি; হে দেব! আমার সে পাপ আপনার কৃপায় বিধৌত হউক। ফলতঃ, যত প্রকারে যত প্রকার পাপ সঞ্জাত হইতে পারে, আপনি জলদেবতা-রূপে আবির্ভূত হইয়া সকল প্রকার পাপ প্রক্ষালন করিয়া দিউন।' ইহাই এ ঋকের প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—২২ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

পশাবাহবনীয়োপস্থান আপো অদ্যান্বচারিষমিত্যেষা মনোতায়ৈ সম্প্রেষিত ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। এত্যোপতিষ্ঠন্ত আপো অদ্যান্বচারিষং। আ০ ৩,৬। ইতি।

তামেতাং সূক্তে ত্রয়োবিংশীমৃচমাহ॥

* * *

ত্রয়োবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। ত্রয়োবিংশী ঋক্)।

আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।

পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা॥ ২৩॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পশুযাগে আহবনীয় ও উপস্থান বিষয়ে "আপো অদ্যান্বচারিষং" এই ঋক্‌টী বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "মনোতায়ৈ সম্প্রেষিতঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে;—"এত্যোপতিষ্ঠন্ত আপো অদ্যান্বচারিষং" (আ০ ৩।৬) ইতি। (এস্থলে) সূক্তের সেই ত্রয়োবিংশ ঋক্ কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

আপঃ। অদ্য। অনু। অচারিষং। রসেন। সং। অগস্মহি।

পয়স্বান্। অগ্নে। আ। গহি। তং। মা। সং। সৃজ। বর্চসা॥ ২৩॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পয়স্বান্' (অমৃতবিশিষ্ট, জলদেবতাসহ অভিন্ন) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব), 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে) 'আপঃ' (জলদেবতাঃ) 'অন্বচারিষং' (অনুপ্রবিষ্টোঽস্মি, জলদেব সহ তব অচ্ছেদ্যসম্বন্ধং জ্ঞাত ইত্যর্থঃ), 'রসেন' (তত্ত্বজ্ঞানরূপেণ) সমগস্মহি' (সঙ্গতাঃ স্মঃ, সম্যক্ মিলিতা বয়মিত্যর্থঃ), 'আগহি' (হে দেব! অভিন্নভাবেন অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ); 'তং'-(তথাবিধং জলদেবতয়া সহ তব অভিন্নত্বজ্ঞানসম্পন্ন।) 'মা' (মাং, প্রার্থনা-কারিণং) 'বর্চ্চসা' (তেজসা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানেন সহ) 'সংসৃজ' (সংযোজয়, জ্ঞানবন্তং কুর্ব্বিতি ভাবঃ)। এষ ঋঙ্মন্ত্রঃ অগ্নিদেবেন সহ জলদেবতায়া অভিন্নত্বং সূচয়তি। (১ম—২৩সূ—২৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জলদেবতাসহ অভিন্ন (অমৃত-যুক্ত) হে অগ্নিদেব! অদ্য জলদেবতার সহিত আপনার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়াছি; আপনাদের তত্ত্বজ্ঞানরূপ রসের অস্বাদ পাইয়াছি; হে দেব! আপনি (জলদেবতার সহিত অভিন্নভাবে) আগমন করুন; এবং এবম্ভূত প্রার্থনাকারী আমাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান প্রদান করুন। (১ম—২৩সূ—২৩ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

অদ্যাস্মিন্ দিনেঽবভৃথার্থমাপোঽন্বচারিষং। জলান্যনুপ্রবিষ্টোঽস্মি। প্রবিশ্য চ রসেন জল-সারেণ সমগস্মহি। সঙ্গতাঃ স্ম। হে অগ্নে পয়স্বান্ জলে বর্ত্তমানত্বেন পয়োযুক্তস্ত্বমাগহি। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। তং মা তাদৃশং স্নাতং মাং বর্চ্চসা তেজসা সংসৃজ। সংযোজয়॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অদ্য অর্থাৎ এই দিনে অবভৃথের (যজ্ঞাঙ্গ শেষ স্নান) নিমিত্ত জলসমূহে আমি অনুপ্রবিষ্ট হইতেছি। প্রবেশ করিয়া রস অর্থাৎ জলের সার বস্তুর সহিত আমরা সম্মিলিত হইতেছি। হে অগ্নিদেব! আপনি জলে অবস্থিত; অতএব, এই (আমাদিগের অনুষ্ঠিত) কর্ম্মে জলযুক্ত হইয়া আগমন করুন। তাদৃশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নাত যে আমি, সেই আমাকে (স্বীয়) তেজের দ্বারা (এই কর্ম্মে) সংযোজিত করুন।

আপঃ। কর্ম্মণি শসি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন জস্। অচারিষং। চর গত্যর্থঃ। লুঙি চ্লেঃ সিচ্ আর্দ্ধধাতুকস্যেড্বলাদেঃ। পা০ ৭।২।৩৫। ইতীট্। নেটি। পা০ ৭।২।৪। ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধে প্রাপ্তে তদপবাদত্বাতো ল্রান্তস্য। পা০ ৭।২।২। ইত্যুপধায়া বৃদ্ধিঃ। অগস্মহি। সমো গম্যৃচ্ছিভ্যাং। পা০ ১।৩।২৯। ইত্যাত্মনেপদং চ্লেঃ সিচ্। মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুগভাবশ্ছান্দসঃ। একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাদিতীট্প্রতিষেধঃ। বা গমঃ। পা০ ১।২।১৩। ইতি সিচঃ কিত্ত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। গহি। লোটি গমেঃ সিপো হিঃ। অপিত্ত্বেন ঙিত্ত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। অতো হেরিতি লুগ্ন ভবতি। অসিদ্ধবদত্রাভাদিতি মলোপস্যাসিদ্ধত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

ত্রয়োবিংশ (২৫১) ঋকের বিশদার্থ।

-:*:-

এ ঋকের ভাবপরিগ্রহ একটু আয়াস-সাপেক্ষ। দেবতাই এ ঋকের লক্ষ্য বটে; কিন্তু সম্বোধন অগ্নিকে করা হইয়াছে। তাহাতে অগ্নিদেবের সহিত অপ্-দেবের একাত্মত্ব সূচিত হয়। "পয়স্বান্" শব্দ অগ্নি-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—ভাষ্যকারগণ সকলেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া

"আপঃ" এই পদটীতে, কর্ম্মকারকে 'শস্' প্রত্যয়ের প্রাপ্তিতে পরিবর্ত্তে 'জস' বিভক্তি হইয়াছে। "অচারিষং" এই পদটী, গত্যর্থক 'চর্' ধাতুর উত্তর লুঙের চ্লি'র স্থানে 'সিচ্' করিয়া "আর্দ্ধধাতুকস্যেড্বলাদেঃ" (পা০ ৭।২।৩৫) এই সূত্র দ্বারা ইট্ (ই) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "নেটি" (পা০ ৭ ২ ৪) এই সূত্র দ্বারা বৃদ্ধির নিষেধ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু তাহার নিষেধ হেতু "অতো ল্রান্তস্য" (পা০ ৭।২।২) এই সূত্র দ্বারা উপধা-স্বরের (চ-এর অ-কারের) বৃদ্ধি হইয়াছে। "অগস্মহি" এই পদটীতে, "সমো গম্যৃচ্ছিভ্যাং" (পা০ ১৷৩২০) এই সূত্র দ্বারা আত্মনেপদ হইয়া 'চ্লি'এর স্থানে সিচ্, "মন্ত্রে ঘস" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ছান্দস-প্রযুক্ত চ্লি-লোপের অভাব হইয়াছে। এস্থলে "একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ" এই সূত্র দ্বারা ইট্ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং "বা গমঃ" (পা০ ১২।১৩) এই সূত্র দ্বারা সিচ্ প্রত্যয়ের কিত্ত্ব হেতু "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অনুনাসিক বর্ণের লোপ হইয়াছে। "গহি" এই পদটী, গত্যর্থক 'গম্' ধাতুর উত্তর লোট বিভক্তির সিপের স্থানে 'হি' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'হি'এর পিত্ত্ব না হইয়া ঙিত্ত্ব হেতু "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অনুনাসিকের (ম-এর) লোপ হইয়াছে এবং "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" এই নিয়মে ম-লোপ অসিদ্ধবৎ হওয়ায়, "অতো হেঃ" এই সূত্র দ্বারা হি-এর লোপ হয় নাই ॥ ২৩ ॥

গিয়াছেন। বিভক্তি-ব্যত্যয়ে উহাকে 'অগ্নে' পদেরই বিশেষণ কল্পনা করা হইল। অথবা,—'হে অগ্নে! ত্বং পয়স্বান্';—ইত্যাদিরূপ অন্বয় করিলেও চলিত। তাহাতেও মূলে একই অর্থ দাঁড়ায়। 'পয়স্বান্' অগ্নিদেব হইলেই জলদেবতার সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব বুঝা যায়। তার পর, ঋকের বিবেচ্য—'অন্ত' শব্দ। 'অন্বচারিষং' শব্দে 'অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি' ভাব আসে। 'অন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি'—ইহাতে কি বুঝায়? জলদেবতা-সংক্রান্ত কয়েকটী ঋকের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি,—জলের মধ্যে অগ্নি আছেন, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এখানে যেন বলা হইতেছে,—'আমি আজ শুভক্ষণে এই ঋঙ্মন্ত্র কয়েকটী উচ্চারণ করিয়াছি; যাহার ফলে তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব আজ আমার উপলব্ধ হইয়াছে—তোমার মধ্যে আমি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি; তুমি অগ্নিদেব যে জলদেবতার সহিত অভিন্ন, আজ তাহা বুঝিয়াছি; বুঝিয়া, অভিন্ন-ভাবে তোমাদিগের করুণা প্রার্থনা করিতেছি।' কেহ কেহ 'অন্বচারিষং' পদে 'স্নান করিয়াছি',—এই অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থ আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। এখানে জলদেবতার সহিত অগ্নিদেবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছি,—এই ভাবই অধ্যাহৃত হয়।

"রসেন সমগস্মহি" বাক্যে জলের সহিত মিলিত হওয়ার ভাব আসে না। এখানে 'রসেন' শব্দে 'তত্ত্বজ্ঞানরূপ রসের' এবং 'সমগস্মহি' শব্দে 'সম্যক্-রূপে মিলিত হওয়া' অর্থই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ,—'তোমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, পরম-তত্ত্ব-জ্ঞানলাভরূপ আনন্দ-রসে হৃদয় অভিষিক্ত হয়,'—এইরূপ ভাবই আমনন করা যাইতে পারে। 'আগহি' ক্রিয়াপদে 'তুমি অভিন্ন ভাবে এস,' 'আমাদের সম্বন্ধে অভিন্ন-ভাব সঞ্জাত হউক,'—এইরূপ অর্থই মনে আসে। ঋকের 'ত্বং' শব্দে সেই অভিন্ন জ্ঞান-সম্পন্নতার বিষয়ই সূচনা করিতেছে। "বর্চ্চসা সংসৃজ" বাক্যে 'আমার হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান যোজনা করুন অর্থাৎ আমি যেন শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে জ্ঞানী হই,' এই ভাব প্রকাশ পায়।

এ ঋকের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, সে সকল অর্থের বিষয় এবং আমরা যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম, তাহার বিষয় তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুধিগণ কোন্ অর্থ সঙ্গত, তাহা স্থির করিয়া

লইবেন। পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। * (১ম—২৩সূ—২৩ঋ)।

চতুর্ব্বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশসূক্তং। চতুর্ব্বিংশী ঋক্)।

সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা।

বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎসহ ঋষিভিঃ॥ ২৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। মা। অগ্নে। বর্চসা। সৃজ। সং। প্রঽজয়া। সং। আয়ুষা

বিদ্যুঃ। মে। অস্য। দেবাঃ। ইন্দ্রঃ। বিদ্যাৎ। সহ। ঋষিঽভিঃ॥ ২৪॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'মা' (মাং) 'বর্চ্চসা' (তেজসা, জ্ঞানেন) 'প্রজয়া' (সন্তত্যা, লোকানুরাগেণ) 'আয়ুষা' (আয়ুর্ব্বর্দ্ধনেন, সৎকর্ম্মপরত্বেন) 'সংসৃজ' (সংযোজয়, বর্চ্চঃ-প্রজায়ুংষি বর্দ্ধয়, অথবা, জ্ঞানেন, লোকানুরাগেণ, সৎকর্ম্মণাসহ আয়ুর্ব্বৃদ্ধিং কুরু ইতি ভাবঃ।) 'অস্য মে' (প্রার্থনাকারিণঃ অনুষ্ঠানমিতি যাবৎ) 'দেবাঃ' (দেবনিবহাঃ) 'বিদ্যুঃ' (জানীয়ুঃ), 'ঋষিভিঃ সহ' (অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৃভিঃ সহ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, পরমেশ্বরঃ) 'বিদ্যাৎ' (জানীয়াৎ)। অহং এবম্ভূতঃ সৎকর্ম্মকর্ত্তা স্যাং যৎ কর্ম্ম পরমেশ্বরসামীপ্যং লভতে। (১ম—২৩সূ—২৪ঋ)।

* প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—(১) "অদ্য আমি যজ্ঞান্তে স্নান করিতে জলে অবগাহন করিয়াছিলাম এবং জলের যে সার তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে জলমধ্যস্থিত তেজঃ পদার্থ তুমি আমাকে তেজস্বী কর; কারণ আমি স্নান করিয়াছি।" (২) "অদ্য (স্নান-হেতু) জলে প্রবেশ করিতেছি, জলরসে সঙ্গত হইয়াছি; হে জলস্থিত অগ্নি! আইস, আমাকে তেজঃপূর্ণ কর।"

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমার তেজঃ (জ্ঞান), সন্ততি এবং আয়ুঃ আপনি বর্দ্ধিত করুন। আয়ু, সন্ততি ও তেজঃসম্পন্ন আমার কর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহ যেন দেবগণের প্রীতিসাধন করে, এবং অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ঋষিগণের সহিত সেই পরমেশ্বর ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হয়। (১ম—২৩সূ—২৪ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে অগ্নে বর্চ্চঃ প্রজায়ুর্ভির্ম্মাং সংযোজয়। দেবাঃ সোমপাতারোঽস্য মে যজমানস্য বিদ্যুঃ। অনুষ্ঠানং জানীয়ুঃ। কিঞ্চ। ইন্দ্রশ্চ ঋষিগণৈঃ সহ মমানুষ্ঠানং বিদ্যাৎ। জানীয়াৎ॥

বিদ জ্ঞানে। লিঙ্ও ঝের্জ্জুস। পা০ ৩।৪।১০৮। যাসুট্। লিঙঃ সলোপঃ। পা০ ৭।২।৭৯। ইতি সকারলোপঃ। উস্যপদান্তাৎ। পা০ ৬।১।৯৬। ইতি পররূপত্বং। যাসুট উদাত্তত্বেনৈকাদেশ উকারোঽপ্যুদাত্তঃ। অস্য। ঊদমোঽস্বাদেশ ইত্যাশনুদাত্তঃ। বিভক্তিরপি সুপ্ত্বেনানুদাত্তা। সহ ঋষিভিরিত্যত্র ঋত্যকঃ। পা০ ৬।১।১২৮। ইতি প্রকৃতিভাবঃ॥ ২৪॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বাদশো বর্গঃ॥ ১২॥

ঋক্‌সংহিতায়াং প্রথমমণ্ডলে পঞ্চমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥৫॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি, আমাকে তেজঃ, প্রজা ও আয়ুর সহিত সংযোজিত করুন। সোমপানকারী দেবগণ, যেন যজমান্ আমার অনুষ্ঠানকে জানিতে পারেন। আরও, ইন্দ্রদেবও যেন ঋষিদিগের সহিত আমার অনুষ্ঠানকে জানিতে পারেন।

"বিদ্যুঃ" এই পদটী, জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর উত্তর লিঙ্ বিভক্তির 'ঝি'এর স্থানে "লিঙিঝের্জুস্" সূত্রানুসারে 'যাসুট্' আদেশে "লিঙঃ সলোপঃ" (পা০ ৭।২।৭৯) এই সূত্র দ্বারা স-কারের লোপ এবং "উস্যপদান্তাৎ" (পা০ ৭।১।৯৬) এই সূত্র দ্বারা পররূপত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যাসুট্' প্রত্যয় উদাত্ত বলিয়া, তাহার একাদেশে উ-কারটীও উদাত্ত হইয়াছে। অস্য এই পদটীর "ইদমোঽস্বাদেশে" এই নিয়মে 'অশন্' (অ-কার) উদাত্ত এবং সুপ্ বলিয়া বিভক্তিস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। "সহ ঋষিভিঃ" এস্থলে সমাসান্ধি না হইয়া "ঋত্যক" (পা০৬।১।১২৮) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হইয়াছে॥ ২৪॥

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

ঋক্‌সংহিতাতে প্রথম মণ্ডলে পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত॥ ৫॥

* * *

চতুর্ব্বিংশ (২৫২) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখা যায়,—এ ঋকের প্রার্থনায় শক্তি, সন্তান-সন্ততি এবং আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; আর প্রকাশ পাইয়াছে,—আমার আড়ম্বর-পূর্ণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান যেন দেবগণের জানিত হয় এবং ঋষিগণ ও ইন্দ্রদেব যেন তাহা জানিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। সাধারণ স্তরের প্রার্থীর পক্ষে ঐরূপ প্রার্থনাই সম্ভবপর হয়। মানুষ-ভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা ঐরূপ প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা একটু উচ্চ-স্তরের সাধক, তাঁহাদের নিকট এই প্রার্থনাই আবার আর এক উদার উচ্চ ভাব প্রকাশ করে। তখন 'বর্চ্চসা' শব্দে 'সাধারণ তেজঃ বা শক্তি' অর্থ সূচনা করে না; তখন ঐ শব্দের অর্থ হয়,—'জ্ঞানরূপ শক্তি বা তেজঃ।' 'প্রজয়া' পদের অর্থ তখন আর কেবল আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না; তখন ঐ পদে প্রজা-মাত্রকেই মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতির চক্ষে দর্শনের ভাব আমনন করে। 'আয়ুষা' শব্দে তখন আর বৃথা আয়ুর্ব্বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে না; ঐ শব্দে তখন সৎকর্ম্মশীল আয়ুর আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। 'অস্য মে' শব্দদ্বয়ে তখন আর প্রার্থনাকারীর অন্যরূপ অনুষ্ঠানের ভাব ব্যক্ত হয় না; তখন 'অস্য' শব্দে পূর্ব্বকথিতরূপ সমষ্টিভূত জ্ঞান, লোকানুরাগ ও সৎকর্ম্ম-শীল আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রসঙ্গই অধ্যাহৃত হয়। 'দেবাঃ বিদুঃ' বাক্যে 'দেবগণ জানুন' অথবা 'দেবভাব-নিবহের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হউক,' এই ভাব আসিতে পারে। "ঋষিভিঃ সহ ইন্দ্রঃ বিদ্যাৎ" বাক্যে এই বুঝায় যে,—'আমার জ্ঞান, আমার লোকানুরাগ, আমার সৎকর্ম্মনিবহ, আমার ত্যাগশীলতা প্রভৃতি এমন হউক, যাহার প্রতি ঋষিগণের ও ইন্দ্রদেবের শুভ-দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যিনি যে গুণে গুণান্বিত, যিনি যে ভাবে ভাবান্বিত, তাঁহার দৃষ্টি—তাঁহার অনুরাগ, সেই গুণের—সেই ভাবের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। সে হিসাবে, এখানকার ভাব এই যে,—'আমি যেন অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ঋষিগণের ন্যায় ত্যাগশীল ও সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; সেই ঋষিগণের দৃষ্টি যেন আমার

প্রতি নিপতিত হয়,—তাঁহারা যেন আমার কর্ম্ম, আমার ত্যাগশীলতা দর্শনে বিমুগ্ধ হন। আমার কর্ম্ম যেন ইন্দ্রাদি দেবগণের পরিজ্ঞাত হয়; অর্থাৎ আমার কর্ম্ম দেবোদ্দেশ্যে বিহিত হওয়ায় তৎপ্রতি যেন দেবতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলতঃ, আমি যেন এমন কর্ম্ম করিতে পারি, যে কর্ম্ম ভগবানের প্রিয় অর্থাৎ ভগবৎ-সংশ্রবযুক্ত হয়।' মানুষ প্রথমে শক্তিসামর্থ্য চায়, আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কামনা করে এবং সন্তান-সন্ততির জন্য লালায়িত হয়। সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে, আয়ুঃ শক্তি ও সন্তান-সন্ততি চাহিতে চাহিতে, ভবদনুকম্পা প্রাপ্ত হয়। এখানে সে ভাবও ব্যক্ত আছে; আবার যাঁহারা আয়ুঃ শক্তি ও সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি প্রার্থনার অতীত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, এই প্রার্থনাতেই তাঁহাদের প্রার্থনা অন্যরূপ ভাব ব্যক্ত করে। তাঁহারা ঐহিকের কোনও সুখ-সম্পদের কামনা না করিয়া, এই প্রার্থনার মধ্য দিয়াই, ভগবানের সামীপ্য-সাযুজ্য-লাভের উপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এক পক্ষ ভাবিতে পারেন,—ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে দেব! আমায় শক্তি-সামর্থ্য দেও, আমায় সন্তান-সন্ততি দেও, সুখভোগের জন্য আমায় দীর্ঘায়ু দেও।' অপর অক্ষ আবার ভাবিতে পারেন,—এ ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে দেব! আমায় সত্য জ্ঞান দেও; হে দেব! আমার অন্তরে লোকানুরাগ বর্দ্ধিত কর; আর হে দেব! আমায় ঋষিগণের ন্যায় সৎকর্ম্মশীল আয়ুঃ প্রদান কর।' সাধারণ অসাধারণ দুই শ্রেণীর সাধকের পক্ষে এই দুই ভাব অন্তরে ধারণ করিয়া এ ঋক প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—২৫সূ—২৪ঋ)।

—o—

চতুর্ব্বিংশ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠেঽনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্র কস্য নূনমিতি পঞ্চদশর্চ্চং প্রথমং সূক্তং। অজীগর্ত্তপুত্রস্য শুনঃশেপস্যার্ষং। ত্রৈষ্টুভং। অভি ত্বা দেবেতি তৃচো গায়ত্রঃ। আদ্যায়া

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠ অনুবাকে সপ্ত (সাতটী) সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম সূক্ত 'কস্যনূনম্' ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্ বিশিষ্ট। তাহার ঋষি অজীগর্ত্ত মুনির পুত্র শুনঃশেপ নামক মুনি। ত্রিষ্টুভ ছন্দঃ। 'অভিত্বা দেব' ইত্যাদি তিনটী ঋকের ছন্দঃ—গায়ত্রী। প্রথম

অনিরুক্তত্বাৎ প্রজাপতির্দ্দেবতা। অগ্নের্ব্বয়মিত্যস্যাগ্নিঃ। অভি ত্বা দেবেত্যস্য তৃচস্য সবিতা। ভগভক্তস্যেত্যেষা ভগদেবতাকা বা। শেষা বারুণ্যঃ। তথা চানুক্রান্তং। কস্য পঞ্চোনাজিগর্ত্তিঃ শুনঃশেপঃ স কৃত্রিমো বৈশ্বামিত্রো দেবরাতো বারুণং তু ত্রৈষ্টুভমাদৌ কার্য্যাগ্নেয্যৌ সাবিত্রস্তৃচো গায়ত্রোঽস্যান্ত্যা ভাগী বেতি॥

রাজসূয়েঽভিষেচনীয়েঽহনি মরুত্বতীয়ে পারসমাপ্তে সত্যেতদাদিকং সূক্তসপ্তকমভিষিক্তস্য পুত্রাদিভিঃ পরিবৃতস্য রাজ্ঞঃ পুরস্তাদ্ধোত্রাখ্যাতব্যং। তথা চ সূত্রেঽভিহিতং। সংস্থিতে মরুত্বতীয়ে দক্ষিণত আহবনীয়স্য হিরণ্যকশিপাবাসীনোঽভিষিক্তায় পুত্রাপত্যপরিবৃতায় রাজ্ঞে শৌনঃশেপমাচক্ষীত। আ০ ৯।৩। ইতি। ব্রাহ্মণং চ ভবতি। তদেতৎপর ঋক্শতগাথং শৌনঃশেপমাখ্যানং তদ্ধোতা রাজ্ঞেঽভিষিক্তায়াচষ্টে হিরণ্যকশিপাবাসীনঃ প্রতিগৃণাতীতি॥

তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

ঋকের নিরুক্তত্ব না হওয়ায় (কোনও দেবতার উল্লেখ না থাকায়) ঋকের দেবতা প্রজাপতি। 'অগ্নের্ব্বয়ং' এই মন্ত্রের দেবতা—অগ্নি। "অভিত্বা দেব" প্রভৃতি তৃচের (তিনটী ঋকের) দেবতা—সূর্য্য, এবং 'ভগভক্তস্য' এই ঋকের দেবতা—'ভগ'। অন্যান্য অবশিষ্ট ঋক্-সকলের দেবতা—বরুণ। উক্ত বিষয়ে এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে,—'অনুক্ত পর্য্যন্ত (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রকারান্তর না বলা হয়), 'কস্যনূনম্' ইত্যাদি পঞ্চ অপেক্ষায় অল্প-সংখ্যক ঋকের ঋষি অজিগর্ত্ত মুনির পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। তিনি (সেই শুনঃশেপ মুনি) বিশ্বামিত্রমুনির কৃত্রিমপুত্র—দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ।* বরুণ দেবতা, ত্রিষ্টুভ ছন্দঃ। প্রথম ঋক্দ্বয়ের দেবতা যথাক্রমে প্রজাপতি ও অগ্নি। (পরে) সাবিত্র তৃচ অর্থাৎ তৃচের সবিতা (সূর্য্য) দেবতা; তাহার গায়ত্রী ছন্দঃ। উক্ত তৃচের শেষ ঋকের দেবতা ভগ (তাহা 'ভাগী' নামে খ্যাত)।

রাজসূয়-যজ্ঞে অভিষেক-যোগ্য দিবসে মরুত্বতীয় কার্য্য অর্থাৎ যে কার্য্যে মরুত্বান্ (ইন্দ্র) দেবতা—সেই কার্য্য, সমাপ্ত হইলে, অভিষিক্ত এবং পুত্রাদি আত্মীয় জন পরিবেষ্টিত মহারাজের সম্মুখে, হোতা এই সাতটী সূক্ত বলিবেন। এতদ্বিষয়ে আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—মরুত্বতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে (হোতা) আবহনীয় অগ্নির দক্ষিণে হিরণ্যকশিপুতে (অর্থাৎ স্বর্ণনির্ম্মিত আসন-বিশেষে) উপবিষ্ট হইয়া, অভিষিক্ত এবং সন্তান সন্ততি-পরিবৃত রাজাকে শৌনশেপ (অর্থাৎ শুনঃশেপ-মুনি-কথিত সূক্ত) বলিবেন।' (আ০ ৯।৩)। ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশেও কথিত আছে,—'তদেতৎপর ঋক্শতগাথং শৌনঃশেপমাখ্যানং তদ্ধোতা রাজ্ঞেঽভিষিক্তায়াচষ্টে হিরণ্যকশিপুপাবাসীনঃ প্রতিগৃহ্ণাতি' ইতি। অর্থাৎ, এই সূক্ত ঋক্-সম্বন্ধে শত শত প্রশংসাবাদযুক্ত এবং শুনঃশেপমুনি কথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। হোতা হিরণ্যকশিপুতে আসীন হইয়া তাহা অভিষিক্ত রাজাকে বলিবেন এবং পরে রাজপ্রদত্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিবেন। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ বলিতেছেন।

* 'শুনঃশেপ' ঋষির নাম কোনও কোনও স্থলে 'শুনশেফ' রূপে পঠিত হয়।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ
চতুর্ব্বিংশং সূক্তং। ত্রয়োদশশ্চতুর্দ্দশঃ পঞ্চদশশ্চ বর্গাঃ॥

চতুর্ব্বিংশ-সূক্তং।

এই চতুর্ব্বিংশ-সূক্তের সহিত একটী বিচিত্র উপাখ্যানের সংশ্রব সূচনা করা হয়। এই সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম—শুনঃশেপ। অজিগর্ত্তের পুত্র বলিয়া তিনি পরিচিত। শুনঃশেপ ও অজিগর্ত্ত সম্বন্ধে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে, রামায়ণে এবং বিভিন্ন পুরাণে এক উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যানের মর্ম্ম এই যে,—রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র-কামনায় বরুণ-দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় বাক্য ছিল,—যদি তাঁহার পুত্র-সন্তান লাভ হয়, সে পুত্রকে তিনি বরুণ-দেবের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিবেন। পরিশেষে বরুণদেবের অনুগ্রহে তিনি এক পুত্র-সন্তান লাভ করেন। সেই পুত্রের নাম—রোহিত। পুত্র রোহিত কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা-পালন জন্য আত্মদানে সম্মত হন না; পরন্তু পিতার অজ্ঞাতে স্থানান্তরে পালাইয়া যান। রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন বরুণ-দেবের নিকট প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য শুনঃশেপ নামক একটী ঋষি-বালককে ক্রয় করেন এবং সেই ঋষিবালককে আপনার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া বরুণ-দেবের উদ্দেশ্যে বলি-প্রদানে উদ্যত হন। যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া, শুনঃশেপ পরিত্রাণ-লাভের আশায় দেবগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। শুনঃশেপ যথাক্রমে প্রজাপতির, অগ্নিদেবের, সবিতাদেবতার, বরুণের, বিশ্বদেবগণের, ইন্দ্রের, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এবং ঊষা-দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মুক্তি-লাভ হয়। তিনি বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থনার সময় যে মন্ত্রে যাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রগুলি এই সূক্তে এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী সূক্তে নিবদ্ধ আছে,—ইহাই সাধারণতঃ কথিত হয়।

উপাখ্যানোক্ত ব্যক্তিগণের এবং ঘটনাবলির সম্বন্ধে নানারূপ মত প্রচলিত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (উক্ত ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় শেষকাণ্ড-সমূহের) মতে, পুত্রের নাম—রোহিত এবং পিতার নাম—রাজা হরিশ্চন্দ্র। তাঁহার পুরোহিত ছিলেন—বিশ্বামিত্র। তদনুসারে ঋষির নাম—অজিগর্ত্ত; ঋষিপুত্র—শুনঃশেপ। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে প্রকাশ,—রোহিত বনে গমন করিয়া ঋষিপুত্র শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়া আনেন। রোহিতের পরিবর্ত্তে শুনঃশেপকে বলিগ্রহণ করিতে বরুণদেব সম্মত হইয়াছিলেন। রামায়ণের (বালকাণ্ড, ৬২—৬৩ অঃ) মতে ঘটনার কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তাহাতে রাজার নাম—অম্বরীষ; শুনঃশেপের পিতার নাম—ঋচিক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে—এক এক দেবতার উপাসনা-কালে সেই সেই দেবতা অন্যান্য দেবতার উপাসনায় উপদেশ দিয়াছিলেন। রামায়ণের মতে, বিশ্বামিত্র ঋষির নিকট কয়েকটী মন্ত্র জ্ঞাত হইয়া শুনঃশেপ সেই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক মুক্তি-লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে এবং সংহিতাদিতে অল্পাধিক রূপান্তরে উপাখ্যানটী স্থান পাইয়াছে।

সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের সহিতই এই সূক্তের সম্বন্ধ-সূচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝা যায়, এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটী পাশচ্ছেদন-মূলক—বন্ধন-মোচনমূলক। এই সংসার-রূপ যূপকাষ্ঠে বিষম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষ যখন পরিত্রাহি ডাক ডাকিতে থাকে, সেই সময় এই মন্ত্রের প্রার্থনা আবশ্যক হয়। শুনঃশেপ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি-এ। অথবা, তিনি এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিষম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন; এ কথা প্রচারিত আছে। মন্ত্রের সহিত তাঁহার এইটুকু মাত্র সম্বন্ধ ভিন্ন, কোনও ঘটনা-বিশেষ উপলক্ষে এই মন্ত্র রচিত হয় নাই। যে কোনও রূপের বন্ধন হউক না কেন, আবহমান-কাল এই মন্ত্র উচ্চারণে সাধক সে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন;—ইহাই এ সূক্তের উপযোগিতা। ঋষি শুনঃশেপ এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহ উচ্চারণ করিয়া কোনও-সুফল লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণেতিহাসের অঙ্কে সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া, মন্ত্র যে তদুপলক্ষে রচিত ও প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে পারি না। অপিচ, শুনঃশেপের কাহিনীর মধ্যেও রূপক অলঙ্কার বিদ্যমান আছে, মনে করিতে পারি। ফলতঃ, এ সূক্তকে সাধারণ-ভাবে বন্ধনমোচন-প্রার্থনা-মূলক বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

এই সূক্ত-উপলক্ষে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী অনেকে ঋগ্বেদের সময়ে ভারতবর্ষে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া ঘোষণা করেন। * কিন্তু যে যুক্তির সাহায্যে তাঁহারা ভারতীয় আর্য্য-সমাজের মধ্যে নরবলি-প্রথা অব্যাহত দেখিতে পান; সেই যুক্তির অনুসরণ করিলে প্রাচীন ভারত যে সমুন্নত ও সম্পূর্ণরূপে সুসভ্য ছিল, তাহা তাঁহাদিগের স্বীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য হয়। সূক্তের কোনও মন্ত্রে নরবলির প্রসঙ্গ নাই; অথচ, একমাত্র শুনঃশেপের নাম ও পুরাণে তাঁহার উপাখ্যান দেখিয়াই সূক্তটীকে নরবলির প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যত্র যে সকল সূক্তে বা যে সকল ঋকে চরম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহ বিবৃত আছে, অথবা গভীর দার্শনিক বিষয়-সমূহ আলোচিত রহিয়াছে, অথবা পরমশ্রেয়স্কর আধ্যাত্মিক নিগূঢ়-তত্ত্বের সমাবেশ দেখিতে পাই; সেগুলিকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া হয়। অসভ্য-সমাজের নীচ আদর্শগুলির সময় বেদ-বাক্যের সত্যতা আছে; আর সুসভ্য-সমাজের অতি-স্পৃহনীয় আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইতেছে;—ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয় নহে কি?

এই সূক্তের মধ্যে বহু সমস্যার বিষয় আছে। সাধারণ-দৃষ্টিতে এই সূক্তের এক একটী মন্ত্রের অভ্যন্তরে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ ভাব পরিদৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সূক্তের সর্ব্বত্রই পরম তত্ত্ব—বন্ধন-মোচনের প্রকৃষ্টতর পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সূক্তের এক একটী মন্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হউন; পরম-তত্ত্ব আপনিই অধিগত হইবে,—বন্ধন-মোচনের পথ পুরোভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন।

* *Vide* Dr. Rajendra Lal Mitra's '*Indo Aryans:—Human Sacrifice.*

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠাঽনুবাকে চতুর্ব্বিংশসূক্তং। ঋষি অজিগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ।
ত্রিষ্টুপ্‌গায়ত্রশ্চ ছন্দঃ। প্রজাপতিরগ্নিঃসবিতাবরুণশ্চ দেবতাঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে

চারু দেবস্য নাম।

কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দ্দাৎ

পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কস্য। নূনং। কতমস্য। অমৃতানাং। মনামহে। চারু। দেবস্য

নাম। কঃ। নঃ। মহ্যৈ। অদিতয়ে। পুনঃ। দাৎ

পিতরং। চ। দৃশেয়ং। মাতরং। চ॥ ১

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অমৃতানাং' (দেবানাং, মরণরহিতানাং) 'কস্য' (কিংবিধস্য) 'কতমস্য' (শ্রেষ্ঠস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'চারু' (অসাধারণং, যথার্থং) 'নাম' (স্বরূপং) 'মনামহে' (হৃদি ধারয়াম, মনসি অনুধ্যায়েম); 'কঃ' (দেবঃ) 'ন' (অস্মান্) 'পুনঃ' (পুনরপি) 'মহ্যৈ' (মহতে, মহিমান্বিতায়) 'অদিতয়ে' (সীমারহিতায়, অনন্তায়) 'দাৎ' (আশ্রয়ং দদ্যাৎ),

'চ' (তথা) 'পিতরং মাতরং চ' (পিতৃমাতৃস্বরূপং পরমেশ্বরং) 'দৃশেয়ং' (পশ্যেয়ং)। এষা ঋক্ আত্মসম্বোধনমূলিকা ইষ্টদেবোদ্দেশ্যে প্রার্থনাসূচিকা বা। যস্মাৎ আগচ্ছাম, যত্র বা গমিষ্যাম, কেনোপায়েন তৎস্থানং প্রাপ্স্যামঃ। যো হি স্রষ্টাঃ, যো হি পালকঃ, যো হি আশ্রয়দাতা, কথং বা তং জ্ঞাস্যামি! ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৪সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ কোন্ দেবতার যথার্থ-স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ (অনুধ্যান) করিব? কোন্ দেবতা আমাদিগকে পুনরায় সেই মহিমান্বিত অনন্তে আশ্রয় দিবেন; এবং (কোন্ দেবতার অনুগ্রহে) পিতৃমাতৃ-স্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিব (প্রাপ্ত হইব)? (১ম—২৪সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

কস্যেত্যনবর্চ্চা শুনঃশেপো যূপে বদ্ধঃ কান্দিশীকঃ কং দেবমুপধাবানীতি বিচিকিৎসতি। তথা চাম্নায়তে। কতমাহং দেবতা উপধাবানীতি। স প্রজাপতিমেব প্রথমং দেবতানামুপসসারেতি বয়ং শুনঃশেপনামকা অমৃতানাং দেবতানাং মধ্যে কতমস্য কিংজাতীয়স্য কস্য দেবস্য চারু শোভনং নাম মনামহে। উচ্চারয়ামঃ। কো দেবো মাং মুমূর্ষুং পুনরপি মহ্যৈ মহত্যৈ অদিতয়ে পৃথিব্যৈ দাৎ দদ্যাৎ। তেন দানেনাহমমৃতঃ সন্ পিতরং মাতরং চ দৃশেয়ং। পশ্যেয়ং। কো হ বৈ নাম প্রজাপতিরিতি শ্রুতেঃ কস্যেতি শব্দসামান্যাদনয়া প্রজাপতিরেবোপসৃত ইতি গম্যতে॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'কস্য নূনং' এই ঋকের দ্বারা যূপকাষ্ঠে বদ্ধ শুনঃশেপ মুনি 'কোন্ দিকে যাই, কোন্ দেবতাকে আশ্রয় করি'—এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন। তাহা শ্রুতিতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে;—'আমাকে হনন করিবে। দেবতার শরণাপন্ন হই'; এবং 'সেই শুনঃশেপ মুনি দেবতাগণের মধ্যে প্রথমে প্রজাপতির নিকট গিয়াছিলেন (এস্থলে উপসনার এই ক্রিয়ার অর্থ মানস-গমন বুঝিতে হইবে।)' শুনঃশেপ মুনি আমি, দেবতাগণের মধ্যে কি জাতীয় কোন্ দেবের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিব? কোন্ দেব মরণাপন্ন এমন আমাকে মহতী (বিশাল) পৃথিবীর নিকট দান করিবে অর্থাৎ আমাকে মরণ হইতে রক্ষা করিয়া এই বিশাল ভূমিমণ্ডলে স্থান দিবেন। আর সেই দান নিমিত্ত আমি মরণরহিত হইয়া পিতা ও মাতাকে পুনরায় দেখিব? 'কো হ বৈ নাম প্রজাপতিঃ' এই শ্রুতি হেতু এবং 'কস্য' এইরূপ সামান্য শব্দ থাকায় এই ঋকের দ্বারা প্রজাপতি-দেবের সমীপে গিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অর্থাৎ, 'ক' শব্দের অর্থ প্রজাপতি। এ মন্ত্রে কোনও বিশেষ দেবতার উল্লেখ নাই, কেবল "কস্য" এই শব্দ আছে। অতএব শুনঃশেপ যে প্রজাপতি দেবের নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই মন্ত্র হইতে তাহা প্রতীত হইতেছে।

কতমস্য। কিংশব্দাদ্বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা০ ৫।৩।৯৩। চিত ইত্যন্তো-দাত্তত্বং। অমৃতানাং। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে নঞোঽজরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মনামহে। মন জ্ঞানে। ব্যত্যয়েন শপ্। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। মহ্যৈ। উদাত্তয়নো হল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দাৎ। গতিস্থা। পা০ ২।৪।৭৭। ইতি সিচো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডাগমাভাবঃ। দৃশেয়ং। দৃশির্ প্রেক্ষণে। আশীর্লিঙিমিপোঽম্। দৃশেরগ্বক্তব্যঃ। পা০ ৩।১৮৬।৩। ইত্যক্প্রত্যয়ঃ। অতো যেয়ঃ। আদ্গুণঃ। যাসুটঃ স্বরেণৈকার উদাত্তঃ। মাতরং চেত্যত্র চ শব্দাদ্দৃশেয়মিত্যনুষজ্যতে। অতস্তদপেক্ষয়ৈষা তিঙ্বিভক্তিঃ প্রথমেতি চবাযোগে প্রথমেতি ন নিহন্যতে॥ ১॥

প্রথম (২৫৩) ঋকের বিশদার্থ

সাধারণ-দৃষ্টিতে এ ঋকে দুই দিক হইতে দুই প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে উপাখ্যান-প্রসঙ্গে (শুনঃশেপ নামক ঋষিপুত্রকে বলিপ্রদান উপলক্ষে) এই ঋকের অবতারণার বিষয় ভাষ্যকারগণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন; সেরূপ ক্ষেত্রে এ ঋঙ্মন্ত্রের উচ্চারণ একরূপ অর্থ

'কতমস্য' এই পদ 'কিং শব্দাদ্বা বহূনাং জাতি পরিপ্রশ্নে ডতমচ্' (পা০ ৫।৩।৯৩) এই সূত্রানুসারে কিং শব্দের উত্তর 'ডতমচ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'চিত' এই নিয়মে অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'অমৃতানাং' এই পদে, 'নঞ্সুভ্যাম্' এই নিয়মানুসারে, উত্তর-পদের অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে, 'নঞোঽজরমরমিত্রমৃতাঃ' এই বিশেষ নিয়মহেতু উত্তর-পদের আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। 'মনামহে' এই পদ 'মন জ্ঞানে' এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; নিয়ম-ব্যতিক্রম-হেতু শপ্ হইয়াছে। উক্ত পদে পাদাদিত্ব হেতু নিঘাত হইল না। 'মহ্যৈ' এই পদে 'উদাত্তযণোঽল্পূর্ব্বাৎ' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'দাৎ' এই পদে, 'গতিস্থা' (পাঃ ২।৪।৭৭) এই নিয়মবশতঃ, সিচের লুক্ (লোপ) হইয়াছে এবং 'বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপি' এই সূত্র হেতু 'অড়াগম' হইল না। 'দৃশেয়ম্' এই পদ দর্শনার্থ দৃশ ধাতুর উত্তর আশীর্লিঙ অর্থে মিপ্ বিভক্তির স্থানে অম্, পরে "দৃশেরগ্বক্তব্যঃ' (পা০ ৩।১।৮৬) এই নিয়মানুসারে অক্ প্রত্যয়, অকারের পর 'যা' স্থানে ঈয়, অকারের উত্তর গুণ (ঈকারের গুণ এ-কার) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে যাসুটের স্বরের দ্বারা এ-কার উদাত্ত-স্বর হইয়াছে। 'মাতরং চ' এই স্থলে চ-কার থাকায় 'দৃশেয়ম্' এই ক্রিয়া-পদের অনুষঙ্গ হইতেছে; সুতরাং উক্ত ক্রিয়াপদের অপেক্ষায় প্রথমা তিঙ্ বিভক্তি হইল। অতএব 'চ বা যোগে প্রথমা' এই নিয়ম ব্যর্থ হইল না॥ ১॥

* * *

প্রকাশ করিতে পারে। আবার যেখানে কোনও বিষয়-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ নাই, পরন্তু যেখানে সার্ব্বজনীনভাবে সকল অবস্থায় এই ঋক্ প্রযুজ্য বলিয়া বুঝিতে পারি, সেখানে এ ঋকের অর্থ আর এক প্রকার প্রকাশ পায়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সত্যই কোনও মানুষ যেন বধ্যভূমে নীত হইয়া, জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, এই ঋক্ উচ্চারণ করিতেছে। তাহাকে যেন মুহূর্ত্ত পরেই ইহসংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, সে যেন আর আপনার স্নেহময় জনকজননীকে দেখিতে পাইবে না। তাই যেন সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছে, অথবা মনে মনে প্রশ্ন করিতেছে,—কোন্ দেবতার অনুগ্রহ পাইলে, কোন্ দেবতার শরণাপন্ন হইলে, সে আবার পৃথিবীর সুখসম্পৎ পুনঃপ্রাপ্ত হইবে,—সে আবার আপনার পিতামাতার ক্রোড়ে স্থানলাভ করিবে! এ ঋকে এরূপ ভাব সহসাই আসিতে পারে। কোনও কালে কোনও ঋষিকুমার এই মন্ত্র-উচ্চারণে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, বিপন্ন শঙ্কটাপন্ন জন এখনও ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে বিপদে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে;—বোধ হয়, মন্ত্র-সম্বন্ধে এইরূপ একটী বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই, এই মন্ত্রের প্রতি মানব-সমাজের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্যই, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ এই মন্ত্রের সহিত ঋষিকুমার শুনঃশেপের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইতে পারে, এ মন্ত্রের সহিত কখনই কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বা কাল-বিশেষের সম্বন্ধ নাই। আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বিদ্যমান,—তিন কালেই, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল মানুষই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হইবেন ও হইতে পারেন। সংসার-কারাগারে আসিয়া মনুষ নিয়ত মায়ামোহরূপ দৃঢ়-বন্ধনে দিন দিন আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। আহার্য্য-সামগ্রীর প্রলোভনে পড়িয়া মৃগ জালের দিকে অগ্রসর হয়, এবং পরিশেষে জালে আবদ্ধ হইয়া বিষম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। ইহ-সংসারে মনুষ্যেরও সেই অবস্থা। সাংসারিক মায়ামোহে প্রলুব্ধ হইয়া সে যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন সে বুঝিতে পারে না যে, কি অবস্থায় কি বিপাকে বিষম বন্ধনে সে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু যতই সে সংসারের মোহে লিপ্ত হইয়া পড়ে, ততই তাহার বন্ধন দৃঢ় হইতে

দৃঢ়তর হইয়া আসে; ততই সে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পরিত্রাহি ডাক ডাকিতে থাকে; ততই তাহার মনে পড়ে,—'কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, কে আমার পিতামাতা, কে আমার বন্ধু-বান্ধব! কিরূপে সেখানে আবার যাইব, কিরূপে তাঁহাদিগকে আবার পাইব, কি সূত্রে তাঁহাদের সহিত পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইবে!' আমরা মনে করি, এ ঋক্ সেই আত্মগ্লানি-সূচক অনুভাবনার সময় উচ্চার্য্য। 'কস্ত্বং বা কুতো আয়াত তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাত!'—এ ঋক্ সেই অনুভাবনারই দ্যোতনা মাত্র।

বিপদ-পারাবারে নিপতিত হইয়া বিপন্ন জন নানা প্রকার অবলম্বন অনুসন্ধান করে। তখন সে যদি সম্মুখে তৃণখণ্ডকে ভাসিয়া যাইতে দেখে, তাহাকেই আশ্রয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এইরূপে, আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তর অনুসন্ধান করিতে করিতে, যদি তাহার জীবনী-শক্তি লোপ না পায়, যদি তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, সে আপনার উদ্ধারের উপায় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার কর্ম্মরূপ জীবনী-শক্তি নাই, অদৃষ্ট সঞ্চিত হয় নাই, প্রকৃত অবলম্বন তাহার সন্ধানে আসে না। এখানে এ ঋক্ মানুষকে ভীষণ সংসার-পারাবার-উত্তরণের সন্ধান প্রদান করিতেছে। যাঁহাদের শুভকর্ম্মরূপ অদৃষ্ট সঞ্চিত আছে, তাঁহারা এই ঋকের মধ্য দিয়াই পতিত-পাবন পরমপিতার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। দেবদ্বারে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে করিতে দেবতা আপনিই আসিয়া পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিবেন। এ ঋক্ মানুষকে সেই তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ঋক্ বলিতেছে,—'তুমি শরণাপন্ন হও,—যে কোনও দেবতার শরণ লও; তিনিই তোমার মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবেন। পক্ষান্তরে, হৃদয়ে দেব-ভাব সঞ্চয় কর। অল্পে অল্পে সে ভাব সঞ্চিত হইতে হইতেই তোমার মুক্তির পথ আপনিই প্রশস্ত হইয়া আসিবে।' লক্ষ্য—'আস্তিক হও; দেবদ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াও; দেবতার দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।'

কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইতে হইবে? কোথায় আমাদের পিতামাতা? এই পৃথিবীই কি আমাদের উৎপত্তি-স্থান! এই পৃথিবী হইতেই কি আমরা আসিয়াছি? এই পৃথিবীতে এই কষ্টের মধ্যেই কি আমাদের জীবন শেষ হইবে? পুনঃপুনঃ এইরূপ চিন্তার ফলে, মনে

আসে,—'এ পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবী তো সে পৃথিবী নয়,—যেখান হইতে আমরা আসিয়াছি।' তখন বুঝিতে পারি,—'এই পিতামাতা তো আমাদের প্রকৃত পিতামাতা নহেন!' জ্ঞান হয়,—'এ যে নশ্বর। একবার হারাইলে এ পৃথিবীর পিতামাতাকে তো আর পাওয়া যায় না!' যেখান হইতে আসিয়াছি, সে যে পৃথিবী নয়—সে যে অদিতি!—সে যে অনন্ত! ঋকে পৃথিবীর কথা নাই; ঋকে আছে,—অদিতি! * পৃথিবীর পিতামাতা চিরজীবী নহেন। যখন তখন যে কোনও প্রার্থী এ পিতামাতাকে পাইবার আশা করিতে পারে কি? এখানে পিতামাতা বলিতে তাই মনে হয়,—সেই পুরুষপুরাণ পরমপিতাই এখানকার লক্ষ্য-স্থল। যে কেহ যখন তখন এ ঋকের প্রার্থনায় 'অদিতিতে'—অনন্তে মিশিবার কামনা করিতে পারে; আবার যখন তখন যে কেহ এ ঋকের প্রার্থনায় অবিনশ্বর সর্ব্ব-ব্যাপী পরমপিতার সান্নিধ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইতে পারে। এই সত্য—এইরূপ মিলনের আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে অবিসম্বাদিভাবে পরিস্ফুট। অনন্তেই মিশিতে হইবে, অনন্ত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি, অনন্তই পিতামাতা! সেই তত্ত্বই এ ঋক্ ব্যক্ত করিতেছে। "যত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বে, যে পিতামাতার বা জন্মভূমির সন্ধান পাই, এ ঋকের লক্ষ্য—সেই পিতামাতা বা সেই জন্মস্থান ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। পরন্তু, এ ঋক এক ঋষিকুমার শুনঃশেপ কর্ত্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়াও মনে করিতে পারি না। কেন-না, এ ঋকের বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদ এবং 'বয়ং মনামহে' বাক্য ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির মূলীভূত বলিয়াও মনে করা যায় না। এ ঋক্ মুক্তিপ্রয়াসী সকল কালের সকল লোকের অনুস্মরণীয়। এ ঋক্ সকলেরই সংসার-বন্ধন-মোচনের শরণিস্থানীয়। (১ম—২৪সূ—১ঋ)।

* 'অদিতি' শব্দের অর্থ—অসীম অনন্ত। 'দিত' শব্দে সীমা, 'অ-দিত'—'যাহার সীমা নাই' অর্থাৎ সীমারহিত। আমরা এই 'অসীম অনন্ত' অর্থই সর্ব্বত্র সঙ্গত বলিয়া মনে করি। আনন্দের বিষয়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মনেও 'অদিতি' শব্দে এই ভাবই উদয় হইয়াছিল,। "Aditi means *infinitude* from *dita*, bound, and *a*, not, that is, not bound, not limited, absolute infinite"

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । চতুর্ব্বিংশসূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ ।)

অগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম ।

স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দ্দাৎ

পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

অগ্নেঃ । বয়ং । প্রথমস্য । অমৃতানাং । মনামহে । চারু । দেবস্য ।

নাম । [illegible] । নঃ । মহ্যৈ । অদিতয়ে । পুনঃ । দাৎ ।

পিতরং । চ । দৃশেয়ং । মাতরং । চ ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা ।

'অমৃতানাং' (অবিনশ্বরানাং দেবানাং) 'অগ্নে' (অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্টস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'চারু' (অনন্যসাধারণং, মনোজ্ঞং) 'নাম' (স্বরূপং) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'মনামহে' (মনসি অনুধ্যায়েম) ; 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মহ্যৈ' (মহতে, মহিমান্বিতায়) 'অদিতয়ে' (অনন্তায়) 'পুনঃ' (পুনরপি) 'দাৎ' (আশ্রয়ং দদ্যাৎ), 'চ' (তথা) 'পিতরং মাতরং চ' (পিতৃমাতৃস্বরূপং পরমেশ্বরং) 'দৃশেয়ং' (পশ্যেয়ং) । এষা ঋক্ উত্তরাত্মিকাঃ । বিবেকরূপেণ পরমাত্মা এব উত্তরং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ । (১ম—২৪সূ—২ঋ) ।

বঙ্গানুবাদ।

সেই অবিনশ্বর দেবগণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিদেবের অনন্যসাধারণ স্বরূপ (এস) আমরা অনুধ্যান করি। সেই অগ্নিদেবই আমাদিগকে মহিমান্বিত অনন্তে আশ্রয় দিবেন; (তাঁহারই অনুগ্রহে) আমরা সেই পিতৃমাতৃস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব। (১ম—২৪সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইত্থং প্রথমমর্চ্চা বিচিকিৎসাং কৃত্বা প্রজাপতেঃ সকাশাত্তং দেবমগ্নিং নিশ্চিত্যানয়া তুষ্টাব। তথা চ শ্রূয়তে। তং প্রজাপতিরুবাচাগ্নির্বৈ দেবানাং নেদিষ্ঠস্তমেবোপধাবেতি। সোঽগ্নিমুপসসারাগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানামিত্যেতয়চেতি। পূর্ব্ববদ্যোজনা। দাদ্দদাতু দৃশেয়ং পশ্যানীত্যেবমাশীঃ পরত্বেন পদদ্বয়ং যোজ্যং ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (২৫৮) ঋকের বিশদার্থ

পূর্ব্ব ঋক্ যেন প্রশ্ন-মূলক, এ ঋক্ যেন উত্তরসূচক। এক দিকের অর্থে মনে হয়, মুমূর্ষু ঋষিকুমার যেন পরিত্রাতার সন্ধান লইবার জন্য কাহারও নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আর তিনি যেন তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—'তুমি বিপন্মুক্তির জন্য অগ্নিদেবতার শরণাপন্ন হও।' দেবগণকে মনুষ্যের ন্যায় রূপগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে গেলে, এই ভাবই মনে আসে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ মুনি এইরূপে প্রথম ঋকের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিয়া প্রজাপতি দেবের নিকট হইতে সেই অগ্নিদেবকে নিশ্চিত, করতঃ, এই (বক্ষ্যমাণ) ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, 'প্রজাপতি সেই শুনঃশেপ মুনিকে বলিয়াছিলেন,—'অগ্নিদেবই দেবতাগণের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী; তাঁহার নিকটে যাও (অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হও)।' তিনি 'অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাম্' এই ঋক্ দ্বারা মনে মনে অগ্নিদেবের সমীপে গিয়াছিলেন; অর্থাৎ, তাঁহাকে উক্ত ঋক্ পাঠ করিয়া স্মরণ করিয়াছিলেন। এই ঋকের সঙ্গতি পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় হইবে। কিন্তু 'দাৎ' ও 'দৃশেয়ং' এই পদদ্বয় যথাক্রমে 'দদাতু' ও 'পশ্যামি' এই প্রকার আশিষ্ অর্থে প্রয়োগ করিতে হইবে॥ ২ ॥

কিন্তু নিগূঢ় দেবতত্ত্ব যখন অধিগত হইবে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে,— ঋকের কি উপদেশ। ঋক্ বলিতেছে,—'তোমার মনে যে দেবতার নামই উদয় হউক, তুমি তাঁহাকেই আহ্বান কর; ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তোমার উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে দেখিতে সান্তেই অনন্তের সমাবেশ দেখিতে পাইবে।'

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত—অগ্নিদেবতার উপাসনা-মূলক। তার পর বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির উপাসনামূলক সূক্ত-সমূহ পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে। এখানে প্রথমেই অগ্নিদেবতার উপাসনার উপদেশ রহিয়াছে। তার পর অন্যান্য দেবতার উপাসনার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। পর পর তিনটী সূক্তে এক সূত্রে যেন উপাসনার পদ্ধতি বিবৃত রহিয়াছে। তাহাতে মনে হয়,— অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে সর্ব্বদেবভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইতে হইতে, পরিশেষে পরাৎপর পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভরূপ মুক্তি অধিগত হয়।

এখানে এ ঋকে সেই অবিনশ্বর দেবগণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিদেবের উপাসনার উপদেশ আছে। তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে তাঁহারই সাহায্যে সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হওয়া যাইবে, ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ। (১ম—২৪সূ—২ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রথমে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্র অভি ত্বা দেব সবিতরিতি সাবিত্রস্তৃচঃ সূক্তস্থানীয়ঃ। অথ ছন্দোমা ইতি খণ্ডেঽভিত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবা। আ০ ৮।৯। ইতি সূত্রিতং॥ অভি ত্বেত্যেষাগ্নিমন্থনেঽপি বিনিযুক্তা। প্রাতর্বৈশ্বদেবামিতি খণ্ডেঽভিত্বা দেব

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম 'ছন্দোম' এই খণ্ডে বৈশ্বদেব শস্ত্রে 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ' এই সাবিত্র তৃচটী সূক্ত-স্থানীয় (অর্থাৎ উক্ত তৃচ সূক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে)। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে 'ছন্দোমা' এই খণ্ডে 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শংভুবা' (আ০ ৮।৯) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। 'অভি ত্বা' ইত্যাদি ঋক্‌টী অগ্নিমন্থনেও বিনিযুক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ অগ্নিমন্থনে উক্ত ঋকের বিনিয়োগ হইয়া থাকে)। (কারণ) আশ্বলায়ন-সূত্রে 'প্রাতর্বৈ...

সবিতর্মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ। আ০ ২।১৬। ইতি সূত্রিতং। শ্রূয়তে চ। অভি ত্বা দেব সবিতরিতি সাবিত্রীমন্বাহেতি॥ তথা প্রবর্গেঽপ্যেষা বিনিযুক্তা। অথোত্তরমিতি খণ্ডেঽভি ত্বা দেব সবিতঃ সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ। আ০ ৪।৭। ইতি সূত্রিতং॥ তথা গ্রাবস্তোত্রেঽপি গ্রাবস্তুদিতি খণ্ডে মধ্যমস্বরেণেদং সবনমভি ত্বা দেব সবিতঃ। আ০ ৫।১২। ইতি সূত্রিতং। তামেতাং সূক্তে তৃতীয়ামৃচমাহ॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যাণাং।

সদাবন্ ভাগমীমহে॥ ৩

পদ-বিশ্লেষণং

অভি। ত্বা। দেব। সবিতঃ। ঈশানং। বার্য্যাণাং।

সদা। অবন্। ভাগং। ঈমহে॥ ৩

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সদাবন্' (সর্ব্বদারক্ষণশীলঃ) 'সবিতঃ দেব' (সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তকো দেব) 'বার্য্যাণাং' (বরণীয়ানাং, স্পৃহনীয়ানাং, অভীষ্টানামিতি যাবৎ) 'ঈশানং' (প্রদাতারং, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনং) 'ত্বা'

দেব্যাম্' এই খণ্ডে 'অভি ত্বা দেব সবিতর্মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ' এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে। এবং "অভি ত্বা দেব 'সবিতরিতি সাবিত্রীম্ অন্বাহ" এইরূপ শ্রুতিও আছে। উক্ত ঋক্ 'প্রবর্গ্যে' বিনিযুক্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন সূত্রে 'অথোত্তরম' এই খণ্ডে 'অভি ত্বা দেব সবিত সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ' (আ০ ৪।৭) এরূপ সূত্রিত হইয়াছে; এবং গ্রাবস্তোত্রে 'গ্রাবস্তুৎ' এই খণ্ডে 'মধ্যম স্বরেণেদং সবনমভিত্বা দেব সবিতঃ' (আং ৫।১২) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সূক্তে সেই প্রসিদ্ধ এই তৃতীয় ঋক্ কথিত হইতেছে।

(ত্বাং) 'অভি' (প্রতি) 'ভাগং' (ভজনীয়ং, কাম্যং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে)। প্রার্থনাকারী সবিতৃদেবসকাশং মুক্তিলাভপ্রার্থনাং করোতীতি ভাবঃ। (১ম—২৪সূ—৩ঋ)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

সদারক্ষণশীল সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক হে সবিতৃদেব, আপনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বাভীষ্টপূরণকারী; আপনার নিকট আমরা আমাদের কাম্য (মুক্তি) প্রার্থনা করিতেছি। (১ম—২৪সূ—৩ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

অথাগ্নিনা প্রেরিতঃ সন্ সবিতারমভিত্বেত্যনেন তৃচেন প্রার্থয়তে। তথৈব শ্রূয়তে। তমগ্নিরুবাচ। সবিতা বৈ প্রসবানামীশে তমেবোপধাবেতি। স সবিতারমুপসসারাভি ত্বা দেব সবিতরিত্যেতেন তৃচেনেতি। হে সদা অবন সর্ব্বদা রক্ষক হে সবিতর্দেব বার্য্যাণাং বরণীয়ানাং ধনানামীশানং স্বামিনং ত্বা ত্বাং অভি প্রতি ভাগং ভজনীয়ং ধনমাভি সর্ব্বত ঈমহে যাচামহে॥

ঈশানং। ঈশ ঐশ্বর্য্যে। লটঃ শানচ্। তাস্যনুদাত্তেদিতি লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। বার্য্যাণাং। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ। ইডবন্দেত্যাদিনাদ্যুদাত্তত্বং। অবন্। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। ভাগং। কর্ষাত্বত ইতি ঘঞন্তস্য উদাত্তঃ॥ ৩।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর শুনঃশেপ অগ্নি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 'অভি ত্বা' ইত্যাদি তৃচের দ্বারা সবিতৃ-দেবকে প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রুতিতে ঐরূপই কথিত আছে যে,—"অগ্নিদেব তাহাকে (শুনঃশেপকে) 'একমাত্র দেবসবিতা সকল প্রসবের অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলের প্রভু (অর্থাৎ তিনিই সমস্ত অভীষ্ট-ফলপ্রদানে সমর্থ) অতএব তাঁহারই নিকটে যাও (অর্থাৎ তাঁহারই শরণাপন্ন হও)'—এইরূপ বলিয়াছিলেন। অতঃপর সেই শুনঃশেপ মুনি 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ' এই তৃচ মন্ত্রের দ্বারা সবিতৃদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। হে সর্ব্বদা-রক্ষা-কর্ত্তা সূর্য্যদেব! প্রার্থনীয় যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ধনের অধিপতি এরূপ আপনার নিকটে ভজনীয় (অর্থাৎ ভজনার যোগ্য মনোরম) প্রার্থনা করিতেছি।

'ঈশানং' এই পদে ঐশ্বর্য্য-বোধক ঈশ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শানচ্, প্রত্যয়, এবং 'তাস্যনুদাত্তেৎ' (পাং ৬।১।১৮৬) এই সূত্রানুসারে ল ও সার্ব্বধাতুক সম্বন্ধে অনুদাত্তত্ব হওয়ায় ধাতুর স্বর হইয়াছে। 'বার্য্যাণাং' এই পদ সম্ভোগবোধক বৃঙ্ ধাতুর উত্তর 'ঋহলোর্ণ্যৎ' (পাং ৩।১।১২৪) এই সূত্রানুসারে ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'ইড়বন্দ' ইত্যাদি নিয়মহেতু আদি উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'অবন্' এই পদে আমন্ত্রিতের নিঘাত হইয়াছে। 'ভাগং' এই পদে 'কর্ষাত্বতঃ' এই নিয়মানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয়ের অন্ত উদাত্ত স্বর হইয়াছে॥ ৩॥

* *

তৃতীয় (২৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকেরও দুই দিক হইতে দুই রূপ অর্থ নিষ্কাষিত হয়। এক পক্ষ বলেন,—'বার্য্যানাং' শব্দে 'অভিলাষানুরূপ ধন' বুঝায়। তদনুসারে অর্থাদির প্রার্থনা জানান হইয়াছিল, এইরূপ ভাব আসে। বলা বাহুল্য, যাঁহারা এইরূপ 'ধন' অর্থ আমনন করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাতেই আবার শুনঃশেপের প্রাণপ্রাপ্তির প্রার্থনা-প্রসঙ্গ আছে। যার প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, সে কি কখনও অর্থ-সম্পদের জন্য লালায়িত হয়? কখনই না। অতএব, এখানে তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্নের প্রসঙ্গ কোনও প্রকারেই আসিতে পারে না। অপিচ, এ প্রার্থনাকে একমাত্র শুনঃশেপের প্রার্থনা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। কারণ, এ ঋকেরও কর্ত্তা এবং ক্রিয়াপদ বহুবচনান্ত। সুতরাং আমরা যে কেহ যেন ভগবানের নিকট পরমধন প্রার্থনা করিতে পারি, এ মন্ত্র সেই ভাবেই বিহিত আছে। সবিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া ঋষিকুমার শুনঃশেপও প্রার্থনা জানাইতে পারেন,—'হে দেব! আপনি আমাদিগকে পরম ধন (মোক্ষধন) প্রদান করুন'; আবার আমরা পাপীতাপী সকলেই এ ঋকের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া সবিতৃদেবকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারি,—'হে সকল সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা! আমাদিগকে বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে আপনি মুক্তিদান করুন। অজ্ঞানতাই সকল বন্ধনের মূলীভূত; আপনি জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব! অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধকারময় হৃদয়ে আপনি জ্ঞানালোক-রূপে উদ্ভাসিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন। তাহাতে, আপনার করুণায়, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক।'

'শুনঃশেপ' পদের অর্থ—'ঋষিকুমার শুনঃশেপ' না হইয়া 'যদি পাপী তাপী মর্ত্ত্য মনুষ্য-মাত্রই' হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার অর্থসঙ্গতি আসে। 'শুনঃ' ও 'শেপ' শব্দদ্বয়ের যোগে 'শুনঃশেপ' পদ নিষ্পন্ন। গত্যর্থক 'শুন্' এবং স্থিত্যর্থক্ 'শী' এই দুই ধাতু উক্ত পদের উৎপত্তির মূল। সে হিসাবে যাহার গতি ও স্থিতি আছে, তাহাকেই শুনঃশেপ অর্থাৎ মর্ত্ত্য-মাত্রকেই শুনঃশেপ বলা যাইতে পারে। ঋকে যেখানে 'শুনঃশেপ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্র ঐ ভাব গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। (১ম—৪সূ—৩ঋ)

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

যশ্চিদ্ধি ত ইত্থা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ।

অদ্বেষো হস্তয়োর্দ্দধে ॥ ৪

* * *

পদ-বিশ্লেষণং

যঃ। চিৎ। হি। তে। ইত্থা। ভগঃ। শশমানঃ। পুরা। নিদঃ।

অদ্বেষঃ। হস্তয়োঃ। দধে ॥ ৪

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যঃ' (পূর্ব্বকথিতঃ) 'ভগঃ' (ভজনীয়ো ধনবিশেষঃ, পরমার্থরূপো ধনঃ) 'তে' (তব) 'হস্তয়োঃ' (করয়োঃ) 'দধে' (ধৃতোঽভূৎ), তদ্ভগঃ 'হি' (নিশ্চিতং) 'চিৎ' (শ্রেষ্ঠঃ) 'শশমানঃ' (স্তূয়মানঃ, প্রশংসনীয়ঃ) 'অদ্বেষঃ' (দ্বেষরহিতঃ, সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ঃ) 'পুরা' (পূর্ব্বাপরং, চিরকালং) নিদঃ' (অনিন্দিতঃ)। তৃতীয়র্চ্চোক্তং পরমার্থস্বরূপং যদ্ধনং, হে দেব! মহ্যং তং দেহি ইতি প্রার্থনাঃ। (১ম—২৪সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বঋকোক্ত যে স্পৃহনীয় পরমার্থরূপ ধন আপনি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন, সে ধন শ্রেষ্ঠ, প্রশংসনীয়, সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় এবং অনিন্দিত। (হে দেব! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন)। (১ম—২৪সূ—৪ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সবিতর্যো ভগো ভজনীয়ো ধনবিশেষস্তে তব হস্তয়োর্দধে। ধৃতোঽভূত্তং ধনবিশেষমীমহ ইতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। চিচ্ছব্দঃ পূজার্থে হিশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। ধনস্য পূজ্যত্বং সর্বত্র প্রসিদ্ধং। তামেব পূজ্যত্বপ্রসিদ্ধিং বিশদয়তি। ইত্থা শশমানঃ। অনেন প্রকারেণ শস্যমানঃ। স্তূয়মানঃ। ধনস্তুতিপ্রকারং চ সর্বে জানন্তি। নমু স্বকীয়ে ধনে বৈরিভিরপহৃতে সতি বৈরিগৃহীতং ধনং সর্বো লোকো নিন্দতি দ্বেষ্টি চ। অতো ধনস্তুতির্ণ নিয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ। নিদঃ পুরা অদ্বেষঃ। নিন্দায়াঃ পূর্বং স্বকীয়ত্বেন ব্যবস্থিতে সতি তদানীং দ্বেষরহিতঃ। তস্মাৎ স্বকীয়ত্বাভিপ্রায়েণ স্তূয়মানত্বমুক্তমিত্যর্থঃ॥

ইত্থা। প্রকারবচন ইদমস্থমুঃ। পা০ ৫.৩.২৪। সুপাং সুলুগিতি ব্যত্যয়েন বিভক্তে-র্ডাদেশঃ। টিলোপ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাকার উদাত্তঃ শশমানঃ শশ প্লুতগতৌ। ইহ তু স্তুত্যর্থঃ। তাচ্ছীল্যবয়োবচনেতি ২৯। তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। কর্তরি শপ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। নিদঃ নিদি কুৎসায়াং। সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সবিতৃদেব! (সূর্য্য) যে ভজনীয় ভোগ্য অর্থাৎ উত্তম ধনবিশেষ আপনার হস্তে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা আমরা (অমি) প্রার্থনা করিতেছি। এস্থলে 'ঈমহে' এই পূর্ব্ব ক্রিয়ার অন্বয় হইতেছে। এই শ্লোকে 'চিৎ' এই শব্দের অর্থ পূজা ও 'হি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি। ঐশ্বর্য্য যে পূজ্য (প্রশংসার যোগ্য), সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সেই পূজ্যত্বের প্রসিদ্ধি কিরূপ, তাহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন,—উক্ত ঐশ্বর্য্য-বিশেষ এই প্রকারে স্তূয়মান্, (সর্ব্বজন-প্রশংসিত) ঐশ্বর্য্যের স্তুতি-প্রকার সকলেই জানে। এই বিষয়ে আশঙ্কা-হইতেছে যে, আপন ধনসম্পত্তি শত্রু কর্তৃক অপহৃত হইলে, ঐ শত্রু-হস্তগত ধনকে সকল লোকেই নিন্দা এবং দ্বেষ করিয়া থাকে, সুতরাং ধন-প্রশংসা নিয়ত হইতে পারে না। এই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন। প্রথম দ্বেষ-শূন্য অর্থাৎ নিন্দার পূর্ব্বে আপনার বলিয়া ব্যবস্থিত হইলে, তৎকালে ঐ ধন দ্বেষশূন্য হইয়া থাকে। অতএব, স্বকীয়ত্ব অভিপ্রায়ে উক্ত ঐশ্বর্য্যের স্তূয়মানত্ব কথিত হইয়াছে।

'ইত্থা' এই পদে "প্রকারবচন ইদমস্থমুঃ' (পা০ ৫৩২৪) এই সূত্রানুসারে 'ইদম্' শব্দের উত্তর থমু প্রত্যয়, 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা ব্যতিক্রমে বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ এবং টি লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরের সহিত আকার উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'শশমানঃ' এই পদ প্লুতগমনবাচক 'শশ' ধাতু, হইতে উৎপন্ন। এস্থলে উহা স্তুতিবাচক। উক্ত শশ ধাতুর উত্তর 'তাচ্ছীল্য বয়োবচন' (পা০ ৩।২।১২৯) এই সূত্রানুসারে তাচ্ছীল্য অর্থে চানশ্ প্রত্যয় ও কর্তৃবাচ্যে শপ্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'চিতঃ' এই নিয়ম হেতু অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'নিদঃ' এই পদ কুৎসা (নিন্দা)-বোধক 'নিন্দ' ধাতুর উত্তর সম্পদাদিলক্ষণে ক্বিপ্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত। উক্ত পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়ম বশতঃ পঞ্চমী বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'অদ্বেষঃ' এই পদে

পঞ্চম্যা উদাত্তত্বং। অদ্বেষঃ। ন বিদ্যতে দ্বেষোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। দধে। কর্ম্মণি লিট্। তস্যার্দ্ধধাতুকত্বেনাভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তো ন ভবতি। প্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। যদ্‌বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (২৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে যে ধনপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানান হইয়াছে, এ ঋকে সেই ধনের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। বলা হইতেছে,—সেই ধনই শ্রেষ্ঠ ধন। সে ধন 'চিৎ,' অর্থাৎ পূজার উপযোগী। সে ধন—'শশমান,' অর্থাৎ স্তবের উপযোগী। আর সে ধন—"অদ্বেষ"; অর্থাৎ, দ্বেষরহিত। আর সে ধন—'পুরা নিদঃ' অর্থাৎ চিরকাল অনিন্দিত। সর্ব্বকালে সকলের পক্ষেই সে ধন পরম মঙ্গলপ্রদ। সে ধন, শত্রু অপহরণ করিতে পারে না; সে ধনের কেহ নিন্দা করিতে পারে না। সে ধন চিরসুখ চির-আনন্দ প্রদান করে। ফলতঃ, পরমধন মোক্ষধনের প্রার্থনাই যে ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। (১ম—২৪সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা

মূর্দ্ধানং রায় আরভে ॥ ৫ ॥

'যাহার দ্বেষ নাই' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইলে 'নঞ্‌সুভ্যাং' এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'দধে' এই পদে কর্ম্মবাচ্যে লিট্ বিভক্তি। উক্ত পদের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা০ ৬।১।১৮৯) এই নিয়মানুসারে আদি উদাত্তস্বর হইল না; কিন্তু প্রত্যয় স্বরই থাকিল; এবং যদ্‌বৃত্ত-যোগহেতু নিঘাত-স্বর হইল না ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ভগঽভক্তস্য। তে। বয়ং। উৎ। অশেম। তব। অবসা।

মূর্দ্ধানং। রায়ঃ। আঽরভে॥ ৫॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ অস্মা [illegible]) [illegible] তে (ভক্তিধনাপেক্ষস্য তব প্রার্থনা-কারিণঃ) 'তব অবসা' ([illegible]) 'মূর্দ্ধানং' (উৎকর্ষং), 'আরভে' (আরব্ধুং, শীঘ্রং লব্ধুং) [illegible] তব প্রীতিধনং প্রাপ্তা যথা ভক্তাঃ উৎকর্ষম্ [illegible] ॥

[illegible]।

হে দেব! আপনার প্রার্থনাকারী আমরা [illegible] আপনার ভক্ত আমরা, আপনার রক্ষা [illegible] ([illegible] প্রাপ্ত হইয়া তাহার উৎকর্ষ-সাধনে যেন শীঘ্র ব্যাপৃত হইতে পারি ([illegible] দ্বারা যেন সে ধনের উৎকর্ষ সাধিত হয়)। [illegible])।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সবিতঃ তে ত্বদীয়া বয়ং শুনঃশেপনামানঃ ভগভক্তস্য ধনেন সংযুক্তস্য তবাবসা রক্ষণেনোদশেম। উৎকর্ষেণ ব্যাপ্নুমঃ। কিং কর্তুং। রায়ো ধনস্য মূর্দ্ধানমুৎকর্ষমারব্ধুং। প্রারব্ধুং। ধনিকত্বপ্রসিদ্ধ্যা ব্যাপ্তা ভূয়াস্মেত্যর্থঃ॥

ভগশব্দো বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণি ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অশেম।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সবিতৃদেব! আপনার সম্বন্ধীয় শুনঃশেপ নামক আমরা, ধনবান্ আপনার রক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত হইব। কি করিতে ব্যাপ্ত হইব?—ধনের উৎকর্ষকে আরম্ভ করিবার নিমিত্ত; অর্থাৎ, ধনিকত্ব প্রসিদ্ধিতে ব্যাপ্ত হইব (আপনার ভক্তস্বরূপ আমাদিগকে আপনি রক্ষা করিলে, জনসমাজে আমরা ধনী বলিয়া খ্যাতিযুক্ত হইব)।

বৃষাদি বলিয়া "ভগ" শব্দটী আদ্যুদাত্ত। (কিন্তু) "ভগভক্তস্য" এই স্থলে "তৃতীয়া কর্ম্মণি" সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে (উক্ত 'ভগ' পদে) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অশেম" এই পদটী,

অশূ ব্যাপ্তৌ। লিঙ্। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। শপ্। রায়ঃ। উড়িদমিতি ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। আরভে। কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি তুমর্থে কেন্ প্রত্যয়ঃ। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ত্রয়োদশো বর্গঃ ॥

পঞ্চম (২৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকেও সেই ধনেরই বিষয় কথিত হইয়াছে। যাহারা পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'আমায় ধন দেও; আমি সে ধন যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হই; অর্থাৎ, কৃপণ হইয়া সে ধন যেন কেবল বাড়াইয়াই যাইতে পারি।' সাধারণ-দৃষ্টিতে ঋকের এ একরূপ অর্থ আসিতে পারে। কিন্তু ঋকের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। সে ধন যে কি, তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব 'রায়ঃ' শব্দেই উপলব্ধ হয়। আরাধনার (উপাসনার) দ্বারা প্রাপ্ত যে পরমধন, এখানে সেই ধনের বিষয়ই বলা হইয়াছে। 'সে ধনের উৎকর্ষ-সাধনে ব্যাপৃত থাকি, অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা-উপাসনার ফলে পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া, তাঁহার অনুস্মরণে ন্যস্তচিত্ত হই'—ইহাই এ ঋকের মর্মার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ-হেতু এ ঋকেরও সম্বোধন—সবিতৃ-দেব। যিনি সবিতা, তিনি জ্ঞানদাতা। তাঁহার নিকট যে ধনের প্রার্থনা করা হইবে, সে ধন জ্ঞান-ধন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ভগবানের অর্চ্চনা-উপাসনার ফলে, যোগিধ্যেয় পরমপদার্থের আরাধনার ফলে, যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কখনই স্বর্ণ-রজতাদি পার্থিব ধন নহে। 'রায়ঃ' শব্দে তদ্রূপ ধন মনে করা বিভ্রম মাত্র। (১ম—২৪সূ—৫ঋ)।

ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশূ' (অশ্) ধাতুর লিঙ্ বিভক্তির পরিবর্ত্তে পরস্মৈপদের উত্তম পুরুষের বহুবচন করিয়া শপাগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "রায়ঃ" এই পদটীর ষষ্ঠী বিভক্তি "উড়িদং" এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। "আরভে" এই পদটী, আঙ্ পূর্ব্বক 'রভ্' ধাতুর উত্তর "কৃত্যার্থে তবৈকেন্" এই সূত্র দ্বারা "তুম্" প্রত্যয়ের অর্থে 'কেন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; 'কেন্' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

* * *

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং
বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরন্তীর্ন যে
বাতস্য প্রমিনন্ত্যভ্বং ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নহি। তে। ক্ষত্রং। ন। সহঃ। ন। মন্যুং। বয়ঃ। চন।
অমী ইতি। পতয়ন্তঃ। আপুঃ। নঃ। ইমাঃ। আপঃ।
অনিঽমিষং। চরন্তীঃ। ন। যে। বাতস্য
প্রঽমিনন্তি। অভ্বং ॥ ৬ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'অমী' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'পতয়ন্তঃ' (পতনোন্মুখাঃ) 'বয়শ্চন' (বয়োধর্ম্মশীলাঃ, [illegible]র্ত্ত্যাঃ) 'তে' (তব) 'ক্ষত্রং' (বলং) 'হিঃ' (নিশ্চিতং) 'ন আপুঃ' (ন প্রাপ্তবন্তঃ, তৎসদৃশং [illegible] কস্যাপি নাস্তীত্যর্থঃ), 'সহঃ' (তেজঃ, পরাক্রমং) 'ন' (তব সামর্থ্যমপি ন প্রাপ্তবন্তঃ), 'মন্যুং' (কোপং) 'ন' (সোঢ়ুমশক্তা ইত্যর্থঃ); 'ইমাঃ' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'অনিমিষং'

(নিরন্তরং) 'চরন্তীঃ' (প্রবাহরূপেণ গচ্ছন্ত্যঃ) 'আপঃ' (নদ্যঃ) 'ন' (তব বলং ন প্রাপুরিত্যর্থঃ); 'বাতস্য' (বায়োঃ) 'যে' (গতিবিশেষাঃ তেঽপি) 'অভ্বং' (ত্বদীয়ং বেগং) 'ন প্রমিনন্তি' (ন হিংসন্তি, অতিক্রমং কর্ত্তুং ন শক্তা ইত্যর্থঃ)। দেব এব সর্ব্বশক্তিসম্পন্নঃ ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনঃ। জন্মজরামরণশীলাঃ মনুষ্যাদয়ঃ শক্তিসামর্থ্যবিষয়ে কুচিদপি ন তুলনীয়া; ন চ প্রাকৃতিকামিতভতেজোবিশিষ্টাঃ নদীবায়ুপ্রভৃতয়ঃ ত্বত্তুল্যবলশালিনঃ। (১ম—২৪সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান্ জন্মজরাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট মর্ত্ত্যগণ আপনার তুল্য বলশালী নহে, আপনার ন্যায় পরাক্রমও কাহারও নাই, অথবা আপনার কোপ সহ্য করিতেও কেহ সমর্থ হয় না; এই পরিদৃশ্যমান্ (অমিততেজা) নিরন্তর প্রবাহরূপে গতিশীলা নদীও আপনার ন্যায় শক্তি-শালী নহে; (এবং) প্রচণ্ডগতিশীল যে বায়ু, তাহারও বেগ আপনার গতিকে অতিক্রম করিতে পারে না। (১ম—২৪সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ সবিত্রা প্রেরিতঃ শুনঃশেপ এতদাদিসূক্তশেষেণোত্তরেণ চ সূক্তেন বরুণং তুষ্টাব। তথা চ শ্রূয়তে। তং সবিতোবাচ। বরুণায় বৈ রাজ্ঞে নিযুক্তোঽসি তমেবোপধাবেতি স বরুণং রাজানমুপসসারাত উত্তরাভিরেকত্রিংশতেতি। হে বরুণ পতয়ন্তঃ প্রৌঢ়ে বিয়ত্যুৎ-পতন্তোঽমী দৃশ্যমানা বয়শ্চন শ্যেনাদয়ঃ পক্ষিণোঽপি তে ক্ষত্রং তদীয়ং শরীরবলং ন হ্যাপুঃ। নৈব প্রাপ্তাঃ। ত্বৎসদৃশং শরীরবলং পক্ষিণামপি নাস্তীত্যর্থঃ। তথা সহস্ত্বদীয়ং পরাক্রমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর সবিতৃদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত (প্রযুক্ত) শুনঃশেপ নামক ঋষি, এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহ এবং পরবর্ত্তী সূক্তের মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বরুণদেবকে স্তব করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রুতি আছে; যথা,—"সেই শুনঃশেপ ঋষিকে সবিতা বলিয়াছিলেন, আপনি দেবরাজ বরুণের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন, অতএব বরুণদেবেরই সমীপে গমন করুন। শুনঃশেপ ঋষি, সবিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, পরবর্ত্তী একত্রিংশৎ ঋক্ দ্বারা স্তব করিতে করিতে দেবরাজ বরুণদেবের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন।" হে বরুণদেব! অতি-বৃহৎ আকাশে উড্ডীন হইতেছে এই যে পরিদৃশ্যমান শ্যেন আদি পক্ষিগণ, ইহারাও আপনার শারীরিক বল প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ আপনার বলের ন্যায় পক্ষিগণের শারীরিক

তব সামর্থ্যমপি ন প্রাপুঃ। তথা মন্যুং ত্বদীয়ং কোপমপি ন প্রাপুঃ। ত্বয়ি ক্রুদ্ধে সতি সোঢ়ুমশক্তা ইত্যর্থঃ। অনিমিষং সর্ব্বদা চরন্তীঃ প্রবাহরূপেণ গচ্ছন্ত্য আপস্ত্বদীয়ং বলং ন প্রাপুঃ। বাতস্য বায়োর্যো গতিবিশেষাস্ত্বদীয়মভ্বং বেগং ন প্রমিনন্তি। ন হিংসন্তি। অতিক্রমং কর্ত্তুং ন শক্তা ইত্যর্থঃ। তেঽপি ন প্রাপুরিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

পতয়ন্তঃ। পত গতৌ। চুরাদিরদন্তঃ। লটঃ শতৃ। শপ্। গুণায়াদেশৌ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে নিচঃ স্বরঃ। আপুঃ। আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ। লিটুসি দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। অত আদেঃ। পা০ ৭।৪।৭০। ইত্যাত্বং। অত্র ন সহো ন মন্যুমিত্যাদিভিরাপুরিত্যস্য সম্বন্ধাত্তদপেক্ষয়া প্রাথম্যাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমা তিঙ্বিভক্তির্ন নিহন্যতে। চরন্তীঃ। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ.। প্রমিনন্তি। মীঞ্ হিংসায়াং। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ। পা০ ৬ ৪ ১১২। ইত্যাকারলোপঃ। মীনাতের্নিগমে। পা০ ৭।৩ ৮১। ইতি হ্রস্বত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। তিঙি চোদাত্তবতি। পা০ ৮।১।৭১। ইতি গতেরনুদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ ৬॥

বল নাই। সেইরূপ আপনার ক্রোধকেও প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ পক্ষিগণ আপনার ক্রোধ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বদা নিমেষহীন অর্থাৎ প্রবাহরূপে গমনশীল জলসমূহ আপনার বলকে প্রাপ্ত হয় না। বায়ুর যে গতিবিশেষ, তাহারাও আপনার বেগকে হিংসা করে না, অর্থাৎ আপনার পরাক্রম অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। 'ইহারা সকলেই আপনার তুল্য শারীরিক বল প্রাপ্ত হয় নাই এবং আপনার ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ নহে'—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

"পতয়ন্তঃ" এই পদটী, গত্যর্থক 'পত্' ধাতুর উত্তর চুরাদি হেতু 'ণিচ্' করিয়া, লটের স্থানে শতৃ (অৎ) প্রত্যয়, 'শপ্' প্রত্যয়, গুণ ও 'অয়্' আদেশে সিদ্ধ হইয়াছে। এখানে সার্ব্বধাতুক ল-কারহেতু অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু 'অৎ' এর উপদেশ থাকায় ণিচের স্বরই বর্ত্তমান হইয়াছে। "আপুঃ" এই পদটি, ব্যাপ্ত্যর্থক আপ্লৃটে (আপ্) ধাতুর উত্তর লিটের 'উস্' প্রত্যয় করিয়া দ্বিত্ব, হলাদিশেষ এবং "আপুঃ" এই ক্রিয়াপদের "ন সহোন-মন্যুং" এই পদের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, এবং তদপেক্ষাও এই ক্রিয়াপদ প্রথম বলিয়া, "চাদিলোপেবিভাষা" এই সূত্র দ্বারা তিঙ্ বিভক্তির নিঘাত স্বর হয় নাই। "চরন্তীঃ" এই পদটীর জস্ বিভক্তিতে, "বা ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা ছান্দোবিষয়ে পূর্ব্ব-সবর্ণ ও দীর্ঘ হইয়াছে। "প্রমিনন্তি" এই পদটী প্র-পূর্ব্বক হিংসার্থবিশিষ্ট 'মীঞ্' ধাতুর উত্তর লটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" সূত্র দ্বারা 'শ্না'(না) প্রত্যয়, "শ্নাভ্যস্তয়োরাত" (পা০ ৬।৪।১১২) এই সূত্র দ্বারা 'শ্না' এর আকারলোপ, এবং "মীনাতের্নিগমে" (পা০ ৭।৩।৮) এই সূত্র দ্বারা ঈ-কারের হ্রস্ব হইয়াছে। এই পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে এবং "তিঙি চোদাত্তবতি" (পা০ ৮।১।৭১) সূত্র দ্বারা ইহার গতির (প্র-এর) অনুদাত্তস্বর হইয়াছে; যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাতস্বর হয় নাই॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (২৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত ভাষ্য-সমূহের মত এই যে, এ ঋক্ বরুণদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বিহিত হইয়াছে। তদনুসারে ঋষিকুমার শুনঃশেপের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ সূচিত হয়। সায়ণের ভাষ্য প্রভৃতিতে সে ভাব ব্যক্ত আছে, দেখিতে পাইবেন।

আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋকে [illegible] ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে;—তিনি বরুণদেব নামেই অভিহিত হউন [illegible] যে নামেই অভিহিত হউন। তদনুসারে ঋক্ [illegible],—'হে ভগবন্! মর্ত্ত্য কোনও জীবই আপনার [illegible]। শারীরিক বলে, কিবা পরাক্রমে, কিবা ক্রোধ-স [illegible] আপনার [illegible] হইতে গতি-প্রবাহে বাধা প্রদানে) সংসারে কেহই [illegible] মর্ত্ত্য জীবের কথাই বা বলি কেন?—প্রকৃতির [illegible] প্রচ[illegible] ধারাপ্রবাহ, অথবা ভীষণ-[illegible]র্ত্তি সেই যে বাত্যাবর্ত্ত—আপনার প্রভাবের নিকট তাহারা কেহই দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না।'

প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদের পরিগৃহীত উক্তরূপ অর্থের কি বিভিন্নতা, ঋকের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বোধগম্য হইবে। ঋকের একটী প্রধান শব্দ—'বয়শ্চন'। এই শব্দে সকলেই 'পক্ষী' অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গত্যর্থক 'বি' বা 'অজ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া বোধ হয় 'পক্ষী' অর্থ কল্পনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু 'বয়শ্চন' শব্দে কেন শ্যেন প্রভৃতি 'পক্ষী' অর্থ কল্পনা করিব? আমরা মনে করি, ঐ শব্দে 'বয়োধর্ম্মশীল, জন্মজরামরণরূপ গতিশীল, মর্ত্ত্য জীব-মাত্রকেই' বুঝাইতেছে। এইরূপ 'পতয়ন্তঃ' শব্দে 'পতনোন্মুখঃ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। বয়োধর্ম্মশীল মর্ত্ত্য জীব স্বভাবতঃই পতনের পথে অগ্রসর হয়। এখানে 'পতয়ন্তঃ' ও 'বয়শ্চন' শব্দদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তদ্ভাবাপন্নঃ(পতয়ন্তঃ, বয়শ্চন) কোনও জীবই আপনার ন্যায় বল প্রাপ্ত হয় না, আপনার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না,—ইহাই

ঋকের একাংশের মর্ম্মার্থ। তাহারা আপনার তেজঃ সহিতে পারে না, তাহারা আপনার কোপ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না'; অর্থাৎ, জগতে এমন কেহই নাই যে, ভগবানের সমকক্ষতা-লাভে বা তাঁহার কার্য্যে বাধা-প্রদানে সমর্থ হইতে পারে। এখানে এই ভাবই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষী জাতির সম্বন্ধ আনিয়া মন্ত্রার্থকে উপহাসাস্পদ করা হইয়াছে মাত্র।

নদীপ্রবাহ সাধারণতঃ ভীষণ বেগসম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। বাত্যা-বর্ত্তের ভীষণতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। এখানে বলা হইয়াছে,—'ভগবানের শক্তির নিকট ব্যষ্টিভাবে সে সকলই তুচ্ছ। কিবা নদীর বেগ, কিবা বাত্যার প্রকোপ, কেহই ভগবানের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। ব্যষ্টি কখনও কি সমষ্টির সমকক্ষতা-লাভে সমর্থ হয়? কণা কি কখনও অনন্তের সহিত তুলিত হইতে পারে? বিন্দু কি কখনও মহাসাগরের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয়? এখানে, এ ঋকে, ভগবানের সেই অসীম অনন্ত মহিমার বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'অসীম অনন্ত-শক্তিশালী তেমন যে তুমি, আমার প্রতি একবার করুণ-নেত্রে চাহিয়া দেখ। আমি যে বিষম সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি! সে বন্ধন যতই দৃঢ় হউক না কেন; আপনার দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তাহা আপনিই টুটিয়া যাইবে।' প্রার্থনা—'আপনি একবার করুণ-নেত্রে এ অকিঞ্চনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।' (১ম—২৪সূ—৬ঋ)। *

* এ ঋকের দুই প্রকার প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—(১) 'হে বরুণদেব আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী সকল আপনার সদৃশ বল প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার ক্রোধ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। সর্ব্বদা প্রবাহিত এই জল-সমূহ আপনার ন্যায় বল প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহারা বায়ুর গতি অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাও আপনার বল প্রাপ্ত হয় না।' (২) "হে বরুণ এই উড্ডীয়মান পক্ষীগণ তোমার ন্যায় বল তোমার ন্যায় পরাক্রম তোমার ন্যায় ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নাই; এই অনিমিষবিচারী জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করে না।'

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারও এই মর্ম্মেরই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"For thy power, thy strength, thy anger even these birds fly up, do not reach."

সর্ব্বত্র সায়ণের অনুসরণ হেতুই 'বয়শ্চন' পক্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্বিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং

স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।

নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে

অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অবুধ্নে। রাজা। বরুণঃ। বনস্য। ঊর্ধ্বং। স্তূপং। দদতে। পূতদক্ষঃ।

নীচীনাঃ। স্থুঃ। উপরি। বুধ্নঃ। এষাং। অস্মে ইতি। অন্তঃ।

নিঃহিতাঃ। কেতবঃ। স্যুরিতি। স্যুঃ॥ ৭॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পূতদক্ষঃ' (পবিত্রবলশালীঃ) 'রাজা' (শ্রেষ্ঠঃ) 'বরুণঃ' (বরপ্রদঃ, অভীষ্টসাধকো দেবঃ) 'অবুধ্নে' (মূলরহিতে প্রদেশে, অন্তরীক্ষে, অনন্তে) 'বনস্য' (ব্যাপকস্য তেজসঃ সংসাররূপস্য অরণ্যস্য উৎপত্তিমূলস্য) 'স্তূপং' (সঙ্ঘং) 'ঊর্দ্ধং' (উপরিদেশে) 'দদতে' (ধারয়তি), 'কেতবঃ' (জ্ঞানানি, রশ্ময়ঃ) 'নীচীনাঃ' (অধোমুখাঃ, অকিঞ্চনানাং হৃদয়েঽপি সঞ্চরণশীলাঃ) 'স্থুঃ' (অস্থুঃ, তিষ্ঠন্তি), 'এষাং' (রশ্মীনাং) 'উপরি' (উপরিভাগে) 'বুধ্নঃ' (মূলপ্রদেশঃ অস্তীতি শেষঃ) তজ্‌জ্ঞানস্য বিদ্যমানত্বাৎ দৃষ্টির্মূলদেশে ধাবতীতি ভাবঃ ; 'অস্মে' (অস্মাকং) 'অন্তর্নিহিতাঃ' (জ্যোতি-র্নিবহাঃ অন্তরে স্থাপিতাঃ) 'স্যুঃ' (ভবেয়ুঃ)। জ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতঃ

স্বপ্রকাশাৎ নীচহৃদয়েঽপি তৎসত্তা বিদ্যতে, তৎকিরণং উদ্ভাসতে। স দেব অস্মাকং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতো ভূত্বা অস্মভ্যং মূলজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ। (১ম—২৪সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র-শক্তিশালী অভীষ্টপ্রদ শ্রেষ্ঠ বরুণদেব, ঊর্দ্ধে অনন্ত অন্তরীক্ষে (সংসারারণ্যের মূল-স্বরূপ বিদ্যমান আছেন) তেজঃপুঞ্জ ধারণ করিয়া আছেন। জ্ঞানসমূহ অধোমুখ (অর্থাৎ অতি অকিঞ্চনের হৃদয়েও জ্ঞান-রশ্মি স্বতঃসঞ্চারিত হয়); সেই জ্ঞানরশ্মি হইতেই উপরিভাগে মূলদেশের বিদ্যমানতা প্রতীত হয় (অর্থাৎ, সেই জ্ঞান আছে বলিয়াই দৃষ্টি সময় সময় মূলদেশে ধাবিত হয়); আমাদের অন্তর্নিহিত সেই জ্ঞান-নিবহ স্থায়ী হউক, (অর্থাৎ সেই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের দৃষ্টি মূলের প্রতি প্রধাবিত হউক)। (১ম—২৪সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূতদক্ষঃ শুদ্ধবলো বরুণো রাজাবুধ্নে মূলরহিতেঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্ বনস্য বননীয়স্য তেজসঃ স্তূপং সঙ্ঘমূর্দ্ধপ্রদেশে দদতে। ধারয়তি। নীচীনাঃ স্থুঃ। ঊর্দ্ধদেশে বর্ত্তমানস্য বরুণস্য রশ্ময় ইত্যধ্যাহার্য্যং। তে হ্যধোমুখাস্তিষ্ঠন্তি। এষাং রশ্মীনাং বুধ্নো মূলমুপরি তিষ্ঠতীতি শেষঃ। তথা সতি কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ প্রাণা অস্মেঽস্মাস্বন্তর্নিহিতাঃ স্থাপিতাঃ স্যুঃ। মরণং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥

অবুধ্নে ন বিদ্যতে বুধ্নো মূলমস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। স্তূপং। ষ্টৈ শব্দসংঘাতয়োঃ। স্তাঃ সম্প্রসারণমূঙ্ চেতি পপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন যকারস্য সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্ব উকারাদেশশ্চ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। দদতে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রবলশালী বরুণদেব, মূল (আদি) রহিত অন্তরিক্ষে থাকিয়া শ্রেষ্ঠ তেজঃসমূহকে উপরিদেশে (অর্থাৎ সকলের উপর) ধারণ করিতেছেন। ঊর্দ্ধদেশে বর্ত্তমান বরুণদেবের রশ্মিসমূহ (ইহা অধ্যাহার করিতে হইবে) অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই রশ্মিসমূহের মূল (অর্থাৎ আদি) উপরিদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্যই আমাদিগের প্রাণসমূহ, আমাদিগের অন্তরে স্থাপিত হইয়াছে (অর্থাৎ আমাদিগের মরণ হইবে না)।

'নাই 'বুধ্ন' অর্থাৎ, মূল ইহার' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন বলিয়া "অবুধ্নে" এই পদটীর "নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ" এই সূত্র দ্বারা পরবর্ত্তী পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্তূপং" এই পদটী, শব্দ এবং সঙ্ঘাতার্থ বিশিষ্ট 'ষ্টৈ' ধাতুর উত্তর "স্তাঃ সংপ্রসারণ মূঙ্ চ" এই সূত্র দ্বারা 'প' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে উক্ত সূত্রানুসারে 'প' প্রত্যয়ের সন্নিয়োগ বশতঃ ধাতুস্থ 'য'কারের সম্প্রসারণ, পরপূর্ব্বত্ব এবং

ভ্বাদিকঃ। নীচীনাঃ। নিপূর্ব্বাদঞ্চতেঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অনিদিতামিতি নলোপ। ন্যচ্ শব্দাৎ স্বার্থে বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং। পা০ ৫।৪।৮। ইতি খঃ। আয়নিত্যাদিনা তস্যেনাদেশঃ। আয়নাদিষু পদেশিবদ্বচনং স্বরসিদ্ধ্যর্থমিতি বচনাদীকার উদাত্তঃ। অচ ইত্যকার লোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। স্থুঃ। গাতিস্থেত্যাদিনা। পা০ ২।৪।৭৭। লেঃ লুক্। আতঃ। পা০ ৩।৪।১১০। ইতি ঝের্জ্জুসাদেশঃ। উচ্চপদাম্বাৎ। পা০ ৬।১।৯৬। ইতি পররূপত্বং। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যাডাগমাভাবঃ। অস্মে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। স্যুঃ। অস্তের্লিঙি শ্নসোরল্লোপঃ॥ ৭॥

সপ্তম (২৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

অপেক্ষাকৃত এ ঋক্ দুরূহ পরন্তু প্রহেলিকা-মূলক। অর্থোদ্ধারেও তজ্জন্য বিষম মতান্তর দেখিতে পাই। যাহা হউক, এ ঋক্-সম্বন্ধে আমরা যে অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার কারণ প্রথমে বিবৃত করা যাইতেছে।

ঋকে 'রাজা বরুণ' পদ আছে। আমরা মনে করি, তদ্দ্বারা পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। বরুণের পূর্ব্বে 'রাজা' শব্দই শ্রেষ্ঠত্বের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'অবুধ্নে' পদে 'মূলরহিত প্রদেশ' অর্থ

উকারাদেশ হইয়াছে। নিৎপ্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহা ... উদাত্ত হইয়াছে। "দদতে" এই পদটী, জুহোত্যাদিগণীয় 'দদ' ধাতুর উত্তর লটের আত্মনেপদের প্রথম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নীচীনাঃ" এই পদটীতে 'নি' পূর্ব্বক অনচ্' ধাতুর উত্তর "ঋত্বিক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ক্বিন্' প্রত্যয় করিয়া "অনিদিতাং" এই সূত্র দ্বারা ন-এর লোপে 'ন্যচ্' এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর উক্ত 'ন্যচ্'-এর পর "স্বার্থে-বিভাষাঞ্চেরদিক্স্ত্রিয়াং" (পা০ ৫।৪।৮) এই সূত্র দ্বারা 'খ' প্রত্যয় ও "আয়ন্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সেই 'খ' প্রত্যয়ের স্থানে ইন্ আদেশ করিয়া উক্ত "নীচীনাঃ" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আয়নাদিষু উপদেশিবদ্বচনং স্বরসিদ্ধ্যর্থং' এই নিয়মে ঈকার উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে "অচঃ" এই সূত্র দ্বারা অ-কারের লোপ করিয়া "চৌ" এই সূত্রে দীর্ঘ হইয়াছে। "স্থুঃ" এই পদটীতে "গাতিস্থা" (পা০ ২।৪।৭৭) এই সূত্র দ্বারা সিচের লোপ, "আতঃ" (পা০ ৩।৪।১১০) এই সূত্র দ্বারা ঝিএর স্থানে 'জুস' আদেশ, "উস্যপদান্তাৎ" (পা০ ৬।১।৯৬) এই সূত্র দ্বারা পররূপত্ব এবং "বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি" এই সূত্র দ্বারা অট্ (পদের আদিতে অ) আগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "অস্মে" এই পদটীতে "সুপাং সুলুক্" এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির স্থানে 'শে' আদেশ হইয়াছে। "স্যুঃ" এই পদটী, 'অস্' ধাতুর উত্তর লিঙ্ বিভক্তিতে "শ্নসোরল্লোপঃ" সূত্র দ্বারা ধাতুর আদিস্থ অ-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ৭॥

সূচিত হয়। তাহা হইতে ‘অনন্ত অন্তরিক্ষ’ ভাব আমনন করিতে পারি। ভগবানের আদি—ভগবানের উৎপত্তি, কে জানে? কাজেই তিনি অনাদি—তিনি মূলরহিত, সুতরাং অনন্ত। এখানে ‘অবুধ্ন’ পদ তাঁহার সেই অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। ‘বনস্য স্তূপং’ শব্দদ্বয়ে ‘বননীয় বা সুন্দর গতিবিশিষ্ট তেজোরাশি’ না বলিয়া আমরা ‘সর্ব্বব্যাপক তেজোসঙ্ঘ’ অর্থ গ্রহণ করি। ধাত্বর্থের অনুসরণে ‘বনস্য’ শব্দের প্রতিবাক্য ‘ব্যাপকস্য’ পদই সঙ্গত হয়। ‘কেতবঃ’ শব্দ ‘জ্ঞানরূপ রশ্মি’ এবং ‘নীচীনাং’ পদে ‘অকিঞ্চন-গণের হৃদয়ে সঞ্চরণশীল’ অর্থই সঙ্গত। রশ্মি বা জ্যোতির মূল যে উপরি-ভাগে (‘উপরি বুধ্নঃ’)—এতৎপ্রসঙ্গে দ্বিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে। প্রথমে মনে হয়, হৃদয়ে জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, জ্ঞানমূলাধার যে ভগবান্, তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই ভাবই সেখানে ব্যক্ত আছে। অথবা, এখানে আর এক ভাব মনে আসে। মনে আসে—মূল যে সহস্রারের পদ্ম, এখানকার লক্ষ্য তাহারই প্রতি। যখন মূলাধারে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তখন মূলস্বরূপ তাঁহাতেই সে জ্ঞান ন্যস্ত হইয়া থাকে।

‘উপরি বুধ্নঃ’ বাক্যের লক্ষ্য যে সেই মূলস্বরূপ পরব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই ঋকেরই অনুরূপ উক্তি সেখানে দেখিতে পাই। গীতার শ্লোকে আছে,—

“ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥”

এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—‘কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা, তদ্বিষয়ে অনিশ্চয়তা-হেতু সংসারকে অশ্বত্থ-বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সংসারের মূল ঊর্দ্ধে অর্থাৎ উহার মূলাধার সেই পরমব্রহ্ম। বৃক্ষের মূলদেশ হইতে যেরূপ শাখা-সমূহ উদ্গত হয়, সেইরূপ সেই পরব্রহ্ম হইতেই এই সংসার উৎপন্ন। তাঁহা হইতে উৎপন্ন বলিয়াই তাঁহার শাখা-সমূহকে, জীবগণকে, অধোমুখ বলা হইয়াছে। বেদরূপ-জ্ঞান সে বৃক্ষের পত্র; আর সেই মূলাধারকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই বেদবিৎ।’ পক্ষান্তরে আবার গীতার ঐ শ্লোকের অর্থ হয়,—সহস্রার পর্য্যন্ত যাহার মূল, আজ্ঞাচক্র হইতেই যাহার আরম্ভ, তাহাকেই ঊর্দ্ধ কহে। আজ্ঞাচক্রের নিম্নভাগ ‘অধঃ’ নামে অভিহিত হয়। তাহার ঊর্দ্ধে সহস্রার—ব্রহ্মের স্থান। জীবপ্রবাহ-রূপে

অবিচ্ছিন্ন বলিয়াই তিনি অব্যয়। জ্ঞানী যিনি, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। যে পরাৎপর পরম পুরুষ হইতে সংসার-রূপ বৃক্ষের উদ্ভব হয়, তাঁহাকে ঊর্দ্ধমূলরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। বৃক্ষ যেখান হইতে রস আকর্ষণ করে, তাহাই বৃক্ষের মূল বলিয়া প্রখ্যাত হয়। সংসার-রূপ বৃক্ষ সেই পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এবং তাঁহা হইতে রস প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত-ভাব ধারণ করে বলিয়া, তাঁহাকেই সংসারের মূল বলা হয়। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি, ফলপুষ্প-সমন্বিত হইয়া, স্ব স্ব কার্য্যবত্তার পরিচয় দেয়। সে হিসাবে, সাধারণ বৃক্ষের মূল নিম্নে ও কার্য্য ঊর্দ্ধে প্রকাশ পায়। কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে যে সংসার-রূপ পাদপ উৎপন্ন হয়, তাহার কার্য্যক্ষেত্র নিম্নদেশে—এই সংসারে ; আর, তাহার উৎপত্তিস্থান ঊর্দ্ধে—সেই জ্ঞানময়ের সান্নিধ্যে। তাই সাধারণ বৃক্ষের তুলনায় এই সংসার-বৃক্ষকে ঊর্দ্ধমূল অধোশাখ বলা হয়।

এ বিষয়ে শ্রুতি-বাক্য (কঠোপনিষৎ ২।৩) আছে,—"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥" অর্থাৎ,—এই অশ্বত্থরূপ (অনিত্য) সংসার-বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদেশে। তাহার শাখা-সমূহ অধোমুখ ও সনাতন। যিনি সেই মূলাধার, তিনি শুভ্র (উজ্জ্বল), ব্রহ্ম এবং অমৃতস্বরূপ। ইহাতেই বুঝা যায়,—'উপরি বুধ্নঃ' বাক্যে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পুরাণের ব্যাখ্যাও অতি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পুরাণে আছে, (গীতার ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন),—

"অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ ॥
মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ ॥
আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্‌ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মা চরতি সাক্ষিবৎ ॥
এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। ততশ্চাত্মগতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥"

অব্যক্ত মূলাশক্তি হইতে, তাঁহারই অনুগ্রহে, এই সংসার-রূপ বৃক্ষ উৎপন্ন। জ্ঞান—এ বৃক্ষের স্কন্ধ স্বরূপ ; অর্থাৎ,—বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে যেমন শাখা-প্রশাখা সমুদ্গত হয়, সেইরূপ সেই জ্ঞানময় হইতে এই সংসার-বৃক্ষের উৎপত্তি-পরিণাম সাধিত হইতেছে। ইন্দ্রয়াদি সেই বৃক্ষের কোটর-স্বরূপ। আকাশাদি তাহার শাখা, বিষয়াদি তাহার পত্রস্থানীয়। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ

তাহার পুষ্প, সুখদুঃখরূপ তাহার ফলোদয়; অর্থাৎ, সেই বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পুষ্প হইতে সুখদুঃখরূপ ফল সঞ্জাত হয়। এই সনাতন ব্রহ্মরূপ বৃক্ষ সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্থল। এই ব্রহ্মরূপ অরণ্যে ব্রহ্ম সাক্ষিরূপে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত আছেন। জীব যে সংসারে জন্মজরামরণগতির মধ্যে পুনঃপুনঃ যন্ত্রণাভোগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ—তাহাদের কামনা-বাসনা। সত্ত্বরজস্তমঃ—এই গুণত্রয়ের মধ্য দিয়াই সেই কামনা বা বাসনা ক্রিয়া করিয়া থাকে; আর, তদ্দ্বারাই এই সংসার-রূপ বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত হয়। কামনা-বাসনার যতই পরিবর্দ্ধন ঘটিবে, বন্ধনও ততই দৃঢ় হইয়া আসিবে। সত্য-জ্ঞানই কামনা-বাসনাকে উন্মূলন করে। সংসার-রূপ অরণ্যও তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান-রূপ পরম অসির সাহায্যে অজ্ঞানরূপ সেই অরণ্যকে ছেদন করিলে পরাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।

আমরা মনে করি, এ ঋকেরও সেই প্রার্থনা। প্রার্থনা এই যে,—'আমাদের অন্তরে, হে দেব! সেই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত কর, যে জ্ঞানের সাহায্যে মূলরহিত তুমি, তোমার মূল সন্ধান করিয়া পাই;—অনাদি অনন্ত তুমি, তোমার আদি নির্ণয় (নির্দ্ধারণ) করিতে সমর্থ হই!' * ভাবার্থ,—'হে দেব! তোমার প্রকৃত স্বরূপ যেন জানিতে পারি; জ্ঞান-রূপ অসিতে যেন আমরা আমাদের অজ্ঞানতারূপ অরণ্যকে ছিন্ন করিতে সমর্থ হই।' (১ম—২৪সূ—৭ঋ)।

---

* মূলরহিতের মূল, অনাদির আদি,—ইত্যাদি রূপ প্রসঙ্গ সত্যই প্রহেলিকা-মূলক। প্রচলিত বঙ্গানুবাদ-সমূহেও সেই প্রহেলিকাই প্রবল হইয়া আছে। এই ঋকের প্রচলিত দুইটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

(১) "যে বরুণদেব পবিত্রবলসম্পন্ন, তিনি মূলরহিত অন্তরিক্ষ-প্রদেশে সূর্য্যরূপ তেজোরাশিকে ধারণ করেন। ইহার কিরণ-সকল অধোমুখে প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহাদিগের মূল উপরে স্থিতি করিতেছে। ইহাদিগের দ্বারা আমাদিগের অন্তর আলোকিত হউক, যেন আমরা প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারি।"

(২) "বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ মূলরহিত অন্তরিক্ষে থাকিয়া বননীয় তেজঃপুঞ্জ উর্দ্ধে ধারণ করেন; সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ কিন্তু তাহাদিগের মূল উর্দ্ধে; (তদ্দ্বারা) যেন আমাদিগের মধ্যে প্রাণ নিহিত থাকে।"

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

উরং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ

অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা

হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

উরুং। হি। রাজা। বরুণঃ। চকার। সূর্য্যায়। পন্থাং। অনুঽএতবৈ

উং ইতি। অপদে। পাদা। প্রতিঽধাতবে। অকঃ। উত।

অপঽবক্তা। হৃদয়ঽবিধঃ। চিৎ ॥ ৮

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'রাজা' (শ্রেষ্ঠঃ) 'বরুণঃ' (বরপ্রদঃ, অভীষ্টসাধকো দেবঃ, পরমেশ্বর ইতি যাবৎ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'অন্বেতবৈ উ' (অনুক্রমেণ উদয়াস্তময়ৌ গন্তুমেব) 'সূর্যাস্য পন্থাং' (সূর্যাস্য পন্থানং, মার্গং) 'উরুং' (বিস্তীর্ণং) 'চকার' (কৃতবান) ; স দেবঃ সূর্যাস্য প্রতিষ্ঠাতা ইতি ভাবঃ। 'অপদে' (পাদরহিতে, উপায়হীনে, বিপন্নজনে) 'পাদা' (পাদৌ, উপায়ৌ) 'প্রতিধাতবে' (প্রক্ষেপ্তুং, বিধাতুং) 'অকঃ' (মার্গং করোতু ইতি যাবৎ), 'উত' (অপিচ) 'হৃদয়াবিধঃ' (হৃদয়মর্ম্মভেদিনঃ শত্রোঃ) 'চিৎ' (অপি) 'অপবক্তা' (অপবোদিতা, নিরাকর্ত্তা ভবতু)। যঃ পরমেশ্বরঃ সূর্যাস্যাপি গন্তব্যপথং নির্দ্ধারিতবান, স উপায়হীনস্য বিপন্নস্য অস্মাকং মুক্তিপথং প্রদর্শয়তু ইতি ভাবঃ। (১ম—২৪সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই শ্রেষ্ঠ বরুণদেব (বিশ্বপাতা), যথাক্রমে সূর্য্যের উদয়াস্তের পথ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন (অর্থাৎ, তাঁহারই কর্তৃক সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ও পরিচালিত হইতেছেন)। সেই বরুণদেব (আমার ন্যায়) বিপন্নজনের বিপদুদ্ধারের পথ প্রদর্শন করুন এবং (আমার) হৃদয় মর্ম্মভেদী শত্রুগণের সংহার-সাধন করুন। (১ম—২৪সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বরুণো রাজা সূর্য্যায় সূর্য্যস্য পন্থাং মার্গমুরুং বিস্তীর্ণং চকার। হিশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নমার্গস্য বিস্তারঃ প্রসিদ্ধঃ। কিমর্থমেবং কৃতবানিতি তদুচ্যতে। অন্বেতবা উ। অনুক্রমেণোদয়াস্তময়ৌ গন্তুমেব। তথা অপদে। পাদরহিতেঽন্তরিক্ষে পাদা প্রতিধাতবে। পাদৌ প্রক্ষেপ্তুং। অকঃ। মার্গং কৃতবান্। পূর্ব্বত্র রথস্য মার্গঃ অত্র পাদয়োরিতি বিশেষঃ। যদ্বা। অপদে যূপে বদ্ধেন ময়া গন্তুমশক্যে ভূপ্রদেশে পাদৌ প্রক্ষেপ্তুমুপায়ং বন্ধবিমোচনরূপং করোত্বিত্যর্থঃ। উত অপি চ হৃদয়াবিধশ্চিদস্মদীয়বেধকস্য শত্রোরপ্যপবক্তাপবদিতা নিরাকর্ত্তা ভবতু॥

চকার। লিট্স্বরেণাকার উদাত্তঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। পন্থাং পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ। পা০ ৭।১।৮৫। ইতি দ্বিতীয়ায়ামপি ব্যত্যয়েনাত্বং। পথিশব্দস্য পতস্থ চ। উ০ ৪।১২। ইতি প্রত্যয়ান্তত্বেনান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে। পা০ ৬।১।১৯৯।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবরাজ বরুণদেব, সূর্য্যদেবের পথকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রস্থ 'হি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি। এস্থলে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নরূপ সূর্য্যপথের বিস্তারই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কি নিমিত্ত এইরূপ মার্গ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে,—"অন্বেতবা উ"; অর্থাৎ, সূর্য্যদেবের ক্রমান্বয়ে উদয় ও অস্ত গমন করিবার নিমিত্ত, এবং পাদহীন অন্তরিক্ষ-প্রদেশে পাদদ্বয় ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত মার্গ (পন্থা) করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পদের রথের মার্গ, এস্থলে পাদদ্বয়ের মার্গ করিয়াছিলেন—ইহাই বিশেষ। অথবা, হে বরুণদেব! পদহীন অর্থাৎ যূপে আবদ্ধ বলিয়া গমন করিতে অসমর্থ যে আমি, সেই আমাকে ভূ-প্রদেশে পাদদ্বয় প্রক্ষেপ করিবার জন্য, এই যূপ বন্ধনের মোচনরূপ উপায় করুন; এবং আমাদিগের বেধক স্বরূপ যে শত্রু, তাহাকে দূরীকৃত করুন।

"চকার" এই পদটীতে লিট্ বিভক্তির স্বরহেতু অকারটী উদাত্ত হইয়াছে এবং "হিচ" এই সূত্র দ্বারা নিঘাত স্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। "পন্থাং"—এস্থলে, "পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ" (পা০ ৭।১।৮৫) এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনেও পরিবর্ত্তে আকার হইয়াছে। এই 'পথি' শব্দটী, 'পত্' ধাতুর উত্তর "পতস্থচ" (উ০ ৪।১২) এই সূত্র দ্বারা ই প্রত্যয় করিয়া ত-কারের স্থানে থ-কার আদেশে নিষ্পন্ন। ইহাতে উক্ত 'পথি' শব্দের অন্তোদাত্ত-স্বর হয়; কিন্তু "পথিমথো সর্ব্বনামস্থানে" (পা০৬।১।১৯৯) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত

ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অন্বেতবৈ। অনুপূর্ব্বাদেতেস্তুমর্থে সেসেনিতি তবৈপ্রত্যয়ঃ। তবৈ চান্তশ্চ যুগপৎ। পা০ ৬৷২৷৫১। ইত্যাদ্যন্তয়োরুদাত্তত্বং। পাদা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। প্রতি-ধাতবে। দধাতেস্তুমর্থ ইতি সূত্রেণৈব তবেন্ প্রত্যয়ঃ। তাদৌ চ নিতি। পা০ ৬৷২৷৫০। ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। 'অকঃ। করোতেশ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি লোডর্থে লঙ্। তস্য তিপ্। মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। গুণো রপরত্বং। হল্ঙ্যা ব্ভ্যঃ। পা০ ৬৷১৷৬৮। ইতি তিপো লোপঃ। অড়াগমঃ। হৃদয়াবিধঃ। হৃঞ্ হরণে। বৃহ্রোঃ ষুকুহুকৌ চ। উ০ ৪৷১০৩। ইতি কয়ন্। ব্যধ তাড়নে। কিপ্। নহিবৃতীত্যাদিনা। পা০ ৬৷৩৷১১৬। পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৮॥

*

অষ্টম (২৬০) ঋকের বিশদার্থ।

—————ঃ*ঃ—————

এ ঋকেও 'রাজা বরুণঃ' পদদ্বয়ে সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি সূর্য্যের গতিপথ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার নির্দ্দেশে ঐ জগৎলোচন সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছেন, তাঁহার বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, 'রাজা বরুণঃ' নামে পরমেশ্বরকেই নির্দ্দেশ করে না কি?

হইয়াছে। "অন্বেতবৈ" এই পদটি, অনু পূর্ব্বক 'ইন্' ধাতুর উত্তর "তুমর্থে সেসেন" এই সূত্র দ্বারা 'তবৈ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তবৈচান্তশ্চ যুগপৎ" (পা০ ৬৷২৷৫১) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর ও অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পাদা" এস্থলে "সুপাং সুলুক্" সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হইয়াছে। "প্রতিধাতবে" এই পদটী, 'প্রতি' পূর্ব্বক ধা ধাতুর উত্তর "তুমর্থে সেসেন্" এই সূত্র দ্বারা 'তবেন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তাদৌ চ নিতি" এই সূত্র দ্বারা গতির ('প্রতি' এই পদের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অকঃ" এই পদটী, 'কৃঞ্' ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" এই সূত্র দ্বারা ছন্দো-বিষয়ে লোটের অর্থে লঙ্ বিভক্তির 'তিপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "মন্ত্রে ঘস" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি এর লোপ, অনন্তর গুণ, রপরত্ব, "হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ" (পা০ ৬৷১৷৬৮) এই সূত্র দ্বারা তিপের লোপ এবং পদের আদিতে অট্ (অ) আগম হইয়াছে। "হৃদয়াবিধঃ" এই পদটীতে, হরণার্থবিশিষ্ট 'হৃঞ্' (হৃ) ধাতুর উত্তর "বৃহ্রোঃ ষুকুহুকৌচ" (উ০ ৪৷১০৩) এই ঔনাদিক সূত্র দ্বারা 'কয়ন্' প্রত্যয় করিয়া 'হৃদয়' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে এবং 'ব্যধ্' ধাতুর উত্তর 'কিপ্' প্রত্যয়ে 'বিধঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে উভয় পদে সমাস করিয়া "নহিবৃতি" (পা০ ৬৷৩৷১১৬) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব পদের (অর্থাৎ 'হৃদয়' পদের) দীর্ঘ হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর॥ ৮॥

*

এ ঋকে তাঁহাকে 'রাজা বরুণঃ' বলিয়া সম্বোধন করার একটু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বরুণদেব নামে প্রধানতঃ বৃষ্টির অধিপতিকে বুঝাইয়া থাকে। বর্ষণই তাঁহার বরুণত্বের দ্যোতক। সংসার যখন খরকরতাপে দগ্ধীভূত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তিনি তখন বারিরূপে বিগলিত হইয়া সংসারকে শান্তি-শীতলতা প্রদান করেন। অভীষ্টবর্ষণে—শান্তিশীতলতা-প্রদানেই তাঁহার বরুণ নামের সার্থকতা। এ সূক্তে বিষম সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, দারুণ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া পাপতাপতপ্ত জন ভগবানকে আহ্বান করিতেছে। তিনি যেমন বর্ষণের দ্বারা সংসারের শান্তিদান করেন; সেইরূপ প্রার্থনাপূরণ করিয়া, মুক্তির পথ প্রদর্শন করুন। ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম।

পরমেশ্বরই বা কি, আর দেবগণই বা কি? পরমেশ্বরের বিভূতিই বা কি, আর দেবতার মধ্যেই বা সে বিভূতি কি প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে?—সেই তত্ত্ব বোধগম্য হইলেই বরুণদেবকে জলাধিপতিরূপেও দেখিতে পারি, আবার বরুণদেবকে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমেশ্বররূপেও পরিকল্পনা করিতে পারি। ভগবদ্বিভূতি যখন সমষ্টিভূত, তখন তাহাতে আমাদের মনে এক ভাবের অধ্যাস হইয়া থাকে, আবার সে বিভূতি যখন ব্যষ্টিভাবে বিকাশ পায়, তখন তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে অন্যভাবের উদয় হইতে পারে। কার্য্য দেখিয়াই কারণ অনুমান করা হয়। বরুণদেব যখন একমাত্র বারিবর্ষণরূপ কার্য্যের দ্বারাই পরিচিত হন, তখন তাঁহাতে ভগবদ্বিভূতির আরোপ করি; কিন্তু যখন তাঁহাতে সূর্য্যোপস্থাপন প্রভৃতি স্রষ্টার কার্য্য প্রকাশ পায়, তখন তিনি পরমেশ্বরের মধ্যেই গণ্য হন। সলিলরাশি যখন নদীপ্রবাহে প্রবাহিত হয়, তখনই সে 'নদীর জল' সংজ্ঞা লাভ করে। কিন্তু সেই জল আবার যখন মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তখন সে মহাসমুদ্রেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন আর তাহার পৃথক সত্ত্বা নাই,—তখন আর তাহার পার্থক্য অনুভবেরও উপায় থাকে না। এখানে, এ ঋকে, বরুণদেব যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন ভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

অপদে তিনি পদ দান করেন; চলচ্ছক্তি-বিরহিত জনে তিনি চলচ্ছক্তিদানে পরিচালিত করিয়া থাকেন; শত্রু-সংহারে তিনি নিঃশঙ্ক

করিয়া থাকেন ; পরিশেষে তিনি বন্ধন-মোচনে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দেন। তাঁহার মাহাত্ম্যের অন্ত আছে কি ? তাই ঋকে তাঁহার পরিচয়ে বলা হইয়াছে—'রাজা বরুণঃ'। রাজা যেমন বন্ধনেরও কর্ত্তা, আবার মুক্তিদানেরও কর্ত্তা ; রাজা যেমন প্রকৃতি-পুঞ্জের কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে বন্ধমোক্ষ প্রদান করেন ; এখানে বরুণদেবের 'রাজা' বিশেষণ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। (১ম—২৪সূ—৮ঋ)।

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

শতন্তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা

সুমতিষ্টে অস্তু

বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতঞ্চিদেনঃ

প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ ৯ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

শতং। তে। রাজন্। ভিষজঃ। সহস্রং। উর্ব্বী। গভীরা। সুঽমতিঃ।

তে। অস্তু। বাধস্ব। দূরে। নিঃঽঋতিং। পরাচৈঃ।

কৃতং। চিৎ। এনঃ। প্র। মুমুগ্ধি। অস্মৎ ॥ ৯ ॥

* • *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'রাজন্' (হে ভগবন্ বরুণদেব) 'তে' (তব) 'শতং সহস্রং' (অসংখ্যং ইতি যাবৎ) 'ভিষজঃ' (ঔষধানি, বন্ধনিবারকানি কর্ম্মাণি) সন্তি ইতি শেষঃ ; 'তে' (তব) 'সুমতিঃ' (অস্মদনুগ্রহবুদ্ধিঃ, অস্মৎ প্রতি করুণাপ্রদর্শনেচ্ছাঃ), 'উর্ব্বীঃ' (বিস্তীর্ণাঃ, প্রভূতাঃ) 'গভীরা' (স্থিরা) 'অস্তু' (ভবতু) ; 'নির্ঋতিং' (অস্মাকং অনিষ্টকারিণীং পাপদেবতাং, দুর্ব্বুদ্ধিং ইতি যাবৎ) 'পরাচৈঃ' (পরাঙ্মুখীং কৃত্বা) 'দূরে বাধস্ব' (অস্মৎ অন্তরে ব্যবধানে স্থাপয়, দূরীকুরু) ; 'চিৎ' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতমপি) 'এনঃ' (পাপম্) 'প্রমুমুগ্ধি' (অস্মত্তঃ প্রকর্ষেণ মুক্তং কুরু, প্রমোচয়)। হে দেব! ত্বং হি অশেষপ্রকারেণ বন্ধনমোচনক্ষমঃ পরমকরুণাময়ঃ ; অস্মান্ পাপাৎ পরিত্রাহি মোক্ষঞ্চ দেহি। (১ম - ২৪সূ - ৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ বরুণদেব! বন্ধন-মোচনের উপযোগী অশেষ প্রকার ঔষধ (অস্ত্র) আপনার নিকট আছে। আমাদের প্রতি আপনার করুণা-প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রভূত ও অচঞ্চল হউক (অর্থাৎ আপনি আমাদের প্রতি অবিচলিত-ভাবে অজস্র করুণাধারা বর্ষণ করুন); আমাদিগের পাপ-বুদ্ধিকে আমাদিগের নিকট হইতে অপসারিত (দূরীকৃত) করুন। আমাদিগের কৃত পাপ-কর্ম্ম হইতে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপ মুক্ত করুন। (১ম—২৪সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রাজন্ বরুণ তে তব শতংভিষজো বন্ধনিবারকাণি শতসঙ্খ্যাকান্যৌষধানি বৈদ্যা বা সন্তি। তে তব সুমতিরস্মদনুগ্রহবুদ্ধিরুর্ব্বী বিস্তীর্ণা গভীরা গাম্ভীর্য্যোপেতা স্থিরাস্তু। নির্ঋতিমস্মদনিষ্টকারিণীং নির্ঋতিং পাপদেবতাং পরাচৈঃ পরাঙ্মুখাং কৃত্বা দূরেঽস্মত্তো ব্যবহিতে দেশে স্থাপয়িত্বা তাং বাধস্ব। কৃতং চিদস্মাভিরনুষ্ঠিতমপ্যেনঃ পাপমস্মত্তঃ প্রমুমুগ্ধি। প্রকর্ষেণ মুক্তং নষ্টং কুরু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দেবরাজ বরুণ! আপনার শতপ্রকার বন্ধনিবারক ঔষধ আছে। আপনার সুমতি অর্থাৎ আমাদিগকে অনুগ্রহ করা রূপ বুদ্ধি বিস্তীর্ণ, গাম্ভীর্য্যযুক্ত অর্থাৎ স্থির হউক। আমাদিগের অনিষ্টকারিণী যে পাপদেবতা, তাহাকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরদেশে (আমি যে দেশে থাকিব না, সেই দেশে) স্থাপন করুন এবং সে যাহাতে আমার নিকট পুনরায় না আসিতে পারে, এইরূপে তাহাকে বাধা প্রদান করুন। আমরা যে পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহাকে উত্তমরূপে বিনষ্ট করুন

সুমতিঃ। তাদৌ চেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে মন্‌ক্তিন্নিত্যাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়সকারস্য যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃপাদং। পা০ ৮।৩।১০৩। ইতি ষত্বং। বাধস্ব। বাধৃ বিলোড়নে। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। নির্ঋতিং। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। মুমুগ্ধি। মুচ্‌লৃ মোক্ষণে। বহুলং ছন্দসীতি শ্লুঃ। হুঝল্‌ভ্যো হেধিঃ। পা০ ৬।৪।১০১। তস্যাপিত্বেন ঙিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ চোঃ কুঃ। পা০ ৮।২।৩০। ইতি কুত্বং॥ ৯॥

নবম (২৬১) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋক্‌টীও বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা-মূলক। জরাব্যাধি আসিয়া যখন দেহকে আক্রমণ করে, তখন ক্রমশঃ দেহের গতি বদ্ধ হইতে থাকে। ঔষধ-প্রয়োগে তাহাদের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়। সেই আক্রমণ-প্রতিরোধই এক পক্ষে বন্ধন-নিবারণ—বন্ধনমোচন। পক্ষান্তরে, মায়ামোহরূপ সংসারের যে বন্ধনে মানুষ অহর্নিশ বিজড়িত হইতেছে, সে বন্ধন মোচনের অসংখ্য প্রকার ঔষধও, হে ভগবন্, তোমারই নিকট আছে,—প্রার্থনায় সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। শুনঃশেপ-সংক্রান্ত উপাখ্যানের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ থাকিলে ব্যাধি ও ঔষধের উপমার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু, সাধারণভাবে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-মোচনের ঔষধ অর্থ আমনন করিলে সকল অবস্থায় সকলের পক্ষেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে।

হে ভগবন্! আমাদের প্রতি আপনি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া

"সুমতিঃ" এই পদটীতে "তাদৌচ" এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব পদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "মন্‌ক্তিন্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সংহিতাতে বিসর্গজাত স-কারের "যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃ পাদং" (পা০৮।৩।১০৩) এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে। "বাধস্ব" এই পদটী, বিলোড়নার্থক বাধৃ (বাধ্) ধাতুর উত্তর লোটের আত্মনেপদের মধ্যমপুরুষের একবচনে 'শপ্' আগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর হেতু ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "নির্ঋতিং"—এস্থলে "তাদৌচ" এই পদটী, মোক্ষণার্থক 'মুচ্‌ৡ' (মুচ্) ধাতুর উত্তর "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা শ্লু, "হুঝল্‌ভ্যো হের্ধি" (পা০৬.৪।১০১) এই সূত্র দ্বারা হি এর স্থানে ধি আদেশ এবং তাহা পিত্ব নহে বলিয়া ঙিত্ব হেতু গুণের অভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "চোঃ কুঃ" (পা০৮.২।৩০) এই সূত্র দ্বারা চ এর স্থানে ক হইয়াছে॥ ৯॥

আমাদিগের নিকট হইতে 'নির্ঋতিকে' * (পাপকে) বিতাড়িত করুন এবং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পাপ হইতে মুক্ত করুন,—এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা ও মর্ম্মার্থ। (১ম—২৪সূ—৯ঋ)।

—— • ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। দশমী ঋক্।)

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং

দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।

অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা

নক্তমেতি ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অমী ইতি। যে। ঋক্ষাঃ। নিঽহিতাসঃ। উচ্চা। নক্তং। দদৃশ্রে।

কুহ। চিৎ। দিবা। ঈয়ুঃ। অদব্ধানি। বরুণস্য। ব্রতানি।

বিঽচাকশৎ। চন্দ্রমাঃ। নক্তং। এতি ॥ ১০ ॥

* ঋকের 'নির্ঋতিং' শব্দের অর্থ সায়ণ 'পাপদেবতা' লিখিয়া গিয়াছেন। 'ঋত' শব্দে 'সত্য' বুঝায়। যাহা সত্য নয়, তাহাই 'নির্ঋতি' অর্থাৎ অসত্য। অসত্যই পাপ। সেই জন্যই 'নির্ঋতি' শব্দে 'পাপ' অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সত্য-পথ হইতে দূরে যাওয়ার নামই নির্ঋতি। ম্যাক্সমূলারও এই ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"*Nirriti* was conceived, it would seem, as going away from the path of right, the German *Vergchen*, *Nirriti* was personified as a power of evil or destruction."

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বরুণস্য' (রাজ্ঞো বরুণদেবস্য, ভগবতঃ) 'কর্ম্মাণি' (প্রভাবানি) 'অদব্ধানি' (কেনাপ্যহিংসিতানি, অপ্রতিহতানি); 'অমী' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'যে ঋক্ষাঃ' (যে অসংখ্যা নক্ষত্রনিবহাঃ) 'উচ্চা' (উচ্চৈঃ, দ্যুঃপ্রদেশে) 'নিহিতাসঃ' (প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তি) তে 'নক্তং' (রাত্রৌ) 'দদৃশ্রে' (সর্ব্বৈরপি দৃশ্যন্তে), 'দিবা' (অহানি) 'কুহঃ' (কুত্র) 'চিৎ' (অপি) 'ঈয়ুঃ' (গচ্ছেয়ুঃ), নক্ষত্রাদায়াঃ দিবাভাগে ন দৃশ্যন্তে ইতি ভাবঃ; 'চন্দ্রমা' (চন্দ্র এব) 'নক্তং' (রাত্রৌ) 'বিচাকশৎ' (বিশেষেণ দীপ্যমানঃ) 'এতি' (গচ্ছতি)। ভগবতঃ বরুণদেবস্য নিদেশেন চন্দ্রনক্ষত্রাদয়াঃ রাত্রৌ দ্যুঃপ্রদেশে দীপ্যমানং ভবন্তি। (১ম—২৩সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান বরুণদেবের কর্ম্মপ্রভাব সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। এই যে নক্ষত্রপুঞ্জ দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাত্রিতে লোকলোচনের গোচরীভূত হন, দিবাভাগে তাঁহাদিগকে যে অন্তরিত হইতে হয়, (অর্থাৎ কেহই দেখিতে পায় না), আর (এই যে) নিশাকালেই চন্দ্রদেব দীপ্যমান হন,—তাহা বরুণদেবেরই কর্ম্মপ্রভাবের পরিচায়ক। (১ম—২৪সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

অমী রাত্রাবস্মাভির্দৃশ্যমানা ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি। ঋক্ষা ইতি হ স্ম বৈ পুরা সপ্ত ঋষীনাচক্ষত ইতি। যদ্বা। ঋক্ষাঃ সর্ব্বেঽপি নক্ষত্রবিশেষাঃ। ঋক্ষাস্তৃভিরিতি নক্ষত্রাণাং। নি০ ৩।২০। ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ। উচ্চা উচ্চৈরুপরিদ্যুপ্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতা যে সন্তি তে ঋক্ষা নক্তং রাত্রৌ দদৃশ্রে। সর্ব্বৈরপি দৃশ্যন্তে। দিবাহনি কুহ চিদীয়ুঃ। ক্বাপি গচ্ছেয়ুঃ ন দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ। বরুণস্য রাজ্ঞো ব্রতানি কর্ম্মাণি নক্ষত্রদর্শনাদিরূপাণি অদব্ধানি। কেনাপি অহিংসিতানি। কিঞ্চ বরুণস্যাজ্ঞয়ৈব চন্দ্রমা নক্তং রাত্রৌ বিচাকশৎ। বিশেষেণ দীপ্যমানঃ। এতি। গচ্ছতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই যে সপ্ত ঋষিগণকে আমরা রাত্রিকালে দেখিতে পাই, এ বিষয়ে বাজসনেয়িগণ এইরূপ পাঠ বলিয়া থাকেন,—"ঋক্ষ শব্দে পুরাকালে সপ্ত ঋষি অভিহিত হইয়াছেন।" অথবা, সমস্ত নক্ষত্রবিশেষকে ঋক্ষ কহে। যাস্ক-নিরুক্তে কথিত হইয়াছে,—"ঋক্ষাস্তৃভিরিতি নক্ষত্রানাং" (নি০ ৩।২০)। এই ঋক্ষগণ যে উচ্চ অন্তরিক্ষপ্রদেশে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছেন, ইঁহারা রাত্রিকালে দৃষ্ট হয়েন, দিবাতে কোথায় গমন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ ইঁহাদিগকে দিবাতে কেহই দেখিতে পায় না)। দেবরাজ বরুণের নক্ষত্র-দর্শনাদিরূপ কর্ম্ম-সমূহ, কেহই হিংসা করিতে সমর্থ হয় না; এবং বরুণদেবের আজ্ঞাতেই চন্দ্রদেব রাত্রিকালে বিশেষরূপে দীপ্তিমান হইয়া গমন করেন।

নিহিতাসঃ। আজ্জসেরসুক্। থাথাদিস্বরেণোত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতি স্বরত্বং। দদৃশ্রে। দৃশেলিটি ইরয়ো রে। পা০ ৬।৪।৭৬। ইতি রে আদেশঃ। বাত্যয়েনাত্মদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। কুহ। বা হ চচ্ছন্দসি। পা০ ৫।৩।১৩। ইতি কিংশব্দাদুত্তরস্য ত্রলো হাদেশঃ। কু তিহোঃ। পা০ ৭।২।১০৪। ইতি কিং শব্দস্য কু আদেশঃ। স্থানিবদ্ভাবাল্লিৎস্বরেণাত্মদাত্তত্বং। বিচাকশৎ। কশেদীপ্ত্যর্থাদ্‌যঙ্‌লুগন্তা-চ্ছতৃপ্রত্যয়ঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাত্মদাত্তত্বং। সমাসে কৃৎস্বরঃ। যদ্বা। কাশতের্ব্বা ব্যত্যয়েনোপধাহ্রস্বত্বং। চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রে মো ডিৎ। উ০ ৪।২২৭। ইত্যসিপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে চতুর্দ্দশো বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥

* * *

দশম (২৬২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকেও ভগবানের স্বরূপ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। দিবাভাগে আলোকদানের জন্য তিনি যেমন সূর্য্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন (৮ম ঋক দ্রষ্টব্য); নৈশশোভাবিস্তারের জন্য তিনি তেমনি দ্যুলোক

"নিহিতাসঃ" এই পদটী "অজ্জসেরসুক্" সূত্রানুসারে 'জস্' প্রত্যয়ে অহক্ (অস্) আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। থাথাদিস্বর বলিয়া ইহার পরপদের অন্তস্বর উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলে "গতিরনন্তরঃ" সূত্র দ্বারা গতির (নি এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "দদৃশ্রে" এই পদটী 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে "ইরয়োরে" (পা০ ৬।৪।৭৬) এই সূত্র দ্বারা লিটের স্থানে 'রে' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যত্যয়ে (বিকল্পে) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে এবং যদ্বৃত্তযোগবশতঃ নিঘাতস্বরের অভাব হইয়াছে। "কুহ" এই পদটী, "বা হ চচ্ছন্দসি" (পা০ ৫।৩।১৩) এই সূত্র দ্বারা 'কিম্' শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিজাত 'ত্রল্' প্রত্যয়ের স্থানে 'হ' আদেশ এবং "কু তিহোঃ" (পা০ ৭২.১০৪) এই সূত্র দ্বারা 'কিম্' শব্দের স্থানে 'কু' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বিচাকশৎ" এই পদটী বি পূর্ব্বক দীপ্তি-অর্থবিশিষ্ট 'কশ্' ধাতুর উত্তর যঙ্‌লুক করিয়া 'বিচাকশ্' যঙ্‌লুগন্ত ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার "অভ্যস্তানামাদিঃ" এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বি এর সহিত সমাস হইয়া কৃৎস্বরই (শতৃ প্রত্যয়ের স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে। অথবা 'কাশ্' ধাতুর উত্তর প্রণালীতে বিকল্পে উপধা-স্বরের হ্রস্ব করিয়াও উক্ত "বিচাকশৎ" পদ সিদ্ধ হইবে। "চন্দ্রমাঃ" এই পদটী 'চন্দ্র' শব্দের উত্তর "চন্দ্রে মো ডিৎ" (উ০৪২২৭) সূত্র দ্বারা 'অসি' (অস্) প্রত্যয় করিয়া মকার আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরবর্ত্তী শব্দে প্রকৃতিস্বর হয়; কিন্তু দাসীভারাদির মধ্যে উক্ত "চন্দ্রমাঃ" শব্দটী থাকায়, পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

* * *

প্রদেশে নক্ষত্রপুঞ্জকে * এবং চন্দ্রদেবকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি সকলেই ভগবানের নির্দ্দেশক্রমে পরিচালিত হইতেছে। ভগবানের কর্ম্মপ্রভাব কোথায় প্রতিহত? ভূলোকে দ্যুলোকে সপ্তলোকে সর্ব্বত্র তাঁহারই অনুশাসন কার্য্য করিতেছে। তেমন যে শক্তিশালী অপ্রতিহতপ্রভাব বরুণদেব, তিনি আমাকে রক্ষা করুন—আমার বন্ধন মোচন করুন,—এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২১সূ—১০ঋ)

——*——

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

একাদশিনস্থ বারুণস্থ পশোর্বপাপুরোডাশয়োস্তত্বা যামীতি দ্বে ঋচৌ যাজ্যে। সূত্রিতঞ্চ। তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান ইতি দ্বে অস্তভ্রাদ্যাং। আ০ ৩।৭। ইতি। বরুণপ্রঘাসেষু

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেবতাসম্বন্ধীয় 'একাদশিন' নামক পশুর বপা এবং পুরোডাশের "তত্ত্বা যামি" এই ঋক্‌দ্বয়, যাজ্যা-মন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান ইতি দ্বে অস্তভ্রাদ্যাং" (আ০ ৩।৭) ইতি। 'বরুণ-

* ঋকের 'ঋক্ষাঃ' পদ আছে। 'ঋক্ষ' শব্দে সাধারণতঃ নক্ষত্রসমূহকেই বুঝাইয়া থাকে। ভাষ্যকারগণ 'ঋক্ষা' শব্দে 'সপ্ত ঋষয়ঃ' অর্থ আমনন করিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জকে লাটিন ভাষায় 'উর্ষা মেজর' (Ursa Major) এবং 'উর্ষা মাইনর' (Ursa Minor) নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীকভাষায় উহার নাম—'আর্কটস' (Arktus)। ইংরাজী ভাষায় উহার নাম—'গ্রেট বেয়ার' (Great Bear)। এই সপ্তর্ষির কল্পনা লইয়া আর্য্য-গণের আদিবাস বিষয়ে অনেক গবেষণা চলিয়া থাকে। যাঁহারা মধ্য এশিয়া হইতে আর্য্য-গণের ভারতাগমন-যুক্তির পোষকতা করেন, তাঁহারা বলেন,—'ভারতবর্ষের উত্তর হইতে সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইত। আর্য্যজাতির শাখা, গ্রীকগণ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তখন তাঁহাদের উচ্চারণে নাম 'আর্কটস' রূপ পরিগ্রহ করে। সেই হইতে ভ্রমক্রমে 'আর্কটিক' (Arctic) অর্থাৎ উত্তরমেরুর কল্পনা করা হয়।' Vide, Max Muller's Science of Language. কিন্তু যাঁহারা আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস প্রসঙ্গের পোষকতা করেন, তাঁহাদের মত এই যে, ঋকে উদয়ের এবং অস্তের কথা কিছুই নাই; সকল সময়েই বৃত্তাকারে সপ্তর্ষি নক্ষত্র অবস্থিত আছে। Vide B. G. Tilak, The Arctic Home in the Vedas. কিন্তু সাধারণভাবে নক্ষত্র অর্থ গ্রহণ করিলে কোনরূপ বিতর্কই আসিতে পারে না।

বারুণস্য হবিষো যাজ্যা তত্ত্বা যামীত্যেষা পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যামিত্যত্র সূত্রিতং। ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ। আ০ ২।১৭। ইতি। তামেতাং সূক্তে একাদশীমৃচমাহ॥

* * *

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। একাদশী ঋক্)।

তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে

যজমানো হবির্ভিঃ

অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন

আয়ুঃ প্র মোষীঃ॥ ১১॥

* *

পদ-বিশ্লেষণং।

। আ। শাস্তে। যজমানঃ। হবিঃভিঃ। অহেলমানঃ। বরুণ।

ইহ। বোধি। উরুশংস। মা। নঃ। আয়ুঃ। প্র। মোষীঃ॥ ১১॥

'প্রবাস' মন্ত্রসমূহে বরুণদেব-সম্বন্ধীয় হবির্মন্ত্রের "তত্ত্বা যামি" এই ঋক্‌টী যাজ্যারূপে পঠিত হয়। "পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যাং" এই খণ্ডে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ" (আ০ ২।১৭)। এই সূক্তে সেই একাদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'উরুশংস' (সর্ব্বজনস্তুত্য) 'বরুণ' (হে ভগবন্ বরুণদেব) 'ব্রহ্মণা' (বেদমন্ত্রেণ) 'হবির্ভিঃ' (হবির্দ্দানৈঃ, ভক্তিযুতান্তরৈঃ) 'বন্দমানঃ' (স্তুবন্) 'ত্বা' (ত্বাং, তব সকাশং) 'তং' (মুক্তিং, বন্ধনমোচনং) 'যামি' (যাচে) অহমিতি শেষঃ; 'তদা' (অপিচ) 'ইহ' (অস্মাকং কর্ম্মণি) 'অহেলমানঃ' (অনাদরমকুর্ব্বন্) 'বোধি' :(বুধ্যস্ব, কৃপাপূর্ব্বকং) অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু ইত্যর্থঃ; 'যজমানঃ' (প্রার্থনাকারী যাচকঃ) 'শাস্তে' (আশাস্তে, প্রার্থয়তে); বয়ং সর্ব্বেঽপি তবানুগ্রহং প্রার্থয়াম ইতি ভাবঃ। 'নঃ' (অস্মাকং) 'আয়ুঃ' (জীবনং) 'মা প্রমোষী' (প্রমুষিতং মা কুরু, পাপকর্ম্মণঃ প্রমোচয়)। পূজাপরায়ণা বয়ং ভক্তিযুতান্তরৈঃ তব সকাশং মুক্তিং যাচামহে; অস্মাকং জীবনং পাপকর্ম্মলিপ্তং মা কুরু তস্মাৎ বন্ধনমোচনং ভবিষ্যতি (১ম—২৪সূ—১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজনস্তবনীয় হে ভগবন্ বরুণদেব! প্রার্থনাকারী আমি ভক্তিপ্লুত অন্তরে বেদমন্ত্রোচ্চারণে স্তব করিয়া আপনার নিকট বন্ধনমোচনের প্রার্থনা জানাইতেছি। আপনি আমাদিগের কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রার্থনা শ্রবণ করুন। যাচক আমরা, আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি (আর যেন) আমাদিগের জীবনকে পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত হইতে (খর্ব্ব হইতে) দিবেন না। (১ম—২৪সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ মুমূর্ষুরহং তং প্রতি তদায়ুর্যামি। যাচে। কীদৃশঃ। ব্রহ্মণা প্রৌঢ়েন স্তোত্রেণ বন্দমানঃ। স্তুবন্। সর্ব্বত্র যজমানোঽপি হবির্ভিস্তদায়ুরাশস্তে। প্রার্থয়তে। ত্বং চেহ কর্ম্মণ্যহেলমানোঽনাদরমকুর্ব্বন্ বোধি। অস্মদপেক্ষিতং বুধ্যস্ব। হে উরুশংস। বহুভিঃ স্তুত্য নোঽস্মদীয়মায়ুর্মা প্রমোষীঃ। প্রমুষিতং মা কুরু॥

সপ্তদশসঙ্খ্যাকেষু যাচ্ঞাকর্ম্মস্বীমহে যামীতি পঠিতং। চাশব্দলোপশ্ছান্দসঃ অহেলমানঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমি মৃত্যুদশাপন্ন হইয়া আপনার নিকটে সেই প্রসিদ্ধ আয়ুঃ প্রার্থনা করিতেছি। আর আমি কিরূপ?—না, প্রসিদ্ধ স্তোত্র দ্বারা বন্দনায় নিযুক্ত। সর্ব্বত্র যজমানও হবনীয় দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক সেই আয়ুঃ প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং আপনিও এই কার্য্যে অনাদর না করিয়া আমাদিগের বাঞ্ছিত অবগত হউন। হে বহুজন প্রশংসনীয় (বরুণ) আপনি আমাদের আয়ুঃ অপহরণ করিবেন না।

সপ্তদশসংখ্যাকে 'যাচ্ঞা কর্ম্ম স্বীমহে যামি, এইরূপ পঠিত হইয়াছে। 'যামি' এই পদের ছন্দ হেতু 'চা' শব্দের লোপ হইয়াছে (অর্থাৎ 'যাচামি' 'চ' এই আংশিক শব্দের

হেড় অনাদরে। অত্রুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শপশ্চ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে সতি ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। ততো নঞ্‌সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বোধি। বুধ অবগমনে। লোটঃ সের্হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। বা ছন্দাসি। পা০ ৩।৪।৮৮। ইত্যপিত্ত্বাভাবেন ঙিত্ত্বাভাবাল্লঘূপধাগুণঃ। হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিরিতি হের্ধিরাদেশঃ। ধাতোরন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। মোষীঃ। মুষ স্তেয়ে। লোড়র্থে ছান্দসো লুঙ্। বদব্রজেতি প্রাপ্তায়া বৃদ্ধের্নেটি। পা০ ৭।২।৪। ইতি প্রতিষেধে সতি লঘূপধাগুণঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ॥ ১১ ॥

একাদশ (২৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকারগণের মতে এ ঋকে আয়ুর প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে বন্ধন-মোচনের—মুক্তির প্রার্থনাই রহিয়াছে। যাঁহারা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে ভগবানকে আহ্বান করিতে পারেন, যাঁহারা হৃদয়ের ভক্তিরূপ আহবনীয় ভগবদুদ্দেশে সমর্পণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের আয়ু কখনও খর্ব্ব হয় না। তাঁহাদের প্রার্থনায় ভগবান কখনও অনাদর প্রকাশ করেন না। এখানে বলা হইতেছে,—'হে দেব, আমরা বেদমন্ত্রোচ্চারণে ভক্তিপ্লুত-অন্তরে আপনার স্তব করিতেছি। ভরসা,—আমাদের কর্ম্ম আপনার নিকট উপেক্ষিত হইবে না; ভরসা,—আপনি আমাদের জীবন-মুকুল প্রমুষিত হইতে দিবেন না।' (১ম—২৪সূ—১১ঋ)।

লোপ করায় 'যামি' এইরূপ পদ অবশিষ্ট রহিয়াছে)। 'অহেলমানঃ' এই পদটী 'অনাদর'-বোধক 'হেড়্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; এবং উক্ত পদে অকারের উপদেশ-হেতু ল ও সর্ব্বধাতুসম্বন্ধে অনুদাত্তত্ব এবং শপের 'প' ইৎ হেতু অনুদাত্তত্ব হইলে ধাতুর স্বর অবশিষ্ট থাকিল। পরে নঞ্‌ সমাস হইলে অব্যয় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'বোধি' এই পদটী, অবগতি অর্থে 'বুধ' ধাতুর উত্তর লোটের সি বিভক্তির স্থানে হি আদেশ, 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়ম হেতু বিকরণের লুক্, 'বা ছন্দসি' (পা০ ৩।৪।৮৮) এই সূত্রানুসারে অপিৎ সংজ্ঞা না হওয়ায় ঙিৎ সংজ্ঞার অভাবহেতু লঘু উপধার গুণ, 'হু ঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ' এই সূত্র দ্বারা হি-বিভক্তির স্থানে 'ধি' আদেশ এবং বৈদিক-প্রয়োগহেতু অন্তবর্ণ 'ধ' কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'মোষীঃ' এই পদটী স্তেয় (চুরি করা) অর্থ-বোধক মুষ ধাতুর উত্তর বৈদিক নিয়মহেতু লোট্ অর্থে লুঙ্ বিভক্তি, 'বদব্রজ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত বৃদ্ধির 'নেটি' (পা০ ৭।২।৪) এই নিয়মহেতু প্রতিষেধ হইলে লঘু-উপধার গুণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, এবং উক্ত পদে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই সূত্র হেতু অট্ (অ) আগম হইল না॥ ১১ ॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো

হৃদ আ বি চষ্টে

শুনঃশেপো যমহ্বদ্গৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা·

বরুণো মুমোক্তু ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। ইৎ। নক্তং। তৎ। দিবা। মহ্যং। আহুঃ। তৎ। অয়ং।

কেতঃ। হৃদঃ। আ। বি। চষ্টে। শুনঃশেপঃ। যং। অহ্বৎ।

গৃভীতঃ। সঃ। অস্মান্। রাজা। বরুণঃ। মুমোক্তু ॥ ১২॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'তৎ' (ভগবৎ স্তোত্রং) 'নক্তং' (রাত্রৌ) 'দিবা' (দিবসেঽপি) 'ইৎ' (এব, কর্ত্তব্যং ইতি যাবৎ), 'তৎ' (তদ্বিষয়ং, তদুপদেশং) 'মহ্যং' (মে) 'আহুঃ' (কথয়ন্তি, প্রাজ্ঞা ইতি শেষঃ) ; অপিচ, 'হৃদঃ' (মদীয় মনসঃ, বিবেকবুদ্ধিরিতি যাবৎ). 'অয়ং' (এষঃ) 'কেতঃ' (প্রজ্ঞাবিশেষঃ) 'আবিচষ্টে' (বিশেষেণ প্রকাশয়তি) ; 'গৃভীতঃ' (গৃহীতঃ, সংসারবন্ধনাবদ্ধঃ, মায়ামোহগ্রস্তঃ) শুনঃশেপঃ' (পাপাত্মা) 'যং' (ভগবন্তং) 'অহ্বৎ' (আহুতবান্, প্রার্থয়ামাস),

'সঃ' 'বরুণঃ' 'রাজা' (স পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) 'অস্মান্' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'মুমোক্তু' (বন্ধনমুক্তান করোতু, পাপবন্ধনান্মোচয়তু)। দিবারাত্রিসর্ব্বকালং ভগবদনুস্মরণং কর্ত্তব্যং। পাপিত্রাতা স ভগবান্ অস্মান্ পাপাৎ পরিত্রায়েৎ। (১ম—২৪সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

কিবা রাত্রিকালে কিবা দিবাভাগে ভগবানের উপাসনা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। জ্ঞানিগণ এ কথা বলিয়া গিয়াছেন; আমাদের অন্তরাত্মাও এ কথা বলিয়া থাকেন। সংসারমোহে আবদ্ধ পাপাত্মা (বিপদে পড়িয়া) যে ভগবানকে আহ্বান করে (এবং ফলপ্রাপ্ত হয়), সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ বরুণদেব আমাদিগকে বন্ধনমুক্ত করুন। (১ম—২৪সূ—১২ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

তদিত্তদেব বরুণবিষয়ং স্তোত্রং নক্তং রাত্রৌ মহ্যং শুনঃশেপায়াহুঃ। কর্ত্তব্যত্বেনাভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তু। তথা দিবাপি অহঃকালেঽপি অদো মম মনসো নিষ্পন্নমহং কেতঃ প্রজ্ঞাবিশেষোঽপি তদেব কর্ত্তব্যত্বেনাচষ্টে। সর্ব্বতো বিশেষেণ প্রকাশয়তি। গৃভীতো। গৃহীতো যূপে বদ্ধঃ শুনঃশেপ এতন্নামকো জনো যং বরুণমহ্বৎ আহূতবান। স বরুণো রাজাস্মান্ শুনঃশেপান্ মুমোক্তু, বন্ধান্মুক্তান করোতু।

মহ্যং। ঙয়ি চেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। আহুঃ। ব্রুবঃ পঞ্চানাং। পা০ ৩।৪।৮৪। ইতি ব্রুবো লটি ঝেরুসাদেশঃ। আহশ্চাহাদেশশ্চ। হৃদঃ। পদ্দন্নোমাদিনা পাঃ ৬।১।৬৩। হৃদয়-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্তোত্রের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ শুনঃশেপ যে আমি, আমাকে সেই বরুণদেবের স্তোত্র রাত্রিকালে (উচ্চারণ করা) কর্ত্তব্য এইরূপ বলিয়াছেন, এবং উহা দিবসে কর্ত্তব্য ইহাও বলিয়াছেন। (অর্থাৎ, বিচক্ষণ মুনিগণ আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে,—বরুণদেববিষয়ক স্তোত্র রাত্রি বা দিবায় সকল সময়েই করা উচিত।) আমার হৃদয়ে জাত প্রজ্ঞাবিশেষও 'তাহাই কর্ত্তব্য'—এইরূপ বলিতেছে। (অর্থাৎ আমার মনে ঐরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে)। শুনঃশেপ নামক কোনও লোক যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া যে বরুণদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রাজা বরুণদেব শুনঃশেপ-নামধারী এরূপ আমাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।

'মহ্যং' এই পদের 'ঙয়ি চ' এই নিয়ম হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'আহুঃ' এই পদটী 'ব্রুবঃ পঞ্চানাং' (পা০ ৩।৪।৮৪) এই সূত্র দ্বারা ব্রূ ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তি, পরে 'ঝেরুস' আদেশ এবং ব্রূ ধাতুর স্থানে আহ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'হৃদঃ' এই পদটীতে

শব্দস্য হৃদাদেশঃ। উড়িদম্পদাদীতি পঞ্চম্যা উদাত্তত্বং। শুনঃশেপঃ। শুন ইব শেপো হস্যেতি সমাসে শুনঃ শেপ-পুচ্ছ-লাঙ্গুলেষু সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠ্যা অলুগ্বক্তব্যঃ পা০ ৬।৩।২২৫। ইত্যলুক্। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্ত উভে বনস্পত্যাদিষু। পা০ ৬।২।১৪০। ইতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎপ্রকৃতিস্বরত্বং। অহ্বৎ। হ্বেঞো লুঙি লিপিসিচিহ্বশ্চ। পা০ ৩।১।৫৩। ইতি চেলঙাদেশঃ। আতো লোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। অডাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। গৃভীতঃ। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। সো অস্মান্ প্রকৃত্যান্তঃপাদমিতি প্রকৃতিভাবঃ। মুমোক্তু। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ॥ ১২॥

দ্বাদশ (২৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের ঘোর সংশয়-মূলক শব্দ—শুনঃশেপ। শুনঃশেপকে অজি-গর্ত্তের পুত্র ঋষিকুমার শুনঃশেপ বলিয়া মনে করিলে, এ ঋকের অর্থের গতি এক পথ পরিগ্রহ করে; আবার ধাত্বর্থের অনুসরণে ভাবার্থের অনু-ধ্যানে এ ঋকের অর্থ আর এক ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রথম পক্ষে অর্থ হয়,—ঋষিকুমার শুনঃশেপ যূপে আবদ্ধ হইয়া যে বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া-ছিলেন, সেই বরুণদেবের আমরা উপাসনা করিতেছি; তিনি আমা-দিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। ... পক্ষান্তরে ঋকের যে সার্ব্ব-

'পদ্দং' (পা০ ৬।১।৬৩) ইত্যাদি সূত্রানুসারে হৃদয় শব্দ স্থানে 'হৃদ্' আদেশ এবং 'উড়িদং' এই নিয়ম হেতু পঞ্চমী বিভক্তি উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'শুনঃশেপ' এই পদটীতে কুক্কুরের ন্যায় লাঙ্গুল হইয়াছে যাহার' (শুন ইব শেফো যস্য) এইরূপ সমাস হইলে 'শুনঃশেপ পুচ্ছ লাঙ্গুলেষু সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠ্যা অলুগ্বক্তব্যঃ' (পা০ ৬।৩।২১৫) এই সূত্র দ্বারা ষষ্ঠী বিভক্তির লুক্ (লোপ) হইল না; এবং পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলেও 'উভে বনস্পত্যাদিষু' (পা০ ৬।২।১৪০) এই নিয়ম হেতু এককালে পূর্ব্ব এবং উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অহ্বৎ' এই পদটী হ্বে ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তি, পরে 'লিপি সিচিহ্বশ্চ' (পা০ ৩।১।৫৩) এই নিয়মানুসারে 'চ্লি' স্থানে অঙ্ আদেশ ও 'আতো লোপ ইটি চ' (পা০ ৬।৪।৬৬) এই সূত্র দ্বারা আকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এবং উক্ত পদে অট্ (অ) আগম, উদাত্তস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্ত-যোগহেতু নিঘাত হইল না। 'গৃভীত' এই পদে 'হৃগ্রহোর্ভ' ইতি নিয়মহেতু গ্রহ ধাতুর 'হ' স্থানে ভ হইয়াছে। 'সো অস্মান্' এই স্থলে 'প্রকৃত্যান্তঃ পাদম্' এই নিয়মানুসারে প্রকৃতিভাব থাকিল অর্থাৎ 'অস্মান্' এই পদের অকারের লোপ হইল না। 'মুমোক্তু' এই পদের 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা বিকরণের স্থানে শ্লু হইয়াছে। ১২॥

জনীন অর্থের অধ্যাহার হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, প্রার্থী বলিতেছেন,—'পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা হে দেব! পাপী তাপী যে মন্ত্রে যে ভাবে আপনাকে আহ্বান করিয়া পরিত্রাণ পায়; আমরা অশেষ পাপী, সেই মন্ত্রে সেই ভাবে, আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগকে-সংসার-কারাগারের এই দারুণ বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি-দান করুন।'

ঋকের শেষাংশের মর্ম্মার্থ ঐরূপই বটে। প্রথমাংশ প্রার্থনার কালাকাল-বিষয়ক বিতণ্ডা নিরসন করিতেছে। ভগবানের উপাসনার কি আর কালাকাল আছে? যাঁহারা বলেন,—দিন-বিশেষে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়; যাঁহারা বলেন,—কালবিশেষে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়; তাঁহারা যে বিভ্রমগ্রস্ত,—এ ঋক্ তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। ঋক্ বলিতেছে,—'সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বময়ের উপাসনায় আবার দিন অদিন কি আছে? দিন-রাত্রি সর্ব্বক্ষণই তাঁহার উপাসনার কাল! তাঁহার উদ্দেশে বিহিত কার্য্যই তাঁহার উপাসনা; সে কার্য্য মানুষ সর্ব্বক্ষণই করিতে পারে। তুমি কালাকাল অনুসন্ধান করিও না। ভগবান সর্ব্বকাল তোমার মস্তকের উপর বিদ্যমান আছেন,—এই স্মরণ করিয়া, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি রাখিয়া, কার্য্য করিয়া যাও; তোমার উপাসনা কখনই বিফল হইবে না। তাহাতে, তোমার এই যে বিষম বন্ধন, তখন তিনি আপনিই আসিয়া সে বন্ধন মোচন করিয়া দিবেন।' (১ম—২৪সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।

অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো

বি মুমোক্তু পাশান্॥ ১৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শুনঃশেপঃ। হি। অহ্বৎ। গৃভীতঃ। ত্রিষু। আদিত্যং। দ্রুপদেষু।

বদ্ধঃ। অব। এনং। রাজা। বরুণঃ। সসৃজ্যাৎ। বিদ্বান্।

অদব্ধঃ। বি। মুমোক্তু। পাশান্॥ ১৩॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ত্রিষু' (ত্রিবিধদুঃখাত্মকেষু) 'দ্রুপদেষু' (সংসাররূপযূপকাষ্ঠেষু) 'গৃভীতঃ' (গৃহীতঃ কর্ম্মণা নিগৃহীতঃ) 'বদ্ধঃ' (আবদ্ধঃ চ) 'শুনঃশেপঃ' (নিকৃষ্টঃ পাপাত্মা) 'এনং' (এনং) 'অবসৃজ্যাৎ' (বিমোচনাৎ) 'আদিত্যং' (ভগবদ্বিভূতিং, ত্রাণকারকং দেবং) 'অহ্বৎ' (আহূতবান্); 'হি' (তস্মাৎ) 'অদব্ধঃ' (অপ্রতিহতপ্রভাবঃ) 'বিদ্বান্' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'রাজা' (পরমৈশ্বর্য্যশালী) 'বরুণঃ' (ভগবন্ বরুণদেবঃ) 'পাশান্' (বন্ধনানি) 'বিমুমোক্তু' (বিশেষেণ মুক্তিদানং করোতু ইত্যর্থঃ)। বিষমসংসারবন্ধনাবদ্ধঃ পাপাত্মা অপি দেবারাধনা-প্রভাবেন মুক্তিলাভং করোতীতি ভাবঃ। (১ম—২৪সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিবিধদুঃখাত্মক সংসাররূপ যূপকাষ্ঠে (কর্ম্ম দ্বারা) গৃহীত ও আবদ্ধ নিকৃষ্ট পাপাত্মা, বন্ধন-মোচনের জন্য (সেই) ত্রাণকারী দেবতার (যদি) শরণাপন্ন হয়; তাহাতে, সেই অপ্রতিহত-প্রভাব পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বরুণদেব তাহার বন্ধন-মোচন করেন। (১ম—২৪সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

গৃভীতো বন্ধনায় গৃহীতস্ত্রিসঙ্খ্যাকেষু দ্রুপদেষু দ্রোঃ কাষ্ঠস্য যূপস্য পদেষু প্রদেশবিশেষেষু বদ্ধঃ শুনঃশেপ আদিত্যমদিতেঃ পুত্রং যং বরুণমহ্বৎ। আহূতবান্। হি যস্মাদেবং তস্মাৎ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বন্ধনের নিমিত্ত ধৃত শুনঃশেপ মুনি তিনটি যূপকাষ্ঠের প্রদেশবিশেষে বদ্ধ হইয়া অদিতিপুত্র বরুণদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রাজা বরুণদেব এই শুনঃশেপকে

স বরুণো রাজৈনং শুনঃশেপমবসৃজ্যাৎ। অপসৃষ্টং বন্ধনাদ্বিমুক্তং করোতু। বিমোকপ্রকার এব স্পষ্টীক্রিয়তে বিদ্বান্। বিমোকপ্রকারাভিজ্ঞঃ। অদব্ধঃ। কেনাপ্যহিংসিতো বরুণঃ পাশান্ বন্ধনরজ্জুবিশেষান্ বিমুমোক্তু। বিচ্ছিদ্যৈনং মুক্তং করোতু॥

ত্রিষু। ষট্‌ত্রিচতুর্ভ্যো হলাদিঃ। পা০ ৬।১।১৭৯। ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সংহিতায়ামুদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পর আকারঃ স্বর্যতে। সসৃজ্যাৎ। সৃজ বিসর্গে। প্রার্থনায়াং লিঙ্। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। বিদ্বান্। বিদ্ জ্ঞানে। বিদেঃ শতুর্বসুঃ। পা০ ৭।১।৩৬। উগিদচামিতি নুং। হল্ঙ্যাদিসংযোগান্তলোপৌ। সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। অদব্ধঃ। দম্ভু দম্ভে। নিষ্ঠায়ামনিদিতামিতিনলোপে ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ। পা০ ৮।২।৪০। ইতি ধত্বং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৩॥

* • *

ত্রয়োদশ (২৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে ঋক্‌টির বিভিন্নরূপ অর্থ নিষ্কাষিত হইতে পারে। যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'তিন-পদবিশিষ্ট যূপকাষ্ঠে (হাড়কাঠে) লইয়া গিয়া ঋষিকুমার শুনঃশেপকে বলিদানার্থ বদ্ধ করা

বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। বিমুক্তি-প্রকারকে স্পষ্ট করিতেছেন,—বিমুক্তিবিষয়ে অভিজ্ঞ ও কোনও প্রাণী কর্ত্তৃক হিংসিত নহে (অর্থাৎ কেহ যাহার হিংসা করিতে পারে না) এইরূপ বরুণদেব পাশনামক বন্ধন-রজ্জুসকল বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করুন।

'ত্রিষু' এই পদে 'ষট্‌ত্রি-চতুর্ভ্যো হলাদিঃ' (পা০ ৬।১।১৭৯) এই সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে, এবং 'সংহিতায়ামুদাত্ত স্বরিতয়োর্যণঃ' এই নিয়মানুসারে পর আকার স্বর হইয়াছে। 'সসৃজ্যাৎ' এই পদটীতে সৃজ ধাতুর উত্তর প্রার্থনা অর্থে লিঙ্ বিভক্তি। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়ম হেতু বিকরণের স্থানে 'শ্লু' হইয়াছে। 'বিদ্বান্' এই পদটী জ্ঞানার্থ বিদ ধাতুর উত্তর 'বিদেঃ শতুর্বসুঃ' (পা০ ৭।১।৩৬) এই সূত্র দ্বারা 'শতৃ' স্থানে 'বসু' আদেশ, 'উগিদচাং' এই সূত্র দ্বারা 'নুম্' এবং 'হল্ঙ্যাব্‌ভ্যঃ' (পা০ ৬।১।৬৮) এই সূত্র দ্বারা সংযোগের অন্তলোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ পদ সংহিতাতে পঠিত হওয়ায় উক্তপদে 'দীর্ঘাদটি সমানপাদ' (পা০ ৮।৩।৯) এই নিয়মানুসারে নকার স্থানে 'রু' (অনুনাসিক) হইয়াছে, এবং 'আতোঽটি নিত্যম্' (পা০ ৮।৩।৩) এই নিয়ম হেতু 'বিদ্বান্' এই পদের আকার অনুনাসিকযুক্ত হইয়াছে। 'অদব্ধঃ' এই পদটী দম্ভার্থ দন্ভ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয়, 'অনিদিতাম্' (পা০ ৬।৪।২৪) এই সূত্র দ্বারা নকারলোপ এবং 'ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ' (পা০ ৮।২।৪০) এই সূত্র দ্বারা নিষ্ঠার স্থানে 'ধ' করিয়া সিদ্ধ, এবং অব্যয় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১৩॥

হইয়াছিল। তাহাতে, অদিতিপুত্র বরুণদেব তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবেন জানিয়া, তিনি সেই অশেষ-ক্ষমতাশালী বিদ্বান্ রাজা বরুণদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন।' এক দৃষ্টিতে ঋক্ হইতে ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইতে যে না পারে, তাহা নহে। সেরূপ অর্থ, পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতির পক্ষে বিঘ্ন-বিধায়ক; পরন্তু বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়। অথচ, ঋক্‌টীর মধ্যে অতি উদার সর্ব্বকালের উপযোগী ভাব নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাই।

ঋকের একটি প্রধান বাক্য—'ত্রিষু দ্রুপদেষু বদ্ধঃ'। এই বাক্যের অর্থে, সায়ণ লিখিয়াছেন,—'ত্রিসংখ্যাকেষু দ্রুপদেষু দ্রোঃ কাষ্ঠস্য যূপস্য পদেষু প্রদেশবিশেষেষু বদ্ধঃ।' ইহা হইতেই সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ 'তিন পদ কাষ্ঠে বদ্ধ' রূপ অর্থ আমনন করিয়াছেন। তিন খণ্ড কাষ্ঠে যে যূপকাষ্ঠ প্রস্তুত হয়, অথবা যূপকাষ্ঠের যে তিনটী পদ থাকে, ঐ 'ত্রিষু দ্রুপদেষু' বাক্যে এইরূপ অর্থ আমনন করা হয়। কিন্তু তাহা নিতান্তই কষ্টকল্পনামূলক। 'দ্রুপদ' শব্দের 'কাষ্ঠ' অর্থ পরিগ্রহণও বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ। যাহা হউক, সায়ণ 'ত্রিষু দ্রুপদেষু' বাক্যের যে 'তিনটী কাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত যূপকাষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা প্রকারান্তরে তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু সে তিনটী কাষ্ঠই বা কি, আর সেই যূপই বা কি? আমরা মনে করি, 'ত্রিষু' শব্দে 'ত্রিবিধদুঃখাত্মক' অর্থ দ্যোতনা করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখই যূপকাষ্ঠের উপাদানস্থানীয়। 'যূপকাষ্ঠ' বলিতে এখানে সংসাররূপ যূপকাষ্ঠকে লক্ষ্য করিতেছে। সংসাররূপ যূপকাষ্ঠের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষ যে ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হয়, এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে। এ যূপকাষ্ঠ তিন খানি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যূপকাষ্ঠ নয়;—এ যূপকাষ্ঠ সংসার-রূপ ত্রিবিধ-দুঃখাত্মক;—এ যূপকাষ্ঠ ত্রিতাপমূলক।

অতঃপর ঋকের আর কয়েকটী বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। তাহাতেও ঐ ভাবই অধ্যাহৃত হইবে। ঋকের দুইটী শব্দ—'গৃভীতঃ' ও 'বদ্ধঃ।' ঐ শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে 'গৃহীতঃ' ও 'আবদ্ধঃ' অর্থই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কিসের দ্বারা গৃহীত ও আবদ্ধ? আমরা মনে করি, 'কর্ম্মের দ্বারা—কর্ম্মরূপ রজ্জু দ্বারা গৃহীত ও আবদ্ধ'। এখানে এই

ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ঋকের আর একটী শব্দ—'শুনঃশেপঃ।' ঐ শব্দের অর্থ যে পাপাত্মা, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'শুনঃশেপঃ' শব্দে অতি নিকৃষ্ট পাপীকে বুঝাইতে পারে। শব্দার্থের অনুসরণে ঐ শব্দে 'কুক্কুরের লাঙ্গুল' বুঝায়। হেয় যে কুক্কুর, তাহার যে নিকৃষ্ট অংশ লাঙ্গুল, তাহাতে অতি নীচ পাপী—এই ভাবই আসিতে পারে। অতঃপর 'আদিত্যং' পদ। 'অদিতি' শব্দে কি অর্থ প্রকাশ করে, পূর্ব্বেই আমরা ব্যক্ত করিযাছি। 'আদিত্য' শব্দে সেই 'অদিতি' (অনন্ত) হইতে উৎপন্ন অর্থই আসে। সে আদিত্য—ভগবদ্বিভূতি—দেবভাব। এখানে 'আদিত্যং' পদে ত্রাণকারী দেবতা বুঝাইতেছে, 'অবস্থজ্যাৎ' পদে 'বন্ধন-মোচনের জন্য' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এই সকল শব্দের বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে অর্থ দাঁড়ায়, বঙ্গানুবাদে তাহা লক্ষ্য করুন। পরবর্ত্তী ঋকের সহিত এ ঋক্ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এ ঋক মহিমা-জ্ঞাপক; পরবর্ত্তী ঋক্ প্রার্থনামূলক। দুই ঋকের একত্রে ভাবার্থ হয় এই যে,—'সেই যে জগৎপাতা পাপিত্রাতা ভগবান, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, অতিনীচ পাপীও উদ্ধার-প্রাপ্ত হয়; আমরা তাঁহারই করুণাকণা ভিক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদিগের বন্ধনমোচন করুন।' (১ম—২৪সূ—১৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অবভৃথেহব তে হেল ইতি দ্বে ঋচৌ বারুণস্য হবিষো যাজ্যানুবাক্যে। পত্নীসংযাজৈশ্চরিত্বেতি খণ্ডে সূত্রিতং। অব তে হেলো বরুণ নমোভিরিতি দ্বে। আ০ ৬।১৩। ইতি। তয়োরাদ্যাং সূক্তে চতুর্দ্দশীমৃচমাহ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অবভৃত অর্থাৎ যজ্ঞান্ত স্নান-কালে 'অবতে হেলঃ' ইত্যাদি দুইটী ঋক্ বরুণদেবসম্বন্ধী হবির যাজ্যা ও অনুবাক মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। আশ্বালায়ন সূত্রে 'পত্নীসংযাজৈশ্চরিত্বা' এই খণ্ডে 'অবতে হেলো বরুণ নমোভিরিতি দ্বে' এইরূপ সূত্র কৃত হইয়াছে। সূক্তে সেই ঋক্‌দ্বয়ের মধ্যে চতুর্দ্দশ ঋক্‌টী কথিত হইতেছে।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্)।

অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব

যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ।

ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি

শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অব। তে। হেলঃ। বরুণ। নমঃ৹ভিঃ। অব। যজ্ঞেভিঃ। ঈমহে।

হবিঃ৹ভিঃ। ক্ষয়ন্। অস্মভ্যং। অসুর। প্রচেত ইতি। প্র৹চেতঃ।

রাজন্। এনাংসি। শিশ্রথঃ। কৃতানি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বরুণ' (হে ভগবন্ বরুণদেব) 'তে' (তব) 'হেলঃ' (ক্রোধং) 'নমোভিঃ' (নমস্কারৈঃ) 'যজ্ঞেভিঃ' (যজ্ঞৈঃ, যজ্ঞকর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানেন) 'হবির্ভিঃ' (আহবনীয়দ্রব্যৈঃ, পূজাদিকর্ম্মণা, ভক্ত্যা) 'অবেমহে' (অপনয়নামঃ, অপনোদনার্থং প্রার্থয়ামঃ); অব (অপিচ) 'অসুর' (অনিষ্টক্ষেপণশীল, অনিষ্টনিবারক) 'প্রচেতঃ' (পরমপ্রজ্ঞাযুক্ত) 'রাজন্' (দীপ্যমান্ হে বরুণদেব) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং, অস্মাকং মঙ্গলার্থং) 'ক্ষয়ন্' (অস্মিন্ কর্ম্মণি নিবসন্) 'কৃতানি' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতানি) 'এনাংসি' (পাপানি) 'শিশ্রথঃ' (শিথিলীকুরু, মোচয়েতি যাবৎ)। হে দেব! অস্মাকং পাপকর্ম্ম দৃষ্ট্বা ক্রোধপরায়ণো মা ভব। অস্মাকং পূজাং গৃহাণ। অস্মদ্‌যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ কলুষনাশং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনাঃ। (১ম—২৪সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ বরুণদেব! আপনাকে প্রণতি জানাইয়া এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, আপনার রোষাপনয়নের প্রার্থনা করিতেছি। অনিষ্ট-দূরকারী পরমপ্রজ্ঞাযুক্ত দীপ্যমান্ হে বরুণদেব! আমাদের মঙ্গলার্থ আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মমধ্যে অবস্থিতি-পূর্ব্বক আপনি আমাদিগের কৃত পাপ-সমূহ মোচন করুন। (১ম—২৪সূ—১৪ঋ)।

* * *

সায়ন-ভাষ্যং।

হে বরুণ তে তব হেলঃ ক্রোধং নমোভির্নমস্কারৈরবেমহে। অবনয়ামঃ। তথা যজ্ঞৈঃ সাঙ্গানুষ্ঠানেন পূজ্যৈর্হবির্ভিরবেমহে। বরুণং পরিতোষ্য ক্রোধমপনয়ামঃ। হে অসুর। অনিষ্টক্ষেপণশীল। প্রচেতঃ। প্রকর্ষেণ প্রজ্ঞাযুক্ত। রাজন্। দীপ্যমান বরুণ। অস্মভ্যমস্মদর্থং ক্ষয়ন্নস্মিন্কর্ম্মণি নিবসন্ কৃতান্যস্মাভিরনুষ্ঠিতান্যেনাংসি পাপানি শিশ্রথঃ। শ্রথিতানি শিথিলানি কুরু॥

হেলঃ। অসুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যজ্ঞেভিঃ। বহুলং ছন্দসীত্যৈসভাবঃ। ঈমহে। ঈঙ্ গতৌ। বিকরণস্য লুক্। ক্ষয়ন্। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। লটঃ শতৃ। ব্যত্যয়েন শপ্। আমন্ত্রিতত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অসুর। অসেরুরন্। উ০ ১।৪২। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। শিশ্রথঃ। শ্রথ দৌর্ব্বল্যে। চুরাদিরদন্তঃ। ছান্দসে লুঙি নিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ। পা০ ৩।১।৪৮। ইতি চ্লেশ্চঙ্।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমরা নমস্কারের দ্বারা এবং যাবতীয় অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান হেতু পূজনীয় এরূপ হবির্দ্রব্যের দ্বারা সন্তোষোৎপাদন পূর্ব্বক আপনার ক্রোধ আপনীত করিতেছি। অতএব হে অনিষ্টনাশকারী বিশুদ্ধবুদ্ধিশালী প্রকাশমান বরুণদেব! আপনি আমাদের জন্য এই যজ্ঞ-কার্য্যের নিকটে বাস করতঃ (সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া) আমাদিগের কৃত সমস্ত পাপরাশিকে শিথিল (অর্থাৎ নষ্ট) করুন।

'হেলঃ' এই পদেতে 'অসুন্' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যজ্ঞেভিঃ' এই পদে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়ম হেতু 'ভিস্' বিভক্তির স্থানে 'ঐস্' আদেশ হইল না। 'ঈমহে' এই পদটী গমনার্থক ঈ ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তির 'মহে' করিয়া বিকরণের লুক্ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ক্ষয়ন্' এই পদটী নিবাস ও গমনার্থ-বোধক ক্ষি ধাতুর লোটের স্থানে শতৃ প্রত্যয়, ব্যতিক্রমে শপ্ করিয়া সিদ্ধ; এবং উক্ত পদ আমন্ত্রিত হওয়ায় আদিবর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অসুর' এই পদটী 'অসেরুরন্' (উ০ ১।৪২) এই উনাদি সূত্রানুসারে অস্ ধাতুর উত্তর 'উরন্' প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে, এবং উক্ত পদে আমন্ত্রিতের নিঘাত হইয়াছে। 'শিশ্রথঃ' এই পদটীতে অকারান্ত চুরাদিগণীয় দৌর্ব্বল্যবোধক শ্রথ ধাতুর উত্তর বৈদিক লুঙ্ বিভক্তি করিয়া 'নিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ' (পা০

দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। অগোপিত্বাৎ। পা০ ৭।৪।২। সম্বন্তাবাভাবেহপি। পা০ ৭।৪।৯৩। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭.৪।৯৮। ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। পূর্ব্ববদড়ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

চতুর্দ্দশ (২৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

'কত অপরাধ করিয়াছি! কতরূপ পাপনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত আছি! কত প্রকারেই আপনার ক্রোধের কারণ হইয়াছি। এখন একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। তাই প্রণত হইতেছি। অপরাধে ক্ষমাভিক্ষা চাহিতেছি। আপনার প্রীতিজনক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি। ক্রোধ অপনয়নের জন্য চেষ্টা পাইতেছি! হে দেব! আর বিরূপ থাকিবেন না! আমি অনেক পাপ করিয়াছি; আমার সেই কৃত-পাপসমূহ হইতে আপনি আমাকে মুক্তিদান করুন।' প্রধানতঃ এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'আপনি অতি-নীচ পাপীরও পরিত্রাণের উপায় বিহিত করেন। এখানকার ভাব এই যে, আমি সেই পাপী; আমাকে পরিত্রাণ করুন।'

ঋকে বরুণদেবের একটী বিশেষণ আছে,—'অসুর'। ঐ শব্দে এখন 'দেবদ্বেষী' অর্থ প্রচলিত। কিন্তু ঋগ্বেদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়, 'অসুর' শব্দে দেবতাকেও বুঝাইত। সায়ণ সেই বুঝিয়াই ঐ শব্দে 'অনিষ্টক্ষেপণশীল' অর্থ আমনন করিয়াছেন। এইরূপ 'দেব' শব্দও অনেক স্থলে 'অসুর' ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। একই শব্দ যে প্রয়োগ-বিশেষে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে, 'দেব' ও 'অসুর' শব্দের প্রয়োগে বেদে তাহা সপ্রমাণ হয়। শব্দ—অনুভাবনা-মূলক। ভাবের সহিতই শব্দের সম্বন্ধ। এই জন্য উক্ত আছে,—কেহ বিষ্ণু, কেহ বিষ্টু, কেহ বা বিষ্ণবে, কেহ বা বিস্টবে ইত্যাদি রূপ

৩।১।৪৮) এই সূত্র দ্বারা 'চ্লি' র স্থানে অঙ্, পরে দ্বিরুক্তি ও হলাদি অবশিষ্ট থাকিলে, অকার লোপ হেতু সম্বন্ধভাব না হইলেও 'বহুলং ছন্দসি' (পা০ ৭ ৪।৯৮) এই সূত্র দ্বারা অভ্যাসের (ধাতুর দ্বিরুক্ত ভাগের) স্থানে ইকার হইয়াছে; সেই জন্য এখানে পূর্ব্বের ন্যায় অট্ (অ) আগম হইল না ॥ ১৪ ॥

ভ্রমাত্মক উচ্চারণ করিয়াও ভগবানকে প্রাপ্ত হন মন লইয়াই কার্য্য। শব্দ লইয়া কার্য্য নহে। চিত্ত যদি শুদ্ধ থাকে, মন যদি কলঙ্কশূন্য হয়, শব্দে কিছু আসে যায় না। দেবাসুর শব্দের পরস্পর-বিপরীত অর্থ সেই ভাব দ্যোতনা করে। * (১ম—২৫সূ—১৪ঋ)।

---

* ঋগ্বেদে অসুর শব্দ অন্যূন সত্তর বার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অষ্টকে সাত বার, দ্বিতীয় অষ্টকে দশ বার, তৃতীয় অষ্টকে সাত বার, চতুর্থ অষ্টকে দ্বাদশ বার, পঞ্চম অষ্টকে আট বার, ষষ্ঠ অষ্টকে আট বার, সপ্তম অষ্টকে ছয় বার এবং অষ্টম অষ্টকে অষ্টাদশ বার 'অসুর' শব্দ দৃষ্ট হয়। কোন্ অষ্টকে কি সম্বন্ধে অসুর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী বিশদ তালিকা, মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে প্রদত্ত হইল; যথা,—

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
১।	প্রথম অষ্টকে,—		
১ম	২৪শ	১৪শ	বরুণ
"	৩৫শ	৭ম	সূর্য্যারশ্মি
"	৩৫শ	১০ম	সবিতা
"	৫৪শ	৩য়	ইন্দ্র
"	৬৪শ	২য়	মরুদ্গণ
"	১০৮ম	৬ষ্ঠ	ঋত্বিকগণ
"	১১০ম	৩য়	ত্বষ্টা
২।	দ্বিতীয় অষ্টকে,—		
১ম	১২২ম	১ম	রুদ্র
"	১২৬ম	২য়	ভাবযব্য রাজা
"	১৩১ম	১ম	স্বর্গলোক
"	১৫১ম	৪র্থ	মিত্র ও বরুণ
"	১৭৪ম	১ম	ইন্দ্র
২য়	১ম	৬ষ্ঠ	রুদ্র
"	২৭শ	১০ম	বরুণ
"	২৮শ	৭ম	বরুণ
"	৩০শ	৪র্থ	বৃকদ্বরঃ অসুর
৩য়	৩য়	৪র্থ	অগ্নি
৩।	তৃতীয় অষ্টকে,—		
৩য়	২৯শ	১৪শ	অরণি
"	৩৮শ	৪র্থ	ইন্দ্র
"	৫৩শ	৭ম	রুদ্র
"	৫৫শ	১ম-১০ম	অসুরত্ব=ক্ষমতা
"	৫৬শ	৮ম	সম্বৎসর
৪র্থ	২য়	২৫ম	অগ্নি
"	৫৩শ	১ম	সবিতা
৪।	চতুর্থ অষ্টকে,—		
৫ম	১২শ	১ম	সবিতা
"	১৫শ	১ম	অগ্নি
"	২৭শ	১ম	ত্র্যরুণ, অগ্নি, রাজপুত্র
"	৪১শ	৩য়	রুদ্র, সূর্য্য, বায়ু,
"	৪২শ	১ম	বায়ু
"	৪২শ	১১শ	রুদ্র
"	৪৯শ	২য়	সবিতা
"	৫১শ	১১শ	পূষা
"	৬৩শ	৩য়	মিত্র ও বরুণ
"	৬৩শ	৭ম	মিত্র ও বরুণ
"	৮৩শ	৬ষ্ঠ	পর্য্যন্য
"	১২শ	৪র্থ	অসুরঘ্ন=ইন্দ্র
৫।	পঞ্চম অষ্টকে,—		
৭ম	২য়	৩য়	অগ্নি
"	৬ষ্ঠ	১ম	বৈশ্বানর
"	১৩শ	১ম	অসুরঘ্ন=ইন্দ্র
"	৩০শ	৩য়	অগ্নি
"	৩৫শ	২য়	মিত্র ও বরুণ

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্ব্বিংশসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।

অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো

অদিতয়ে স্যাম॥ ১৫॥

মণ্ডল	সূক্ত	ঋক্	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
৭ম	৫৬শ	২৪শ	বীর
„	৬৫শ	২য়	মিত্র ও বরুণ
„	৯৯ম	৫ম	বর্চী
৬।	ষষ্ঠ অষ্টকে,—		
৮ম	১৯শ	২৩শ	সূর্য্য
„	২০শ	১৭শ	মেঘ বা বল
„	২৫শ	৪র্থ	মিত্র ও বরুণ
„	২৭শ	২০শ	দেবগণ
„	৪২শ	১ম	বরুণ
„	৯০শ	৬ষ্ঠ	ইন্দ্র
„	৯৬শ	৯ম	বলবান্ শত্রু
„	৯৭শ	১ম	ঐ
৭।	সপ্তম অষ্টকে,—		
৯ম	৭৩শ	৭৪শ	১ম, ৭ম সোম
„	৯৯শ	১ম	ঐ
„	১০শ	২য়	স্বর্গধারী দেব
„	১১শ	৬ষ্ঠ	পুরোহিত
„	৩১শ	৬ষ্ঠ	যজ্ঞ
৮।	অষ্টম অষ্টকে,—		
১০ম	৫৩শ	৪র্থ	বলবান্ শত্রু
„	৫৫শ	৪র্থ	অসুরত্ব = ক্ষমতা
„	৫৬শ	৬ষ্ঠ	সূর্য্য
„	৭৪শ	২য়	প্রবল
„	৮২শ	৫ম	দেবগণ
„	৯২শ	৬ষ্ঠ	মেঘ
„	৯৩শ	১৪শ	রামরাজা
„	৯৬শ	১১শ	ইন্দ্র
„	৯৯শ	২য়	অসুরত্ব = বল
„	৯৯শ	১২শ	ইন্দ্র
„	১২৪ম	৩য়	দেবগণ
„	১২৪ম	৫ম	ঐ
„	১৩২ম	৪র্থ	মিত্র
„	১৩৮ম	৩য়	দেবশত্রু
„	১৫১ম	৩য়	ঐ
„	১৫৭ম	৪র্থ	ঐ
„	১৭০ম	২য়	ঐ
„	১৭৭ম	১ম	ঐ

'অসুর' শব্দে যে দেবতাকে বুঝায় আর দেবশত্রুকে বুঝায়, ইহা দ্বারা তাহা বোধগম্য হইবে। এতদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। উৎ২তমং। বরুণ। পাশং। অস্মৎ। অব। অধমং। বি।

মধ্যমং। শ্রথয়। অথ। বয়ং। আদিত্য। ব্রতে। তব।

অনাগসঃ। অদিতয়ে। স্যাম ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

"'আদিত্য' (দ্যোতমান) 'বরুণ' (হে বরুণদেব) 'উত্তমং' 'মধ্যমং' 'অধমং' (আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপং ত্রিবিধং) 'পাশং' (বন্ধনং) 'অস্মাৎ' 'উৎ শ্রথায়' (অস্মৎ উৎকৃষ্য শিথিলং কুরু); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'অনাগসঃ' (অপরাধরহিতাঃ, নিষ্পাপাঃ) ভূত্বা 'তব' (ত্বদীয়ে) 'ব্রতে' (কর্ম্মণি, আরাধনায় ইতি যাবৎ) 'অদিতয়ে' (খণ্ডনরাহিত্যায়, অবিচ্ছেদেন সাধনায়, উন্নতয়ে ইতি শেষঃ) 'স্যাম' (ভবেম, শ্রেষ্ঠস্থানং লভেমহি)। হে পরমেশ্বর! সর্ব্বপ্রকারং পাপং অস্মৎ বিমোচয়। অস্মান্ নিষ্পাপান্ কৃত্বা পরাগতিং প্রযচ্ছত ইতি ভাবঃ। (১ম—২৪সূ—১৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ বরুণদেব! উত্তম মধ্যম অধম (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) ত্রিবিধ দুঃখ-রূপ আমাদিগের (ইহসংসারের) বন্ধন শিথিল করিয়া দেন। প্রার্থনাকারী আমরা যেন নিষ্পাপ হইয়া আপনার কর্ম্মে আপনার সেবায় (আপনার শাসনাধীনে) উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হই। (১ম—২৪সূ—১৫ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ উত্তমমুৎকৃষ্টং শিরসি বদ্ধং পাশমস্মদস্মত্ত উচ্ছ্রথায়। উৎকৃষ্য শিথিলং কুরু। অধমং নিকৃষ্টং পাদেঽবস্থিতং পাশমবশ্রথায়। অবজ্ঞায়াধস্তাদবকৃষ্য বা শিথিলীকুরু। মধ্যমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আপনি উত্তম অর্থাৎ আমাদের মস্তকে আবদ্ধ পাশকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ পূর্ব্বক শিথিল করুন; এবং নিকৃষ্ট অর্থাৎ পাদস্থিত পাশকে তুচ্ছজ্ঞানে অথবা নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া, শিথিল করুন। আর মধ্যম অর্থাৎ নাভিদেশ পর্য্যন্ত স্থিত যে পাশ

নাভিপ্রদেশগতং পাশং বিশ্রথায়। বিযুজ্য শিথিলীকুরু। অথানন্তরং হে আদিত্য অদি- পুত্র বরুণ বয়ং শুনঃশেপাস্তব ব্রতে ত্বদীয়ে কর্ম্মণ্যদিতয়ে খণ্ডনরাহিত্যায়ানাগসোঽপরাধ রহিতাঃ। স্যাম। ভবেম॥

উত্তমং। তমপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বেনাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্ত উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্রেত্যুঞ্ছাদিষু পাঠাদন্তোদাত্তত্বং। অধমং। অবদ্যাবমাধমার্ব্বরেফাঃ কুৎসিতে। উ০ ৫।৫৪। ইত্যবতেরমচ্। বস্য ধঃ। শ্রথায়। শ্রথ দৌর্ব্বল্যে। সংহিতায়াং ছান্দসো দীর্ঘঃ। তব যুষ্মদস্মদোর্ঙসি। সীত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অনাগসঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নঞ্সুভ্যামিত্যু ব্যত্যয়েন প্রবর্ত্ততে। যদ্বা। আগস্শব্দাদস্মায়ামেধেতি। পা০ ৫।২।১২১। মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। তস্য বিন্মতোর্লুগিতি লুক্। নঞ্সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে পঞ্চদশো বর্গঃ।

* * *

পঞ্চদশ (২৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে ত্রিবিধ বন্ধন শিথিল করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা আছে। সে বন্ধনকে, এ ঋকে উত্তম মধ্যম এবং অধম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা হইতে ভাষ্যকারগণ ঋষিকুমার শুনঃশেপের কটিদেশ,

---

তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিথিল করুন। অনন্তর (অর্থাৎ এইরূপে আমাদিগের পাশ বিমোচন হইলে) হে অদিতিপুত্র বরুণ! শুনঃশেপ নামক আমরা আপনার কার্য্য বিষয়ে খণ্ডনরাহিতত্বের (অর্থাৎ অবিচ্ছেদের) জন্য অপরাধশূন্য হইব। (এস্থলে ভাবার্থ এই যে, আপনি আমাদিগকে পাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিলে, আমরা অতঃপর অবিচ্ছেদে আপনার কার্য্যে ব্রতী থাকিব।)

'উত্তমং' এই পদটীতে 'তমপ্' প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্তত্বহেতু আদিবর্ণ উদাত্তস্বর এইরূপ সম্ভাবনায়, 'উত্তম শশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্র' এইরূপ উঞ্ছাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায়, অন্তবর্ণে উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অধমং' এই পদটী অব ধাতুর উত্তর 'অবদ্যাবমাধমার্ব্বরেফাঃ কুৎসিতে।' (উ০ ৫।৫৪) এই সূত্রানুসারে অমচ্ প্রত্যয়, এবং ব কারের স্থানে ধ কারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ্রথায়' এই পদ দৌর্ব্বল্য-বোধক শ্রথ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে, এবং সংহিতাতে ছন্দোঽনুরোধে দীর্ঘ হইল। 'তব' এই পদটীতে 'যুষ্মদস্মদোর্ঙসি' এই নিয়মহেতু আদিবর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অনাগসঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাস করিবার পর পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে; কিন্তু 'নঞ্সুভ্যাং,' এই নিয়ম ব্যতিক্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে। অথবা আগস্ শব্দের উত্তর 'অস্মায়ামেধা' (পা০ ৫।২।১২১) এই সূত্র দ্বারা মত্বর্থে 'বিন' প্রত্যয়, ও 'বিন্মতোর্লুক্' এই সূত্র দ্বারা সেই 'বিন' প্রত্যয়ের লুক্, পরে নঞ্ সমাস করিয়া অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১৫॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

গলদেশ এবং পাদদেশ বন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সে ভাব গ্রহণ করিলাম না। ত্রিতাপের, ত্রিবিধ দুঃখের, তারতম্যের বিষয়ই উত্তম মধ্যম অধম শব্দে প্রকাশ করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ—উত্তম, মধ্যম ও অধম দুঃখ নামে কল্পনা করা যায়।

'আমার সেই ত্রিবিধ দুঃখ—সর্ব্বপ্রকার দুঃখ—আপনি দূর করুন। আমি যেন অবিচ্ছেদে আপনার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকিতে পারি। আমি যেন নিষ্পাপ দেহ হইয়া উন্নত স্থান প্রাপ্ত হই। জগদীশ! আমার প্রতি করুণা-পরায়ণ হইয়া আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।' ঋকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২৪সূ—১৫ঋ)।

পঞ্চবিংশসূক্তানুক্রমণিকা

(সায়ণাচার্য্যকৃত)

যচ্চিদিত্যেকবিংশত্যৃচং দ্বিতীয়ং সূক্তং। তথা চানুক্রান্তং। যচ্চিদ্বৈকেতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদিতি পরিভাষয়া শুনঃশেপ এব ঋষিঃ। আদৌ গায়ত্রমিতি পরিভাষিতত্বাদ্গায়ত্রী ছন্দঃ। বারুণং ত্বিতি পূর্ব্বোক্তত্বাত্তুহ্যাদিপরিভাষয়া বরুণো দেবতা। বিনিয়োগ উক্তঃ শৌনঃশেপাখ্যানে। বিশেষবিনিয়োগস্তু। অভিপ্লবষড়হ ইদং সূক্তং হোত্রকশস্ত্রে স্তোমনিমিত্তমাবাপার্থং। অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানামিতি খণ্ডে তথৈব সূত্রিতং। যচ্চিদ্ধিতে তে বিশ ইতি বারুণমেতস্য তৃচমাবপেত মৈত্রাবরুণঃ। আ০ ৭।৫। ইতি॥ তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

পঞ্চবিংশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় সূক্তটী 'যচ্চিৎ' ইত্যাদি একবিংশতি ঋক্-বিশিষ্ট। কারণ, 'যচ্চিৎ নৈকা' প্রভৃতি অনুক্রম করা হইয়াছে। 'ঋষিশ্চান্যস্মাৎ' এই প্রকার পরিভাষা হেতু এই সূক্তের শুনঃশেপ ঋষি। 'আদৌ গায়ত্রম্' এই পরিভাষা হেতু গায়ত্রী ছন্দঃ। 'বারুণং তু' এইরূপ পূর্ব্বে উক্ত হওয়ায় তুহ্যাদি পরিভাষা-হেতু বরুণ দেবতা এবং পূর্ব্বে শুনঃশেপের উপাখ্যানে বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিনিয়োগ এই যে, এই সূক্ত অভিপ্লবষড়হ-প্রকরণে হোত্রক-শস্ত্রে স্তোম এবং আবাপের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। যেহেতু আশ্বলায়ন সূত্রে 'অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানাম্' এই খণ্ডে উক্ত অনুরূপ সূত্র কৃত হইয়াছে যে, 'যচ্চিদ্ধি তে বিশ ইতি বারুণমেতস্য তৃচমাবপেত মৈত্রাবরুণঃ।' (আ০ ৭।৫)। সেই সূক্তের এই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। পঞ্চবিংশসূক্তং।

ষোড়শাদ্ ঊনবিংশশো বর্গঃ।

পঞ্চবিংশসূক্ত

এই পঞ্চবিংশসূক্তে ভগবান বরুণদেবেরই উপাসনা আছে। রাজসূয়-যজ্ঞে এ মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এ সূক্তের মন্ত্র-সকলেরও শুনঃশেপ-পক্ষে একরূপ ব্যাখ্যা এবং সাধারণভাবে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। যে ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় ঋষিকুমার শুনঃশেপ-সংক্রান্ত উপাখ্যান-মূলক।

এই সূক্তের মধ্যে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মানুষ কিরূপভাবে ভগবানের কার্য্যে উপেক্ষা প্রকাশ করে এবং শেষে কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে বিপন্ন অবস্থায় কিরূপভাবে পুনরায় ভগবানের দ্বারে করুণাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়,—এ সূক্তে তাহাই প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু এ সূক্তে দেখিতে পাইবেন,—দূর অতীত-কালে, কিবা ব্যোমপথে কিবা জলপথে, দেবগণের (আর্য্যগণের) গতিবিধি ছিল। জ্যোতির্ব্বিদগণ বুঝিতে পারিবেন,—এ সূক্তে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এক পরম তত্ত্বকথা বিবৃত আছে। সমদর্শী দেখিবেন,—এ সূক্ত সকল কালে সকল লোকের সর্ব্ববিপদনাশের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ। যাঁহারা বেদমন্ত্র-সমূহে মনুষ্যের প্রভাব লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, পুরাকালে বরুণদেব যেন একজন সম্রাট বা রাজা ছিলেন; পরবর্ত্তিকালে ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক তিনি পদচ্যুত হন। ইরাণের সহিত প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিবেন,—ইরাণের অহুর-মজ্দ্ই বেদের বরুণদেব। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন মতের আভাষ সূক্তের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষীভূত হয়।

কিন্তু সূক্তের মূল লক্ষ্য সেই একই আছে। সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে কি প্রকারে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাহারই আকুল প্রার্থনা লইয়া এ সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রকটিত রহিয়াছে।

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বিতীয়াঽনুবাকে পঞ্চবিংশসূক্তং। ঋষি অজিগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ। বরুণদেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অভিপ্লবষড়হে হোত্রকশস্ত্রে রাজসূয়যজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণব্রতং।

মিনীমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। চিৎ। হি। তে। বিশঃ। যথা। প্র। দেব। বরুণ। ব্রতং।

মিনীমসি। দ্যবিঽদ্যবি ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান) 'বরুণ' (হে বরুণদেব) 'যথা' (লোকে, জগতি) 'বিশঃ' (প্রজাঃ, অজ্ঞজনাঃ) 'যচ্চিদ্ধি' (যদেব) 'তে' (তব) 'ব্রতং' (কর্ম্ম, ভগবৎকর্ম্ম) 'দ্যবিদ্যবি' (প্রতিদিনং) 'প্রমিনীমসি' (প্রমাদেন কুর্ব্বন্তি)। মোহঘোরগ্রস্তা বয়ং প্রমাদেন প্রতিদিনং বহুপাপকর্ম্মাণি কুর্ম্মহে। তানি সর্ব্বানি পাপানি প্রক্ষালয়ঃ ত্বমিতি শেষঃ। (১ম—২৫সূ—১ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যোতমান বরুণদেব! জগতের অজ্ঞজন আপনার ব্রতানুষ্ঠানে প্রতিনিয়ত প্রমাদ করিয়া আসিতেছে। (মূঢ় আমাদের কার্য্য—ব্রত-পালন—প্রতিদিনই প্রমাদপূর্ণ হইতেছে)। (১ম—২৫সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ যথা লোকে বিশঃ প্রজাঃ কদাচিৎ প্রমাদং কুর্ব্বন্তি তথা বয়মপি তে তব সম্বন্ধি যচ্চিদ্ধি যদেব কিঞ্চিদ্‌ব্রতং কর্ম্ম দ্যবিদ্য'ব প্রতিদিনং প্রমিনীমসি। প্রমাদেন হিংসিতবন্তঃ। তদপি ব্রতং প্রমাদপরিহারেণ সাঙ্গং :কুর্ব্বিতি শেষঃ॥

যথা। লিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বেপ্রাপ্তে যথেতি পাদান্তে। ফি০ ৪।১৫। ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। মিনীমসি। মীঞ্‌ হিংসায়াং। ইদন্তো মসিঃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। মীনাতের্নিগমে। পা০ ৭।৩।৮১। ইতি হ্রস্বত্বং। ঈ হল্যঘোরিতীকারঃ। সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি বচনাত্তিঙ এব স্বরঃ শিষ্যতে। যদ্‌বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ॥ ১॥

প্রথম (২৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষের যখন আত্মকৃত পাপকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য পড়ে; মানুষ যখন দেখিতে পায়, সংসারে অজ্ঞ অধার্ম্মিক জন যে কর্ম্ম করিয়া বিপন্ন হইতেছে, সেই কর্ম্মেই সে প্রবৃত্ত রহিয়াছে; তখন তাহার হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হয়। এ ঋকে সেই অনুতাপ দ্যোতনা করিতেছে। প্রার্থী কহিতেছেন,—জনসাধারণ অজ্ঞজন যেমন অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ অপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি। আপনি পাপিত্রাতা; আপনি আমায় রক্ষা করুন।

এ ঋকের সহিত পরবর্ত্তী ঋকের সম্বন্ধ আছে। এ ঋক আত্মগ্লানি-মূলক, পরবর্ত্তী ঋক্ মুক্তির প্রার্থনা-সূচক। (১ম—২৫সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! যেমন জগতে প্রজাবর্গ কোন-না-কোনও সময়ে কার্য্যে প্রমাদ করিয়া থাকে (অর্থাৎ অসতর্ক হইয়া থাকে), সেইরূপ আমরাও প্রমাদ-হেতু প্রতিদিন আপনার সম্বন্ধীয় যে কোনও ব্রত-কর্ম্মের প্রমাদ হিংসা করিয়াছি; অর্থাৎ, অনবধানতা-দোষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই ব্রত-কর্ম্মকে অঙ্গযুক্ত করুন (সম্পূর্ণ অঙ্গের ফল প্রদান করুন)।

'যথা' এই পদে লিৎ-স্বর-হেতু আদিবর্ণের উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলে 'যথেতি' পাদান্তে' (ফি০ ৪।১৫) এই ফিট্ সূত্রানুসারে সকল পদের অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। 'মিনীমসি' এই পদটী হিংসার্থ-বোধক মীঞ্‌ ধাতুর উত্তর ইকারান্ত 'মসি' প্রত্যয় হইয়াছে। অতঃপর ক্র্যাদিগণীয় হওয়ায় 'শ্না' প্রত্যয়, পরে 'মীনাতের্নিগমে' (পা০ ৭।৩।৮১) এই সূত্র দ্বারা হ্রস্ব, এবং 'ঈ হল্যঘোঃ' এই সূত্র দ্বারা ঈকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'সতিসিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ' এই বাক্যহেতু তিঙ্‌ বিভক্তির স্বর অবশিষ্ট থাকিল। আর যদ্‌বৃত্তযোগ হেতু নিঘাত স্বর হইল না॥ ১॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ।

মা হৃণানস্য মন্যবে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। বধায়। হত্নবে। জিহীলানস্য। রীরধঃ।

মা। হৃণানস্য মন্যবে ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'জিহীলানস্য' (অনাদরাৎ কুপিতস্য, ভগবৎকর্ম্মসাধনে পরাঙ্মুখত্বাৎ ক্রুদ্ধস্য) তব 'হত্নবে' (ঘাতকেন) 'বধায়' (হননায়, বিনাশায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা রীরধঃ' (বিষয়-সংসর্গযুতান্ মা কুরু); 'হৃণানস্য' (অস্মাকং পাপকর্ম্মণা অসৎকার্য্যেণ ক্রুদ্ধস্য) তব 'মন্যবে' (ক্রোধায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা' (মা রীরধঃ, মা জহি)। অস্মাকং কর্ম্মজনিতাপরাধত্বাৎ অস্মৎ প্রতি ক্রোধপরায়ণো মা ভব, অস্মান্ বিষয়াসক্তান্ মা কুরু। বিষয়া হি সর্ব্বানিষ্ট-মূলাঃ। অস্মান্ বিষয়াৎ দূরে রক্ষ ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! ভগবৎকর্ম্মসাধনে পরাঙ্মুখ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাতকের দ্বারা বিনাশ-নিমিত্ত আমাদিগকে আর বিষয় সংসর্গে আবদ্ধ করিবেন না। আমাদিগের কৃত পাপ-কার্য্যের জন্য ক্রোধপরায়ণ হইয়া আমাদিগকে হনন করিবেন না। (১ম—২৫সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে বরুণ জিহীলানস্যানাদরং কৃতবতো হত্নবে হন্তুঃ পাপহননশীলস্য তব সম্বন্ধিনে ত্বৎকর্ত্তৃকায় বধায় নোঽস্মান্ মা রীরধঃ। সংসিদ্ধান্ বিষয়ভূতান্ মা কুরু। হৃণানস্য হৃণীয়মানস্য ক্রুদ্ধস্য তব মন্যবে ক্রোধায় মা অস্মান্ রীরধঃ॥

বধায়। হনশ্চ বধ ইত্যপাধ্যায়বধশব্দঃ। উঞ্ছাদিষু পাঠাদন্তোদাত্তঃ। হত্নবে। হন হিংসাগত্যোঃ। কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ। উ০ ৩।৩০। ইতি ক্নুপ্রত্যয়ঃ। ধাতোর্নকারস্য তকারঃ। জিহীলানস্য হেড় অনাদরে। অস্মাল্লিটঃ। কানচ্। দ্বিভাবহলাদিশেষহ্রস্বচুত্বডাশ্ত্বানি। একারস্য ঈকারাদেশশ্ছান্দসঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। রীরধঃ। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। চঙি ণিলোপ উপধাহ্রস্বত্বং। দ্বিকচনহলাদিশেষঃ। হ্রস্বত্বসন্বদ্ভাবেত্বাভ্যাসদীর্ঘাঃ। ন মাঙ্যোগ ইত্যড়ভাবঃ। হৃণানস্য। হৃণীঙ্ লজ্জায়াং। অস্মাচ্ছানচি পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপসিদ্ধিঃ॥ ২॥

দ্বিতীয় (২৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'আমরা প্রতিদিনই কত অকর্ম্ম করিয়া আসিতেছি' এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হে দেব! সেই সকল অপকর্ম্মের জন্য আর

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! অনাদর-করণ জন্য ক্রুদ্ধ ও নিখিলপাপনাশী এরূপ আপনি, আমাদিগকে আপনা কর্ত্তৃক বধের নিমিত্ত করিবেন না (অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে আপনার বধ্য করিবেন না)। ক্রুদ্ধ যে আপনি, আপনার ক্রোধের নিমিত্ত আমাদিগকে বধ করিবেন না।

'বধায়' এই পদটি 'হনশ্চ বধঃ' এই সূত্রানুসারে অবস্থ বধ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; এবং উঞ্ছাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায়, ঐ পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হত্নবে' এই পদটি হিংসা ও গমনার্থক হন্ ধাতুর উত্তর 'কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ' (উ০ ৩।৩০) এই সূত্রানুসারে ক্নু প্রত্যয়, পরে ধাতুর ন-কারের স্থানে ত-কার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'জিহীলানস্য' এই পদটি অনাদরার্থ হেড্ ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির স্থানে কানচ প্রত্যয়, দ্বিত্ব, হলের আদিবর্ণ অবশিষ্ট থাকিলে পরে হ্রস্ব, (অর্থাৎ এ-কারের স্থানে ই-কার), চবর্গত্ব (হ স্থানে জ) এবং ডাশ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে বেদপ্রয়োগহেতু একারের স্থানে ঈ-কার হইয়াছে। আর 'চিতঃ' এই নিয়মহেতু অন্তবর্ণের স্বর উদাত্ত। 'রীরধঃ' এই পদ, সংসিদ্ধিবোধক রাধ ধাতুর উত্তর চঙ্ পরে ণিলোপ, উপধার হ্রস্ব, দ্বিত্ব, হলের আদিবর্ণের স্থিতি, পরে ধাতুর হ্রস্ব, সন্বদ্ভাব, ই-কার এবং অভ্যাসের (দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের) দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ন মাঙ্ যোগে' এই নিয়মানুসারে অট্ (অ) আগম হইল না। 'হৃণানস্য' এই পদটী লজ্জার্থক হৃণ ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় করিয়া পৃষোদরাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় ইচ্ছানুসারে সিদ্ধ হইয়াছে॥ ২॥

আমাদিগের প্রতি রোষাবিষ্ট হইবেন না। দেখিবেন,—যেন আমরা বিষয়-বিষে জর্জ্জরীভূত না হই। আমাদের অপকর্ম্মের জন্য আপনি কোপাবিষ্ট হইলে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় থাকিবে না। আপনি করুণাপুরঃসর বিষয়-সংসর্গ হইতে আমাদিগকে নির্লিপ্ত করুন; আমরা যেন সুমতি লাভ করিয়া সুপথে পরিচালিত হই।' (১ম—২৫সূ—২ঋ)।

—— * ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং পঞ্চবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

বি মৃলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সন্দিতং।

গীর্ভির্বরুণ সীমহি ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। মৃলীকায়। তে। মনঃ। রথীঃ। অশ্বং। ন। সংহ্দিতং।

গীঃহ্ভিঃ। বরুণ। সীমহি ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বরুণ' (হে বরুণদেব) 'রথীঃ' (রথস্বামী, শকটবান্) 'ন' (যথা) 'অশ্বং' (ঘোটকং) 'সন্দিতং' (শৃঙ্খলবদ্ধং, রশ্মিযুক্তং কৃত্বা পরিচালয়তীতি ভাবঃ), বয়ং তথা 'তে' (তব) 'মৃলীকায়' (প্রীতিসাধনায়) 'মনঃ' (অস্মাকং চঞ্চলচিত্তং) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ, তব পূজাভিঃ) 'বি সীমহি' (বিশেষেণ বধ্নীমঃ)। উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব বন্ধনেন রশ্মিযুক্তেন যথা সংযতো ভবতি, হে দেব, মম চঞ্চলচিত্তং তব পূজায়াং তথা বিনিযোজয়ামি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! রথী যেমন আপনার অশ্বকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সংযত রাখে, আমরা তেমনি আমাদের চঞ্চল-চিত্তকে আপনার পূজায় বিশেষভাবে নিবদ্ধ করিয়াছি। (আপনি একবার করুণ-নেত্রে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন)। (১ম—২৫সু—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ মৃলীকায়াস্মৎসুখায় তে তব মনো গীর্ভিঃ স্তুতিভির্বিসীমহি। বিশেষেণ বধ্নীমঃ। প্রসাদয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রথীঃ রথস্বামী সন্দিতং সম্যক্ খণ্ডিতং দূরগমনেন শ্রান্তমশ্বং ন। অশ্বমিব। যথা স্বামী শ্রান্তমশ্বং ঘাসপ্রদানাদিনা প্রসাদয়তি তদ্বৎ॥

রথীঃ। মত্বর্থীয় ঈকারঃ। সন্দিতং। দো অবখণ্ডনে। নিষ্ঠায়াং ক্তঃ। দ্যতিস্যতিমাস্থামিত্তি কিতি। পা০ ৭।৪।৪০। ইতীকারান্তাদেশঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। গীর্ভিঃ। সাবেকাচ ইতি ভিস উদাত্তত্বং। সীমহি। ষিবু তন্তুসন্তানে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। বলি লোপঃ। পা০ ৬।১।৬৬। যদ্বা ষিঞ্ বন্ধন ইত্যস্মাদ্বিকরণস্য লুক্। দীর্ঘশ্ছান্দসঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (২৭০) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই হাস্যোদ্দীপক। সে অর্থে, বরুণদেবকে ঘোটকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সে অর্থ,—'পরিশ্রান্ত ঘোটককে ঘাস প্রভৃতি প্রদান করিয়া যেমন পরিতৃপ্ত করা হয়, তেমনি, হে বরুণদেব, আমাদের সম্বন্ধে তোমাকে প্রসন্ন করিবার

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমাদিগের সুখের জন্য স্তুতি-বাক্যের দ্বারা আপনার মনকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিব অর্থাৎ প্রসন্ন করিব। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এইরূপ,—যেমন রথস্বামী দূর-পথ-গমন জন্য পরিশ্রান্ত অশ্বকে ঘাসমুষ্টি প্রদানাদি দ্বারা শান্ত বা সন্তুষ্ট করে, সেইরূপ আমরাও আপনার মনকে সন্তুষ্ট করিব।

'রথীঃ' এই পদে মত্বর্থে ঈকার হইয়াছে। 'সন্দিতং' এই পদটী খণ্ডন করা অর্থে 'দো' ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' এই সূত্র দ্বারা ক্ত প্রত্যয়, 'দ্যতিস্যতিমাস্থামিত্তি কিতি' (পা০ ৭।৪ ৪০) এই সূত্র দ্বারা ইকারান্ত আদেশ, পরে 'গতিরনন্তরঃ এই নিয়ম-হেতু গতির (সম এই উপসর্গের) প্রকৃতিস্বর হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'গীর্ভিঃ' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মানুসারে 'ভিস্' বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'সীমহি' এই পদটীতে তন্তুসন্তানার্থ ষিব ধাতুর উত্তর ব্যতিক্রম হেতু আত্মনেপদ, 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়ম-হেতু বিকরণের লুক্ এবং বৈদিক প্রয়োগ বশতঃ দীর্ঘ করিয়া উক্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৩॥

... স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি।' কিন্তু ঋকের অর্থ যে সম্পূর্ণ অন্যরূপ, ... যে আর এক সদ্ভাব প্রকাশ পাইতেছে, অল্প অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে।

আমরা দেখিতেছি, ঋকের উপমাটী অতি স্বভাব-সঙ্গত। দুর্দ্দমনীয় উদ্‌ভ্রান্ত অশ্বের সহিত এখানে মনের তুলনা করা হইয়াছে। অশ্ব যেমন স্বভাবতঃ চঞ্চল, অশ্ব যেমন স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল; মনও সেইরূপ স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল। অশ্বকে সংযত করিয়া, যথাপথে পরিচালিত করিতে হইলে—যথাকার্য্যে নিযুক্ত করাইতে হইলে, শৃঙ্খলের দ্বারা রজ্জু দ্বারা বল্গার দ্বারা, তাহাকে বন্ধন করার আবশ্যক হয়। মন সম্বন্ধেও সেই ভাব। ভগবানের অর্চ্চনারূপ, ভগবানের সেবারূপ, ... রূপ বন্ধনের দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিতে না পারিলে, সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এখানে উপমার সেই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে আত্মাপরাধজনিত আত্মগ্লানির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের কর্ম্মে অবহেলা করিয়া যে অন্যায়াচার হইয়াছে, তজ্জন্য অনুশোচনার ভাব আসিয়াছে। এখানে বলা হইতেছে,—'হে দেব! দুর্দ্দম ঘোটককে রথী যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কর্ম্মে নিয়োগ করে, আমিও সেইরূপ বহু আয়াসের পর আমার অন্তরকে আপনার প্রতি অনুরাগ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছি; গত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।'

ঋকের অন্তর্গত 'মৃলীকায়' এবং 'সন্দিতং' শব্দদ্বয়ের প্রতি একটু লক্ষ্য থাকিলেই অর্থ-নিষ্কাশনে বিপরীত ভাব আনয়ন করিত না। 'মৃলীকায়' শব্দের অর্থ, সায়ন লিখিয়াছেন,—'অস্মৎ সুখায়।' আমরা বলি,—'হে মৃলীকায়', অর্থাৎ—'হে দেব, তোমার প্রীতিসাধনের জন্য'; এইরূপ অন্বয় ও অর্থ হওয়াই সঙ্গত। 'সন্দিতং' শব্দে 'শ্রান্তং' এইরূপ অর্থ ভাষ্যকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ শব্দের প্রচলিত অর্থ— শৃঙ্খলিত ও বন্ধনগ্রস্ত। সে অর্থ গ্রহণ করিলে আর 'ঘোড়াকে ঘাস খাওয়ানর' উপমা দেবতার পক্ষে প্রযুক্ত হয় না। সুধিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন,—কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়। (১ম—২৫সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি বস্যইষ্টয়ে।
বয়ো ন বসতীরুপ॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

পরা। হি। মে। বিঽমন্যবঃ। পতন্তি। বস্যঃঽইষ্টয়ে।
বয়ঃ। ন। বসতীঃ। উপ॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বয়ঃ' (পক্ষিণঃ) 'ন' (যথা) 'বসতীঃ' (নিবাসস্থানানি, স্বকুলায়ান) 'উপ' (সামীপ্যেন) 'পতন্তি' (ধাবন্তি, সন্ধ্যাসমাগমে ইতি শেষঃ), 'হি' (তথা, নিশ্চিতং) 'মে' (মম) 'বিমন্যবঃ' (সুবুদ্ধয়ঃ) 'বস্যঃ' (উৎকৃষ্টধনস্য বা জীবনস্য) 'ইষ্টয়ে' (প্রাপ্তয়ে) 'পরা' (শ্রেষ্ঠস্য সামীপ্যং অনুসন্ধয়ন্তি ইতি শেষঃ)। পক্ষিণো যথা সন্ধ্যাসমাগমে কুলায়াভিমুখং প্রধাবন্তি, মদীয়া উন্নতাভিলাষিণ্যঃ বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ তথা অন্তিমে জীবনসন্ধ্যাসমাগমে ভগবৎপাদানুসারিণ্যো ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পক্ষিগণ যেমন (সন্ধ্যাসমাগমে) কুলায়াভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ আমার সদ্বুদ্ধিনিচয় (জীবনের এই সায়াহ্নকালে) সেই পরমধন-লাভের জন্য সেই পরাৎপরের সামীপ্য অনুসন্ধান করিতেছে। (১ম—২৫সূ—৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

হে বরুণ মে মম শুনঃশেপস্য বিমন্যবঃ ক্রোধরহিতা বুদ্ধয়ো বস্যইষ্টয়ে বসীয়সোঽতিশয়েন বসুমতো জীবনস্য প্রাপ্তয়ে পরাপতন্তি। পরাঙ্মুখাঃ পুনরাবৃত্তিরহিতাঃ প্রসরন্তি। হি শব্দোঽস্মিন্নর্থে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধিমাহ। পরাপতনে দৃষ্টান্তঃ। বয়ো ন। পক্ষিণো যথা বসতীর্নিবাসস্থানাগ্যুপসামীপ্যেন প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ ॥

পতন্তি। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। বস্যইষ্টয়ে। বসুমচ্ছব্দাদ্বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুকি টিলোপ ঈয়সুনো যকারলোপশ্ছান্দসঃ। বসতীঃ। শতুরনুম ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং ॥ ৪ ॥

* . *

চতুর্থ (২৭১) ঋকের বিশদার্থ।

হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে পূর্ব্বকৃত অপকর্ম্মের জন্য আত্মগ্লানি আসে। এ ঋকে সেই আত্মগ্লানির ভাব ব্যক্ত করিতেছে। পক্ষিগণ সারাদিন দূর-দূরান্তরে পরিভ্রমণ করে। সন্ধ্যাসমাগমে তাহারা আপন আপন কুলায়ানুসন্ধানে ব্যাকুল-প্রাণে প্রধাবিত হয়। তখন তাহারা যেন বুঝিতে পারে, তাহাদের শান্তির স্থান তাহাদের কুলায় ব্যতীত অন্য আর কোথাও নাই। সারাদিন বিপথে কাটাইয়া, তাই তাহারা সন্ধ্যার সময় আপন বাসায় ফিরিয়া যায়। এখানে প্রার্থনাকারীর সেই

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! শুনঃশেপ যে আমি, আমার ক্রোধশূন্য বুদ্ধি-সকল, অতিশয় সম্পত্তিযুক্ত এরূপ জীবনের প্রাপ্তির আশায় পরাঙ্মুখ অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি রহিত হইয়া (পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য না করিয়া) অগ্রসর হইতেছে। এস্থলে হি শব্দটী উক্ত অর্থ বিষয়ে সর্ব্বজনের যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছে। পরাপতন বিষয়ে দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে যে, যেমন পক্ষিগণ আপন আপন বাসস্থানকে অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ (অর্থাৎ পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস-স্থানকে লক্ষ্য করিয়া যেমন দূরস্থ হইলেও নিকট মনে করতঃ দ্রুত গমন করে, সেইরূপ)।

'পতন্তি' এই পদটীতে পাদাদিত্বহেতু নিঘাত হইল না। 'বস্য ইষ্টয়ে' এই পদ, 'বসুমৎ' শব্দের পরে 'বিন্মতোর্লুক্' এই সূত্র দ্বারা মতুপ্ প্রত্যয়ের লুক্, টির লোপ এবং বৈদিক-হেতু 'ঈয়সুন্' প্রত্যয়ের য-কার লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বসতীঃ' এই পদে 'শতুরনুমঃ' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের উদাত্তস্বর হইয়াছে ॥ ৪ ॥

* . *

অবস্থা উপস্থিত। তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, জীবনের প্রাহ্ন ও মধ্যাহ্ন দুই কালই তিনি উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিপথে কাটাইয়া আসিয়াছেন। এখন জীবনের সন্ধ্যা সমাগম বুঝিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়াছে। তিনি এখন তাই ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি সারাজীবন অপকর্ম্মে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি! এতদিন আমার জ্ঞান হয় নাই—'আমি কি করিতেছিলাম! এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, সারাজীবন আপনার পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কি অপকর্ম্মই করিয়া আসিয়াছি! এখন আবার আমার সুপথে ফিরিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি আমায় অনুগ্রহ করুন—করুণাপরবশ হইয়া আশ্রয় দান করুন।' (১ম—২৪সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে।

মৃলীকায়োরুচক্ষসং ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কদা। ক্ষত্রঽশ্রিয়ং। নরং। আ। বরুণং। করামহে।

মৃলীকায়। উরুঽচক্ষসং ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মৃলীকায়' (অস্মৎ সুখায়, পরিত্রাণায়) 'ক্ষত্রশ্রিয়ং' (সর্ব্বশক্তিমন্তং) 'উরুচক্ষসং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'নরং' (বিশ্বস্য নেতারং) 'বরুণং' (ভগবন্তং বরুণদেবং) 'কদা' (কস্মিন্‌কালে) 'আ করামহে' (পুনরাহ্বয়ামহে)? জীবনসীমান্তে উপনীতোঽহং। অদ্যাপি যদি চেৎ ভগবৎশরণং ন অর্চিষ্যামহে, ভর্হি নিস্তারোপায়ো বিদ্যতে। (১ম—২৫সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বপালক ভগবান বরুণদেবকে (এখন না ডাকিলে) আর কোন্ কালে আহ্বান করিব? (দিন যে ফুরাইয়া আসিল!)। (১ম—২৫সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মৃলীকায়াস্মৎসুখায় কদা কস্মিন্‌কালে আকরামহে। অস্মিন্‌কর্ম্মণ্যাগতং করবাম। কীদৃশং। ক্ষত্রশ্রিয়ং বলসেবিনং নরং নেতারং। উরুচক্ষসং। বহূনাং দ্রষ্টারং॥ ক্ষত্রশ্রিয়ঃ। ক্ষত্রাণি শ্রয়তীতি ক্ষত্রশ্রীঃ। ক্বিপ্‌ দীর্ঘশ্চ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নরং। ঋদোরবিত্যবন্ত আদ্যুদাত্তঃ। করামহে। করোতেশ্ছান্দসো বিকরণস্য শপ্‌। উরুচক্ষসং। চক্ষেবহুলং শিচ্চ। উ০ ৪।২৩২। ইত্যসুন। শিদ্বদ্ভাবাৎখ্যাঞাদেশাভাবঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ষোড়শো বর্গঃ॥ ১৬॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদের সুখের নিমিত্ত কোন সময়ে বরুণদেবকে এই কর্ম্মে উপস্থিত করিতে পারিব? কয়েকটি বিশেষণের দ্বারা বরুণদেবের গুণ প্রকাশ করা হইতেছে। তিনি কিরূপ? না—বল-সেবাকারী (অর্থাৎ বলবান), নায়ক (অর্থাৎ লোকগণের সৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক) এবং বহু-বিষয়ের পরিদর্শক।

'ক্ষত্রশ্রিয়ং' এই পদ, 'ক্ষত্রাণি শ্রয়তি' (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কে যে আশ্রয় করিয়া থাকে) এইরূপ বাক্যে ক্ষত্রশ্রী, 'ক্বিপ্‌ বচি' (পা০ ৩।২।১৭৮) ইত্যাদি পাণিনি সূত্র দ্বারা ক্বিপ্‌ প্রত্যয় ও দীর্ঘ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে কৃৎ-সম্বন্ধীয় উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'নরং' এই পদটিতে 'ঋদোরপ্‌' এই নিয়মানুসারে অবন্তপদ আদিস্বর উদাত্ত। 'করামহে' এই পদটী কৃ ধাতুর উত্তর ব্যতিক্রমে শপ্‌ করিয়া সিদ্ধ। 'উরুচক্ষসং' এই পদটী, 'চক্ষেবহুলং শিচ্চ' (উ০ ৪।২।৩২) এই উনাদি সূত্র দ্বারা অসুন প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে শিদ্বৎ হওয়ায় খ্যাঞ্‌ আদেশ হইল না॥ ৫॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম (২৭২) ঋকের বিশদার্থ।

জীবন-সন্ধ্যা সমাগত! দিন ফুরাইয়া আসিল! আর কবে তোমায় ডাকিব? তুমি সর্ব্বজ্ঞ, আমার অন্তর-বাহির সকলই তুমি অবগত আছ! তোমার অজ্ঞাত তো কিছুই নাই। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্! অসম্ভব সম্ভব, তুমি সকলই করিতে পার। আমার জীবনে যাহা অসম্ভব ছিল, আমার কার্য্যে যাহা অসম্ভব আছে,—সে সকলই তুমি সম্ভব করিয়া দেও! তুমি বিশ্বের নেতৃস্থানীয়। আমি বিপথে গিয়াছিলাম, এখনও তুমি আমায় সুপথে চালাইয়া লও। আর তো সময় পাইব না! বুঝিয়াছি, আর তো দিন বাকি নাই। দৃষ্টি পড়িয়াছে; তাই এখন তোমায় ডাকিতেছি,—'হে দয়াময়! আমার জীবনগতি ফিরাইয়া দেও। শেষ মুহূর্ত্তেও যেন তোমার শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হই। (১ম—২৫সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

তদিৎসমানমাশাতে বেনন্তা ন প্র যুচ্ছতঃ।

ধৃতব্রতায় দাশুষে॥ ৬

• •

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। ইৎ। সমানং। আশাতে ইতি। বেনন্তা। ন। প্র। যুচ্ছতঃ

ধৃতঽব্রতায়। দাশুষে॥ ৬॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ধৃতব্রতায়' (অনুষ্ঠিতকর্ম্মণে, ভগবৎমার্গানুসারিণে) 'দাশুষে' (হবির্দ্দত্তবতে, ভগবদ্‌হৃৎ-স্পৃষ্টপ্রাণায় সাধকায় ইতি যাবৎ) 'বেনান্তাঃ' (বেনান্তৌ প্রার্থণাকারিণৌ মঙ্গলকাময়মানৌ তৌ দেবৌ মিত্রাবরুণৌ:ইতি শেষঃ) 'সমানং' (অতিসামান্যং) তৎ' (অস্মাভির্দ্দত্তং হবিরিতি যাবৎ) 'ইৎ' (নিশ্চয়ং) 'আশাতে' (অশ্নুবতে, প্রাপ্নুতে), ন প্রযুচ্ছতঃ (কদাচিদপি প্রত্যাখ্যানং ন কুরুতঃ)। স ভগবান্ মিত্রাবরুণরূপেণ অস্মাকং ভক্তিসংযুতাং পূজাং গৃহ্নাতি ন চ কদাচিদপি প্রত্যাখ্যায়তীতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎমার্গানুসারী তদ্‌হৃৎস্পৃষ্টপ্রাণ সাধকের সদামঙ্গল-প্রয়াসী ভগবান (মিত্রাবরুণদেব) অতি সামান্য পূজাও গ্রহণ করিয়া থাকেন,—কদাচ প্রত্যাখ্যান করেন না। (১ম—২৫সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ধৃতব্রতায়ানুষ্ঠিতকর্ম্মণে দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় বেনন্তৌ কাময়মানৌ মিত্রাবরুণাবিতি শেষঃ। তাবুভৌ সমানং সাধারণং তদিদমস্মাভির্দ্দত্তং তদেব হবিরাশাতে। অশ্নুবাতে। ন প্রযুচ্ছতঃ। কদাচিদপি প্রমাদং ন কুরুতঃ॥

আশাতে। অশ্নোতের্লিটি দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। অত আদেঃ। পা০ ৭।৪।৭০। ইত্যাত্বং। অনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনাদদশ্নোতেশ্চ। পা০ ৭।৪।৭২। ইতি নুডভাবঃ। বেনন্তা। বেনতিঃ কান্তিকর্ম্মা। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। প্রযুচ্ছতঃ। যুচ্ছ প্রমাদে। দাশুষে। দাশৃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনুষ্ঠিতকর্ম্মা (অর্থাৎ যে কর্ম্মানুষ্ঠান) করিতেছে ও হবনীয় দ্রব্য দান করিয়াছে, এইরূপ যজমানের উদ্দেশে শুভকামনাকারী মিত্র এবং বরুণদেব, তাঁহারা উভয়ে, সমানভাগে বিভক্ত আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই হবি ভক্ষণ করুন এবং কখনও তাহাতে প্রমাদযুক্ত না হউন; অর্থাৎ সাবধান থাকুন।

'আশাতে' এই পদটী অশ্ ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তি, পরে দ্বিত্ব হলন্তের আদিভাগ স্থিতি, 'অত আদেঃ' (পা০ ৭।৪।৭০) এই সূত্র দ্বারা আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে এবং 'অনিত্যমাগমশাসনং' এই বচন-হেতু ও 'অদশ্নোতেশ্চ' (পা০ ৭।৪।৭২) এই নিয়ম-হেতু নুট্ হইল না। 'বেনন্তা' এই পদটী কান্তিকর্ম্মক বেন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এবং ঐ পদে 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়ম-হেতু আকার হইয়াছে। 'প্রযুচ্ছতঃ' এই পদটী প্রমাদার্থক যুচ্ছ ধাতু নিষ্পন্ন। 'দাশুষে' এই পদটী দানার্থ দাশ্ ধাতুর উত্তর 'দাশ্বান্ সাহ্বান্' এই সূত্র

দান ইত্যস্মাদ্দাধান্ সাহ্বানিতি কসুপ্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ (২৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; আর ডাকিবার সময় কৈ ?' সেই আত্মোদ্বোধনমূলক প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ এই ঋক্ বলিতেছে,—'কেন সংশয়ান্বিত হও ? এখনও যদি ভগবানের প্রতি ন্যস্তচিত্ত হও, এখনও তাঁহার অনুগ্রহ পাইতে পার। তদুৎসৃষ্টপ্রাণ জনের তিনি নিয়ত-মঙ্গলকামী। তোমার পূজার উপহার সামান্য বলিয়া, তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া, যথাযোগ্য তাঁহার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না আশঙ্কা করিয়া, হতাশ হইবার কারণ কিছুই নাই। কেন-না, তিনি ভক্তের অতি সামান্য পূজায়ই পরিতৃপ্ত হন,— কোনও পূজাই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না।'

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—তাঁহার পূজায় কালাকাল নাই; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—তাঁহার করুণার নির্ঝর মানুষের তাপতপ্ত প্রাণে শান্তি-শীতলতা প্রদান জন্য নিয়ত উন্মুক্ত রহিয়াছে। এ ঋক্ তাহারই পোষকতা করিয়া কহিতেছে,—'তোমার পূজার উপচার অতি সামান্য হইলেও, জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেও, তুমি হতাশ হইও না। যখনই হউক, যে অবস্থাতেই হউক, ভগবানের শরণাপন্ন হও; তিনি অবশ্যই তোমার গতি-মুক্তির উপায়-বিধান করিবেন।

এ ঋকের 'বেনন্তাঃ', 'আশাতে' ও 'প্রযুচ্ছন্তঃ' পদত্রয় উপলক্ষে, ঋকের অর্থোদ্ধার পক্ষে, একটু কষ্টকল্পনায় পড়িতে হয়। সূক্তটী বরুণদেবতার উপাসনা-মূলক; এই একটী ঋক্ ভিন্ন সূক্তের প্রায় সকল ঋকই একই বরুণ-দেবতার সম্বোধন-সূচক। কিন্তু এ ঋকে কর্ত্তা ও ক্রিয়া—উভয় পদই দ্বিবচনাত্মক। এই জন্যই ভাষ্যকারগণ এ ঋকে মিত্র ও বরুণ

দ্বারা কসু প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। পরে 'বসোঃ সম্প্রসারণং' এই সূত্র হেতু সম্প্রসারণ এবং 'শাসি বসি ঘসীনাঞ্চ' এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে ॥ ৬ ॥

দুই দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও স্থূলতঃ সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। তবে আমাদের মনে হয়, ইহার মধ্যে একটু গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। 'বেনান্তা' (বেনান্তৌঃ) পদ ভগবানের দ্বিবিধ-বিভূতি-প্রকাশক। এক বিভূতির ভাবে, তাঁহাকে অভীষ্ট-বর্ষণকারী বরুণদেব বলিয়া মনে করিতে পারি ; অন্য বিভূতির (মিত্রের) ভাবে তাঁহাকে মিত্ররূপে—সর্ব্বজন-সুহৃদ্‌ভাবে প্রকাশমান দেখি। এখানে তাঁহার সেই দুই ভাবের সমন্বয় সাধনোদ্দেশেই দ্বিবচনান্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি এক, অথচ মিত্রভাবে তিনি প্রকাশমন্; তিনি এক, অথচ বরুণরূপেও তিনি স্বপ্রকাশ আছেন। (১ম—২৫সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

বেদ। যঃ। বীনাং। পদং। অন্তরিক্ষেণ। পততাং।

বেদ। নাবঃ। সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবো বরুণঃ) 'অন্তরীক্ষেণ' (আকাশমার্গেণ) 'পততাং' (বিচরতাং) 'বীনাং' (পক্ষিণাং) 'পদং' (বিচরণমার্গং) 'বেদ' (জানাতি), স, 'সমুদ্রীয়ঃ' (সমুদ্রে গচ্ছন্তীঃ) 'নাবঃ' (নৌকায়াঃ) 'আ' 'পদং' (সমগ্রূপেণ বিজানাতি)। দুস্তরং হি আকাশমার্গং সমুদ্রপথঞ্চ। তচ্চিন্তাং মা কুরু। স দেবঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বপথাভিজ্ঞঃ। তৎকৃপয়া সর্ব্বত্রৈব বয়ং পরিত্রাণং লভামহে ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৭ঋ

বঙ্গানুবাদ।

যে বরুণদেব আকাশে পক্ষিগণের বিচরণ-মার্গ অবগত আছেন, তিনি সমুদ্রেরও নৌ-পথ পরিজ্ঞাত আছেন। (দুস্তর কোনও পথই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে)। (১ম—২৫সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অন্তরিক্ষেণ পততামাকাশমার্গেণ গচ্ছতাং বীনাং পক্ষিণাং পদং যো বরুণো বেদ। তথা সমুদ্রিয়ঃ সমুদ্রেঽবস্থিতো বরুণো নাবো জলে গচ্ছন্ত্যাঃ পদং বেদ। জানাতি। সোঽস্মান্ বন্ধনান্ মোচয়ত্বিতি শেষঃ॥

বেদ। বিদজ্ঞানে। বিদো লটো বা। পা০ ৩।৪।৮৩। ইতি তিপো নল্। লিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ বীনাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। পততাং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। নাবঃ। সাবেকাচ ইতি ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং সমুদ্রিয়ঃ। ভবার্থে সমুদ্রাভ্রাদ্ঘঃ। পা০ ৪।৪।১১৮। ইতি ঘ প্রত্যয়ঃ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (২৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

পরপারে গমন করিতে হইবে। এক দিকে বিস্তৃত অনন্ত-পারাবার; অন্য দিকে অসীম অনন্ত ব্যোমপ্রদেশ। কেমনে যাইব—কিরূপে সে গন্তব্য স্থানে পোঁছিতে পারিব? মুমুক্ষু সকলেরই চিত্তে এই চিন্তা সদা-জাগরূক হয়। এই তো পরিদৃশ্যমান্ সংসার! এখানে তো কোনই

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে বরুণদেব! আকাশমার্গে গমন-তৎপর পক্ষিগণের পদ জানেন এবং যে বরুণদেব সমুদ্রে থাকিয়া জলে গমন করিতেছে, এরূপ নৌকার পদ অবগত আছেন; সেই বরুণ আমাদিগকে বন্ধন-মুক্ত করুন।

'বেদ' এই পদটী জ্ঞানার্থক বিদ ধাতুর 'বিদো লটো বা' (পা০ ৩।৪।৮৩) এই সূত্র দ্বারা তিপের স্থানে 'নল্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে লিৎস্বরহেতু আদিবর্ণের-স্বর উদাত্ত, আর 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মহেতু সংহিতায় ('বেদ' এই পদের আকারের) দীর্ঘ হইয়াছে। 'বীনাং' এই পদে 'নামন্যতরস্যাং' এই নিয়মানুসারে নাম্ এই অংশের স্বর উদাত্ত। 'পততাং' এই পদে শপের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্তস্বর, এবং শতৃ প্রত্যয়ের লসার্ব্বধাতুসম্বন্ধীয় স্বরহেতু ধাতুস্বর হইয়াছে। 'নাবঃ' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠী বিভক্তির স্বর উদাত্ত। 'সমুদ্রিয়ঃ' এই পদটী ভবার্থে 'সমুদ্রাভ্রদ্ঘঃ' (পা০ ৪।৪।১১৮) এই সূত্র দ্বারা সমুদ্র শব্দের উত্তর উৎপত্তি অর্থে ঘ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৭॥

* * *

সুখ—কোনই শান্তি নাই। ইহার অতীত সে কোন্ স্থান,—যেখানে আমার জন্ত সুখ-শান্তি অপেক্ষা করিতেছে? সে কোন্ দেশ—সে কোন্ অপরিজ্ঞাত স্থান!

এক দিকে দেখি—অনন্ত-বিস্তৃত আকাশ; অন্যদিকে দেখি—বিশাল মহাসমুদ্র। আমার যাইবার পথ কৈ? ঋক্ বলিতেছে,—'কেন বৃথা ভয় পাও? তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি এ পথও জানেন, তিনি সে পথও জানেন; দুই পথই তিনি অবগত আছেন। যদি আকাশের দিকে সে অজ্ঞাত প্রদেশ হয়, তিনি সেদিকেই তোমায় লইয়া যাইবেন; আবার যদি সেই অনন্ত মহাসমুদ্রের মধ্যেই সে দেশ থাকে, তিনি সেখানেও তোমাকে লইয়া যাইবেন। দুস্তর পথের বিভীষিকায় কেন শিহরিত হও? শরণ লও—তাঁহার, যিনি সর্ব্বগ সর্ব্বজ্ঞ।' * (১ম—২৫সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবত

বেদা য উপজায়তে॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বেদ। মাসঃ। ধৃতঽব্রতঃ। দ্বাদশ। প্রজাঽবতঃ।

বেদ। যঃ। উপঽজায়তে॥ ৮।

---

* প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই ঋকের অভ্যন্তরে দুইটী সামগ্রী পাইতে পারেন। এ ঋক্মন্ত্র প্রকাশ পাইতেছে,—'অন্তরিক্ষ-পথে আর্য্যদেবগণের গতিবিধি ছিল; আর সমুদ্র-পথের বিষয়েও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল।' আধুনিক সভ্যজগতের অর্ণবযান এবং ব্যোমযান দুইয়েরই আভাষ এই ঋকে পাওয়া যায়। এতদ্বিষয়ের বিশদ বিবরণ মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ধৃতব্রতঃ' (বিশ্বধারকো বিশ্বশাসকো বা) 'প্রজাবতঃ' (তদুৎপদ্যমানঃ, প্রজাবিশিষ্টঃ) স দেবঃ 'দ্বাদশ মাসঃ' (চৈত্রাদীন্ ফাল্গুনান্তান্ দ্বাদশমাসান্) 'বেদ' (জানাতি); 'যঃ' (মাস) 'উপজায়তে' (স্বয়মেব উৎপদ্যতে, মলমাস ইতি যাবৎ) 'আ' (সম্যক্‌প্রকারেণ) 'বেদ' (স জানাতি ইতি শেষঃ)। ভগবতঃ বরুণদেবস্য অনুশাসনেন কালাকালৌ প্রচরতঃ। স হি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞো বিশ্বপালকশ্চ। (১ম—২৫সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বপালক বিশ্বধারক প্রকৃতিপুঞ্জবিশিষ্ট সেই বরুণদেব, দ্বাদশ মাসের বিষয় অবগত আছেন; আবার যে মাস আপনি উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের মধ্যে যে মলমাস অনুকল্পিত হয়), তাহাও তিনি অবগত আছেন। (কাল ও অকাল, তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই; সকলই তাঁহার আয়ত্তাধীন।) (১ম—২৫সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

ধৃতব্রতঃ স্বীকৃতকর্ম্মবিশেষো যথোক্তমহিমোপেতো বরুণঃ প্রজাবতস্তদা তদোৎপাদ্যমান-প্রজাযুক্তান্ দ্বাদশমাসাংশ্চৈত্রাদীন্ ফাল্গুনান্তান্ বেদ। জানাতি। যস্ত্রয়োদশোঽধিকমাস উপজায়তে সম্বৎসরসমীপে স্বয়মেবোৎপদ্যতে তমপি বেদ। বাক্যশেষঃ পূর্ব্ববৎ॥

মাসঃ। পদ্দদিত্যাদিনা। পা০ ৬।১।৬৩। মাসশব্দস্য মাসিত্যাদেশঃ। উড়িদমিত্যাদিনা শস উদাত্তত্বং দ্বাদশ। দ্বৌ চ দশ চেতি দ্বন্দ্বঃ। দ্ব্যষ্টনঃ সঙ্খ্যায়াং। পা০ ৬।৩।৪৭। ইত্যাত্বং। সংখ্যা। পা০ ৬।২।৩৫। ইতি সূত্রেণ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রজাবতঃ। প্রজা এষাং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্বীকৃত কর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ যিনি ব্রতাবলম্বন করিয়াছেন, তিনি (অর্থাৎ উক্তানুরূপ মহিমন্বিত এরূপ যে বরুণদেব) তৎকালে জায়মান প্রজাবর্গযুক্ত চৈত্র আদি ফাল্গুন পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসকে জানেন (অর্থাৎ সেই সেই প্রজাগণের সহিত সেই সেই মাসের বিষয় অবগত আছেন); এবং সম্বৎসরের মধ্যে যে ত্রয়োদশ অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের অধিক একটী মাস স্বয়ং উৎপন্ন হয়, তাহাকেও জানেন (অর্থাৎ মলমাসের বিষয়ও অবগত আছেন)। এস্থলে বাক্যের অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় (অর্থাৎ সেই বরুণদেব আমাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন)।

'মাসঃ' এই পদটী 'পদ্দৎ' (পা০ ৬।১।৬৩) ইত্যাদি সূত্রানুসারে মাস শব্দের স্থানে মাস্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ; এবং উক্ত পদে 'উড়িদং' ইত্যাদি নিয়মহেতু শস্ বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দ্বাদশং' এই পদ, 'দ্বৌ চ দশ চ' এইরূপ দ্বি ও দশ শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস; 'দ্ব্যষ্টনঃ সংখ্যায়াং' (পা০ ৬।৩।৪৭) এই সূত্র দ্বারা দ্বি এই শব্দের ই-কারের স্থানে আকার, এবং 'সংখ্যা' (পা০ ৬।২।৩৫) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়া এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

সন্তীতি তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। পা° ৫।২।৯৪। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। উপজায়তে। জনেঃ কর্ম্মকর্ত্তরি লট্। কর্ম্মবত্তাবাদাত্মনেপদং যক্। পা° ৩।১।৮৭। জনাদীনামুপদেশ এবাত্বং বক্তব্যং। পা° ৬।১।১৯৫। ইতি বচনাদচঃ কর্ত্তৃযকি। পা° ৬।১।১৯৫। ইত্যাদ্যু-দাত্তত্বং। তিঙি চোদাত্তবতি। পা° ৮।১।৭১। ইত্যুপসর্গস্য নিঘাতঃ। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যদ্‌বৃত্তাৎ নিত্যমিতি প্রতিষেধাৎ ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম (২৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

অনেক সময় দেবকার্য্যে কালাকালের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। আবার, কাল ফুরাইয়া আসিল বলিয়াও অনেকে ভীত ও হতাশ হন। এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'সেই কাল ও অকাল সকলই তাঁহার আয়ত্তাধীন। কালাকালের ভাবনায় হতাশ হওয়ার আবশ্যক নাই। অকালে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার পক্ষেও কোনও বাধা নাই। আবার আয়ুঃ-কাল যাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে, জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে ডাকিয়া আর কি ফল হইবে, এই হতাশে যে জন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—এ ঋক্ তাহাদিগের সম্বন্ধে উদ্বোধনমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। * (১ম—২৫সূ—৮ঋ)।

'প্রজাবতঃ' এই পদ, 'প্রজা এষাং সন্তি' এই বাক্যে প্রজা শব্দের উত্তর 'তদস্যাস্ত্যস্মিন্' (পা° ৫।২।৯৪) এই সূত্রানুসারে মতুপ্ প্রত্যয় এবং 'মাদুপধায়াঃ' এই সূত্রহেতু মতুপের ম স্থানে 'ব' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপজায়তে' এই পদটী, জন্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে লট্, কর্ম্মবাচ্যের সদৃশ হওয়ায় আত্মনেপদ ও যক্, এবং 'জনাদীনামুপদেশ এবাত্বং বক্তব্যং' (পা° ৬।১।১৯৫।১) [illegible] সূত্রানুসারে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং 'অচঃ কর্ত্তৃযকি' এই নিয়মানুসারে [illegible] স্বর উদাত্ত ও 'তিঙি চোদাত্তবতি' (পা° ৮।১।৭১) এই নিয়ম-হেতু উপসর্গের নিঘাত হইল। কিন্তু 'যদ্‌বৃত্তান্নিত্যম্' ইহা দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত হইবে না ॥ ৮ ॥

* এ ঋক্ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এক নিগূঢ়-তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। বৎসর-গণনায় মলমাসের হিসাব যে অতদূর অতীতকালে আর্য্যহিন্দুগণের অবিদিত ছিল না,—ইহাতে তাহাই জানা যাইতেছে। যে মাসে দুইটী অমাবস্যা-তিথির সমাবেশ হয়, অথবা যে চান্দ্রমাস রবিসংক্রান্তি-পরিশূন্য, তাহাকে মলমাস বলে; যথা,—"অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জ্জিতং। মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে ॥" এই মলমাস-তত্ত্বের বিষয় অনবগত থাকায় এক সময়ে ইউরোপে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের আলোচনায় বিশেষ বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। তিথির ক্ষয়-নিমিত্ত এই মলমাসের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। নবমী ঋক্।)

বেদ বাতস্য বর্ত্তনিমুরোর্ঋষ্বস্য বৃহতঃ।

বেদা যে অধ্যাসতে॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বেদ। বাতস্য। বর্ত্তনিং। উরোঃ। ঋষ্বস্য। বৃহতঃ

বেদ। যে। অধিহআসতে॥ ৯

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

স দেব 'উরোঃ' (বিস্তীর্ণস্য, অনন্তস্য) 'ঋষ্বস্য' (দর্শনীয়স্য, প্রত্যক্ষমানস্য) 'বৃহতঃ' (গুণৈরধিকস্য, প্রাণস্বরূপস্য) 'বাতস্য' (বায়োঃ, বায়ুদেবস্য) 'বর্ত্তনিং' (মার্গং, তত্ত্বমিতি শেষঃ) 'বেদ' (জানাতি); 'যে' (দেবাঃ) 'অধ্যাসতে' (উপরি তিষ্ঠন্তি তানপি) 'বেদ' (জানাতি)। জীবস্য প্রাণস্বরূপং বায়ুরেব তদ্দেবান্তর্ভূতমিতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ঐ যে বিস্তীর্ণ অনন্ত প্রত্যক্ষমান্ প্রাণস্বরূপ বায়ু, তাহারও তত্ত্ব (পথ) তিনি অবগত আছেন। তাহারও অতীত যে দেবগণ, তদ্বিষয়ও তিনি পরিজ্ঞাত। (সর্ব্বময়রূপে তিনি সকলেরই অন্তর্ভূত হইয়া আছেন। তিনিই প্রাণ; তিনিই প্রাণাতীত)। (১ম—২৫সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

উরোর্ব্বিস্তীর্ণস্য ঋষ্বস্য দর্শনীয়স্য বৃহতো গুণৈরধিকস্য বাতস্য বায়োর্ব্বর্ত্তনিং মার্গং বেদ। বরুণো জানাতি। যে দেবা অধ্যাসতে। উপরি তিষ্ঠন্তি তানপি বেদ। জানাতি॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেব, বিস্তীর্ণ, দর্শনীয় এবং অধিক গুণের দ্বারা এরূপ বৃহৎ বায়ুর পথকে জানেন, এবং উপরে যে সমস্ত দেবগণ বর্ত্তমান আছেন, তাহাদিগকেও জানেন।

বাতস্য অসিংগীত্যাদিনা তন্প্রত্যয়ান্তো বাতশব্দো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বর্ত্তনিং। বর্ত্ততেঽনেনেতি বর্ত্তনিঃ স্তোত্রং। পা০ ৬।১।১৬০। ইতি স্তোত্রবাচকস্য বর্ত্তনিশব্দস্যান্তোদাত্তত্বসিদ্ধ্যর্থমুঞ্ছাদিষু পাঠাত্তস্য প্রত্যয়স্বরেণ মধ্যোদাত্তত্বে প্রাপ্তেঽন্তোদাত্তত্বং। বৃহতঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি ঙস উদাত্তত্বং। অধ্যাসতে। লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি ধাতুস্বরঃ ॥ ৯ ॥

* . *

নবম (২৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

-‡∞‡-

এ ঋকের সাধারণ অর্থ এই যে,—সেই বরুণদেবতা, বায়ুর যে পরিদৃশ্যমান্ বৃহৎ গতিপথ, তাহা অবগত আছেন; অর্থাৎ, কোন্ পথে কি ভাবে বায়ু পরিচালিত হইতেছে ও অবস্থিত আছে, সে তত্ত্ব তাঁহার আয়ত্তীভূত। আরও, বায়ুর অতীত দেবগণের বিষয়ও তিনি অপরিজ্ঞাত নহেন। স্থূলভাবে ইহাও বুঝা যায়,—বায়ুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তাঁহার সকলই সুবিদিত ছিল। সে হিসাবে তাহার উপরের দেব বলিতে, সেই সকল শক্তিকে বুঝায়—যদ্দ্বারা বায়ুর গতিরোধ করিতে পারা যায় এবং বায়ুর গতিকে আয়ত্তাধীন রাখিয়া যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করা যায়। এ পক্ষে আর্য্যগণ যে বায়ুতত্ত্ব অবগত ছিলেন, ইহাই উপলব্ধ হয়।

অন্যপক্ষে আর এক অর্থ হয় এই যে,—'বায়ুরূপে তিনি প্রাণস্বরূপ। প্রাণবায়ুরূপে জীবের দেহে তিনিই ক্রিয়া করিতেছেন। দেহের মধ্যে যে বায়ু প্রবাহমান, তাহার ক্রিয়াশক্তিমূলে তিনিই বিদ্যমান; আবার প্রাণবায়ুর অতীত জ্ঞানাদিরূপ যে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব, তন্মধ্যেও তাঁহারই ক্রিয়া প্রকট রহিয়াছে। ভগবদ্রূপে যখন তিনি বিকাশ পান, তখন তাঁহার মধ্যে সকল বিভূতিই ক্রিয়া করে।' (১ম—২৫সূ—৯ঋ)।

'বাতস্য' এই পদ, 'অসিহসি' এই সূত্র দ্বারা, তন্ প্রত্যয় করিয়া বাত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে তন্ প্রত্যয়ে নিৎ হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বর্ত্তনিং' এই পদ 'বর্ত্ততেঽনেন' এই বাক্যে বৃত্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'বর্ত্তনিঃ স্তোত্রম্' (পা০ ৬।১।১৬০) এই নিয়ম দ্বারা স্তোত্রবাচক বর্ত্তনি শব্দের 'অন্তোদাত্তত্ব' প্রতিপাদন নিমিত্ত, উঞ্ছাদি মধ্যে পাঠ করায়, তাহার প্রত্যয়স্বরের দ্বারা মধ্যোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও অন্তস্বর উদাত্ত হইল। 'বৃহতঃ' এই পদে 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানে' এই নিয়ম হেতু ঙস বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অধ্যাসতে' এই পদে লসার্বধাতুক অনুদাত্ত হইলে পরে ধাতুস্বর হইয়াছে ॥ ৯ ॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশং সূক্তং। দশমী ঋক্)।

নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা।

সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

নি। সসাদ। ধৃতঽব্রতঃ। বরুণঃ। পস্ত্যাসু। আ।

সাম্ঽরাজ্যায়। সুঽক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ধৃতব্রতঃ' (বিশ্বধারকো বিশ্বশাসকো বা) 'সুক্রতুঃ' (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্নঃ) 'বরুণঃ' (ভগবান বরুণদেবঃ) 'পস্ত্যাসু' (প্রজাসু) 'সাম্রাজ্যায়' (শাসনপালনসংরক্ষণায়) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'নিষসাদ' (স্বস্থানে তিষ্ঠতি)। স দেবঃ স্বরূপেণ অবস্থিতঃ বিশ্বং পরিচালয়তি পালয়তি চ ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১০ঋ)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বধারক বিশ্বশাসক ভগবান বরুণদেব, প্রকৃতি-বর্গের শাসন-পালন-সংরক্ষণ জন্য, সর্ব্বতঃ স্বস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন। (১ম—২৫সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ধৃতব্রতঃ পূর্ব্বোক্তো বরুণঃ পস্ত্যাসু দৈবীষু প্রজাস্বা নিষসাদ। আগত্য নিষণ্ণবান্। কিমর্থং। প্রজানাং সাম্রাজ্যসিদ্ধ্যর্থং সুক্রতুঃ শোভনকর্ম্মা ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ধৃতব্রত (অর্থাৎ কর্ম্মবিশেষে নিযুক্ত) বরুণদেব আসিয়া দৈবী (দেবতাসম্বন্ধীয়) প্রজাগণের মধ্যে বসিয়াছিলেন। কি জন্য?—না, প্রজাবর্গের সাম্রাজ্য সিদ্ধির নিমিত্ত, মঙ্গলকর্ম্ম-তৎপর হইয়া বসিয়াছিলেন।

নিষসাদ। সদেরপ্রতেরিতি ষত্বং। সাম্রাজ্যায়। সম্রাজো ভাবঃ সাম্রাজ্যং। গুণবচনব্রহ্মণাদিভ্য ইতি ষ্যঞ্। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুক্রতুঃ। ক্রত্বাদয়শ্চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ১০ ॥ ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে সপ্তদশো বর্গঃ ॥

দশম (২৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ সরল ও সুবোধ্য। ভগবান স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন; তাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তিনিই বিশ্বের ধারক; তিনিই বিশ্বের পালক। তিনিই বিশ্বের নিয়ামক। তাঁহারই অনুশাসন সর্ব্বত্র ক্রিয়া করিতেছে। ঋকের ইহাই মর্ম্ম। (১ম—২৫সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। একাদশী ঋক্)।

অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি।

কৃতানি যা চ কর্ত্বা ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অতঃ। বিশ্বানি। অদ্ভুতা। চিকিত্বান্। অভি। পশ্যতি।

কৃতানি। যা। চ। কর্ত্বা ॥ ১১ ॥

* *

'নিষসাদ' এই পদে 'সদেরপ্রতেঃ' এই সূত্র হেতু ষত্ব হইয়াছে। 'সাম্রাজ্যায়' এই পদটী 'সাম্রাজ্যো ভাব' এই অর্থে সম্রাজ্ শব্দের উত্তর 'গুণবচনব্রহ্মণাদিভ্যঃ' এই সূত্র দ্বারা ষ্যঞ্ হইয়াছে, এবং উক্ত পদে 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'সুক্রতুঃ' এই পদটীতে 'ক্রত্বাদয়শ্চ' এই নিয়মহেতু উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অতঃ' (অস্মাৎ) 'চিকিত্বান্' (সর্ব্বজ্ঞঃ স ভগবান্ বরুণদেবঃ) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'অদ্ভুতা' (আশ্চর্য্যানি) 'যা' (যানি) 'কৃতানি' (চকারাণি) যানি 'চ' 'কর্ত্বা' (কর্ত্তব্যানি) তানি সর্ব্বাণি 'অভিপশ্যতি' (সম্যক্ অবলোকয়তি)। মনুষ্যা যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি যানি চ করিষ্যন্তি, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তানি সর্ব্বাণি বিজানাতীতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ

বিশ্ববাসী জীবগণ যে সকল অদ্ভুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে বা যে সকল কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্, আপন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই, তৎসমুদায় দেখিতে পান। (১ম—২৫সূ—১১ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

অতোঽস্মাদ্বরুণাদ্বিশ্বান্যদ্ভুতা সর্ব্বাণ্যাশ্চর্য্যাণি চিকিত্বান প্রজ্ঞাবানভিপশ্যতি। সর্ব্বতোঽবলোকয়তি। যা কৃতানি। যান্যাশ্চর্য্যাণি পূর্ব্বং বরুণেন সম্পাদিতানি। চকারাদন্যানি যান্যাশ্চর্য্যাণি কর্ত্বা। ইতঃ পরং কর্ত্তব্যানি তানি সর্ব্বাণ্যভিপশ্যতীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

অদ্ভুতা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন নপুংসকস্য ঝলচঃ। পা০ ৭।১।৭২। ইতি নুম্। নলোপঃ। চিকিত্বান্। কিত জ্ঞানে। লিটঃ ক্বসুঃ। অভ্যাসহলাদিশেষচুত্বানি। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদিডভাবঃ। রুত্বানুনাসিকাবুক্তৌ সংহিতায়াং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বুদ্ধিমান্ লোক এই (দৃশ্যমান) বরুণদেব হইতে সমস্ত আশ্চর্য্যজনক পদার্থ সর্ব্বতোভাবে দেখিয়া থাকেন। যে সকল আশ্চর্য্যকর বস্তু বরুণদেব পূর্ব্বেই সম্পাদন করিয়াছেন। মন্ত্রে চ-কার থাকায় অন্য যাবতীয় আশ্চর্য্যের প্রাপ্তি হইতেছে। অতঃপর বরুণদেব যে সকল আশ্চর্য্য করিবেন, সেই সকল আশ্চর্য্যকর বস্তু বুদ্ধিমান্ লোক দেখিয়া থাকেন।

'অদ্ভুতা' এই পদে 'শেশ্ছন্দসিবহুলং' এই সূত্র দ্বারা 'শি'র লোপ। 'প্রত্যয়লক্ষণেন নপুংসকস্য ঝলচঃ' (পা০ ৭।১।৭২) এই পাণিনি সূত্র দ্বারা নুম্ প্রত্যয়ের ন-কারের লোপ। 'চিকিত্বান্' এই পদটী জ্ঞানার্থ 'কিৎ' ধাতুর উত্তর 'লিট্' বিভক্তির স্থানে 'ক্বসু' প্রত্যয়, দ্বিত্ব, পরে 'হল্'এর 'কি' এই আদি ভাগ অবশিষ্ট থাকিল, এবং ঐ ভাগের 'ক' স্থানে, 'চ' হইল। অনন্তর 'বস্বেকাজাদ্ঘসাম্' এই নিয়মানুসারে ইট্ হইল না। সংহিতায় রুত্ব ও অনুনাসিক বর্ণ উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে ঐ পদ নিষ্পন্ন হইল। 'পশ্যতি' এই পদটি পাঘ্রা ইত্যাদি সূত্রানুসারে দৃশ্ ধাতুর স্থানে 'পশ্য' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'কর্ত্বা'

পশ্যতি। পাঘ্রেতাদিনা দৃশেঃ পশ্যাদেশঃ। কর্ত্বা। কৃত্যার্থে তবৈকেন্‌কেন্যত্বনঃ। ৩।৪।১৪। ইতি করোতেস্ত্বন্‌। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। পূর্ব্ববচ্ছেলোপঃ॥ ১১॥

একাদশ (২৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

তুমি যে কর্ম্মই অনুষ্ঠান কর, আর যে কর্ম্মের বিষয়ই অনুধ্যান কর, প্রকাশ্যেই তোমার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, আর গোপনেই তোমার কর্ম্ম তুমি সম্পাদন করিতে প্রযত্নপর হও, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান সকলই জানিতে পারেন। তিনি তাঁহার স্বস্থানে বসিয়াই সকল দেখিতে পান। গোপনে কুকার্য্য করিয়া যে তুমি নিষ্কৃতি পাইবে; লোকে কেউ দেখিতে পাইল না,:সুতরাং তুমি যে পরিত্রাণ পাইয়া গেলে; তাহা কদাচ মনে করিও না। তোমার পাপ-পুণ্য সকল কার্য্যই ভগবান প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফল—পুরস্কার ও দণ্ড—তোমার জন্য পুরোভাগে অপেক্ষা করিতেছে এ ঋক্‌ তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছে; কহিতেছে,—'ভগবানের দৃষ্টি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত রহিয়াছে; তোমার সকল কর্ম্মই তিনি দেখিতে পাইতেছেন। সাবধান! কদাচ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না।' (১ম—২৫সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। দ্বাদশী ঋক্‌।)

স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ

প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১২ ॥

পদটী কৃ ধাতুর উত্তর 'কৃত্যার্থে তবৈকেন্‌কেন্যত্বনঃ' (পা০ ৩।৪।১৪) এই নিয়মানুসারে 'ত্বন্‌' প্রত্যয়ে এবং 'শেশ্ছন্দসি' এই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে 'শি'র লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে 'ত্বন্‌' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদি-বর্ণের উদাত্তস্বর হইয়াছে ॥ ১১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। বিশ্বাহা। সুঽক্রতুঃ। আদিত্যঃ। সুঽপথা।

করৎ। প্র। নঃ। আয়ূংষি। তারিষৎ ॥ ১২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতুঃ' (পরমপ্রাজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'স আদিত্যঃ' (স ভগবান্ বরুণদেবঃ) 'বিশ্বাহা' (বিশ্বেষু অহঃসু, সর্ব্বকালেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'সুপথা' (সুপথান্, সন্মার্গবর্ত্তিনঃ) 'করৎ' (করোতু), 'নঃ' (অস্মাকং) 'আয়ূংষি চ' (আয়ুঃকালানি চ) 'প্র তারিষৎ' (প্রতারয়তু, প্রবর্দ্ধয়তু)। সর্ব্বজ্ঞঃ স ভগবান্ সর্ব্বকালেষু অস্মাকং সৎকর্ম্মানুরাগং আয়ুশ্চ সর্ব্বথা প্রবর্দ্ধয়তু ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বরুণদেব সদাকাল আমাদিগকে সৎপথানুবর্ত্তী করুন এবং আমাদিগের (সৎকর্ম্মশীল) আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত করুন। (ভগবানের অনুগ্রহে আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল আয়ু লাভ করি,—জীবন যেন সৎকর্ম্মেই অতিবাহিত হয়)। (১ম—২৫সূ—১২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুক্রতুঃ শোভনপ্রজ্ঞঃ স আদিত্যো বরুণো বিশ্বাহা সর্ব্বেষ্বহঃসু নোঽস্মান্ সুপথা শোভনমার্গেণ সহিতান্ করৎ। করোতু। কিঞ্চ নোঽস্মাকমায়ূংষি প্রতারিষৎ প্রবর্দ্ধয়তু ॥

সুপথা। স্বতী পূজায়ামিতি সমাসে ন পূজনাৎ। পা০ ৫।৪।৬৯। ইতি সমাসান্তপ্রতিষেধঃ। অব্যয় পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পদাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তর পদাদ্যুদাত্তত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলবুদ্ধি সেই বরুণদেব সকল দিনে আমাদিগকে সৎপথের সহিত মিলিত করুন, (অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে প্রতিদিন সৎপথে প্রবর্ত্তিত করুন); এবং আমাদিগের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করুন (দীর্ঘজীবন দান করুন)।

'সুপথা' এই পদটি 'সুপথিন্' শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন। ঐ পদে 'স্বতী পূজায়াম্' এই নিয়মানুসারে পূজার্থ 'সু' ও 'পথিন্' শব্দের সমাস হইলে 'ন পূজনাৎ' (পা০ ৫।৪।৬৯) এই সূত্র দ্বারা সমাসান্ত (অ-প্রত্যয়) হইল না। অব্যয় পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বর প্রাপ্ত হইলে, 'পদাদিশ্ছন্দসিবহুলম্' এই নিয়ম বশতঃ উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত

যদ্বা তৃতীয়ায়া আলাদেশঃ। পা০ ৭।১।৩৯। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং লিৎস্বরেণ বাধ্যতে ক্রত্বাদয়শ্চেত্তন্ন ভবতি অবহুব্রীহিত্বাৎ। বহুব্রীহৌ হি তদ্বিধীয়তে। আত্তাদাত্তং দ্বাচ্ছন্দসি। পা০ ৬।২।১১৯। ইত্যেতদপি ন ভবতি। পণিন্ শব্দস্যাদ্যোদাত্তত্বাৎ। করৎ। করোতের্লোটি ব্যত্যয়েন শপ্। শপো লুকি লেটোঽড়াটাবিত্যাডাগমঃ। ইতশ্চ লোপঃ ইতীকারলোপঃ। যদ্বা ছান্দসে লুঙি কৃমৃদৃরুহিভ্যঃ। পা০ ৩।১।৫৯। ইতি চ্লেরঙ্। ঋদৃশোঽঙি গুণঃ। পা০ ৭।৪।১৬। ইতি গুণঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যাডভাবঃ। প্র ণঃ। উপসর্গাদ্বহুলং। পা০ ৮।৪।২৮।১। ইতি নসো ণত্বং। তারিষৎ। তারয়তের্লেটো-ঽডাগমঃ। বহুলং লোটীতি সিপ্। আদেশ প্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ (২৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্বের কয়েকটী ঋক্ ভগবানের মহিমা-জ্ঞাপক। এ ঋক্ প্রার্থনা-মূলক। লোকের পাপপুণ্য সকল কর্ম্মই ভগবান দেখিতে পান, তাঁহার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির নিকট কিছুই গোপন থাকিবার নহে,—মনে যখন এই ভাবের উদয় হয়,—মানুষ যখন এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; তখনই তাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয়। এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত দেখিতেছি। ভগবানের মহিমার বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সারভূত প্রার্থনার বিষয় কি

হইয়াছে। অথবা তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে 'আল্' আদেশ (পা০ ৭।১।৩৯)। যদি ক্রতু প্রভৃতি শব্দ থাকে, তাহা হইলে 'লিৎ' স্বরের দ্বারা অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর বাধিত হয়। (এই স্থলে) তাহা হইবে না; কারণ, বহুব্রীহি সমাস হয় নাই। বহুব্রীহি সমাসেই অব্যয়পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিস্বর বিহিত হইয়া থাকে। 'আত্তাদাত্তং দ্বাচ্ছন্দসি' (পা০ ৬।২।১১৯) এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্তও হইবে না; কারণ, পণিন শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'করৎ' এই পদটী, কৃ ধাতুর উত্তর লোট পরে বিপর্য্যয়ের 'শপ্' প্রত্যয়, 'শপ্' এর লুক, অনন্তর 'লেটোঽড়াটৌ' এই নিয়মে লোটের স্থানে 'অট্' আগম এবং 'ইতশ্চ-লোপঃ' এই সূত্র দ্বারা ই-কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, বৈদিক 'লুঙ', পরে 'কৃমৃদৃরুহিভ্যঃ' (পা০ ৩।১।৫৯) এই সূত্র দ্বারা 'চ্লি'র স্থানে 'অঙ' প্রত্যয়, 'ঋ-দৃশোঽঙিগুণঃ' (পা০ ৭।৪।১৬) এই সূত্র দ্বারা গুণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু, বহুলংছন্দস্যমাঙযোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে 'অট্' (অ) আগম হইল না। 'প্রণঃ' এই স্থলে 'উপসর্গাদ্বহুলং' (পা০ ৮।৪।২৮।১) এই নিয়মানুসারে 'নস্'এর ন-কার 'ণ' হইয়াছে। 'তারিষৎ' এই পদটী তারি ধাতুর উত্তর লোট পরে অট্ আগম এবং 'বহুলং লোটি' এই নিয়মানুসারে 'সিপ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'আদেশ প্রত্যয়য়োঃ' এই সূত্র দ্বারা উহার ষত্ব হইয়াছে ॥ ১২ ॥

আছে—তাহা বুঝিয়া, সাধক এখন কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি সকলই জানিতেছেন; আপনার অনুকম্পা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই; তাই করযোড়ে মিনতি করিতেছি, আপনি আমায় সৎপথানুবর্ত্তী করুন। আমার চিত্ত চঞ্চল; সে সদাই বিপথে প্রধাবিত হয়। তাহাকে সংযত করিয়া সুপথে পরিচালন-পক্ষে আপনিই একমাত্র সহায়; আপনিই তাহার উপায়-বিধান করুন। আমার আয়ুবৃদ্ধি করিয়া দেন! আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন সৎকর্ম্মে জীবনকে ন্যস্ত করিতে পারি। সৎকর্ম্মশীল আয়ুই এখন আমার প্রার্থনীয়। কেন-না, তাহাই আমার শ্রেয়ঃসাধক।' (১ম—২৫সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজং।

পরি স্পশো নি ষেদিরে ॥ ১৩ ॥

বিভ্রৎ। দ্রাপিং। হিরণ্যয়ং। বরুণঃ। বস্ত। নিঃঽনিজং।

পরি। স্পশঃ। নি। সেদিরে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বরুণঃ' (স ভগবান্) 'হিরণ্যয়ং' (কনককিরণযুক্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'নির্ণিজং' (কলঙ্করহিতং) 'দ্রাপিং' (আকাশবৎ অনন্তরূপং) 'বিভ্রৎ' (ধারয়ন্) 'বস্ত' (বিশ্বং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে), 'স্পশঃ' (রশ্ময়ঃ, তস্য জ্যোতিনিবহাঃ) 'পরিনিষেদিরে' (সর্ব্বতো ব্যাপ্তবন্তঃ)। নিষ্কলঙ্কো জ্যোতির্ম্ময়ঃ স ভগবান্ অনন্তরূপেণ সর্ব্বত্র স্বকিরণং বিকিরতি। (১ম—২৫সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান বরুণদেব, জ্যোতির্ম্ময় কলঙ্ক-পরিশূন্য অনন্তরূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক, বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার রশ্মিরাজি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। (১ম—২৫সূ—১৩ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হিরণ্ময়ং সুবর্ণময়ং দ্রাপিং কবচং বিভ্রৎ ধারয়ন্ বরুণো নির্ণিজং পুষ্টং স্বশরীরং বস্ত আচ্ছাদয়তি। স্পশো হিরণ্যস্পর্শিনো রশ্ময়ঃ পরিনিষেদিরে। সর্ব্বতো নিষণ্ণাঃ॥

বিভ্রৎ। বিভর্ত্তেঃ শতরি নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ। পা০ ৭।১।৭৮। ইতি নুমভাবঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দ্রাপিং। দ্রা কুৎসায়াং গতৌ। দ্রাপয়তীতি কুৎসিতাং গতিং প্রাপয়তীতি দ্রাপিঃ কবচং। অর্ত্তিহ্রী ইত্যাদিনা। পা০ ৭।৩।৩৬। পুগাগমঃ। ঔণাদিক ইপ্রত্যয়ে ণি লোপঃ। হিরণ্যয়ং। ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বীহিরণ্যয়ানি ছন্দসীতি হিরণ্যশব্দাদ্বিকারার্থে বিহিতস্য ময়টো মশব্দলোপো নিপাত্যতে। বস্ত। বস আচ্ছাদনে। লঙ্। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। পুক্ষবদড়ভাবঃ। নির্ণিজং। ণিজির্ শৌচপোষণয়োঃ। স্পশঃ। স্পশ বাধনস্পর্শনয়োঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। নিষেদিরে। ষদ্লৃবিশরণগত্যবসাদনেষু। অস্মাদ্গত্যর্থাৎ কর্ম্মণি লিট্যত্বাভ্যাসলোপৌ। সদেরপ্রতেরিতি ষত্বং॥ ১৩॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেব সুবর্ণময় বর্ম্ম ধারণ করতঃ স্বীয় পরিপুষ্ট (স্থূল) শরীরকে আবৃত করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই স্বর্ণময় বর্ম্মের কিরণ-সমূহ সর্ব্বদিকে ব্যাপিয়াছে।

'বিভ্রৎ' এই পদে 'ভৃ' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' পরে 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' (পা০ ৭।১।৭৮) এই সূত্রানুসারে নুম্ হইল না; এবং 'অভ্যস্তানামাদি' এই নিয়মানুসারে আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দ্রাপিং' এই পদটী কুৎসা-(নিন্দা) ও গত্যর্থ দ্রা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দ্রাপয়তি' অর্থাৎ কুৎসিত গতি (দশা) পাওয়ায় যে. দ্রাপি শব্দে তাহাকেই বুঝাইতেছে। 'দ্রাপি' শব্দের অর্থ—কবচ (বর্ম্ম)। 'অর্ত্তিহ্রী' (পা০ ৭।৩।৩৬) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দ্রা ধাতুর উত্তর 'পুক্' আগম, এবং ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয়, পরে 'নি'র লোপ হইয়াছে। 'হিরণ্যয়ং' এই পদটি 'ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বী হিরণ্যয়ানি ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা হিরণ্য শব্দের উত্তর 'বিকার' অর্থে বিহিত 'ময়ট্' প্রত্যয়ের নিপাতনে 'ম'কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বস্ত' এই পদটী আচ্ছাদনার্থ 'বস' ধাতুর উত্তর 'লঙ্' পরে অদাদিগণীয় হওয়ায় শপের লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অট্-(অ) আগম হইল না। 'নির্ণিজং' এই পদটী শৌচ ও পোষণার্থ 'ণিজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্পশঃ' এই পদ—বাধন ও স্পর্শার্থ 'স্পশ' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'নিষেদিরে' এই পদটী (সদ্ ধাতুর অর্থ বিশরণ, গমন ও অবসাদ) গমনার্থ 'সদ্' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'লিট্', পরে মূল ধাতুর অকারের স্থানে একার ও দ্বিরুক্ত ভাগের লোপ, এবং 'সদেরপ্রতেঃ' এই সূত্রানুসারে সকারের ষত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ১৩॥

ত্রয়োদশ (২৮০) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের কয়েকটী শব্দের ভাব-পরিগ্রহ উপলক্ষে ঋক্‌টীর নানারূপ অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে। 'দ্রাপিং' শব্দে সাধারণতঃ 'কবচ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। তাহাতে বুঝা যায়, বরুণদেব যেন স্বর্ণের কবচ ধারণ করিয়া আছেন। 'স্পশঃ' শব্দে কেহ কেহ ভৃত্য অর্থ গ্রহণ করেন। 'পরি নিষেদিরে' পদে 'চারিদিক ঘেরিয়া বসিয়া আছে'—এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হয়। এই সকল ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অনুসরণে ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'নিষ্কলঙ্ক (খাদরহিত) সোনার পদক গলায় দোলাইয়া বরুণদেব বসিয়া আছেন; আর, তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া রহিয়াছে।'

কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধের বিষয় বিচার করিলে এবং ঐ শব্দ-কয়েকটীর মুখ্য লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, কখনই ঐরূপ অর্থ আমনন করা যাইতে পারে না। পরন্তু, শব্দ-কয়েকটীর ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা এই ঋঙ্মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহারই সার্থকতা উপলব্ধ হইতে পারে। 'দ্রাপিং' শব্দের ব্যুৎপত্তির (সায়ণ-ভাষ্য দেখুন) প্রতি লক্ষ্য করিলে, উহার কবচ অর্থ অতি কষ্ট-কল্পনামূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু, 'দাপ' শব্দের আকাশ অর্থ সকল অভিধানেই পাওয়া যায়। তদনুসারে ঐ শব্দে 'আকাশবৎ অনন্তরূপ' অর্থই সঙ্গত হয়। ধাত্বর্থ হইতেই 'নির্ণিজং' শব্দের 'কলঙ্কপরিশূন্য নিষ্কলঙ্ক' ভাব আসিতে পারে। 'স্পশঃ' শব্দের সায়ণই 'রশ্ময়ঃ' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 'রশ্মি' বলিতে তাঁহার সত্ত্বভাবই বুঝাইয়া থাকে। তিনি সদ্ভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। ফলতঃ, সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে বুঝাইতে যেরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, ঐ সকল শব্দে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। তাহার অন্যথা কল্পনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে বিভ্রমই আনয়ন করে। (১ম—২৫সূ—১৩ঋ)।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জনানাং।

ন দেবমভিমাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

ন। যং। দিপ্সন্তি। দিপ্সবঃ। ন। দ্রুহ্বাণঃ। জনানাং।

ন। দেবং। অভিমাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'দিপ্সবঃ' (হিংসকাঃ) 'যং' (দেবং) 'ন দিপ্সন্তি' (ন হিংসন্তি, যং প্রাপ্য হিংস্রভাবং পরিত্যজন্তি ইতি ভাবঃ), 'জনানাং' (লোকানাং) 'দ্রুহ্বাণঃ' (দ্রোহকাঃ, শোষকাঃ) 'ন' (যং ন দ্রুহ্যন্তি, যস্য সান্নিধ্যাৎ শোষণস্বভাবং পরিত্যজন্তীতি ভাবঃ), 'অভিমাতয়ঃ' (পাপানিঃ) 'দেবং' (তং ভগবন্তং দেবং) 'ন' (ন স্পৃশন্তি)। সর্ব্বেঽপি অসদ্ভাবা ভগবৎসম্বন্ধেন-বিনাশপ্রাপ্তা ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হিংসকগণ (সংসারের হিংস্রভাবসমূহ) যে দেবতাকে হিংসা করিতে পারে না (যাঁহার সমীপস্থ হইলে হিংসা লোপ প্রাপ্ত হয়), মনুষ্যদিগের শোষণকারী (শত্রুগণ) যাঁহাকে শোষণ করিতে পারে না (যাঁহার সমীপস্থ হইলে আপনার পাপবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়), পাপ সেই দেবতাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। (১ম—২৫সূ—১৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

দিপ্সবো হিংসিতুমিচ্ছন্তো বৈরিণো যং বরুণং ন দিপ্সন্তি। ভীতাঃ সন্তো হিংসিতুং পরিত্যজন্তি। জনানাং প্রাণিনাং দ্রুহ্বাণো দ্রোগ্ধারোঽপি যং বরুণং প্রতি ন দ্রুহ্যন্তি। অভিমাতয়ঃ পাপ্মানঃ পাপ্মা বা অভিমাতিরিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। দেবং তং বরুণং স্পৃশন্তি॥

দিপ্সন্তি। দন্ভু দম্ভে। অস্মাৎ সনি সনীবন্তর্ধেতি বিকল্পিতঃ। পা০ ৭।২।৪৯। ইড়ভাবঃ। হলন্তাচ্চ। পা০ ১।২।১০। ইত্যত্র হলগ্রহণস্য জাতিবাচিত্বাৎ সনঃ কিত্ত্বাদ্দম্ভ ইচ্চ। পা০ ৭।৪।৫৬। ইতি দকারাৎপরস্যাকারস্যেকারঃ। অনিদিতামিতি নলোপঃ। ভষ্ভাবাভাবশ্ছান্দসঃ। পা০ ৮।২।৩৭। অত্র লোপোঽভ্যাসস্য। পা০ ৭।৪।৫৮। ইত্যভ্যাসলোপঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্বধাতুকস্বরেণ। সনো নিত্ত্বান্নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। দিপ্সবঃ। সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা০ ৩।২।১৬৮। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। দ্রুহ্বাণঃ। দ্রুহ জিঘাংসায়াং। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি ক্বনিপ্। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং॥ ১৪॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হিংসাপরায়ণ শত্রুগণ ভীত হইয়া যে বরুণদেবের প্রতি হিংসাবাসনা পরিত্যাগ করে, এবং প্রাণিদ্রোহিবর্গ (জীবহিংসকেরা) যে বরুণদেবের প্রতি হননাভিপ্রায় প্রকাশ করে না। অভিমাতি শব্দের অর্থ পাপ; কারণ, 'পাপ্মা বা অভিমাতিঃ' এইরূপ অপর শ্রুতি আছে। পাপ-সমূহ সেই বরুণদেবকে স্পর্শ করে না।

"দিপ্সন্তি" এই পদ,—দম্ভার্থ 'দন্ভ' ধাতুর উত্তর সন্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সনীবন্তর্ধ' (পা০ ৭।২।৪৯) এই সূত্রানুসারে ইট্ (ইম) হইল না; এবং 'হলন্তাচ্চ' (পা০ ১।২।১০) এই সূত্রে 'হল' এর জাতিবাচিত্ব হেতু সন্ প্রত্যয়ের কিত্ত্বাব হইল। এই জন্য 'দম্ভ ইচ্চ' (পা০ ৭।৪।৫৬) এই সূত্রানুসারে দ-কারের পরস্থিত অ কারের স্থানে ই কার এবং 'অনিদিতাং' এই সূত্র দ্বারা ন-কারের লোপ হইয়াছে। আর ঐ পদে বৈদিক প্রয়োগ-হেতু, 'একাচোবশঃ' (পা০ ৮।২।৩৭) ইত্যাদি সূত্র-প্রাপ্ত, ভষ ভাব (দ-কারের স্থানে ধকার) হইল না; এবং 'লোপোঽভ্যাসস্য' (পা০ ৭।৪।৫৮) এই সূত্র দ্বারা দ্বিরুক্ত ভাগের লোপ, শপের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর এবং ল ও সার্বধাতু সম্বন্ধীয় স্বর দ্বারা তিঙ্ প্রত্যয়ের স্বর অনুদাত্ত আর সন্ প্রত্যয়ের ন কার ইৎ যাওয়ায় নিৎস্বরের দ্বারা আদি-বর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হইল না।' দিপ্সবঃ এই পদ— দম্ভ দন্ভ ধাতুর উত্তর 'সনাশংসভিক্ষ উঃ' (পা০ ৩।২।১৬৮)—এই সূত্রানুসারে 'উ'-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। উক্তপদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'দ্রুহ্বানঃ' জিঘাংসাবাচক দ্রুহ ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই সূত্রানুসারে ক্বনিপ্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইলে পর, ধাতুস্বর দ্বারা আদিবর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে॥ ১৪॥

* * *

চতুর্দ্দশ (২৮১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—বরুণ-দেবতার এতই প্রতাপ যে, শত্রুগণ তাঁহার শক্তির নিকট ঘেঁষিতেও পারে না, পাপ (অসুরগণ) তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। প্রচলিত অর্থ যাহাই থাকুক, এ ঋকের ভাব বড়ই উচ্চ। ভগবানের একটু নিকটস্থ হইতে পারিলে, হিংসার ভাব দূরে যাইবে, রক্তশোষক রিপুগণ নিঃশেষ হইবে, পাপ-প্রবৃত্তি একেবারে লোপ পাইবে। হিংসক তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না, শোষণকারিগণ তাঁহার নিকট গিয়া প্রতিহত হয়, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে,—এ সকল বাক্যের ভাবার্থ কি? ভাবার্থ কি এই নহে,—ভগবৎ-সামীপ্য লাভে সমর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার শত্রুর উপদ্রব দূরীভূত হয়। পরন্তু সৎসহযুত হওয়ায়, অসদ্ভাব পর্য্যন্ত সদ্ভাবে পরিণত হইয়া যায়। শত্রুভাবেই হউক, আর মিত্রভাবেই হউক, ভগবৎ-সম্বন্ধ-মাত্রই হিংস্রক হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করে, রক্তশোষক সদ্বৃত্তির পোষক হইয়া দাঁড়ায়, পাপের পরিণতি পুণ্য-সংশ্রবে পুণ্যময় হইয়া আসে। হে মানব! তোমরা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে চেষ্টান্বিত হও,—কোনও শত্রুর বিভীষিকা তোমাদিগকে ভীতি-প্রদর্শনে সমর্থ হইবে না।' শত্রুও মিত্র হইয়া আসিবে,—ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ। (১ম—২৫সূ—১৪ঋ)।

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চ বংশসূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা

অস্মাকমুদরেষ্বা ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। যঃ। মানুষেষু। আ। যশঃ। চক্রে। অসামি।

আ। অস্মাকং। উদরেষু। আ॥ ১৫॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'যঃ' (ভগবান) 'মানুষেষু' (সর্ব্বজনহিতসাধনেষু) 'অসামি' (সম্পূর্ণং) 'যশঃ' (শ্রেয়ঃ) 'আ চক্রে' (সর্ব্বতোভাবেন কৃতবান্), স ভগবান 'অস্মাকং' (প্রার্থিনঃ) 'উদরেষু' (দেহধারণাদিষু উপায়েষু) 'আ' (যথাপ্রয়োজনং কৃতবানিতি শেষঃ)। সর্ব্ব-জনশ্রেয়োসাধনেষু ভগবতো মহিমা সর্ব্বদা প্রকটিতা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ সর্ব্বজনের হিতসাধনোদ্দেশে (সংসারে) সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়োবিধান করিয়া রাখিয়াছেন; সেই ভগবান আমাদিগের দেহধারণ প্রভৃতি উপায়-বিধান দ্বারা (সর্ব্বদা) আমাদের যথা-প্রয়োজন ইষ্টসাধন করিয়া থাকেন। (১ম—২৫সূ—১৫ঋ)।

*

সায়ণ-ভাষ্যং।

উত অপি চ যো বরুণো মানুষেষু যশোঽন্নমাচক্রে। সর্ব্বতঃ কৃতবান্। স বরুণঃ কুর্ব্বন্নপ্যা সর্ব্বত অসামি। সম্পূর্ণং চক্রে ন তু ন্যূনং কৃতবান্। বিশেষতোঽস্মাকমুদরেষ্বা সর্ব্বতশ্চক্রে॥

মানুষেষু। মনোর্জ্জাতাবঞ্যতৌ ষুক্ চ। পা০ ৪।১।১৬১। ইত্যঞ্। ঞ্নিত্যাদি-র্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চক্রে। প্রত্যয়স্বরঃ। অসামি। অব্যয়ে . . . নিপাতানামিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ, যে বরুণদেব নরলোকের নিমিত্ত, স্থলে অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) করিয়াছেন; সেই বরুণদেব অন্নসমুদয়কে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কোনও অংশে অল্প করেন নাই। বিশেষতঃ, আমাদিগের উদরের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত অন্ন (দান) করিয়াছেন।

'মানুষেষু' এই পদটি 'মনোর্জাতাবঞ্যতৌ ষুক্ চ' (পা০ ৪।১।১৬১) এই সূত্রদ্বারা মনু শব্দের উত্তর অঞ্ এবং ষুক্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং ঐ পদে 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' এই নিয়মানুসারে আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'চক্রে' এই পদে প্রত্যয় স্বর হইয়াছে। 'অসামি'

বক্তব্যং। পা০ ৬।২।২।১। ইত্যব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যশঃ। অশের্যুট্ চেত্যসুন্। উদরেষু। উদিদৃণাতেরজলৌ পূর্ব্বপদান্ত্যলোপশ্চ। উ০ ৫।১৯। ইত্যল্। লিৎস্বরঃ গতিকারকোপপদাদিত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়েঽষ্টাদশো বর্গঃ॥

* . *

পঞ্চদশ (২৮২) ঋকের বিশদার্থ।

আমরা মূঢ়, আমরা অকৃতজ্ঞ, তাই তাঁহার করুণার কথা বিস্মৃত হই। সর্ব্বতোভাবে তিনি জীবের হিত-সাধনের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। কিসে জীবের শ্রেয়ঃ হয়, তৎপক্ষে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিনি আমাদিগকে এই যে দুর্লভ মনুষ্য-জীবন প্রদান করিয়াছেন, সে তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন। কিন্তু ঘোর ভ্রান্ত অজ্ঞ আমরা! আমরা পথ দেখিয়াও দেখিতে পাই না,—তাঁহার করুণার বিষয় জানিয়াও জানিতে পারি না। এ ঋক্ তাঁহার সেই মহিমার বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এ ঋকেরও দুইটী শব্দের অর্থ উপলক্ষে ঋকের অতি-উচ্চ ভাবকে একটু খর্ব্ব করা হয়। ঋকে আছে—'যশঃ'; ভাষ্যকারগণ তাহার অর্থ করিয়াছেন—'অন্নং'। কিন্তু ঐ শব্দের অতি সঙ্গত ও সমীচীন প্রতি-বাক্য, আমরা মনে করি, 'শ্রেয়ঃ'। এইরূপ 'উদরেষু' পদেও, আমরা মনে করি, 'উদরেতে' অর্থ নহে; ঐ শব্দের অতি ব্যাপক ও সঙ্গত অর্থ—দেহধারণাদির উপায়ে। আমরা যে এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছি, কি উৎকর্ষ কি সাধনার ফলে সে দেহের সার্থকতা সাধিত হইবে, তিনিই

এই পদটীতে 'অব্যয়ে নঞ্কুনিপাতনামীত বক্তব্যং' (পা০ ৬।২।২।১) এই বক্তব্য সূত্র দ্বারা অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'যশঃ' এই পদ 'অশের্যুট্ চ' এই সূত্র দ্বারা অশ্ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় ও যুট্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'উদরেষু' এই পদ 'উদিদৃণাতের-জলৌ পূর্ব্বপদান্ত্যলোপশ্চ' (উ০ ৫।১৯) এই সূত্র দ্বারা (উৎ পূর্ব্বক দৃ ধাতুর উত্তর) অল্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে লিৎ স্বর, এবং 'গতিকারকোপপদাৎ' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে॥ ১৫॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত।

তাহার উপায় প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি না—ইহাই আমাদের বিভ্রম। আমরা যদি তাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ্য করি, আপনার ইষ্টপথ চিনিয়া লইতে সমর্থ হই, আমাদের শ্রেয়ঃ অবশ্যম্ভাবী হয়। এ ঋক্ আমাদিগকে সেই আভাস প্রদান করিতেছে। (১ম—২৫সূ—১৫ঋ)।

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু

ইচ্ছন্তীরুরুচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পরা। মে। যন্তি। ধীতয়ঃ। গাবঃ। ন। গব্যূতীঃ।

অনু। ইচ্ছন্তীঃ। উরুঽচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ' (রশ্ময়ঃ) 'ন' (যথা) 'গব্যূতীঃ' (পৃথ্বীব্যাপকা ভবন্তীতি শেষঃ) তদ্বৎ 'উরুচক্ষসং' (সর্ব্বদ্রষ্টারং) 'ইচ্ছন্তীঃ' (কাঙ্ক্ষন্তীঃ, ভগবৎসম্মিলনং ঈপ্সন্তি) 'মে' (মম) 'ধীতয়ঃ' (বুদ্ধয়ঃ) 'পরা' (নিরন্তরবর্ত্তিন্যঃ, অবিচ্ছেদেন ইতি যাবৎ) 'অনু যন্তি' (অনুগচ্ছন্তি)। রশ্ময়োযথা স্বতঃসঞ্চালিতা ভবন্তি, মম বৃত্তিনিবহাঃ তথৈব ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারিণো ভবন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রশ্মিকণা-সমূহ যেমন স্বতঃ-সঞ্চারিত হইয়া পৃথিবীব্যাপ্ত হয়, আমার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ অবিচ্ছেদে সেইরূপ সেই সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবানের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে (করুক)। (১ম—২৫সূ—১৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

উরুচক্ষসং বহুভির্দ্রষ্টব্যং বরুণমিচ্ছন্তীর্মে ধীতয়ঃ শুনঃশেপস্য বুদ্ধয়ঃ পরা যন্তি। পরাঙ্মুখা নিবৃত্তিরহিতা গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গাবো ন। যথা গাবো গব্যূতীরনু গোষ্ঠান্যনুলক্ষ্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥

গব্যূতীঃ। গাবোঽত্র যূয়ন্ত ইত্যধিকরণে ক্তিন্। গোর্যূতৌ ছন্দসি। পা০ ৬।১।৭৯।২। ইত্যবাদেশঃ। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা যূতির্যবনং। গবাং যবনমত্রেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইচ্ছন্তী। ইষু ইচ্ছায়াং। লটঃ শতৃ। তুদাদিভ্যঃ শঃ। ইষুগমিযমাঞ্ছ ইতি ছত্বং। অতুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ শিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

ষোড়শ (২৮৩) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋক্‌টি অতি উচ্চ সদ্ভাবপূর্ণ। কিন্তু এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'গরু সকল যেমন গোয়ালের দিকে ছুটিয়া যায়, শুনঃশেপের বুদ্ধি সেইরূপভাবে বহুদ্রষ্টা বরুণদেবকে (পাইবার) ইচ্ছা করিতেছে'। এ মতে, 'গাবঃ' পদে গাভীগণ এবং 'গব্যূতীঃ' শব্দে 'গোষ্ঠ' (গোয়াল) অর্থ গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু ঐ দুই শব্দের ঐ দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম না। 'গাবঃ' শব্দে আমরা এখানে 'রশ্মি'

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বহুজন-দর্শনীয় বরুণদেবের দর্শনাভিলাষিণী আমার (শুনঃশেপের) সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি নিবৃত্তি-শূন্য হইয়া তদুদ্দেশে গমন করিতেছে। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই; যথা,—যেরূপ গাভীসকল গোষ্ঠকে (স্বীয় বাসস্থানকে) লক্ষ্য করিয়া অবিরত গমন করে, সেইরূপ।

'গব্যূতীঃ' এই পদ, গো শব্দ পূর্ব্বক যু ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে; যথা,—'গো-সমূহকে এই স্থলে মিলিত করা হয়' এইরূপ বাক্যে অধিকরণ-বাচ্যে যু ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয়, 'গোর্যূতৌ ছন্দসি' (পা০ ৬।১।৭৯।২) এই সূত্র দ্বারা (গো শব্দের ও-কারের স্থানে) 'অব' আদেশ, এবং দাসী ভারাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা, 'যূতি' শব্দের অর্থ যবন (মিলন), 'গো সকলের মিলন হয় এখানে,' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের পর পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ইচ্ছন্তী' এই পদ, ইচ্ছার্থ 'ইষ্' ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ, পরে তুদাদিগণীয় হওয়ায় 'শ' প্রত্যয় এবং 'ইষু গমি যমাং ছঃ' এই সূত্রানুসারে ষ-কারের স্থানে 'ছ' করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে অকারের উপদেশ করায় ল-সার্ব্বধাতুক স্বর অনুদাত্ত হইলে বিকরণস্বর অবশিষ্ট রহিল ॥ ১৬ ॥

(কিরণ) অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'গব্যূতীঃ' শব্দে গোষ্ঠ (গোয়াল) অর্থ প্রচলিত কোষ-গ্রন্থে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু, ঐ শব্দের উৎপত্তি-মূল 'গো' (পৃথিবী)+'য' (ব্যাপ্তি)+ক্তি (ভাবে) অনুসন্ধান করিলে ঐ শব্দে 'পৃথিবী-ব্যাপকতা' ভাবই মনে আসে। তাহাতে ঋকের ভাব ও অর্থ অতি সমীচীন ও সুসঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়।

রশ্মি (জ্যোতিঃ) আপনিই স্বতঃ বিস্তৃত হয়। চিত্তবৃত্তিসমূহ (বুদ্ধি) সেইরূপ ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে আপনিই বিস্তৃত হউক, ইহাই ভাবার্থ। 'গাবঃ' (রশ্ময়ঃ) পদ বহুবচনান্ত প্রযুক্ত হওয়ার এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়। সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্ সৎস্বরূপ; সৎ-ই সতের সহিত মিলিত হয়। সংসারের অসংখ্য সৎকর্ম্ম সৎস্বরূপ সেই ভগবানের প্রতি প্রধাবিত রহিয়াছে। রশ্মিরাজি যেমন আপনা-আপনি ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত হয়, সৎকর্ম্ম-সমূহও সেইরূপ আপনা-আপনি সেই সৎস্বরূপে বিস্তৃত হইয়া আছে। আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ (বুদ্ধি-সমূহ) সেই সকল সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া অবিচ্ছেদে সেই সৎস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রচেষ্ট হউক, সৎকার্য্য-সম্পাদনে আকাঙ্ক্ষা করুক,—ইহাই এখানকার অভিপ্রায়।

ঋকে ক্রিয়াপদ আছে—বর্ত্তমান-কালের (লটের); তাহাতে ভাবার্থ হয় এই যে,—'আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহ অবিচ্ছেদে তাঁহাতে ব্যাপ্ত হইবার কামনা করিতেছে'; অর্থাৎ,—প্রার্থনাকারী সাধক আপনার মনোবৃত্তি-দিগকে ভগবৎপদাঙ্কানুসারিণী করিয়া যেন অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন—এই ভাব বুঝাইতেছে। পরবর্ত্তী ঋকে সে ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। অপিচ, ঋক্‌টীকে যদি প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি, তাহাতেও কোনও ত্রুটি আসে না। 'লট' (বর্ত্তমানকাল) স্থলে 'লোট' (অনুজ্ঞা) সূচক প্রতিবাক্য ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিলেই সে অর্থ বিশদীকৃত হয়। যাহা হউক, এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'সদ্‌বৃত্তি-সংযুক্ত হইয়া আমি যেন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারি, আমার যেন সেই আকাঙ্ক্ষাই বলবতী হয়। হে ভগবন্! আমায় তুমি সেই বুদ্ধি সেই শক্তি প্রদান কর,—আমি যেন জগৎকোলে রশ্মিকণার ন্যায় তোমার কোলে সদ্‌ভাবে বিরাজ করিতে পারি।' (১ম—২৫সূ—১৬ঋ)।

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। সপ্তদশী ঋক্)।

সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতং

হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

সং। নু। বোচাবহৈ। পুনঃ। যতঃ। মে। মধু।

আহভৃতং। হোতাহইব। ক্ষদসে। প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যতঃ' (ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনায়াঃ) 'মে' (মম) 'মধু' (মধুরং হবিঃ, ভক্তিসুধাং) 'প্রিয়ং' (তবপ্রীত্যর্থং) 'আভৃতং' (সম্পাদিতং, সঞ্চিতং); হে দেব! ত্বং তৎ 'ক্ষদসে' (অশ্নাসি, গ্রহণং করোষি); 'পুনঃ' (অপিচ) 'নু' (অধুনা), 'হোতেব' (হোতৃবৎ, সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সাধক ইব) 'সং বোচাবহৈ' (সম্যক্পূজাং করবাবহৈ, আবাং সস্ত্রীকং ইতি যাবৎ; যদ্বা, পূজাং করবৈ অহমিতি শেষঃ, যদ্বা আবাং প্রিয়সম্ভাষণং করবাব ইতি ভাবঃ)। হে দেবঃ কৃপয়া মম পূজাং গৃহাণ; যস্মাৎ অহমপি সদৈব তব পূজাপরায়ণোঽস্মি; যদ্বা, আবাং পরস্পরং প্রিয়সম্ভাষণসমর্থৌ ভবাব, তৎ কুরু ইতি ভাবঃ। (১ম—২৫সূ—১৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-প্রীতিসাধনকামনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায়, আমার ভক্তিসুধা তাঁহার প্রীতির জন্য সঞ্চিত হইয়াছে। হে দেব! আপনি তাহা গ্রহণ করুন। আর, এখন হইতে আমি (অথবা সস্ত্রীক আমরা) যেন সদা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ সাধকের ন্যায় আপনার অর্চ্চনায় ব্রতী থাকি; অথবা, আমরা—আপনি ও আমি—উভয়ে, হোতার ন্যায় পরস্পর যেন প্রিয়সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হই। (১ম—২৫সূ—১৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যতো যস্মাৎ কারণাৎ মে মজ্জীবনার্থং মধুরং হবিরাভৃতং। অঞ্জঃসবাখ্যে কর্ম্মণি সম্পাদিতং। অতঃ কারণাদ্ধোতেব হোমকর্ত্তেব ত্বমপি প্রিয়ং হবিঃ ক্ষদসে। অশ্নাসি। পুনর্হবিঃস্বীকারাদূর্দ্ধং তৃপ্তস্ত্বং জীবন্নহং চ নু অবশ্যং সংবোচাবহৈ। সংভূয় প্রিয়বার্ত্তাং করবাবহৈ॥

বোচাবহৈ। লোডর্থেছান্দসে লুঙি ব্রুবো বচিঃ। অস্যতিবক্তীতি চ্লেরঙাদেশঃ। বচ উমিত্যুমাগমে গুণঃ। ব্যত্যয়েন টেরেত্বং। যদ্বা লোট এব লুঙাদেশঃ। স্থানিবদ্ভাবাদৈত্বং। আভৃতং। হৃগ্রহোর্ভঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৭॥

সপ্তদশ (২৮৪) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের পদবিন্যাস একটু জটিলতাপূর্ণ। সেই জন্য এ ঋকের অর্থ বিভিন্নরূপে নিষ্কাষণ করা হয়। সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে ভাবার্থ হয় এই যে,—বধ্যভূমিতে নীত যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ শুনঃশেপ যেন বলিতেছেন,—'আমার জীবন-রক্ষার্থ আমি মধুর হবিঃ সম্পাদন করিতেছি; হোমকর্ত্তার ন্যায় আপনিও সেই প্রিয় হবিঃ ভক্ষণ করুন। হবিগ্রহণে আপনি পরিতৃপ্ত হইলে আমরা উভয়ে (আপনি ও আমি) প্রিয়-সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইব।' 'বোচাবহৈ' ক্রিয়াপদ উত্তম-পুরুষের দ্বিবচনান্ত মনে করিয়া এবং তৎসহ 'সং' শব্দের যোগে, 'আমরা উভয়ে প্রিয়সম্ভাষণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে কারণ আমার জীবনধারণার্থ মধুর হবি 'অঞ্জসব' নামক কর্ম্মে সম্পাদন করিয়াছ; সেই কারণে হোমকর্ত্তার ন্যায় তুমিও প্রীতিকর হবি ভোজন করিয়া থাক। হবিঃ-গ্রহণের পরে পরিতৃপ্ত তুমি এবং জীবিত আমি, উভয়ে মিলিয়া অবশ্যই প্রিয় সম্ভাষণ করিব।

'বোচাবহৈ' এই পদটী ব্রূ ধাতুর উত্তর লোটের অর্থে বৈদিক লুঙ্, পরে ব্রূ ধাতুর স্থানে 'বচ' আদেশ; 'অস্যতি বক্তি' এই সূত্র দ্বারা 'চ্লি'র স্থানে অঙ্, 'বচ উম্' এই সূত্র দ্বারা 'উম্' আগম হইলে উ কারের গুণ, এবং বিপর্য্যয়ে টির স্থানে ঐকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা লোটের স্থানেই লুঙের আদেশ, এবং স্থানিবদ্ভাব (অর্থাৎ লুঙের লোট্ সাদৃশ্য) হেতু ঐ-কার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'আভৃতম্' এই পদে 'হৃ গ্রহোর্ভঃ' এই নিয়মানুসারে হৃ ধাতুর 'হ' স্থানে 'ভ'; এবং 'গতিরনন্তরঃ' এই সূত্র দ্বারা গতির ('আ' এই উপসর্গের) প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে॥ ১৭॥

করি'—এইরূপ অর্থ নির্দ্ধারণ করা হয়। 'যতঃ' পদের প্রয়োগে, 'আমার (শুনঃশেপের) জীবনরক্ষার্থ' অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। *

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। 'যতঃ' পদ পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। পূর্ব্ব ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে,—প্রার্থীর অন্তর-বৃত্তিসমূহ ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। এখানে 'যতঃ' পদ সেই অবস্থারই দ্যোতনা করিতেছে। মর্ম্ম এই যে,—'ভগবানের কার্য্যে আত্মনিয়োগ জন্য ইচ্ছুক সেই যে আমি' ইত্যাদি। 'বোচাবহৈ' ক্রিয়াপদ ছান্দস-প্রয়োগ। বচনব্যত্যয়ে (একবচনের স্থলে দ্বিবচন) ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ধরিলে, 'আপনার প্রার্থনায় অর্চ্চনায় আমি ব্রতী হই—এই ভাব আসে। আবার দ্বিবচনের ক্রিয়া স্বীকার করিলে, দুই জন কর্ত্তার অধ্যাহার আবশ্যক হয়। তাহাতে যজ্ঞকার্য্যে সস্ত্রীক প্রার্থনার বিষয় মনে হইতে পারে। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ'—এই শাস্ত্র-বাক্য হিন্দুর চিরমান্য। যজ্ঞ-কার্য্যে পতিপত্নী উভয়ে ব্রতী থাকিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে, মনে করিতে পারি। তার পর, পরস্পর (আপনার ও আমার) প্রিয়সম্ভাষণ আরম্ভ হয়—এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে। যখন সকল মনোবৃত্তি ভগবৎপদাম্বানুসারিণী হয়, যখন সদ্ভাবরাজি পবিস্ফুট হইয়া সেই শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপে মিলিত হইতে পারে, তখন সাধকে ও সাধ্যে, আরাধকে ও আরাধ্যে, সকল ব্যবধান বিদূরিত হয়;—তখন পরস্পরের সাযুজ্য-সম্মিলনে প্রিয়সম্ভাষণ প্রকট হইয়া পড়ে। সে ভাবও এখানে পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। 'হোতেব' পদের সার্থকতা তৎপক্ষে বেশ উপলব্ধ হয়। যজ্ঞ-কার্য্যের সময় হোতৃগণ পরস্পর সমপদবীস্থ হইয়া যেরূপ সম্ভাষণাদিতে সমর্থ হন, তোমার সহিত সেইরূপ সম্ভাষণের সামর্থ্য আসুক,—ঐ পদে ইহাও বুঝাইতে পারে।

* সায়ণ-ভাষ্য অবলম্বনে যে বঙ্গানুবাদ অধুনা প্রচলিত আছে, তাহার দুই প্রকার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—(১) "যেহেতু আমার নিষ্পাদিত মধুর সোমরস আপনি আনন্দ-পূর্ব্বক পান করেন, অতএব এক্ষণে আমরা উভয়ে পুনর্ব্বার আলাপ করিব অর্থাৎ যজ্ঞে পুনর্ব্বার আপনার স্তব করিব।" (২) "হে বরুণ! যেহেতু আমার মধুর হব্য প্রস্তুত হইয়াছে, হোতার ন্যায় তুমি সেই প্রিয় হব্য ভক্ষণ কর পরে আমরা উভয়ে আলাপ করিব।"

ফলতঃ, সংকর্ম্মের দ্বারা সংরূপের সহিত মিলনের কামনাই এ ঋকে সর্ব্বথা প্রকাশ পাইতেছে। (১ম—২৫সূ—১৭ঋ)।

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্)।

দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি

এতা জুষত মে গিরঃ ॥ ১৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দর্শং। নু। বিশ্বঽদর্শতং। দর্শং। রথং। অধি। ক্ষমি

এতাঃ। জুষত। মে। গিরঃ ॥ ১৮

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বদর্শতং' (সর্ব্বদর্শিনং তং ভগবন্তং) 'নু' (খলু, নিশ্চিতং) 'দর্শং' (দর্শিতবান্ অহমিতি শেষঃ); 'ক্ষমি' (ক্ষমায়াং ভূমৌ) 'রথং' (ত্বদীয়যানং, গতিমিতি যাবৎ) 'অধিদর্শং' (সম্যক্ দৃষ্টবানস্মি); 'এতা' (উচ্চার্য্যমানাঃ) 'মে' (মম) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'জুষত' (সেবিতবান ভগবান্ ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মাশ্রিতঃ সাধকঃ ভগবদ্দর্শনং লভতে। স হি ভগবতঃ গতিবিধিঃ পশ্যতি। তস্য সাধকস্য স্তোত্রাণি ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি। (১ম—২৫সূ—১৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে আমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছি; পৃথিবীতে তাঁহার গতিবিধি সম্যক্‌রূপে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; আমার উচ্চারিত স্তোত্রসমুদায় তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে। (তিনি আমার স্তোত্রসমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন)। (১ম—২৫সূ—১৮ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

বিশ্বদর্শতং সর্ব্বৈর্দর্শনীয়মস্মদনুগ্রহার্থমত্রাবিভূর্তং বরুণং দর্শং নু। অহং দৃষ্টবান্ খলু। ক্ষমি ক্ষমায়াং ভূমৌ রথং বরুণসম্বন্ধিনমধিদর্শং। আধিক্যেন দৃষ্টবানস্মি। এতা উচ্যমানা মে গিরো মদীয়াঃ স্তুতীর্জ্জুষত। বরুণঃ সেবিতবান্॥

দর্শং। দৃশেরিরিতো বা। পা০ ৩।১।৫৭। ইতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোহঙি গুণঃ। পা০ ৭।৪।১৬। ইতি গুণঃ। বিশ্বদর্শতং। দৃশেঃ ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা। উ০ ৩।১০৯। অতচ্-প্রত্যয়ান্তো দর্শতশব্দঃ। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎপূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা বিশ্বং দর্শনীয়মস্যেতি বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬।২।১০৬। ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। ক্ষমি। আতো ধাতোঃ। পা০ ৬।৪।১৪০। ইত্যত্রাত ইতি যোগবিভাগাদাকারলোপঃ॥ ১৮॥

* * *

অষ্টাদশ (২৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

সাধনার একটু উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারিলে, সাধকের যে দৃষ্টি লাভ হয়, এ ঋক্ তাহারই আভাষ প্রদান করিতেছে। কর্ম্মসংসহযুত হইলে, ভগবানকে পাইবার পথে একটু অগ্রসর হইতে পারিলে, ভগবান তখন সাধকের প্রত্যক্ষ হন। সে অবস্থায়, সাধক ভগবানকে নিশ্চয়ই দেখিতে পান; সে অবস্থায়, ভগবানের গতিবিধি সমস্তই তাঁহার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজন-দর্শনীয় এবং আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-নিমিত্ত (আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে) এই কর্ম্মস্থলে আবির্ভূত বরুণদেবকে আমি দেখিয়াছি; (এবং) এই ভূমিতে (পৃথিবীতে) বরুণদেবের রথকে প্রকাশ্যভাবে দেখিয়াছি। আর আমি যে সমস্ত স্তুতি করিতেছি, সেই বরুণদেব আমার সেই সমস্ত স্তুতি সেবা (অনুভব) করিয়াছেন।

'দর্শং' এই পদটি 'দৃশেরিরিতো বা' (পা০ ৩।১।৫৭) এই সূত্রানুসারে 'চ্লি'র স্থানে 'অঙ্' আদেশ এবং 'ঋদৃশোহঙি' (পা০ ৭।৪।১৬) এই সূত্র দ্বারা গুণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বিশ্বদর্শতং' এই পদে 'দৃশ' ধাতুর উত্তর 'ভৃমৃদৃশি' (উ০ ৩।১০৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'অতচ্' প্রত্যয় করিয়া 'দর্শত' শব্দ নিষ্পন্ন। আর মরুদ্বৃধাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, 'বিশ্ব (সমস্ত) দর্শনীয় (হয়) ইহার' এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হইলে 'বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্' (পা০ ৬।২।১০৬) এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ক্ষমি' এই পদ (ক্ষমা শব্দের উত্তর সপ্তমীর একবচনে ঙি) পরে 'আতো ধাতোঃ' (পা০ ৬।৪।১৪০) এই সূত্রে 'আতঃ' এই প্রকার যোগ-বিভাগ করা হেতু আকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৮॥

প্রত্যক্ষীভূত হয়; সেই অবস্থাতেই তাঁহার স্তোত্র-সমূহ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ ঋক, সেই অবস্থায় মানুষকে পৌঁছাইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে। ঋক্ যেন বলিতেছে,—'মানুষ! একটু অগ্রসর হও, তাহা হইলে, তুমি নিশ্চয়ই সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে দেখিতে পাইবে; তাহা হইলে, তাঁহার গতিপথ তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে; তাহা হইলে, তোমার স্তুতিমন্ত্র তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই পৌঁছিতে পারিবে।' প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের অর্থ এই যে,—'হে ভগবন্! আমায় সেই শক্তি দেও, আমি যেন তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আমি যেন তোমার গতিপথ দেখিতে পাই, আমার স্তোত্রাদি যেন তোমার সেবায় তোমার কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইতে পারে।' (১ম—২৫সূ—১৮ঋ)।

ভাষ্যানুক্রমণিকা।

বরুণপ্রঘাসেম্বিমং মে বরুণেতি বারুণস্য হবিষোঽনুবাক্যা। পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ। আ০ ২।১৭। ইতি। তামেতাং সূক্তে একোনবিংশীমৃচমাহ ॥

* * *

ঊনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। ঊনবিংশী ঋক্)।

ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য়।

ত্বামবস্যুরা চকে ॥ ১৯ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'বরুণ প্রঘাস' নামক চাতুর্ম্মাস্য-যাগে 'ইমং মে বরুণ' এই মন্ত্র, বরুণদেব-সম্বন্ধীয় হবিঃ দ্রব্যের অনুবাক্। 'পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যাম্' এই খণ্ডে 'ইমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ' (আ০ ২।১৭)—এতদ্রূপ সূত্র করা হইয়াছে। সূক্তে সেই এই একোনবিংশ ঋক্ কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমং। মে। বরুণ। শ্রুধি। হবং। অদ্য। চ। মৃড়য়।

ত্বাং। অবস্যুঃ। আ। চকে॥ ১৯॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'বরুণ' (হে বরুণদেব) 'মে' (মম) 'ইমং' (উচ্চার্যমাণং) 'হবং' (আহ্বানং, প্রার্থনাং) 'শ্রুধি' (শৃণু), 'মৃড়য় চ' (সুখয় চ, সুখসাধনঞ্চ কুরু); 'অবস্যুঃ' (পরিত্রাণকামঃ অহং) 'ত্বাং' (ত্বামুদ্দিশ্য) 'চকে' (স্তৌমি, প্রার্থয়ামি)। হে দেব! পরিত্রাণকামনয়া অহং ত্বাং প্রার্থয়ামি; শৃণু তৎপ্রার্থনাং, সুখঞ্চ বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১ম-২৫সূ—১৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমার উচ্চারিত এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আমার সুখসাধন করুন। পরিত্রাণকামী আমি আপনার উদ্দেশে এই স্তব (প্রার্থনা) করিতেছি। (১ম—২৫সূ—১৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বরুণ মে মদীয়মিমং হবমাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু। কিঞ্চ অদ্যাস্মিন্ দিনে মৃড়য় অস্মান্ সুখয়। অবস্যুঃ রক্ষণেচ্ছুরহং ত্বাং বরুণমাভিমুখ্যেন চকে শব্দয়ামি, স্তৌমীত্যর্থঃ॥

শ্রুধি। শ্রু শ্রবণে। লোটো হিঃ। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হেধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। অবস্যুঃ। অবস্‌শব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। আচকে। কৈ গৈ শব্দে। অস্মাল্লিট্যা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আপনি আমার এই আহ্বান শুনুন; এবং অদ্য আমাকে সুখী করুন। আত্মরক্ষাভিলাষী আমি আপনাকে সম্মুখে ডাকিতেছি; অর্থাৎ, আপনার স্তব করিতেছি।

'শ্রুধি' শ্রবণার্থ শ্রু ধাতুর উত্তর লোটের 'হি', 'শ্রু শৃণু পৃ কৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'হি'র স্থানে 'ধি' আদেশ, 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা বিকরণের লুক্ এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতায় 'ধি'র ই-কারের দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'অবস্যুঃ'—এই পদ অবস্ শব্দের উত্তর 'সুপ্', আত্ম-সম্বন্ধার্থে ক্যচ্ প্রত্যয়, এবং 'ক্যাচ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'উ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'আচকে' এই পদটী

চঃ। পা০ ৬।১।৪৫। ইত্যাত্বং। দ্বির্ভাবচুত্বে। আতো লোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ ১৯॥

* * *

ঊনবিংশ (২৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ সাদাসিধা প্রার্থনামূলক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে; তিনি কি অবস্থায় কি ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হন, তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। এখানে স্পষ্ট করিয়া সংক্ষেপে সেই প্রার্থনার বিষয়ই খ্যাপন করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমি আত্মরক্ষার জন্য—আমি নিজের পরিত্রাণ-লাভের জন্য—আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমায় রক্ষা করুন;—আমার সুখসাধন-পক্ষে সহায় হউন।'

ঋকের 'অবস্যুঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'রক্ষণেষুঃ' এবং 'মৃড়য়' (মৃলয়) শব্দের প্রতিবাক্যে 'প্রসন্নো ভব'—এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু মুখ্য লক্ষ্য যে পরিত্রাণ-কামনা, সুখসাধনেচ্ছা, মোক্ষ-লাভ-সঙ্কল্প,—পূর্ব্বাপর আলোচনায় তাহাই বোধগম্য হয়। আমরা সেই লক্ষ্যের অনুসরণেই এই প্রার্থনার অর্থ গ্রহণ করিলাম। (১ম—২৫সূ—১৯ঋ)।

বিংশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। বিংশী ঋক্।)

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গমশ্চ রাজসি।

স যামনি প্রতি শ্রুধি॥ ২০॥

শব্দার্থ 'কৈ' ধাতুর উত্তর লিট্, পরে 'আদেচঃ' (পা০ ৬।১।৪৫) এই সূত্র দ্বারা (ঐকার-স্থানে) আকার, দ্বিত্ব, 'ক'-স্থানে চ-কার, 'আতো লোপ ইটি চ' এই সূত্র দ্বারা 'চকা' এই ভাগের আকার-লোপ, এবং 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই নিয়মে নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। বিশ্বস্য। মেধির। দিবঃ। চ। গমঃ। চ। রাজসি।

সঃ। যামনি। প্রতি। শ্রুধি ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'মেধির' (মেধাবিন্, জ্ঞানস্বরূপ হে দেব) 'ত্বং' (জ্ঞানাত্মকং) 'দিবশ্চ' (দ্যুলোকস্যাপি) 'গমশ্চ' (ভূলোকস্যাপি) 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বস্য জগতঃ মধ্যে) 'রাজসি' (বিদ্যমান অসি), 'স' (সর্ব্বব্যাপী ত্বং) 'যামনি' (অস্মদীয়ে মঙ্গলপ্রাপণে) 'প্রতি শ্রুধি' (প্রতিশ্রবণং কুরু, প্রত্যুত্তরং দেহি, অস্মাকং প্রতি প্রসন্নো ভব ইতি ভাবঃ)। হে দেব! ত্বং হি জ্ঞানরূপেণ দ্যুলোকং ভূলোকঞ্চ সর্ব্বং বিশ্বং ব্যাপ্য চিরবিদ্যমান অসি, অস্মাকং প্রার্থনাং শ্রুত্বা মঙ্গলসাধনং কুরু। (১ম—২৫সূ—২০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ! কিবা দ্যুলোকে, কিবা ভূলোকে—সর্ব্বলোকে, জ্ঞানাত্মক হইয়া, আপনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই যে সর্ব্বাত্মক আপনি, আমাদিগের মঙ্গল-সাধনের জন্য, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন (কৃপা করুন)। (১ম—২৫সূ—২০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মেধির মেধাবিন্ বরুণঃ ত্বং দিবশ্চ দ্যুলোকস্যাপি গমশ্চ ভূলোকস্যাপি। এবমাত্মকস্য বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতো মধ্যে রাজসি। দীপ্যসে। স তাদৃশস্ত্বং যামনি ক্ষেমপ্রাপণেঽস্মদীয়ে প্রতিশ্রুধি। প্রতিশ্রবণমাজ্ঞাপনং কুরু। রক্ষিষ্যামীতি প্রত্যুত্তরং দেহীত্যর্থঃ ॥

দিবঃ। ঊড়িদমিত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। গমঃ। গমেত্যেতদ্ভূনামসু পঠিতং।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মেধাবিন্ বরুণদেব! তুমি স্বর্গ ভূলোক (মর্ত্ত্য) এবং তবদীয় পাতাল লোক, এই সমস্ত জগতের মধ্যে বিরাজ করিতেছ। তথাবিধ তুমি আমাদিগের মঙ্গলপ্রাপ্তি বিষয়ে বিজ্ঞাপন কর; অর্থাৎ, 'তোমাদিগকে রক্ষা করিব'—এইরূপ প্রত্যুত্তর দান কর।

'দিবঃ' এই পদে 'ঊড়িদং' ইত্যাদি নিয়মে ষষ্ঠী বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'গমঃ'—'গম' শব্দ ভূ নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। 'গমঃ' এই পদ, 'আতো ধাতোঃ'

আতো ধাতোরিত্যত্রাত ইতি যোগবিভাগাদাতো লোপ ইতি প্রতিষেধেঽপি ব্যত্যয়েনাকার লোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যামনি। যা প্রাপণে। আতো মনিন্ ক্বনিব্বনিপশ্চেতি মনিন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শ্রুধি। উক্তং॥ ২০॥

* * *

বিংশ (২৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

———‡•‡———

সেই জ্ঞানময় ভগবান দ্যুলোকেও আছেন, ভূলোকেও আছেন; তিনি জ্ঞানরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জ্ঞানদানে—আমাদের শ্রেয়ঃ-সাধনে, তিনি সদা ব্রতী রহিয়াছেন। আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি, আমরা তাঁহাকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞানাত্মক হইয়া আপনি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। মূঢ় আমি; আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না—দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। প্রার্থনা,—আমার মধ্যে আপনার বিকাশ হউক,—আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, প্রসন্ন হউন।' স্থূলতঃ ঋকের ইহাই মর্ম্ম। (১ম—২৫সূ—২০ঋ)।

একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চবিংশসূক্তং। একবিংশী ঋক্।)

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত।

অবাধমানি জীবসে॥ ২১॥

এই সূত্রে 'আতঃ' এইরূপ যোগবিভাগ হেতু, 'আতোলোপঃ' এই সূত্র দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইলেও, বিপর্য্যয়ক্রমে আকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; উক্ত পদে উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বর দ্বারা বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যামনি' এই পদটি প্রাপণার্থ 'যা' ধাতুর উত্তর 'আতোমনিন্ ক্বনিব্বনিপশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং ঐ পদে 'মনিন্ এর ন-কার ইৎ যাওয়ায়, আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শ্রুধি'—এই পদ পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে॥ ২০॥

পদ-বিশ্লেষণং

উৎ। উৎহতমং। মুমুগ্ধি। নঃ। বি। পাশং। মধ্যমং।

চৃত। অব। অধমানি। জীবসে ॥ ২১

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মাকং) 'উত্তমং' (আধ্যাত্মিকদুঃখরূপং, জন্মগতং) 'পাপং' (বন্ধনং) 'উৎ' (উৎকৃষ্য 'মুমুগ্ধি' (মোচয়), 'মধ্যমং' (আধিদৈবিকদুঃখরূপং, জরা-মূলকং) পাশং 'বিচৃত' (বিচ্ছিন্নং কুরু) 'জীবসে' (জীবিতুং, জীবনরক্ষার্থং) 'অধমানি' (আধিভৌতিক দুঃখাদিরূপান্, মরণত্রাসকারিণঃ) পাশান্ 'অব চৃত' (অবকৃষ্য নাশয়)। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকদুঃখরূপঃ ত্রিবিধপাশঃ অথবা জন্মজরামরণমূলকো ত্রিবিধ-পাশঃ মনুষ্যান্ সদা বধ্নাতি। হে দেব! ত্বং তং ছিন্ধি। (১ম—২৫সূ—২১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখরূপ (অথবা জন্মগত) দুঃখ-পাশ আপনি মোচন করুন; আধিদৈবিক দুঃখরূপ (অথবা জরামূলক) বন্ধন বিচ্ছিন্ন করুন; এবং আমাদের জীবনরক্ষার জন্য আধিভৌতিক-দুঃখরূপ (অথবা মরণত্রাসকারী) পাশকে আপনি নাশ করুন, (আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি ঘটুক)। (১ম—২৫সূ—২১ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

২১. নোঽস্মাকমুত্তমং শিরোগতং পাশমুমুগ্ধি উৎকৃষ্য মোচয়। মধ্যমমুদরগতং পাশং বিচৃত বিযুজ্য নাশয়। জীবসে জীবিতুমধমানি মদীয়ান্ পাদগতান্ পাশান্ অবচৃত অবকৃষ্য নাশয়॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আপনি আমাদিগের (আমার) শিরঃস্থিত পাশকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ পূর্ব্বক মোচন করুন। উদরস্থিত পাশবন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করুন, এবং আমার জীবন নির্ব্বাহ জন্য আমার পাদস্থিত পাশবন্ধনকে অধোভাগে আকর্ষণ পূর্ব্বক নষ্ট করুন।

উত্তমং। উঞ্ছাদিষু পাঠাদান্তোদাত্তত্বং। মুমুগ্ধি। মুচ্‌৯ মোক্ষণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। দ্বির্ভাবঃ। হলাদিশেষঃ। হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ। পা০ ৬৪।১০১। ইতি হের্ধিরাদেশঃ। ভিত্তুর্ত্তিত্ত ইতি নিঘাতঃ। চৃত। চৃতী হিংসাগ্রন্থনয়োঃ। লোটো হিঃ। তুদাদিভ্যঃ শঃ। অতো হেরিতি হের্লুক্‌। জীবসে। জীব প্রাণধারণে। তুমর্থে সেহসেনিত্যসে প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ ॥ ২১ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে একোনবিংশো বর্গঃ ॥ ১৯ ॥

* * *

একবিংশ (২৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে উত্তম বন্ধন, মধ্যম বন্ধন ও অধম বন্ধন,—এই ত্রিবিধ বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা আছে। তাহা হইতে ভাষ্যকারগণ স্থির করিয়াছেন যে, অজিগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেপকে বলিপ্রদানের জন্য বন্ধন করা হয়। তাহার দেহের উত্তম-প্রদেশ মস্তকে, মধ্যম-প্রদেশ কটিদেশে এবং অধম-প্রদেশ পদদ্বয়ে বন্ধন-রজ্জু ছিল। সেই তিন প্রদেশের বন্ধন মোচনের জন্য সে প্রার্থনা করে। ঋকে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা কিন্তু ঋকের সে অর্থ স্বীকার করি না। আমাদের মত এই যে,—এ ঋক্‌ সকল কালে সকল অবস্থায় পরিত্রাণকামী সকল মানুষের প্রার্থনা-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। ত্রিবিধ দুঃখ [illegible]। বন্ধন অথবা জন্ম-জরা-মরণ-রূপ বন্ধন—ঋকের এরূপ গূঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া বুঝা যায়। মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা—দুঃখনিবৃত্তি—অবিচ্ছিন্ন সুখরূপ মোক্ষ-মুক্তি-প্রাপ্তি। মস্তকের রজ্জুর বন্ধন ছিন্ন হইলে অথবা কোমরের দড়ি

'উত্তমং' এই পদ উঞ্ছাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মুমুগ্ধি' এই পদ, মোক্ষার্থ মুচ ধাতুর উত্তর 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে বিকরণের স্থানে শ্লু, দ্বিত্ব, 'হল্‌' এর আদিভাগস্থিতি, 'হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ' (পা০ ৬।৪।১০১) এই সূত্র দ্বারা 'হি'-স্থানে 'ধি' আদেশ, এবং 'তিঙ্‌ঙতিঙঃ' এই নিয়মানুসারে নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'চৃত' এই পদ, হিংসার্থ চৃত ধাতুর উত্তর লোটের 'হি', পরে তুদাদিগণীয় হওয়ায় 'শ' প্রত্যয় এবং 'অতো হেঃ' এই সূত্রানুসারে 'হি' বিভক্তির লুক করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'জীবসে' প্রাণধারণার্থ জীব্‌ ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেহসেন্‌' এই সূত্র দ্বারা অসে প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; উক্ত পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে ॥ ২১ ॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

খুলিতে পারিলে অথবা পাশত্রয় বন্ধন-মুক্ত হইলেই যে মানুষের দুঃখ-নিবৃত্তি বা পরম-সুখপ্রাপ্তি হয়, তাহা নহে। তুচ্ছ সেই রজ্জুর পাশ ছিন্ন করার জন্য যে নিত্যসত্য ঋগ্মন্ত্রের অবতারণা, তাহা কদাচ মনে করা যায় না। আমরা মনে করি, এখানে এ ঋকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রিবিধ দুঃখের নাশই নিঃশ্রেয়স্ মুক্তি। অথবা, জন্ম-জরা-মরণ-গতি-রোধের নামই মুক্তি। আধ্যাত্মিক দুঃখই উত্তম বা দুঃখ পক্ষে চরম-দুঃখ বলিয়াই মনে করা যায়। আধিদৈবিক দুঃখ সে হিসাবে মধ্যম এবং আধিভৌতিক দুঃখ অধম নামে অভিহিত হইতে পারে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ-রূপ বন্ধনকে যে যথাক্রমে অধম মধ্যম উত্তম [illegible] করা হইয়াছে, তাহার কারণ একটু চিন্তা করিলেই বোধগম্য হয়। আধি-ভৌতিক দুঃখ দূর করা যে প্রকার সাধন-সাপেক্ষ, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দূর করার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর ও অধিকতম আয়াস আবশ্যক করে। তাই অধম মধ্যম উত্তম পর্য্যায়ে উহাদিগকে ন্যস্ত করা হইয়াছে। জন্ম-জরা-মরণ-পক্ষেও এইরূপ ভাব মনে আসিতে পারে। জন্মই উত্তম বন্ধন; কেন না, জন্ম না হইলে তো আর জরা-মরণের কবলগত হইতে হয় না? জরা যে মধ্যম বন্ধন এবং মরণ যে অধম বন্ধন, এই দৃষ্টিতে তাহাও প্রতীত হয়। মানুষ বরং জরা সহিতে পারে; কিন্তু মরণের চিন্তাও তাহার পক্ষে অসহ্য। কত মমতা—কত বন্ধন আসিয়া তখন তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়। জন্মে যে বন্ধন হয়, সে বন্ধন বরং কর্ম্ম দ্বারা ছিন্ন করা যায়; সে হিসাবেও সে বন্ধনকে উত্তম বন্ধন বলা যাইতে পারে। কিন্তু মরণের যে বন্ধন—যে কামনা যে আকাঙ্ক্ষা মরণ-সহচর হইয়া বিদ্যমান—তাহা ছিন্ন করা বড়ই কঠিন,—জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম-সাপেক্ষ সুতরাং অধম পদবাচ্য। এইরূপে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের দিক দিয়া এবং জন্ম-জরা-মরণ-রূপ ত্রিবিধ বন্ধনের দিক দিয়া, এ ঋকের অর্থ-সঙ্গতি হইয়া থাকে; এবং সেই অর্থই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি।

তাহা হইলে, ঋকের প্রার্থনার ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'হে ভগবন্! জন্মের দুষ্কৃতির ফলে, জন্ম-জরা-মরণের মধ্যে পড়িয়া, ত্রিতাপে প্রাণ

জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল। একবার করুণনেত্রে চাহিয়া দেখুন। এ অধম অভাজনকে পরিত্রাণ করুন বন্ধন অস্টেপৃষ্ঠে চারিদিকে। পাপের পাশ মস্তক বেড়িয়া আছে,—কুচিন্তায় অসদ্ভাবে মস্তিষ্ক পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে বন্ধন ছেদন করুন; আমার মস্তিষ্ক হইতে কলুষচিন্তা নিদূরিত হউক। আমার মধ্যদেহও বন্ধনদশা-প্রাপ্ত; আমার মধ্য দেহ—হস্তাদি-কটিদেশ, কি অপকর্ম্মই না করিতেছে। আপনি আমার সে বন্ধন মোচন করুন; আমি যেন আর পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই। আমার দেহের অধমাংশ (পাদাদি) নিয়ত অসৎপথে প্রধাবিত থাকিয়া, নিত্যই পাপকর্ম্ম রূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। আপনি তাহাদের সে সকল বন্ধন নাশ করুন। পদদ্বয় যেন আর পাপ-পথে অগ্রসর হইয়া পাপসংলিপ্ত না হয়। সর্ব্বপ্রকারে আমি যেন বন্ধন-মুক্ত হইতে পারি,—আমার চিন্তা যেন বন্ধনহেতুভূত পাপকর্ম্মে লিপ্ত না হয়,—আমার দেহ যেন বন্ধনমূল পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়,—আমার পদদ্বয় যেন বন্ধন-কারণ পাপ-পথে অগ্রসর হইতে না পারে। আমি যেন কায়মনোবাক্যে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকিতে পারি। এ পক্ষেও আবার ত্রিবিধ বন্ধনের প্রসঙ্গ আসিতে পারে। মানসিক বন্ধনকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বন্ধন বলিতে পারি। মনই তো সর্ব্ববিধ বন্ধনের সর্ব্বপ্রধান মূল। কায় ও বাক্য এই ভাবে অধম ও মধ্যম বন্ধন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সূত্রে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক গুণত্রয়কেও উত্তম মধ্যম অধম ত্রিবিধ-বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ, গুণই বন্ধন; গুণাতীত না হইতে পারিলে বন্ধন-বিমুক্তি ঘটে না। তাই গীতায় মুখ্যমন্ত্রে শ্রীভগবান কহিয়াছেন,—"ত্রৈগুণ্যা বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ফলতঃ, 'হে ভগবন্! আপনি আমায় কামনাশূন্য সত্ত্বভাবাপন্ন সদ্গুণান্বিত করুন।' ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম। * (১ম—২৫সূ—২১ঋ)।

---

* চতুর্ব্বিংশ সূক্তের শেষ ঋক্‌টীও এই ঋকের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। পদবিন্যাস বিভিন্ন হইলেও মর্ম্মার্থ উভয়েরই অভিন্ন। সেখানেও ত্রিবিধ পাশমোচনের প্রার্থনা। এখানেও ত্রিবিধ পাশ-মোচনের প্রার্থনা। ভাষ্যকারগণ সে ঋকের অর্থেও মস্তকের বন্ধন, কটিদেশের বন্ধন এবং পদদ্বয়ের বন্ধন মোচন-রূপ প্রার্থনা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঋকের যে সকল ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতেও সমান ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যেন রজ্জু দ্বারা

ষড়্‌বিংশ সূক্তানুক্রমণিকা

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

বসিষ্বেতি দশর্চ্চং তৃতীয়ং সূক্তং। অত্রানুক্রমাতে। বসিষ্বা দশাগ্নেয়ং ত্বিতি। শুনঃশেপ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। ইদমুত্তরং চ সূক্তমাগ্নেয়ং। প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতৌ গায়ত্রে ছন্দস্যেতদাদিসূক্তদ্বয়মনুবক্তব্যং। তথা চ সূত্রিতং। বসিষ্বা হীতি সূক্তয়োরুত্তমামুদ্ধরেদিতি ॥ অস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ ॥

*

ষড়্‌বিংশ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় সূক্ত 'বশিষ্ব' ইত্যাদি দশটি ঋক্ বিশিষ্ট। এই সূক্ত বিষয়ে ক্রম বলা যাইতেছে। 'বসিষ্বা' প্রভৃতি দশটি ঋক্ অগ্নিদেব-সম্বন্ধিনী। উক্ত ঋক্-সমূহের দেবতা অগ্নি। শুনঃশেপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ। এই সূক্ত এবং ইহার পরস্থিত সূক্ত অগ্নিদেব-সম্বন্ধীয়। প্রাতঃকালীন অনুবাকে অগ্নিদেব-সম্বন্ধীয় যজ্ঞে এবং গায়ত্রী-ছন্দে 'এতদাদি' (তৃতীয় সূক্তাদি) সূক্তদ্বয় পড়ে কথিত হইবে। উক্ত প্রকারেই সূত্র করা হইয়াছে ; যথা—'বশিষ্বাহীতি সূক্তয়োরুত্তমামুদ্ধরেৎ' ইতি। এই সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

কাহারও মস্তক, পদ ও কটিদেশ বন্ধন করা আছে ; আর সেই বন্ধন মোচনের জন্য প্রার্থনা চলিয়াছে। চতুর্ব্বিংশ সূক্তের প্রোক্ত ঋকের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের ভাব উপলব্ধ হইবে। সে অনুবাদ ; যথা,—

"O Varuna, lift thy highest rope, draw off the lowest, remove the middle ; then, O Aditya, let us be in thy service free of guilt before Aditi."

ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রভৃতিও অনুধাবন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চতুর্ব্বিংশ সূক্তের পঞ্চদশ ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ; যথা,—"হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও, আর মধ্যের পাশ খুলিয়া শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতিপুত্র! আমরা তোমার ব্রত খণ্ডন না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব।" তবে একজন ব্যাখ্যাকার একটু ভাবের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহার অনুবাদ,—"হে বরুণদেব! আমাদিগের সর্ব্ববিধ অর্থাৎ উত্তম (অত্যন্ত ঘোর), মধ্যম (তদপেক্ষা ন্যূন) এবং অধম (সামান্য) পাপ মোচন করুন। অনন্তর হে জগদীশ্বর বরুণদেব আমরা যেন নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হইয়া আপনার শাসনে অবস্থানপূর্ব্বক উন্নতি-লাভ করিতে পারি।" এই পঞ্চবিংশ সূক্তের আলোচ্য ঋক্ সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি,—"হে বরুণদেব আমাদিগের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাদিগকে ঊর্দ্ধতম, মধ্যম এবং অধম প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপ-পাশ মোচন করুন।"

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-*-

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। ষড়্‌বিংশসূক্তং
বিংশ একবিংশশ্চ বর্গঃ।

ষড়্‌বিংশসূক্তং।

এ সূক্তের ঋক্‌গুলিও বন্ধনদশা প্রাপ্ত ঋষিকুমার শুনঃশেপের উচ্চারিত বলিয়া কথিত হয়। তিনি অগ্নিদেবতাকে সম্বোধন করিয়া মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন,—ইহাই কিম্বদন্তী। আমরা কিন্তু সাধারণভাবে সকলের পক্ষে সকল সময়েই ঋক্‌গুলি প্রয়োগের সার্থকতা অনুভব করি। সেই এক বধ্যভূমে নীত শুনঃশেপ বলিয়া নহে,—সংসার-বধ্যভূমে বিষম বন্ধনদশাগ্রস্ত সকল মানুষের মুক্তিলাভ-পক্ষেই এ প্রার্থনার সাফল্য দৃষ্ট হয়।

অতঃপর সূক্তান্তর্গত ঋক্‌গুলির বিশেষত্ব-বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। দুই একটী মন্ত্র, প্রথম দৃষ্টিতে, দেবতা-বিশেষকে যেন মানুষোচিত আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইবে। চতুর্থ ঋকে "সীদন্তু মনুষো যথা" বাক্যে "তোমরা মানুষের ন্যায় আসিয়া উপবেশন কর"—এইরূপ অর্থ সাধারণ-দৃষ্টিতে অধ্যাহৃত হয়। তাহার পোষকতা-কল্পে ব্যাখ্যাকারগণ পুরাণের ও কাব্যের উপাখ্যান-সমূহের অবতারণা করেন। এইরূপ, পঞ্চম ঋকে, "পূর্ব্ব্যো হোতারস্য" পদদ্বয়ে, 'অগ্নিদেব যেন পূর্ব্বে কোনও যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন', এই ভাব আমনন করা হয়। তাহাতেও মানুষরূপে দেবতার কল্পনা দেখা যায়। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,—'এখানে আর্য্যগণের পূর্ব্বনিবাস-স্থানের প্রসঙ্গ আছে। সেখানে তিনি হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন।' ইত্যাদি। আরও, অগ্নিপূজার যে কোনও দূর লক্ষ্য ছিল না, পরন্তু নানারূপে উৎপন্ন অগ্নিমাত্রই যে লোকের উপাস্য ছিল, অগ্নির জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ভীত আদিম অসভ্য জাতিরা যে অগ্নির পূজায় ব্রতী হইত, দশম ঋকের "সহসো যহো" প্রভৃতি বাক্যে তাহাই অনেকে মনে করিয়া থাকেন।

স্বচ্ছ সুবিমল বেদ-রূপ দর্পণে আত্ম-প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়। যিনি যে ভাবের ভাবুক, যিনি যে স্তরের সাধক, তিনি বেদ-মধ্যে সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। এ সকল তাহারই দৃষ্টান্ত মাত্র। কোন্ ঋকের কি নিগূঢ় তত্ত্ব, তাহা আমরা যথাস্থানেই ব্যক্ত করিব। তবে বিপরীত-প্রকৃতির মানুষের মনে কত বিপরীত-ভাবই আসিতে পারে, তাহা লক্ষ্য করাইবার জন্য সূক্তের এই সূচনা প্রকটন করা গেল।

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠোঽনুবাকে ষড়্‌বিংশসূক্তং। ঋষি অজিগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ।
অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। আগ্নেয়যজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশ সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

বসিষ্বা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণ্যূর্জাং পতে।

সেমং নো অধ্বরং যজ ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বসিষ্ব। হি। মিয়েধ্য। বস্ত্রাণি। ঊর্জাং। পতে।

সঃ ইমং। নঃ। অধ্বরং। যজ

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মিয়েধ্য' (হে যজনযোগ্য, অর্চ্চনার্হ) 'ঊর্জাং পতে' (বলপ্রাণপ্রদাতা অগ্নিদেব) 'বস্ত্রাণি' (আচ্ছাদকানি, অজ্ঞানরূপাবরণানি) 'বসিষ্ব' (আচ্ছাদয়, আবৃতং কুরু, অপসারয় ইতি যাবৎ); 'হি' (যস্মাৎ অজ্ঞানাপসারণাৎ) 'সঃ' (অজ্ঞানাপসারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'ইমং' (আরব্ধমানং) 'অধ্বরং' (যাগাদি কর্ম্ম) 'যজ' (সম্পাদয়)। হে দেব! স্বরূপজ্ঞানলাভায় যো বাধা অস্তি, তৎসর্ব্বং বিদূরয়, পরং তু অস্মদ্দর্শনযোগ্যাঃ প্রজ্বলিতস্তেজসাঃ ভব; ত্বং হি যজ্ঞসম্পাদকো ভব ইতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে সদা-অর্চ্চনার্হ বলপ্রাণপ্রদাতা অগ্নিদেব! আপনি (আমাদের) অজ্ঞান-রূপ আবরণ দূর (আবৃত) করুন; এবং অজ্ঞানাপসারণ দ্বারা, সেই অজ্ঞানাপসারক আপনি, আমাদের যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্পাদন করিয়া দেন। (১ম—২৬সূ—১ঋ)। *

---

* ওল্ডেনবর্গ (H. Oldenberg) এই ঋকের এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন;— "Clothe thyself with thy clothing (of light), O sacrificial (god), lord of all vigour; and then perform the worship for us." আলোক দ্বারা অন্ধকারকে অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতাকে আবৃত করার ভাবই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

সায়ণভাষ্যং।

বরুণেনাগ্নিস্তুতৌ প্রেরিতঃ শুনঃশেপ এতদাদিসূক্তদ্বয়েনাগ্নিমস্তৌৎ। তথা চাম্নায়তে। তং বরুণ উবাচাগ্নির্বৈ দেবানাং মুখং সুহৃদয়তমঃ। তং নু স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যামীতি সোঽগ্নিং তুষ্টাবাত উত্তরাভির্দ্বাবিংশত্যেতি॥

হে মিয়েধ্য মেধস্য যজ্ঞস্য যোগ্য। ঊর্জ্জাং পতে। অন্নানাং পালকাগ্নে বস্ত্রাণ্যাচ্ছাদকানি তেজাংসি বসিষ্ব। আচ্ছাদয়ঃ। প্রজ্বলিতস্তেজসা ভবেত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ প্রজ্বলিতস্তস্মাৎ স তাদৃশস্ত্বং নোঽস্মদীয়মিমমধ্বরং যজ। নিষ্পাদয়॥

বসিষ্ব। বসবাচ্ছাদনে। লোটি থাসঃ সে। পা০ ৩।৪।৮০। সবাভ্যাং বামৌ। পা০ ৩।৪।৯১। ছন্দস্যুভয়থে। পা০ ৩।৪।১১৭। ত্যার্দ্ধধাতুকত্বাদার্দ্ধধাতুকস্যেড়্বলাদেরিতীড়াগমঃ। লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। মিয়েধ্য। মকারৈকারয়োর্ম্মধ্য ইয়াগমশ্ছান্দসঃ। ঊর্জ্জাং পতে। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতস্য সমুদায়স্যাষ্টমিকো নিঘাতঃ। সেমং। সোঽচি লোপে চেৎপাদপূরণমিতি সোর্লোপঃ॥ ১॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ মনি বরুণ কর্তৃক অগ্নিদেবের স্তুতি-বিষয়ে প্রণোদিত (উপদিষ্ট) হইয়া 'এতৎ' প্রভৃতি দুইটী সূক্ত দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছেন; শ্রুতিতেও তদ্বিষয় উক্ত আছে,—'তং বরুণ উবাচ' ইত্যাদি। ঐ শ্রুতির অর্থ,—অগ্নি, দেবগণের মুখ-স্বরূপ, এবং অতিশয় (সর্ব্বাপেক্ষা) সহৃদয় (মহাত্মা)। অতএব তুমি তাঁহার স্তব কর। অনন্তর সেই শুনঃশেপ '(আমি অগ্নিদেবের উদ্দেশে) আত্মোৎসর্গ করিব' এই বলিয়া দ্বাবিংশতি ঋকের দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন।

হে পবিত্র যজ্ঞের উপযুক্ত যাবতীয় অন্নের রক্ষক অগ্নিদেব! আপনি আচ্ছাদক তেজঃ-সমূহ অঙ্গে ধারণ করুন; অর্থাৎ সতেজে প্রজ্বলিত হউন। যেহেতু আপনি প্রজ্বলিত হয়েন, সেই হেতু প্রজ্বলিত আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

'বসিষ্ব' এই পদটী আচ্ছাদনার্থ বস্ ধাতুর উত্তর লোট, 'থাসঃ সে' (পা০ ৩।৪।৮০) এই সূত্র দ্বারা 'থাস্' এর স্থানে 'সে', এবং 'সবাভ্যাং বামৌ' (পা০ ৩।৪।৯১) এই সূত্র দ্বারা ব ও অম্; অনন্তর 'ছন্দস্যুভয়থা' (পা০ ৩।৪।১১৭) এই নিয়মানুসারে 'আর্দ্ধধাতুক' সংজ্ঞা হওয়ায় 'আর্দ্ধধাতুকস্যেড়্বলাদেঃ' (পা০ ৭।২।৩৫) এই সূত্র দ্বারা ইট্ আগম, ল-সার্ব্বধাতুকের অনুদাত্তস্বর হইলে ধাতুস্বর, এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতায় দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'মিয়েধ্য' এই পদে 'মেধ্য' শব্দের ম-কার ও এ-কার—এই বর্ণদ্বয়ের মধ্যে বেদ-প্রয়োগ-হেতু 'ইয়' আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'ঊর্জ্জাম্পতে' এই পদে 'সুবামন্ত্রিতে' (পা০ ২।১।২) এই নিয়মানুসারে পরাঙ্গতুল্য হওয়ায় ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্তের সহিত মিলিত সমুদায় আমন্ত্রিত পদের আষ্টমিক নিঘাত হইয়াছে। 'সেমং' এই স্থলে 'সোঽচিলোপেচেৎ পাদপূরণম্' (পা০ ৬।১।১৩৪) এই নিয়মানুসারে 'সু' বিভক্তির লোপ হইয়াছে॥ ১॥

* * *

প্রথম (২৮৮) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের একটী সমস্যাপূর্ণ বাক্য—'বস্ত্রাণি বসিষ্ব।' তাহার অর্থ এই যে,—'আবরণকে আবৃত কর।' আবরণকে আবৃত করার তাৎপর্য্য আবরণকে অপসৃত করা। যদি বলি—'অন্ধকারকে আবৃত কর'; তাহাতে 'অন্ধকারের উপর অন্ধকার ঘনীভূত করা' অর্থ আসে না। একটী কালীর দাগকে আবৃত করিতে হইলে যেমন তাহার বিপরীত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, এখানেও সেই ভাব বুঝা যাইতেছে। কলঙ্কের দ্বারা কলঙ্ক ঢাকা যায় না। অসত্যের দ্বারা অসত্য ঢাকা যায় না। তাহাতে কলঙ্ক ও অসত্য অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে মাত্র। সুতরাং এখানে বুঝিতে হইবে, এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! আপনি আমার দৃষ্টির বাধা অপসারণ করুন। আমি যেন আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। কেন-না, আপনি প্রত্যক্ষীভূত প্রকট হইলেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। আমার দৃষ্টির অন্তরায়ভূত বাধাকে আপনি বাধা প্রদান করুন। সে যেন সম্মুখে আসিয়া আর আমার দৃষ্টির গতি রোধ না করে। অর্থাৎ, আমি যেন আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। আপনি যে অর্চ্চনীয়, আপনি যে বলপ্রাণদাতা, আপনি যে পরিত্রাতা,—তাহা যেন নিশ্চয় বুঝিতে পারি।' (১ম—২৬সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশ সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

নি নো হোতা বরেণ্যঃ সদা যবিষ্ঠ মন্মভিঃ

অগ্নে দিবিত্মতা বচঃ॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। নঃ। হোতা। বরেণ্যঃ। সদা। যবিষ্ঠ। মন্মভিঃ।

অগ্নে। দিবিত্মতা। বচঃ ॥ ২

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা

'সদা যবিষ্ঠ' (চিরনবীন) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'বরেণ্যঃ' (পূজার্হঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'মন্মভিঃ' (হৃদ্গতস্তুতিভিঃ, ভক্তিসহযুতৈঃ) 'দিবিত্মতা' (দীপ্তিমতা, দিব্যেন) 'বচঃ' (বচসা, মন্ত্রেন স্তূয়মানঃ সন্তুষ্টঃ সন্) 'হোতা' (হোমসম্পাদনকারী ভূত্বা) 'নি' (নিষীদ, অস্মাকং কর্ম্ম সম্পাদয় ইতি শেষঃ)। হে দেব! অস্মাকং হৃদিনির্গতৈঃ দিব্যমন্ত্রৈঃ সন্তুষ্টঃ সন অস্মান্ পালয় ইতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

চিরনবীন হে অগ্নিদেব! বরেণ্য আপনি, আমাদের হৃদয়ের ভক্তিসহযুত সেই দিব্যস্তুতিমন্ত্রে স্তূয়মান্ সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদের হোতা রূপে আপনি এই যজ্ঞে (হৃদয়ে) আসিয়া উপবেশন করুন; আমাদের অন্তরে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হউন * (১ম—২৬সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সদা যবিষ্ঠ সর্ব্বদা যুবতম হে অগ্নে বরেণ্যো বরণীয়স্ত্বং নোঽস্মাকং হোতা হোমনিষ্পাদকো ভূত্বা দিবিত্মতা দীপ্তিমতা বচো বচসা স্তূয়মানঃ সন্ নিষীদেতি শেষঃ। কীদৃশস্ত্বং। মন্মভির্জ্ঞাপকৈস্তেজোভির্যুক্ত ইতি শেষঃ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে চিরযৌবনযুক্ত অগ্নিদেব! বরণীয় (মাননীয়) আপনি আমাদিগের হোমনিষ্পাদক এবং দীপ্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা স্তূয়মান (অভিনন্দিত) হইয়া বসুন। এই স্থলে 'নিষীদ' ক্রিয়া উহ্য আছে। আপনি কিরূপ?—না, জ্ঞাপক (প্রকাশক) তেজোরাশিবিশিষ্ট। এই স্থলে 'যুক্তঃ' এই পদ উহ্য আছে।

* এই ঋকের ইংরাজী অনুবাদ (ওল্ডেনবর্গের) এইরূপ দৃষ্ট হয়;—"Sit down, most youthful god, as our desirable Hotri, through our (prayerful) thoughts, O Agni, with thy word that goes to

যবিষ্ঠ। যুবশব্দাদিষ্ঠনি স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদিপরস্য লোপঃ। পূর্ব্বস্যোকারস্য গুণশ্চ। অবাদেশঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। মন্মভিঃ মনজ্ঞানে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি মনিন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দিবিত্মতা। দিবু ক্রীড়াদৌ। ইক্‌শ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশ ইতীক্ প্রত্যয় স্তেন ধাতুবাচিনা দিবিশব্দেন চ ধাত্বর্থো দীপ্তির্লক্ষ্যতে। যদ্বা ঔণাদিকো ভাবে কি প্রত্যয়ঃ। দিবি শব্দাৎ মতুপি তকারোপজনশ্ছান্দসঃ। যদ্বা। বহুলবচনাদ্দিবের্ভাব ইতক্। মতুপি তসৌ মত্বর্থ ইতি ভত্বাজ্জশ্ত্বাভাবঃ। বচঃ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ৈকবচনস্য লুক্ ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (২৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

———:০:———

এ ঋকে অগ্নিদেবকে 'সদাযুবতম' বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান্ অগ্নি-সম্বন্ধেও এ বিশেষণ যেমন প্রযুক্ত হইতে পারে; আবার অগ্নির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যে জ্ঞান-স্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তাঁহার সম্বন্ধেও এ বিশেষণ সমভাবেই প্রযুজ্য হয়। সত্যই তিনি চির-নবীন, সত্যই তিনি সদাযুবতম। এইরূপ যুবতম যিনি, তিনিই হোম-সম্পাদনের উপযুক্ত। ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, বিরক্তি নাই;—পাপী-

---

'যবিষ্ঠ' এই পদ 'যুবন্' শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয়, পরে 'স্থূলদূর' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যণাদির পরভাগের লোপ, পূর্ব্বস্থিত উ-কারের গুণ ও-কার, অনন্তর ঐ ওকারের স্থানে 'অব্' আদেশ, এবং আমন্ত্রিত পদের নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'মন্মভিঃ'—এই পদ, জ্ঞানার্থ মন্ ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং ঐ পদের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত। 'দিবিত্মতা' এই পদ, ক্রীড়াদিবাচক দিব্ ধাতুর উত্তর 'ইক্‌শ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে' (পা০ ৩৩।১০৮ বা০ ২) এই নিয়ম দ্বারা ইক্ প্রত্যয়; তৎপরে সেই ধাতুবাচক দিবি শব্দের দ্বারা দীপ্তিরূপ ধাতুর অর্থ লক্ষিত হইতেছে। অথবা, ঔণাদিক কি প্রত্যয় করিয়া দিবি শব্দ হয়। সেই দিবি শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়, এবং বেদ-প্রয়োগবশতঃ 'মতুপ্' পরে ত-কারের আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, বাহুলক দিব্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ইতক্ প্রত্যয় করিয়া 'দিবিত' শব্দ হয়; উক্ত শব্দের উত্তর 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; আর ঐ পদে 'তসৌমত্বর্থে' (পা০ ১।৪।১৯) এই নিয়মানুসারে 'ভ'-সংজ্ঞা হওয়ায় 'জশ্' ভাব হইল না। 'বচঃ' পদে 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের লোপ হইয়াছে ॥ ২॥

• • •

---

heaven." ঋকের 'মন্মভিঃ' পদে "with thy wise thoughts"—এইরূপ অর্থ তিনি আমনন করেন। 'দিবিত্মতা বচঃ' বাক্যে "with thy word" অর্থ তাঁহার মতে স্থির হয়। আমাদের অর্থ যথাস্থানেই প্রকাশ করিয়াছি।

তাপীর উদ্ধার-পক্ষে তেমন সহায়ই তো প্রয়োজন! এ জীবন-যজ্ঞে তাঁহাকে ভিন্ন অন্য আর কাহাকে হোতৃপদে বরণ করিবে?

কিন্তু তাঁহাকে হোতৃপদে বরণ করিতে হইলে বরণ-কার্য্যে তোমার কোন্ সামগ্রীর প্রয়োজন? 'মন্মভিঃ' আর 'দিবিত্মতা বচঃ'—সেই সামগ্রীর সন্ধান দিতেছে। ঋক্ বলিতেছে—'মন্মভিঃ' হৃদ্‌গত ভক্তি-দ্বারা, আর 'দিবিত্মতা বচঃ' অর্থাৎ দৈবী মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে। চাই—হৃদয়! চাই—মন্ত্র! তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি সন্তুষ্ট হইলেই জীবন-যজ্ঞ সার্থক হইবে। (১ম—২৬সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশ সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্যজত্যাপয়ে

সখা সখ্যে বরেণ্যঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

। হি। স্ম। সূনবে। পিতা। আপিঃ। যজতি। আপয়ে।

সখা। সখ্যে। বরেণ্যঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পিতা' (পালনকর্ত্তা) যথা 'সূনবে' (পুত্রায়), 'আপিঃ' (বন্ধুঃ) যথা 'আপয়ে' (বন্ধবে), 'সখা' (প্রিয়ঃ) যথা 'সখ্যে' (প্রিয়ায়) 'আযজতিস্ম' (সম্যক্ পোষয়তি স্ম তদ্বৎ) 'বরেণ্যঃ' (বরণীয়স্ত্বং) হে দেব! অস্মান্ রক্ষ ইতি শেষঃ। বন্ধুঃ সখা পিতা ইব, হে দেব, অস্মাকং মঙ্গলং বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

পিতা যেমন পুত্রকে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে, সখা যেমন সখাকে সম্যক্‌-রূপে রক্ষা করেন, হে বরেণ্য দেব, আপনি আমাদিগকে সেই ভাবে রক্ষা করুন,—আমাদের সহায় হউন। (১ম—২৬সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বরেণ্য বরণীয়ঃ পিতাপি পিতৃস্থানীয়স্ত্বং সূনবে পুত্রস্থানীয়ায় মহ্যমভীষ্টং দেহীতি শেষঃ। হি স্মেতি নিপাতদ্বয়ং সর্ব্বথেত্যমুমর্থমাচষ্টে। অভীষ্টদানে দৃষ্টান্তদ্বয়মুচ্যতে। যথাপির্ব্বন্ধুরাপয়ে বন্ধব আযজতি হি স্ম। সর্ব্বথা দদাতীতি শেষঃ। সখা প্রিয়ঃ সখ্যে প্রিয়ায়াভীষ্টং সর্ব্বথা দদাতি তথা ত্বমপি দেহি।

স্মা সূনবে নিপাতস্য চেতি দীর্ঘঃ। যজতীত্যস্য সখা সখ্য ইত্যত্রাপ্যনুষঙ্গাত্তদপেক্ষয়েদং প্রথমেতি চাদিলোপে বিভাষেতি ন নিহন্যতে। যদ্বা হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সখ্যে। সমানে খ্যশ্চোদাত্ত ইতি সখিশব্দ ইন্‌প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। সুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে স এব শিষ্যতে ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (২৯০) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে 'হোতা' পদ আছে। তাহাতে অগ্নিদেবকে হোতৃপদ-গ্রহণের জন্য প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এ ঋকের 'যজতি' ক্রিয়াপদে সেই সম্বন্ধই রক্ষা পাইতেছে। তাহাতে ঋকের অর্থ হয়,—

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি বরণীয় ও পিতৃস্থানীয়। আপনি পুত্রস্থানীয় আমাকে অভীষ্ট দান করুন। এই স্থলে 'অভীষ্টং দেহি'—এই অংশ উহ্য রহিয়াছে। 'হি ও স্ম' এই নিপাতদ্বয় 'সর্ব্বথা' এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অভীষ্ট-দান বিষয়ে দুইটি দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে; যথা,—যেরূপ বন্ধু বন্ধুকে সর্ব্বপ্রকারে অভীষ্ট দান করে, এবং প্রিয়জন প্রিয়জনকে সর্ব্বপ্রকারে অভীষ্ট দান করে। এই উভয় স্থলে 'দদাতি' এই ক্রিয়াপদ উহ্য। সেইরূপ আপনিও অভীষ্ট দান করুন।

'স্মা সূনবে' এই পদে 'নিপাতস্য চ' এই নিয়ম দ্বারা 'স্ম'এর অকারের দীর্ঘ হইয়াছে। 'যজতি' এই পদের 'সখা সখ্যে' এই স্থলেও অনুষঙ্গ (সম্বন্ধ) হেতু, এবং ঐ সম্বন্ধাপেক্ষায় এই প্রথমা বিভক্তি হইতেছে। এইজন্য উক্ত পদে 'চাদিলোপে বিভাষা' (পা০ ৮।১।৬৩) এই সূত্রানুসারে নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'সখ্যে' এই পদ 'সমানে খ্যশ্চোদাত্ত' এই নিয়মানুসারে ইন্-প্রত্যয়ান্ত সখি-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; এবং ঐ পদে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে, আর 'সুপের 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইলে, সেই আদি উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট থাকিল ॥ ৩ ॥

'পিতা যেমন পুত্রের প্রতি স্নেহবান্ হন, বন্ধু যেমন বন্ধুর প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হন, প্রিয় যেমন প্রিয়ের প্রতি প্রেমবান হন, হে দেব, আপনি সেইরূপ স্নেহানুরাগ-প্রেমের সহিত আমাদের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।'

'স্ম' যোগে (আযজতি স্ম) ক্রিয়া পদ অতীতকালের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে বলা যায়,—অতি দূর অতীত কাল হইতে পিতা, বন্ধু বা সখা যেমন পুত্র বন্ধু ও সখার প্রতি স্নেহ-ব্যবহার বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, আপনি সেইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। পিতৃভাবেই হউক, সখাভাবেই হউক, আর বন্ধুভাবেই হউক, হে দেব! আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হউন। ফলতঃ, ভগবানের করুণা-প্রার্থনাই এ ঋকের মুখ্য লক্ষ্য। (১ম—৬সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক)।

আ নো বর্হী রিশাদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা

সীদন্তু মনুষো যথা ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

আ। নঃ। বর্হি রিশাদস। বরুণঃ। মিত্রঃ। অর্যমা।

সীদন্তু মনুষঃ। যথা ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'রিশাদসঃ' (শত্রুনাশকস্তং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বর্হিঃ' (যজ্ঞং) 'আ, আগচ্ছ), 'মনুষঃ যথা' (মনুষ্য ইব প্রত্যক্ষো ভব); ত্বয়া সহ 'বরুণঃ' (বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' মিত্রদেবঃ) 'অর্যমা' (অর্যমা-দেবঃ, আদিত্য ইতি যাবৎ) 'সীদন্তু' (আগচ্ছন্তু, প্রত্যক্ষী-ভূতা ভবন্তু)। বরুণাদয়ো দেবা অস্মাকং দৃষ্টিগোচরা ভবন্তু। (১ম—২৬সূ—৪ঋ)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! শত্রুসংহারকারী আপনি আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন,—মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হউন; আপনার সহিত বরুণদেব মিত্রদেব এবং অর্য্যম দেবও আগমন করুন (আপনারা সকলেই আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হউন)। (১ম—২৬সূ—৪ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

হে অগ্নে বরুণাদয়ো দেবাস্ত্বয়া প্রেরিতা রিশাদসো হিংসকানদন্তো নোঽস্মদীয়ং বর্হিঃ সীদন্তু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা মনুষঃ প্রজাপতের্যজ্ঞমাসীদন্ত তদ্বৎ॥

বর্হী রিশাদসঃ। বিসর্জনীয়স্য রুত্বে কৃতে রোরি। পা০ ৮।৩।১৪। ইতি রেফলোপঃ। ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ। পা০ ৬।৩।১১১। ইতীকারস্য দীর্ঘত্বং। রিশাদসঃ। রিশ হিংসায়াং। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ শত্রবঃ। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। তানদন্তীতি রিশাদসঃ। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সীদন্তু। ষদ্‌ৢ বিশরণগত্যবসাদনেষু। পাঘ্রেত্যাদিনা সীদাদেশঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। মনুষঃ। মন জ্ঞানে। মন্যতে জানাতীতি মনুঃ প্রজাপতিঃ। জনেরু-

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনার বন্ধু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, আপনা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হিংসকগণকে ভক্ষণ (নাশ) করিতে করিতে, আমাদিগের (আমার যজ্ঞের) নিকটে আসুন, (যজ্ঞে উপস্থিত হউন)। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেরূপ মনুষ্যগণ প্রজাপতির (সম্রাটের) যজ্ঞ সন্নিধানে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ।

'বর্হী, রিশাদসঃ' এই স্থলে বিসর্গের স্থানে 'রু' করা হইলে 'রোরি' (পা০৮।৩।১৪) এই সূত্র দ্বারা রেফের লোপ; এবং 'ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ' (পা০ ৬।৩।১১১) এই সূত্র দ্বারা ই-কারের দীর্ঘ হইয়াছে। 'রিশাদসঃ' এই পদটী, 'হিংসা করে যাহারা' এইরূপ অর্থে হিংসার্থ রিশ ধাতুর উত্তর 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' এই সূত্র দ্বারা ক প্রত্যয় করিয়া 'রিশ' শব্দ নিষ্পন্ন। তাহার অর্থ শত্রু। অতঃপর 'রিশ (শত্রু) সকলকে ভক্ষণ করে যাহারা' এই অর্থে রিশ শব্দ পূর্ব্বক অদ্ ধাতুর উত্তর 'সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্' এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং ঐ পদে কৃদন্তের উত্তর পদ-প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে।' সীদন্তু' এই পদটী সদ্ ধাতুর স্থানে 'পা ঘ্রা' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'সীদ' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সদ্ ধাতুর অর্থ—বিসরণ, গমন ও অবসাদন: উক্ত পদে শপের 'প" ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর, আর লসার্ব্বধাতুক স্বরের দ্বারা 'শতৃ'-প্রত্যয়ের ধাতুস্বর অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'মনুষঃ' এই পদটী (যিনি সর্ব্ব বিষয় জানেন, তিনি মনু; মনু শব্দের অর্থ প্রজাপতি) জ্ঞানার্থ মন ধাতুর উত্তর 'জনেরুসিনিচ্চ' (উ০ ২১-১-১১।

সিসিঞ্চ। উ০ ২।১১১।১১৩। ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলমন্যত্রাপীত্যৌণাদিক উসিপ্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদা-দ্যুদাত্তত্বং। যথা। যথেতিপাদান্তে। ফি০ ৪।১৫। ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ ৪॥

চতুর্থ (২৯১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের কয়কটী পদ বিতর্কমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 'মনুষো যথা' বাক্যের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'যেমন প্রজাপতির যজ্ঞে'। তাঁহার মর্ম্ম এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, প্রজাপতি মনুর যজ্ঞে বরুণাদি দেবগণ যেমন অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেইভাবে আপনারা আসিয়া এই যজ্ঞে আসন গ্রহণ করুন। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার বলেন,— 'মনুষো যথা' বাক্যে 'মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া' এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয়। এইরূপ, 'রিশাদশ' পদের অর্থে, কেহ লিখিয়া গিয়াছেন—'হিংসক শত্রুদের নাশকারী', কেহ লিখিয়াছেন—'ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গরীয়ান' ইত্যাদি। তার পর ঐ 'রিশাদশঃ' শব্দ যে কাহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ কোন্ পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও নানা সংশয় আছে। *

এখন, আমরা ঋক্‌টির যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথার আলোচনা করা যাইতেছে। 'মনুষো যথা' পদদ্বয়ে 'মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হউন' অর্থই সঙ্গত ও অধিক ভাব-প্রকাশক হয়। আমরা

---

১১৩) এই সূত্র হইতে 'উসি'র অনুবৃত্তি হইলে 'বহুলমন্যত্রাপি' এই উণাদি সূত্র দ্বারা ঔণাদিক উসি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে ন ইৎ যাওয়ায় আদি স্বর উদাত্ত। 'যথা' এই পদে 'যথেতি পাদান্তে' (ফি০ ৪।১৫) এই ফিট্ সূত্র দ্বারা সর্ব্বস্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে॥ ৪॥

* ঋকের একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে বিতর্কের বিষয় বোধগম্য হইবে। যথা,—গ্রিফিথের ইংরাজী অনুবাদ;— "May Varuna, Mitra, Aryaman, triumphant with riches, sit down on our sacrificial grass as they did on Manu's." রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ;—"শত্রুঘাতক মিত্র, বরুণ এবং অর্য্যমন্ দেব আমাদিগের যজ্ঞে আগমন পূর্ব্বক কুশাসনের উপর, মানুষের ন্যায় প্রত্যক্ষ, উপবেশন করুন।" সূক্তটীর সকল মন্ত্রই অগ্নিদেবের সম্বোধনমূলক। সায়ণ তাই অগ্নিদেবকে উপলক্ষ করিয়াই বরুণাদি দেবত্রয়কে সম্বোধনের ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ, আমাদের মানুষী চর্ম্মচক্ষু অশরীরী সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব দেবতাকে দর্শন করিতে পারে না। সুতরাং ভক্তের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। ভক্ত তাই, অরূপে রূপের আরোপ করিয়া, অগুণে গুণের দ্যোতনা দ্বারা, আপনার দেবতাকে আকাঙ্ক্ষানুরূপ রূপগুণে বিভূষিত করিয়া লন। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। সাধক ভক্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনাকে আমি দেখিতে পাইতেছি না! আপনি একবার দয়া করিয়া রূপ-গুণে বিভূষিত হইয়া আমায় দেখা দেন। আপনাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া আমার চক্ষুর সার্থকতা হউক,—আমার জীবন তরিয়া যাউক। আপনি বরুণরূপে আসুন, আপনি মিত্ররূপে আসুন, আপনি অর্য্যমন্ (দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য) রূপে আসুন। ভিন্ন ভিন্ন রূপে আপনাকে দেখিতে পাইলে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান সঞ্জাত হইবে,—আপনার অভিন্নত্ব বুঝিতে পারিব। শত্রুনাশ-কার্য্য তখনই সমাধা হইবে,—আপনাদের যজ্ঞে আগমন তখনই সার্থক হইল মনে করিব।' রূপগুণের আরোপ করিয়া, মনুষ্য-রূপে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। এ ঋকে সেই আভাসই প্রচ্ছন্ন আছে। (১ম—২৬সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

পূর্ব্ব্য হোতারস্য নো মন্দস্ব সখ্যস্য চ

ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পূর্ব্ব্য। হোতঃ। অস্য। নঃ। মন্দস্ব। সখ্যস্য। চ।

ইমাঃ। উং ইতি। সু। শ্রুধি। গিরঃ ॥ ৫

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'পূর্ব্ব্য' (অনাদে) 'হোতঃ' (হোমসম্পাদক, সর্ব্বকর্ম্মসুসাধক হে দেব !) 'নঃ' (অস্মদীয়স্য) 'অস্য' (প্রবর্ত্তমানস্য নিত্যানুষ্ঠীয়মানস্য বা কর্ম্মস্য) 'সখ্যস্য' (সখিত্বস্য, সম্বন্ধরক্ষার্থং ইতি যাবৎ) 'মন্দস্ব' (অস্মাকং পূজায়াং ত্বং প্রহৃষ্টো ভব) ; 'উ চ' (অপিচ) 'ইমাঃ' (অস্মাভিরুচ্চারিতাঃ) গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'সু শ্রুধি' (সম্যক্ শৃণু)। অস্মাকং কর্ম্মণা সহ তব সখিত্বং চিরমেলনং বা অস্তু, অস্মাকং স্তোত্রমপি তব শ্রুতিযোগ্যং যুক্তং ভবতু। (১ম—২৬সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অনাদি, সর্ব্বকর্ম্ম সুসম্পাদক দেব ! আমাদিগের এই (নিত্যকৃত) কর্ম্মের সহিত আপনার সখিত্ব-সম্বন্ধ রক্ষার জন্য (আমাদের পূজায়) আপনি প্রহৃষ্ট হউন ; আর, আমাদের উচ্চারিত এই স্তুতিমন্ত্র আপনি সম্যক্ রূপে শ্রবণ (গ্রহণ) করুন (১ম—২৬সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পূর্ব্য অস্মদাদেঃ পূর্ব্বমুৎপন্ন হোতর্হোমনিষ্পাদকাগ্নে নোঽস্মদীয়স্যাস্য প্রবর্ত্তমানস্য যজ্ঞস্য সখ্যস্য চাস্মদনুগ্রহস্য চ সিদ্ধ্যর্থং মন্দস্ব হৃষ্টো ভব। ইমা অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানা গির উ সু স্তুতিরূপা বাচোঽপি শ্রুধি শৃণু ॥

পূর্ব্য। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। হোতরিত্যস্য নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইতি পূর্ব্বস্য বিদ্যমানত্বাদাষ্টমিকো নিঘাতঃ। অস্য। ঊড়িদমিত্যাদিনা বিভক্ত্যুদাত্তত্বং। মন্দস্ব। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। অপাদাদাবিতি পর্য্যুদাসাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। সখ্যস্য। সখ্যুঃ কর্ম্ম সখ্যং। সখ্যুর্যঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অস্মৎ প্রভৃতির (আমাদিগের ও অন্যান্য যাবতীয় প্রাণিগণের) পূর্ব্ব-জাত, হোম-নিষ্পাদক হে অগ্নিদেব ! আমাদিগের (আমার) এই প্রবর্ত্তমান যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য এবং আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনি সন্তুষ্ট হউন, আর আমরা যে স্তুতি করিতেছি, সেই স্তুতিরূপ বাক্য শ্রবণ করুন।

'পূর্ব্ব" এই পদে আমন্ত্রিতের আদি স্বর উদাত্ত। 'হোতঃ" এই পদের 'নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে' এই নিয়মে সিদ্ধ হইয়াছে। 'অস্য' এই পদে 'ঊড়িদম্' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠী বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "মন্দস্ব" এই পদ "মদি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। স্তুতি, মোদ (হর্ষ), মদ (গর্ব্ব), স্বপ্ন (নিদ্রা), কান্তি (কামনা) এবং গমন এই সকল অর্থে মদি (মন্দ) ধাতু প্রযুক্ত হয়। উক্ত পদে শপের 'প" ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্ত স্বর ; এবং লসার্ব্বধাতুক স্বর দ্বারা তিঙের ধাতুস্বর হইয়াছে। আর, 'অপাদাদৌ' এই পর্য্যুদাস হেতু আষ্টমিক নিঘাত হয় নাই। 'সখ্যস্য" এই পদে 'সখার কর্ম্ম" এই অর্থে সখ্য হয়। সখি শব্দের উত্তর "সখ্যুর্য্যঃ" (পা০৫।১।

পা০ ৫।১।১২৬। ইতি যপ্রত্যয়ঃ। যস্যেতি লোপে প্রত্যয়স্বরঃ। উ যু। সুঞঃ। পা০ ৮।৩।১০৭। ইতি ষত্বং। শ্রুধি। শ্রু শ্রবণে। শ্রু শৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হেধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপোলুক্ ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে বিংশো বর্গঃ॥

পঞ্চম (২৯২) ঋকের বিশদার্থ

দেবতার সহিত কর্ম্মের সখ্য কি প্রকারে স্থাপিত হয়? কর্ম্ম দেব-সম্বন্ধযুত ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত হইলেই কর্ম্মের সহিত ভগবানের (দেবতার) সখিত্ব হয়। 'আপনি আমাদের পূজায় পরিতুষ্ট হউন; আমাদের কর্ম্ম আপনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হউক। অর্থাৎ,—'হে ভগবন্! আমাদের কর্ম্ম-সকল এমন সৎ হউক,—যেন সৎস্বরূপ আপনার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অটুট অক্ষুণ্ণ থাকে।' ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'পূর্ব্ব্য' পদটীর ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ প্রায় সকলেই 'প্রার্থনাকারীর (শুনঃশেপের) পূর্ব্বে জাত' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সকল কালে সকলেই ঐ মন্ত্র উচ্চারণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারেন। তাহাতে কোন্ পূর্ব্বে, তাহা স্থির হয় না; 'পূর্ব্বের পূর্ব্বে' এইরূপ সন্ধান করিতে করিতে, অনন্ত-পূর্ব্ব অনাদি অর্থই সঙ্গত হইয়া আসে। 'সখ্যস্য' পদে 'সখিভাব রক্ষার জন্য' অর্থই সঙ্গত হয়। (১ম—২৬সূ—৫ঋ)।

১২৬) এই সূত্র দ্বারা য-প্রত্যয়। 'যস্য' এই সূত্র দ্বারা অ-কারের লোপ হইলে প্রত্যয় স্বর করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'উ যু' এই স্থলে 'সুঞঃ (পা০ ৮।৩।১০৭) এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে। 'শ্রুধি" এই পদ শ্রবণার্থ শ্রু ধাতুর উত্তর (লোট্ 'হি') "শ্রুশৃণুপৃ-কৃ-বৃভ্যশ্ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা 'হি'র স্থানে 'ধি' আদেশ, এবং "বহুলং ছন্দসি" এই নিয়মহেতু শপের লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবংদেবং যজামহে।

ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ ॥ ৬ ॥

* *

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। চিৎ। হি। শশ্বতা। তনা। দেবংঽদেবং। যজামহে।

ত্বে ইতি। ইৎ। হূয়তে। হবিঃ ॥ ৬

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! 'যচ্চিদ্ধি' (যদ্যপি) শশ্বতা (শাশ্বতেন, নিত্যেন, সদাপ্রদত্তেন) 'তনা' (বিস্তৃতেন হবিষা, প্রকৃষ্টেন পূজোপচারেণ) 'দেবং দেবং' (বিভিন্ন দেবং, ইন্দ্রবরুণাদিকং) 'যজামহে' (পূজয়ামহে), তথাপি তৎ 'হবিঃ' (সর্ব্বং আহবনীয়ং) 'ত্বে ইৎ' (ত্বয়ি ইব) 'হূয়তে' (পূজয়তে)। হে অগ্নে! ত্বং হি সর্ব্বদেবময়ঃ; তর্হি সর্ব্বদেবানাং পূজাং ত্বাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—৬ঋ)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! যদিও আমরা সদাকাল ব্যাপিয়া অশেষ পূজোপকরণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি; তথাপি আমাদের সকল পূজাই আপনাতেই পৌঁছিতেছে (সে সকল পূজা আপনিই প্রাপ্ত হইতেছেন)। (১ম—২৬সূ—৬ঋ)।

* *

সায়ন-ভাষ্যং।

হে অগ্নে যচ্চিদ্ধি যদ্যপি শশ্বতা শাশ্বতেন নিত্যেন তনা বিস্তৃতেন হবিষা দেবং দেবমন্যং মন্যং বরুণেন্দ্রাদিরূপং নানাবিধং দেবতাবিশেষং যজামহে। তথাপি তদ্ধবিঃ সর্ব্বং ত্বে ইত্থমেব হূয়তে। অতো দেবান্তরবিষয়ো যাগোঽপি ত্বদীয়ৈব সেবেত্যর্থঃ॥

তনা। তনু বিস্তারে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। যদ্বা পচাদ্যচ্। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া আকারঃ। দেবং দেবং। নিত্যবীপ্সয়োরিতি দ্বির্ভাবঃ। তস্য পরমাম্রেড়িত-মিত্যুত্তরস্যাম্রেড়িত সংজ্ঞায়ামনুদাত্তং চেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। যজামহে। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি-নিঘাতপ্রতিষেধঃ। ত্বে। যুষ্মচ্ছব্দাৎসপ্তম্যেকবচনস্য সুপাং সুলুগিতি শে আদেশঃ। ত্বমাবেক-বচন ইতি মপর্য্যন্তং তস্য ত্বাদেশঃ। শেষেলোপেঽতো গুণ ইতি পররূপত্বং শে ইতি প্রগৃহ্য-সংজ্ঞায়াং প্লুত প্রগৃহ্যা অচি। পা০ ৬।১।১২৫। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। হূয়তে। অকৃৎ-সার্ব্বধাতুকয়োঃ পা০ ৭।৪।২৫। ইতি দীর্ঘঃ

ষষ্ঠ (২৯৩) ঋকের বি॰

এখানে সাধকের ভেদ-ভাব বিদূরিত হইয়াছে। এখানে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সকল দেবতাই এক। অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্মই

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! যদিও নিত্য এবং বিস্তৃত (প্রচুর) হবির্দ্রব্য দ্বারা অন্যান্য বরুণ ইন্দ্র প্রভৃতিরূপ নানা প্রকার দেবতা-বিশেষের যাগ (পূজা) করিয়া থাকি; তথাপি সেই হবির্দ্রব্য তোমাতেই হুত (অর্পিত) হইয়া থাকে; অর্থাৎ, অন্যান্য দেবনিমিত্তক যাগও তোমারই সেবা (আরাধনা) স্বরূপ হয়।

'তনা" এই পদ, বিস্তারার্থ "তন্" ধাতু উত্তর 'ক্বিপ্ চ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয়, অথবা, পচাদি হেতু অচ্ (অন্) প্রত্যয়, এবং 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'দেবং দেবং' এই স্থলে "নিত্যবীপ্সয়োঃ" এই সূত্রানু-সারে দ্বিত্ব, এবং 'তস্য পরমাম্রেড়িতম্" (পা০ ৮।১।২) এই সূত্র দ্বারা আম্রেড়িত সংজ্ঞা হইলে, "অনুদাত্তঞ্চ" (পা০ ৮।১।৩) এই সূত্র দ্বারা সমুদায় পদের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "যজামহে" এই পদে নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত" (পা০ ৮।১।৩০) এই সূত্র দ্বারা নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'ত্বে' এই পদটী "যুষ্মৎ" শব্দের উত্তর সপ্তমীর একবচনের স্থানে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা 'শে' আদেশ, 'ত্বমাবেকবচনে' এই সূত্র দ্বারা 'যুষ্ম' এই ম-পর্য্যন্ত অংশের স্থানে "ত্ব" আদেশ, 'শেষে লোপঃ' (৭।২।৯০) এই সূত্র দ্বারা শেষ অংশের লোপ, অনন্তর 'অতো গুণে" (পা০ ৬।১। ৯৭) এই সূত্র দ্বারা পরপূর্ব্বত্ব (পররূপ একাদেশ, পূর্ব্ববর্ণের সহিত পরবর্ণের যোগ) এবং 'শে" (পা০ ১।১।১৩) এই সূত্র দ্বারা প্রগৃহ্য-সংজ্ঞা হইলে, 'প্লুত প্রগৃহ্যা অচি' (পা০৬।১।১২৫) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'হূয়তে" এই পদে অকৃৎ সার্ব্বধাতুকয়োঃ (পা০ ৭।৪।২৫) এই সূত্র দ্বারা হু ধাতুর উকারের দীর্ঘ হইয়াছে॥ ৬॥

যে নানা দেবরূপে আপন বিভূতি বিস্তার করিয়া আছেন, এখানে সাধকের তাহা বোধগম্য হইয়াছে। আলোক-স্তম্ভ যেমন কেন্দ্রস্থান হইতে চারিদিকে রশ্মিরূপে বিস্তৃত হয়; এবং সেই অসংখ্য অনন্ত রশ্মিমালার অনুসরণে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে যেমন সেই কেন্দ্রস্থানে উপনীত হওয়া যায়; এখানেও সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। যে দেবতার বা ভগবানের যে বিভূতির মধ্য দিয়াই পূজা-উপচার প্রেরিত হউক না কেন, সকলই সেই অভিন্ন একে গিয়া মিলিত হইবে, সেই কথাই এখানে ব্যক্ত আছে।

একেশ্বরবাদিগণ যে বহুদেবোপাসকগণের প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টি সঞ্চালন করেন, এই ঋকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাঁহাদের সে দৃষ্টি নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হইতে পারিবে। হিন্দু যে অসংখ্য অগণ্য দেবদেবীর পূজা করেন, তাহার মূল লক্ষ্য এইখানে প্রকটিত রহিয়াছে। বিশ্বনাথ বিশ্ব-ব্যাপিয়া বিশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। বিশ্বের যে অঙ্গেরই সেবা করিবে, তদ্দ্বারা তাঁহারই সেবা-পূজা সম্পন্ন হইবে। এ ঋক্ সেই তত্ত্বই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। (১ম—২৬সূ—৬ঋ)।

—— * ——

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্‌বিংশসূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্‌পতির্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ।

প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ং ॥ ৭ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

প্রিয়ঃ। নঃ। অস্তু। বিশ্‌পতিঃ। হোতা। মন্দ্রঃ। বরেণ্যঃ।

প্রিয়াঃ। সুঽঅগ্নয়ঃ। বয়ং ॥ ৭ ॥

* • *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'বিশ্পতিঃ' (জগৎপালকঃ) 'হোতা' (যজ্ঞসম্পাদকঃ), 'নঃ' (অস্মাকং) 'বরেণ্যঃ' (বরণীয়ঃ) 'প্রিয়ঃ' (প্রেমাস্পদঃ) 'মন্দ্রঃ' (আনন্দবর্দ্ধকঃ, অস্মাকং প্রতি হৃষ্টঃ) 'অস্তু' (ভবতু); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'স্বগ্নয়ঃ' (অগ্নিসংযুক্তাঃ, সদ্জ্ঞানসমন্বিতাঃ সন্তঃ) 'প্রিয়াঃ' (তবানুগ্রহযুক্তাঃ) ভূয়াস্ম ইতি শেষঃ। যেন বয়ং অস্মাকং প্রেম্ণা তব প্রেমাধিকারিণঃ ভবেম, হে দেব, তদনুগ্রহং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২৬সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি জগৎপালক, যজ্ঞসম্পাদক (সর্ব্বকার্য্যনির্ব্বাহক), আপনি আমাদিগের বরণীয় প্রিয় এবং আনন্দবর্দ্ধক (অথবা আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট) হউন; প্রার্থনাকারী আমরা যেন সু-অগ্নি-সহযুত (সদ্গুণান্বিত) হইয়া আপনার প্রিয় (অনুগৃহীত) হইতে পারি। (১ম—২৬সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্‌পতির্বিশাং প্রজানাং পালকো হোতা হোমনিষ্পাদকো মন্দ্রো হৃষ্টো বরেণ্যো বরণীয়োঽগ্নির্নোঽস্মাকং প্রিয়োঽস্তু। বয়মপি স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ সন্তস্তব প্রিয়া ভূয়াস্মেতি শেষঃ॥ বিশ্‌পতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। বরেণ্যঃ। বৃঞ্‌। এণ্যঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। স্বগ্নয়ঃ। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ ৭॥

* * *

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রজাপালক, হোমনিষ্পাদক, হৃষ্ট (সন্তুষ্ট) এবং বরণীয় (মাননীয় এবম্ভূত) অগ্নিদেব, আমাদিগের (আমার) প্রিয় (প্রীতিজনক) হউক্; এবং আমরাও (আমিও) মঙ্গলকর অগ্নিযুক্ত হইয়া তোমার প্রিয় (প্রীতি-সম্পাদক) হইব। এই স্থলে 'ভূয়াস্ম' এই ক্রিয়া-পদ উহ্য।

'বিশ্‌পতিঃ' এই পদে 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলে পর 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়ম-হেতু উত্তর-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বরেণ্যঃ' এই পদ 'বৃঞ্‌' বৃ ধাতুর উত্তর উণাদি এণ্য প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ; এবং উক্ত পদ বৃষাদিতে পঠিত হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'স্বগ্নয়ঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে 'নঞ্‌সুভ্যাম্' এই সূত্র দ্বারা উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (২৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

আমার হৃদয়ের প্রেম-ভক্তির দ্বারা ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে আমি যেন সমর্থ হই ;—তিনি যেন আমার বরণীয় ও প্রিয় হন। তাহা হইলে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত হইয়া সদ্‌জ্ঞানলাভ করিয়া, আমিও তাঁহার প্রিয় হইতে পারিব। হে ভগবন্‌! তুমি আমাদের প্রিয় হও, আমরা তোমার প্রিয় হই, আমাদের ও তোমার মধ্যে যেন অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাদাসিধা এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। * (১ম—২৬সূ—৭ঋ)।

—— o ——

অষ্টমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়্বিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্‌।)

স্বগ্নয়ো হি বার্যং দেবাসো দধিরে চ নঃ।

স্বগ্নয়ো মনামহে ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সুঽঅগ্নয়ঃ। হি। বার্যং। দেবাসঃ। দধিরে। চ। নঃ।

সুঽঅগ্নয়ঃ। মনামহে ॥ ৮ ॥

* ইংরাজী অনুবাদে ঋক্‌টীর অর্থ কিরূপ বিকৃত হইয়া আছে, লক্ষ্য করুন ;—"May he be dear to us, the lord of the clan the joy-giving, elect Hotri; may we be dear (to him), possessed of good Agni (i.e., of good fire). গৃহে অগ্নি-রক্ষা করিলেই তাঁহার প্রিয় হইব,—এই কি মর্ম্মার্থ?

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

স্বগ্নয়ঃ (সদ্‌জ্ঞানরূপাঃ) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'বার্যং' (বরণীয়ং ধনং, সদ্‌জ্ঞানরূপং শ্রেষ্ঠধনং) 'দধিরে' (ধৃতবন্তঃ); 'উত' (তস্মাৎ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'স্বগ্নয়ঃ' (সদ্‌জ্ঞানযুক্তাঃ সন্তঃ) তান্ দেবান 'মনামহে' (হৃদি ধারয়ামহে)। জ্ঞানেন সহ জ্ঞান-স্বরূপস্য দেবস্য সম্বন্ধ বিদ্যতে ; তস্মাৎ হে মনঃ, ত্বং জ্ঞানাধিকারী ভব। (১ম—২৬সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্‌জ্ঞানস্বরূপ দেবগণ আমাদিগের জন্য সদ্‌জ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ-ধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই ধন প্রাপ্তির জন্য, প্রার্থনাকারী আমরা, সদ্‌জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া, সেই দেবগণকে অনুধ্যান করিতেছি (আমরা যেন হৃদয়ে দেবগণকে ধারণ করিতে পারি)। (১ম—২৬সূ—৮ঋ)।

ভাষ্য

স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তা দেবাসো দীপ্যমানা ঋত্বিজো নোঽস্মদীয়ং বার্যং বরণীয়ং হবির্হি যস্মাদ্দধিরে। ধৃতবন্তঃ। তস্মাদ্বয়ং স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ সন্তস্ত্বা মনামহে। ত্বাং যাচামহে॥

বার্যং। বৃঞ্ বরণে। বৃঙ্ সংভক্তৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ। ঈড্‌বন্দেত্যাদিনাদ্যুদাত্তত্বং। দধিরে। ইরেচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। মনামহে। মন জ্ঞানে। ব্যত্যয়েন শপ্॥৮॥

* * *

অষ্টম (২৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

সায়ণ-ভাষ্যানুসারে এ ঋকের অর্থ হয় এই যে, 'শোভন অগ্নিবিশিষ্ট ঋত্বিকগণ আমাদের বরণীয় হবিঃ ধারণ করিয়া আছেন। অতএব, আমরা শোভন অগ্নিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।' কেহ আবার

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলকর অগ্নিযুক্ত দীপ্তিশালী ঋত্বিক্‌গণ যেহেতু আমাদিগের বরণীয় (শ্রেষ্ঠ) হবির্দ্রব্য ধারণ করিয়াছেন ; সেই হেতু, আমরা শুভকর অগ্নিযুক্ত হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।

'বার্য্যম্' এই পদ বরণার্থ বৃ(ঞ্) কিংবা সম্ভোগার্থ বৃ(ঙ্) ধাতুর উত্তর 'ঋহলোর্ণ্যৎ' এই সূত্র দ্বারা ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। উক্ত পদে 'ঈড্‌বন্দ' (পাঃ ৬।১।২১৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দধিরে' এই পদে ইরেচ্ প্রত্যয়ের 'চ' ইৎ যাওয়ায় অন্তস্বর উদাত্ত, এবং 'তিঙ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। 'মনামহে' এই পদ জ্ঞানার্থ মন্ ধাতুর উত্তর (লট্ মহে) ব্যতিক্রমে শপ্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৮ ॥

ঋকের অর্থ করিয়া গিয়াছেন ;—'যেহেতু অগ্নিদেব সুপ্রসন্ন হইলে সর্ব্ব-দেবতা সন্তুষ্ট হন, অতএব আমরা অগ্নিদেবকে সুপ্রসন্ন করিয়া অপর দেবগণকে উপাসনা করিতেছি।' এইরূপ, নানা ভাবের নানা অর্থ প্রচলিত আছে।

আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তাহার বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'স্বগ্নয়ঃ'—'সু-অগ্নি' হইতে ব্যুৎপন্ন হয়। 'সু-অগ্নি' কাহাকে বুঝায়? সদ্জ্ঞানরূপ অগ্নিই 'সু-অগ্নি' বলিয়া মনে করি? 'দেবাসঃ' পদ, 'দেবাঃ' পদের পরিবর্ত্তে বেদে ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ—'দীপ্যমানা 'ঋত্বিজঃ' হওয়া বড়ই কষ্টকল্পনা-মূলক। পরন্তু 'দেবগণ' অর্থই সুসঙ্গত। দেবগণ কেমন? না—তাঁহারা 'স্বগ্নয়ঃ' অর্থাৎ সদ্জ্ঞানস্বরূপ, (সূক্ষ্মশুদ্ধ-সত্ত্বভাবান্বিত); যাহা সদ্ভাবাপন্ন, তাহার সহিত মিলনের আশা করিলে, তদ্ভাবাপন্ন হওয়াই আবশ্যক। বহু ক্ষেত্রে বহু প্রকারে এ তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ঋকে বলা হইয়াছে,—'মানুষ! তোমরা যদি জ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও, যদি জ্ঞানধন লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা কর; জ্ঞানের অধিকারী হইবার চেষ্টা পাও। হৃদয়কে সদ্জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত কর; জ্ঞানস্বরূপ দেবগণ তোমাদের অধিগত হইবেন।' ঋক্টী একাধারে প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধন-সূচক,—ইহাই মনে করা যাইতে পারে। (১ম—২৬সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং　ষড়্বিংশসূক্তং। নবমী ঋক্)।

অথা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্যানাং

মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অথ। নঃ। উভয়েষাং। অমৃত। মর্ত্যানাং।

মিথঃ। সন্তু। প্রঽশস্তয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অথ' (সদ্‌জ্ঞানলাভানন্তরং) 'অমৃত-মর্ত্ত্যানাং' (অমৃতানাং অমরদেবানাং মর্ত্ত্যানাং মরণধর্ম্মিণো মনুষ্যাণাং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উভয়েষাং (দেবমনুষ্যয়োর্ম্মধ্যে ইতি যাবৎ 'মিথঃ' (পরস্পরং) 'প্রশস্তয়ঃ' (প্রকৃষ্টাঃ সম্বন্ধাঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সন্তু' (ভবন্তু)। হে দেব! যৎ ত্বয়া সহ অভিন্নসম্বন্ধং স্থাপয়িতুং সমর্থোঽস্মি, তৎ কুর্ব্বিতি প্রার্থনা। (১ম—২৬সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (সদ্‌জ্ঞানলাভানন্তর) অমরদেবগণের এবং মরণধর্ম্মী এই মনুষ্যগণের—আমাদের উভয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হউক ; (সদ্‌জ্ঞানলাভপূর্ব্বক আমরা যেন দেবগণের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে সমর্থ হই, হে ভগবন্, তাহাই করুন—এই প্রার্থনা)। (১ম—২৬সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে অমৃত মরণরহিতাগ্নে। অথ কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং মর্ত্ত্যানাং মনুষ্যাণাং নোঽস্মাকমস্মৎস্বামিনস্তব চোভয়েষাং মিথঃ পরস্পরং প্রশস্তয়ঃ প্রশংসারূপা বাচঃ সন্তু। সম্যগনুষ্ঠিতমিতি যজমানবিষয়া প্রশংসা। সম্যগনুগৃহীতমিত্যগ্নিবিষয়া ॥

অথ। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। অমৃত। অপাদাদাবিতি পর্য্যুদাসাৎ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরণরহিত অগ্নিদেব! কর্ম্মানুষ্ঠানের অনন্তর মনুষ্য (মরণশীল) আমরা ও আমাদের প্রভু তুমি, এইরূপ আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রশংসারূপ বাক্য (আলাপ) হউক। যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এই প্রকার যজমান বিষয়িণী প্রশংসা, আর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন, এইরূপ অগ্নি বিষয়ে প্রশংসা।

'অথ' এই স্থলে 'নিপাতস্য চ' এই সূত্রানুসারে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'অমৃত' এই পদে 'অপাদাদৌ' এইরূপ পর্য্যুদাস হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মর্ত্ত্যানাং' প্রাণত্যাগার্হ

যাষ্টিকমাদ্যুদাত্তত্বং। মর্ত্ত্যানাং। মৃঙ্ প্রাণত্যাগে। অসিহসীত্যাদিনা তন্প্রত্যয়ান্তো মর্ত্তশব্দঃ। তস্মাদ্ভবে ছন্দসি। পা০ ৪।৪।১১০। ইতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সন্তু। শ্নসোরল্লোপঃ। প্রশস্তয়ঃ। নাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৯॥

নবম (২৯৬) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের পদবিন্যাস জটিল ও বিভিন্ন বিপরীত অর্থ-সূচক। সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ হয় এই যে, 'যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের পর আমরা (মর্ত্ত্যগণ) ও তোমরা (অমর দেবগণ) পরস্পর যেন পরস্পরের প্রশংসা-সূচক বাক্য উচ্চারণ করি।' *

ঋকের অন্তর্গত 'অমৃত' পদটী সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের সিদ্ধান্ত। আমরা কিন্তু 'অমৃতমর্ত্ত্যানাং' পদটীকে দ্বন্দ্বসমাসান্ত পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। 'উভয়েষাং' পদ, সেরূপ নির্দ্দেশের এক প্রধান কারণ। যদি 'অমৃত' পদকে সম্বোধন-পদ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে অন্বয়মুখে 'মর্ত্ত্যানাং উভয়েষাং' বাক্যের অর্থ হয়,—'হে অমৃত! মর্ত্ত্য আমাদের উভয়ের পরস্পরের' ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতে ভাব-সঙ্গতি থাকে কি? পূর্ব্বাপর ঋকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 'আমরা তোমার প্রশংসা করিব, তোমরাও আমাদের

মৃঙ্ধাতুর উত্তর 'অসিহসি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'তন্' করিয়া 'মর্ত্ত' শব্দ হয়। সেই 'মর্ত্ত'-শব্দের উত্তর 'ভবে ছন্দসি' (পা০ ৪।৪।১১০) এই সূত্র দ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'মর্ত্ত্য' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদ 'যতোঽনাবঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সন্তু' এই পদে 'শ্নসোরল্লোপঃ' (পা০ ৬।৪।১১) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হইয়াছে। 'প্রশস্তয়ঃ' এই পদে 'নাদৌ চ' এই সূত্র দ্বারা গতির (উপসর্গের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ৯॥

* এই ঋকের দুইটী বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ঋক্ কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, বোধগম্য হইবে;—(১) 'হে অমর অগ্নিদেব আপনার এবং আমাদিগের অনুষ্ঠান সম্যক্ বলিয়া স্বীকার করুন এবং আমরা আপনার অনুগ্রহ সম্যক বলিয়া গ্রহণ করি।" (২) "হে অগ্নি! তুমি অমর, আমরা মর্ত্ত মনুষ্য, আইস আমাদিগের পরস্পর প্রশংসা করি।" (৩) "And may there be among us mutual praises of both the mortals, O immortal one (and the immortals)."

প্রশংসা করিবে',—আরাধ্য আরাধকে কি এরূপ সর্ত্তসূত্র থাকা সম্ভবপর? বিশেষতঃ, পূর্ব্ব ঋকে যে ভাবের দ্যোতনা আছে, জ্ঞানময় দেবতার সামীপ্য-লাভে জ্ঞানলাভে প্রবুদ্ধ হওয়ার যে আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে এ ঋকের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের সার্থকতা আমাদের পরিগৃহীত অর্থেই সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। সদ্‌জ্ঞানলাভ দেবসন্নিকর্ষপ্রাপ্তির হেতুভূত। সদ্‌জ্ঞান-লাভ করিতে পারিলে, দেবসাযুজ্য অবাহিত হয়। এখানে সেই ভাবই পরিস্ফুট দেখি। পূর্ব্ব ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম ছিল,—'হে ভগবন্! সদ্‌জ্ঞানস্বরূপ আপনি; আমি যেন সদ্‌জ্ঞানযুত হইয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারি।' এ ঋকে সেই প্রার্থনাই বিশদীকৃত; এখানে বলা হইয়েছে, এখানকার ভাব এই যে,—'মরণরহিত অমর দেবতার সহিত মরণধর্ম্মী মনুয্যের সম্বন্ধ বড় কঠিন। হে ভগবন্! আমি যেন সদ্‌জ্ঞান লাভ করি। আর, সেই সদ্‌জ্ঞান-লাভের ফলে, অমর আপনার সহিত এই মর-আমার যেন প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।' সাযুজ্যাদি মুক্তির যে অবস্থা, এখানে তাহারই স্তরগত পন্থার ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃষ্ট সদ্‌জ্ঞান লাভের পরই অমরের সহিত মরের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই এ ঋকের ভাবার্থ। (১ম—২৬সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড্‌বিংশং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ।

চনো ধাঃ সহসো যহো ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বেভিঃ। অগ্নে। অগ্নিঽভিঃ। ইমং। যজ্ঞং। ইদং। বচঃ।

চনঃ। ধাঃ। সহসঃ। যহো। ইতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সহসঃ' (বলস্য) 'যহো' (আশ্রয়) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'বিশ্বেভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ) 'অগ্নিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ, প্রকাশরূপৈঃ ইতি যাবৎ) 'ইমং' (প্রবর্ত্তমানং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম) 'বচঃ' (স্তোত্রং চ) 'ধাঃ' (অধাঃ, ধারয়, গ্রহণং কুরু ইতি শেষঃ)। সর্ব্বেষাং শক্তীনাং আশ্রয়ভূত হে অগ্নিদেব, অস্মাকং কর্ম্ম বচঃ চ যেন ভবৎসম্বন্ধযুক্তো ভবতু, তৎ কুর্ব্বিতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সকল শক্তির আশ্রয়-স্থান ভগবন্ অগ্নিদেব! সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ-রূপের দ্বারা (জ্যোতিঃরূপে, জ্ঞানরূপে) আপনি আমাদের অনুষ্ঠিত যাগাদিকর্ম্ম ও স্তোত্র গ্রহণ করুন। (আমাদের বাক্যকে এবং কর্ম্মকে আপনার সহিত সম্বন্ধযুত করিয়া দেন)। (১ম—২৬সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সহসো বলস্য যহো পুত্র হে দেবতাগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভিঃ সর্ব্বৈরাহবনীয়াদিভির্যুক্ত-স্ত্বমস্মদীয়ং যজ্ঞমিদমস্মদীয়ং বচঃ স্তোত্রং চ বোধানশ্চনোঽন্নং ধাঃ। অস্মভ্যং দেহি ॥

বিশ্বেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। চনঃ। চায়ৃ পূজানিশামনয়োঃ। চায়েরন্নে হ্রস্বশ্চেত্যসুন্। তৎসন্নিয়োগেন নুডাগমশ্চ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ধাঃ। লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। সহসো যহো ইতি সুবামন্ত্রিতে ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাদামন্ত্রিতস্য চেতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়ো নিহন্যতে ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে একবিংশো বর্গঃ ॥ ২১ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বলপুত্র অগ্নিদেব! আপনি আহবনীয় প্রভৃতি সমস্ত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া আমাদের এই যজ্ঞ এবং এই স্তোত্র লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।

'বিশ্বেভিঃ' এই পদে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র হেতু ভিসের স্থানে ঐস আদেশ হয় নাই। 'চনঃ' এই পদ চায় ধাতুর উত্তর 'চায়েরন্নে হ্রস্বশ্চ' এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয়, ও তৎ-সন্নিয়োগ-হেতু নুট্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ধাঃ'—এই পদ, ('ধা' ধাতুর উত্তর) লুঙ্, পরে 'গাতিস্থা' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'সিচ্' প্রত্যয়ের লুক্ (লোপ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; ঐ পদে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই সূত্র হেতু অট্ আগম হয় নাই। 'সহসো যহো' এই স্থলে 'সুবামন্ত্রিতে' এই সূত্র দ্বারা পরাঙ্গতুল্য হওয়ায় 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই সূত্র দ্বারা 'ষষ্ঠ্যন্তপদ ও আমন্ত্রিত পদ' এই উভয়াত্মক সমুদায় পদের নিঘাত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

দশম (২৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের মধ্যে যে গবেষণা চলিয়াছে, প্রথমে তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। তাঁহারা বলেন—'সহসঃ যহো' পদদ্বয়ের অর্থ—'বলের পুত্র'। তদনুসারে অধ্যাহার করা হয়,—বলের (শক্তির) দ্বারা ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখানে সেই অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে; বলা হইতেছে—'হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি অন্যান্য অগ্নিসকলের (গার্হপত্য, আহবনীয় প্রভৃতি) সহিত আমাদের এই যজ্ঞ ও স্তোত্র ধারণ করুন।' *

এক প্রকার অগ্নি, অন্যান্য অগ্নির সহিত আসিবেন—ইহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিয়া পাওয়া যায় না। অগ্নির বিভিন্ন প্রকার বা বিভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন অগ্নির বিষয় ধারণা করা যায় বটে; কিন্তু এক অগ্নির মধ্যে সেই সকল অগ্নির অধিষ্ঠান কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? অতএব, আমরা মনে করি, এখানে ঐ পরিদৃশ্যমান্ অগ্নির বিষয় বলা হয় নাই। 'বিশ্বেভিঃ অগ্নিভিঃ' পদদ্বয়ে ঐ জ্বলন্ত অগ্নির প্রতিও লক্ষ্য নাই। 'বিশ্বেভিঃ অগ্নিভিঃ' পদদ্বয়ে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ অগ্নি—জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি—এই ভাবই প্রকাশ পায়। এই দৃশ্যমান্ অগ্নির মধ্যেই তোমার বিশ্বব্যাপী জ্ঞানময় মূর্ত্তি যেন প্রকাশ পায়—দেখিতে পাই; আর, আমার কর্ম্ম ও বাক্য যেন সেই জ্ঞানের সহিত, তোমারই সহিত, সম্বন্ধযুক্ত হয়। ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে করি। (১ম—৬সূ—১০ঋ)।

* পরিদৃশ্যমান্ অগ্নির অতীত অগ্নিকে যে সম্বোধন করা হইয়াছে, ঋকের ইংরাজী অনুবাদে (ষ্টেভেনসন ও মাক্সমূলারের অনুবাদে) তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সে অনুবাদ,—"With all Agnis (i.e., with all thy fire), O Agni, accept this sacrifice and this prayer, O young (sun) of strength." এই ইংরেজী অনুবাদে লুডউইগ, বোল্‌নার ও কুন প্রভৃতি জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণের অনুসরণ আছে বলিয়া প্রকাশ।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। সপ্তবিংশসূক্তং।

দ্বাবিংশাৎ চতুর্বিংশো বর্গঃ।

সপ্তবিংশসূক্তং।

এই সূক্তের ঋক্‌গুলিও অজিকুমার শুনঃশেপের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হয়। পরন্তু বেদবাক্যের প্রকৃত শক্তি হ্রাস করিবার উপযোগী কতকগুলি পদ এবং বাক্য, এই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ঋক্‌সমূহের ভিতর হইতেও বাহির করা হইয়া থাকে। মানুষের চিন্তার গতি যেমন যেমন পথে প্রধাবিত, ঋক্‌মন্ত্রে সেই অর্থই প্রকাশ পায়।

এ সূক্তের বিদ্যমান বাক্য—'শবসা সূনু' (২য় ঋক্‌); উহার অর্থ করা হয়—'বলের পুত্র'। পূর্ব্ব সূক্তের (১০ ঋক্‌) 'সহসো যহো', আর এই সূক্তের 'শবসা সূনু'—সে হিসাবে একই অর্থজ্ঞাপক। এইরূপ 'গায়ত্রং নব্যাংসং' (এই সূক্তের ৪ ঋক্‌) বাক্য দেখিয়া, ঋষি নূতন স্তোত্র রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন—এবম্বিধ অর্থ আমনন করা হয়। বলা বাহুল্য, বেদবাক্যের পৌরুষত্ব-খ্যাপন-পক্ষেই ঐরূপ প্রচেষ্টাই চলিয়া আসিতেছে। তার পর, 'সিন্ধোরূর্ম্মা উপাকে' বাক্যে সোমরস-প্রস্তুতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়। ফলতঃ, দেবতারা যে মানুষ বা মানুষ হইতে উৎপন্ন, স্তোত্র যে মানুষের রচিত বা গ্রথিত এবং সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যই যে দেবতার পূজার প্রকৃষ্ট সামগ্রী, এক দৃষ্টিতে, এই সপ্তবিংশ সূক্ত দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করা যায়।

হায় বেদ!—লোক-বিশেষের হস্তে পড়িয়া তোমার এমনই দুর্দ্দশা উপস্থিত! যাহা হউক, জ্ঞানতঃ আমরা যাহা বুঝিয়াছি, যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। ভগবান্ সত্য-স্বরূপ; তিনিই সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

সপ্তবিংশ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

অশ্বং ন ত্বেতি ত্রয়োদশর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং। পূর্ব্বাদৃষ্যাদয়ঃ। ত্রয়োদশ্যা নমো মহদ্ভ্য ইত্যস্যাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। বিশ্বেদেবা দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। অশ্বং সপ্তোনা গায়ত্রং হন্ত্যা দৈবী ত্রিষ্টুবিতি। প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োরুক্তমা বর্জ্জিতস্য সূক্তস্য বিনিয়োগ উক্তঃ। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে সপ্তবিংশসূক্তং ঋষি অজীগর্ত্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ।

অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। আগ্নেয়ক্রতৌ বিনিয়োগঃ

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ।

সম্রাজন্তমধ্বরাণাং ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বং। ন। ত্বা। বারঽবন্তং। বন্দধ্যৈ। অগ্নিং। নমঃঽভিঃ।

সংঽরাজন্তং। অধ্বরাণাং ॥ ১ ॥

সপ্তবিংশ-সূক্তের ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চতুর্থ সূক্ত 'অশ্বং ন ত্বা' ইত্যাদি ত্রয়োদশ সংখ্যক ঋক্ বিশিষ্ট। ঋষ্যাদি (ঋষি, ছন্দ ও দেবতা) পূর্ব্ব সূক্তের তুল্য। 'নমো মহদ্ভ্যঃ' ইত্যাদিরূপ ত্রয়োদশী ঋকের ছন্দ ত্রিষ্টুভ্ এবং বিশ্বদেব (সমস্ত দেবগণ) দেবতা উক্ত প্রকারেই অনুক্রান্ত (অনুক্রমণিকায় উল্লিখিত) হইয়াছে। 'অশ্বং সপ্তোনা গায়ত্রং হন্ত্যা দৈবী ত্রিষ্টুব্' ইতি। প্রাতরনুবাক ও আশ্বিন শস্ত্র বিষয়ে উত্তমা ঋক্ বর্জ্জিত সূক্তের বিনিয়োগ (সম্বন্ধ) উক্ত হইয়াছে। সেই সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বং' (ব্যাপকং, রশ্মিং) 'ন' (ইব) 'বারবন্তং' (বাধানিবারকং, প্রকাশকং) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'সম্রাজন্তং' (স্বামিনং, নিষ্পাদকং) 'ত্ব' (ত্বাং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং) 'নমোভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বন্দধ্যৈ' (বন্দিতুং প্রবৃত্তা ভবামি ইতি শেষঃ)। রশ্মিবৎ স্বপ্রকাশকং সর্ব্বসৎকর্ম্মসম্পাদকং জ্ঞানস্বরূপং দেবং সংভজে ইতি ভাবঃ। (১ম—২৭সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

রশ্মির ন্যায় স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ) সর্ব্বযজ্ঞের (সকল সৎকর্ম্মের) সম্পাদক (প্রভু) সেই অগ্নিদেবকে আমি (যেন) বন্দনায় প্রবৃত্ত হই,—আমি যেন তাঁহার আরাধনায় রত থাকি। (১ম—২৭সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং সম্রাজন্তং সম্রাট্‌স্বরূপং স্বামিনমগ্নিং ত্বাং নমোভিঃ স্তুতিভির্বন্দধ্যৈ বন্দিতুং প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ অত্র দৃষ্টান্তঃ। বারবন্তং বালযুক্তমশ্বং ন। অশ্বমিব। অশ্বো যথা বালৈর্দংশমশকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিঃ স্ববিরোধিনঃ পরিহরসীত্যর্থঃ॥

বারবন্তং। মতুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে। ঘঞো ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তো বারশব্দঃ কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বং পাঠান্তরেণ ন প্রবর্ত্ততে যদ্বা বারয়তি দংশমশকাদীনিতি বারঃ পচাদ্যচ্। কপিলকাদিত্বাল্লত্ববিকল্পঃ। বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ। বন্দধ্যৈ। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতি নুম্। তুমর্থে সেসেন ইত্যধ্যৈপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সম্রাজন্তং শপঃ পিত্ত্বাদনু-

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(হে অগ্নিদেব) সার্ব্বজনীন যজ্ঞের সম্রাট্-স্বরূপ ও প্রভু এইরূপে আপনাকে স্তুতি-বাক্য দ্বারা বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই স্থলে 'প্রবৃত্তা' ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই; আপনি কিরূপ,—না, কেশযুক্ত অশ্বের তুল্য, অর্থাৎ অশ্ব যেরূপ নিজ পুচ্ছ কেশ-সমূহ দ্বারা দংশকের মশক মক্ষিকা প্রভৃতিকে নিবারণ করে, সেইরূপ আপনিও স্বকীয় জ্বালা-সমূহ দ্বারা আমাদিগের বিরোধিগণকে নিবারণ করিয়া থাকেন।

'বারবন্তং' এই পদে 'মতুপ্' প্রত্যয়ে 'প' ইৎ যাওয়ায় অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। ঘঞের 'ঞ' ইৎ হওয়ায় 'বার' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু 'কর্ষাত্বতঃ' এই নিয়ম হেতু ব্যতিক্রমে অন্তস্বর উদাত্ত হয় নাই। অথবা 'দংশকগণকে নিবারণ করে' এই অর্থে চুরাদিগণীয় 'বৃ' ধাতুর উত্তর পচাদি হেতু অচ্ (অন্) প্রত্যয় করিয়া বার শব্দ হয়; এবং বার শব্দ কপিলাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায়, বিকল্পে 'ল' হয় নাই। 'বন্দধ্যৈ' এই পদ অভিবাদনার্থ বদি ধাতুর স্থানে 'ইদিতো নুম্ ধাতোঃ' এই সূত্র দ্বারা নুম্ আগম করিলে 'বন্দ' হয়। অতঃপর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা 'অধ্যৈ' প্রত্যয়, এবং প্রত্যয়স্বর

দাত্তত্বং। শতৃশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব। অধ্বরাণাং। নক্রুত্ভ্যামিতুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং ॥ ১ ॥

প্রথম (২৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের বড় সমস্যামূলক পদ-বাক্য—'অশ্বং ন বারবন্তং'। ভাষ্যকারগণ উহার অর্থ করিয়া গিয়াছেন—'অশ্বের ন্যায় পুচ্ছযুক্ত।' তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া ভাব আনা হইয়াছে,—'অশ্ব যেমন পুচ্ছ-সঞ্চালনে দংশ-মশকাদিকে দূরীভূত করে, অগ্নিদেব সেইরূপ আমাদের জ্বালাযন্ত্রণা ('শত্রুদিগকে) দূর করেন'' 'ঘোটক যেমন পুচ্ছযুক্ত'* —এবংবিধ উপমার কোনও সার্থকতাই আমরা দেখিতে পাই না। অগ্নির শিখার সহিত ঘোটকের পুচ্ছের সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়? দংশ-মশকাদির বিষয় মনে করা—বড় দূর কল্পনার কথা। সুতরাং তাহা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি না।

আমরা মনে করি, এখানে জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির উপমা বিদ্যমান রহিয়াছে, জ্ঞান-রূপ রশ্মি স্বতঃবিস্ফারিত হয়, অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ বাধা তাহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। এখানে ঐ উপমায়, যে অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হইতেছে। সাধারণ অগ্নি বা জ্যোতিঃ স্বতঃবিচ্ছুরণশীল হইলেও, তাহার গতিপথে বাধা থাকিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানাগ্নির নিকট অজ্ঞানরূপ বাধা আপনিই দূরীভূত হয়। এখানে উপাস্য অগ্নির সেই অলৌকিক তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। এই অগ্নির সম্বন্ধে প্রিয়। আমি যেন সেই জ্ঞানাগ্নির অধিকারী হই,—ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২৭সূ—১ঋ)।

করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'সম্রাজন্তং' এই পদে শপের 'প' লুপ্ত হওয়ায় অনুদাত্তস্বর হইয়াছে, এবং লসার্ব্বধাতুক স্বরেরই দ্বারা 'শতৃ' প্রত্যয়ের ধাতুস্বর, আর সমাস হইলে পর কৃদন্তের উত্তর পদস্বর দ্বারা সেই ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'অধ্বরাণাং' এই পদে 'নক্রুত্ভ্যাং এই সূত্র দ্বারা উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

* ম্যাক্সমূলারের বেদে, ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে, ইংরাজীতে ঋকটী কি অবয়ব ধারণ করিয়া আছে, তাহাও দেখুন,—"With reverence I shall worship thee who art long-tailed like a horse, Agni, the king of worship."

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ

মীঢ্বাঁ অস্মাকং বভূয়াৎ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ঘ। নঃ। সূনুঃ। শবসা। পৃথুऽপ্রগামা। সুऽশেবঃ।

মীঢ্বান্। অস্মাকং। বভূয়াৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'শবসা' (শক্তেঃ, বলস্য, শক্ত্যাঃ) 'সূনুঃ' (পুত্রঃ, আশ্রয়ঃ) 'পৃথুপ্রগামা' (সর্ব্বত্রগমনশীলঃ, সর্বত্রবিদ্যমানঃ) 'স ঘ' (স এব জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুশেবঃ' (সুসুখঃ, পরমসুখসাধকঃ) ভবতু, 'অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণাং) 'মীঢ্বান্' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্ট-সিদ্ধিদঃ) 'বভূয়াৎ' (ভবতু)। সকলশক্তিনাং আশ্রয়ভূতঃ জ্ঞানস্বরূপঃ স অগ্নিদেব অস্মাকং সুখবর্দ্ধনং অভীষ্টপূরণং চ কুরু ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৭সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সকল শক্তির আশ্রয়, সর্ব্বত্রবিদ্যমান সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমাদের পরমসুখসাধক হউন, এবং প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট তিনি সর্ব্বথা পূরণ করুন। (১ম—২৭সূ—২ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

স ঘ স এবাগ্নির্নোঽস্মাকং সুশেবঃ সুসুখো ভবত্বিতি শেষঃ। কীদৃশঃ। শবসা বলস্য সূনুঃ পুত্রঃ। পৃথুপ্রগামা। পৃথুপ্রগমনঃ। কিঞ্চ। অস্মাকং মীঢ্বান্ কামানাং বর্ষিতা বভূয়াৎ। ভবতু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই অগ্নিই আমাদিগের সম্বন্ধে শুভ সুখদাতা হউক। এই স্থলে 'ভবতু' ক্রিয়াপদ উহ্য। অগ্নি কিরূপ,—না, বলের পুত্র এবং স্থূলভাবে প্রস্থানকারী (অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টির প্রত্যক্ষীভূত)। পুনশ্চ, (সেই অগ্নিদেব) আমাদের প্রতি অভিলাষবর্ষণকারী হউন।

ঘা নঃ। ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং। পা০ ৬৩১৩৩। ইতি দীর্ঘঃ। শবসা। সুপাং সুপো ভবন্তীতি ভসষ্টাদেশঃ। পৃথুপ্রগামা। প্রকর্ষেণ গমনং প্রগামঃ। হলশ্চেতি ঘঞ্। পৃথুঃ প্রগামা যস্যাসৌ পৃথুপ্রগামা। সুপাং সুলুগিতি পূর্ব্বসবর্ণ আকারঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুশেবঃ। ইন্‌শীঙ্‌ভ্যাং বন্। উ০ ১।১৫১। ইতি শেবশব্দো বন্‌প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। ততো বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মীঢ়্বান্। মিহ সেচনে ইত্যস্মাৎ ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ়্বাংশ্চেতি নিপাতিতঃ। বভূয়াৎ। ভবতেশ্ছান্দসস্য লিটস্থিঙ্ভাং লিঙ্ভা ভবন্তীতি লিঙাদেশঃ। যাসুটস্থানিবত্ত্বাবাদার্দ্ধধাতুকত্বাচ্ছবভাবঃ। দ্বির্বচনে ভবতেরঃ। পা০ ৭।৪।৭৩। ইত্যত্বং। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যদ্বা। এতস্মাদেব লিঙি ছান্দসঃ শ্লুঃ। ভবতের ইতি লিটি বিহিতমভ্যাসস্য সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইত্যত্বং॥ ২॥

দ্বিতীয় (২৯৯) ঋকের বিশদার্থ।

এখানে সাধারণ-দৃষ্টিতে 'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে 'বলের পুত্র' অর্থাৎ বল-উৎপন্ন (ঘর্ষণোৎপন্ন) অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝা যায়।

'ঘা নঃ' এই স্থলে 'ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাম' (পা০ ৬।৩।১৩৩) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। 'শবসা' এই পদে 'সুপাং সুপো ভবন্তি' এই সূত্র দ্বারা ভসঃ স্থানে টা আদেশ হইয়াছে। 'পৃথু প্রগামা' এই পদের সাধনক্রম এই,—'প্রকৃষ্টরূপে গমন' প্রগাম শব্দের অর্থ। প্র পূর্ব্বক গম ধাতুর উত্তর 'হলশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'ঘঞ্' করিলে প্রগাম শব্দ সিদ্ধ হয়। পরে 'পৃথু প্রগাম যাহার সে' 'পৃথু প্রগামা' এইরূপ সমাস হইলে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব সবর্ণ স্থানে আকার, এবং বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'সুশেবঃ' এই পদটীতে শী ধাতুর উত্তর 'ইন্ শীঙ্ভ্যাং বন্' (উ০ ১।১৫১) এই সূত্র দ্বারা বন্ প্রত্যয় করিয়া 'শেব' শব্দ হয়; আর ঐ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। অনন্তর বহুব্রীহি সমাস হইলে 'নঞ্‌সুভ্যাম' সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্ত্যবর্ণে উদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মীঢ়্বান্' এই পদ সেচনার্থ মিহ ধাতুর উত্তর 'ক্বসু' প্রত্যয় করিলে 'দাশ্বান সাহ্বান্ মীঢ়্বাংশ্চ' এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'বভূয়াৎ' এই পদ, ভূ-ধাতুর উত্তর বৈদিক লিটের স্থানে 'লিঙ্লিটে ভবন্তি' এই সূত্রে 'লিঙ্' আদেশ, এবং যাসুটের স্থানিবৎ হওয়ায় 'আর্দ্ধধাতুক' সংজ্ঞা-হেতু শপের অভাব. দ্বির্বচনে ভবতেরঃ' (পা০ ৭।৪।৭৩) এই সূত্র দ্বারা অকার, 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা ভূ ধাতুর উত্তর লিঙ্, পরে বৈদিক নিয়মে 'শ্লু' এবং 'ভবতেরঃ' এই সূত্র দ্বারা লিট্-বিভক্তিতে বিহিত যে অকার, তাহা এই স্থলে 'অভ্যাসস্য সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই নিয়ম করিয়া উক্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে॥ ২॥

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে সেই অর্থই প্রকট হইয়া আছে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, সেই অর্থই প্রতিভাত হইবে,—ঋঙ্মন্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব। যাহা হউক, আমরা কিন্তু 'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে 'শক্তির আশ্রয়-স্থান' অর্থই গ্রহণ করি। বীজ-মূল বৃক্ষ, কি বৃক্ষ-মূল বীজ,—ইহা যেরূপ নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন; শক্তি হইতে অগ্নি, কি অগ্নি হইতে শক্তি, তাহাও সেইরূপ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়, আধার আধেয়-ভাবে পরস্পার পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—এই তত্ত্বই, তত্ত্ব-পক্ষে অভিন্নত্ব-ভাবই, উপলব্ধ হয়। শক্তিরূপে যিনি অগ্নির উৎপাদক হন, অগ্নিরূপে তিনিই আবার শক্তিকে উৎপাদন করেন। উৎপাদক ও উৎপন্ন এ পক্ষে অভিন্ন সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যেমন, জল ও বুদ্বুদ—নামভেদ প্রকারভেদ মাত্র; পরন্তু বস্তুপক্ষে উভয়ই অভিন্ন। এখানে 'শবসা সূনুঃ' এবং 'পৃথুপ্রগামা' সেই অগ্নিকেই বুঝাইতেছে,—যিনি শক্তি হইতে উৎপন্ন, অথচ শক্তিরই হেতুভূত এবং বিশ্বব্যাপক। ফলতঃ, যিনি স্রষ্টা অথচ সৃষ্টি, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত; এখানে বিশেষণে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অগ্নিরূপে, তেজোরূপে, জ্যোতী-রূপে তিনি যে বিশ্বব্যাপ্ত,—'পৃথুপ্রগামা' পদ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তিনি যে সাকার ও নিরাকার,—'শবসা সূনুঃ' পদদ্বয়ে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করি। সৃষ্টিকর্ত্তা পিতারূপে তিনি অব্যক্ত, নিরাকার সৃষ্ট পুত্র রূপে তিনি ব্যক্ত (সাকার), উৎপত্তিমূল-রূপে অদৃষ্ট, উৎপন্ন-রূপে পরিদৃশ্যমান্;—এ ভাবও এখানে মনে আসিতে পারে। সেই যে অগ্নি-দেবতা, সেই যে ভগবান অগ্নিদেব, তিনি আমাদিগের সুখবৃদ্ধি করুন এবং অভীষ্ট পূরণ করুন—ইহাই এ ঋকের প্রার্থনা। (১ম—২৭সূ—২ঋ)।

—o—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ।

পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ ॥ ৩ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। দূরাৎ। চ। আসাৎ। চ। নি। মর্ত্যাৎ।

অঘহয়োঃ। পাহি। সদং। ইৎ। বিশ্বহআয়ুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বায়ুঃ' (সর্ব্বপ্রাণস্বরূপঃ, জগতঃ রক্ষকঃ) 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দূরাৎ চ' (অন্তরাৎ চ, দূরেঽপি) 'আসাৎ চ' (সমীপদেশে নিকটেঽপি) নি (নিত্যং অধিতিষ্ঠতি); হে দেব! 'মর্ত্যাৎ' (মর্ত্যসম্বন্ধাৎ, মানবজন্মসহজাৎ) 'অঘায়োঃ' (পাপাৎ) 'সদম্ ইৎ' (সর্ব্বদৈব) 'পাহি' (পরিত্রায়স্ব)। স ভগবান সর্ব্বেষাং বিশ্বপ্রাণঃ, তথাপি অস্মাকং সাধনাকল্পানুসারেণ নিকটেঽপি দূরেঽপি চ তিষ্ঠতি। হে ভগবন্! পাপাৎ ত্রায়স্ব, হৃদি আগচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৭সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপ্রাণস্বরূপ (বিশ্বায়ু) সেই ভগবান অগ্নিদেব আমাদিগের দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন (কর্ম্মানুসারে আমরা তাঁহাকে নিকটেও দেখিতে পারি, আবার দূরেও দেখিতে পারি); হে ভগবন্! মানব-জন্ম-সহজাত পাপ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। (১ম—২৭সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বিশ্বায়ুর্ব্যাপ্তগমনঃ স ত্বং দূরাচ্চ দূরদেশাদপি। আসাচ্চ সমীপদেশাদপি। অঘায়োরঘং পাপমনিষ্টং কর্ত্তুমিচ্ছতো মর্ত্যান্মনুষ্যাদ্বৈরিণো অস্মান্ সদমিৎ সর্ব্বদৈব নিপাহি। নিতরাং পালয় ॥

অঘায়োঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। অশ্বাঘস্যাদিত্যাত্বং। পাহি। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! ব্যাপ্তগমন (সর্ব্বত্রগামী) এইরূপ আপনি দূরে ও নিকটে পাপ অর্থাৎ অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক শত্রুস্থানীয় মনুষ্য হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করুন।

'অঘায়োঃ' এই পদ (অঘ শব্দের উত্তর) 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' (পা০৩।১।৮) এই সূত্র দ্বারা ক্যচ্ প্রত্যয়, এবং 'অশ্বাঘস্যাৎ' এই সূত্রে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'পাহি' এই পদে

বিশ্বায়ুঃ। ইণ্ গত্যাবিত্যস্মাদ্ভাবে এতের্ণিচ্চ। উ০ ২।১১৪। ইত্যাসিঃ। বিশ্বময়নং গমনং যস্যেতি বহুব্রীহিঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং ॥ ৩ ॥

* *

তৃতীয় (৩০০) ঋকের বিশদার্থ

মানুষের কর্ম্মানুসারে, মানুষের ধ্যান ধারণা-অনুভাবনা-ক্রমে, ভগবান তাঁহাদিগের নিকটে ও দূরে অবস্থিতি করেন। তিনি বিশ্বায়ু বিশ্বপ্রাণরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও, মানুষ সর্ব্বদা তাঁহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায় না; কখনও দেখে—তিনি কত দূরে আছেন; কখনও দেখে—তিনি নিকটে আসিতেছেন। এ ঋকে মানুষের সেই বিভ্রমের বিষয় বলা হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে,—'মানুষ, যদি তুমি সর্ব্বদা তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাও, তিনি যেন এই মনুষ্য-জন্মের সঞ্চিত নিত্য-সম্বন্ধযুত পাপ-সমূহকে বিদূরিত করেন।' পাপ বিদূরিত হইলেই, অজ্ঞান অন্ধকার অপসারিত হইলেই, পুণ্যস্বরূপ তাঁহার—জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার—অধিষ্ঠান হইবে। তাই ঐ প্রার্থনা,—'হে দেব! আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।'

'মর্ত্ত্যাং অঘায়োঃ' পদদ্বয়ে, ভাষ্যকারগণ মর্ত্ত্যলোকদের (মনুষ্যরূপ শত্রুদের) হিংসা (বৈরিভাব) রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, এ ঋকে আর্য্য অনার্য্যের বিরোধ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; হিংস্র অসুরগণের শত্রুতা হইতে রক্ষা করুন,—সে হিসাবে ঋকের ইহাই প্রার্থনা হয়। আমরা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিগ্রহ করি। 'অঘ' শব্দে পাপকে বুঝায়। অদৃষ্টবশতঃ মনুষ্যজন্ম হয়।

পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'বিশ্বায়ুঃ'—গমনার্থ 'ই(ণ)' ধাতুর উত্তর' ভাববাচ্যে (স্বার্থে) 'এতের্ণিচ্চ' (উ০২।১১৪) এই সূত্র দ্বারা 'উসি' প্রত্যয় করতঃ 'অয়ুস্' শব্দ হয়। অনন্তর, বিশ্ব (সকল) 'অয়ুস্' (গমন হয়) যাহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'বিশ্বায়ুঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ পদে 'বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্' (পা০ ৬।২।১০৬) এই সূত্রে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

* * *

মনুষ্যজন্ম কর্ম্মফল-ভোগের হেতুভূত। 'জন্মাৎ' পদের প্রকৃত অর্থ, আমরা তাই মনে করি,—জন্ম-সহ সঞ্জাত। মনুষ্য-জন্মে মানুষ যেমন কর্ম্মফল-ভোগ করে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই নূতন নূতন পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। একটী অসত্যকে চাপা দিবার জন্য মনুষ্য নূতন নূতন অসত্যের আশ্রয় লইয়া থাকে। একটা পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে আশঙ্কায়, পাপী নূতন পাপে প্রবৃত্ত হয়। চোর চুরি করিয়া পাপ করে; শেষে সে পাপ ঢাকিবার জন্য, যে তাহাকে চুরি করিতে দেখিয়াছে, তাহার হত্যা-কার্য্যে সাহস করে। এইরূপে পাপের উপর পাপের পশরা সজ্জিত হইতে থাকে। জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ-মাত্রেরই এই অবস্থা। এখানকার 'মর্ত্ত্যাৎ অঘায়োঃ' পদদ্বয় সেই অবস্থা দ্যোতনা করিতেছে। প্রার্থনায় জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! যে পাপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট; সেই পাপের ফলভোগই অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে পাপের উপর আর যেন নূতন পাপে প্রবৃত্ত না হই। দয়াময়! দয়া কর,—মনুষ্যজন্ম-সহকৃত পাপসমূহ হইতে উদ্ধার কর।' (১ম—২৭সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং।

অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমং। ঊং ইতি। সু। ত্বং। অস্মাকং। সনিং। গায়ত্রং।

নব্যাংসং। অগ্নে। দেবেষু। প্র। বোচঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে দেব!) 'ত্বং অস্মাকং' (ত্বং অস্মং প্রার্থনাকারিণঃ) 'সনিং' (আহবনীয়ং, হবিঃ) 'নব্যাংসং' (চিরনূতনং) 'গায়ত্রং' (স্তোত্রং চ) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষু) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ, অস্মাকং সুমঙ্গলার্থং) 'প্র বোচ' (প্রব্রূহি, প্রাপয় ইতি যাবৎ)। অস্মদভীষ্টপূরণার্থং অস্মাকং পূজাং সর্ব্বান্ দেবান্ প্রাপয় ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৭সূ—৪ঋ)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! প্রার্থনাকারী আমাদের আহবনীয় (পূজা) এবং (আমাদের উচ্চারিত এই) চিরনূতন গায়ত্রী স্তোত্র, আমাদের সুমঙ্গল-বিধানার্থ, সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। (১ম—২৭সূ—৪ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বমস্মাকমমুং সন্নিহিতমিমমু যু পুরোদেশে হূয়মানমপি সনিং হবির্দানং নব্যাংসং নবতরং গায়ত্রং স্তোত্ররূপং শব্দং চ দেবেষু দেবানামগ্রে প্রবোচঃ। প্রব্রূহি॥

উ ষু নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুঞঃ ইতি ষত্বং। নব্যাংসং। নবশব্দাদীয়সুনীকারলোপশ্ছান্দসঃ। ঈয়সুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বোচঃ। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্‌ ইতি লোডর্থে প্রার্থনায়াং লুঙ্। অস্যতিবক্তীতি চ্লেরঙাদেশঃ। বচ উম্॥ ৪॥

চতুর্থ (৩০১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের 'নব্যাংসং' এবং 'প্র বোচ' পদ দুইটী উপলক্ষে নানা মতান্তর সৃষ্ট হইয়াছে। 'নব্যাংসং' শব্দে 'নবরচিত' অর্থ গ্রহণ করিয়া, বেদবিদ্বেষিগণ কহেন,—'এই দেখুন, বেদ যে অপৌরুষেয় নহে, বেদের

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি অস্মৎসম্বন্ধীয় এই সম্মুখে অনুষ্ঠীয়মান হবির্দানসংস্কার এবং অতীব অভিনব স্তুতিরূপ বাক্য এই উভয়ের কথা দেবগণের নিকট জ্ঞাপন করুন।

'উ ষু' এই স্থলে 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মে সংহিতায় দীর্ঘ, এবং 'সুঞঃ' এই সূত্রে 'ষত্ব' হইয়াছে। 'নব্যাংসং' এই পদ নব শব্দের উত্তর 'ঈয়সুন্' এবং ঐ প্রত্যয়ের বৈদিক প্রয়োগহেতু ঈকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; আর ঐ পদে 'ঈয়সুন্' এর 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত। 'বোচঃ' এই ক্রিয়া পদ, (ব্রূ বা বচ ধাতুর) 'ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্' (পা৽ ৩৷৪৷৬) এই সূত্র দ্বারা প্রার্থনারূপ লোট্‌-অর্থে 'লুঙ্', অনন্তর 'অস্যতি বক্তি' ইত্যাদি সূত্রে 'চ্লির' স্থানে 'অঙ্' আদেশ এবং বচ্ স্থানে উম্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৪॥

মন্ত্রগুলি যে সেদিন নূতন রচিত হইয়াছিল, এইখানে তাহার প্রমাণ দেখুন।' কিন্তু তাঁহারা আদৌ বুঝিতে চাহেন না যে,—গায়ত্রীমন্ত্র চিরনূতন, আর সেই ভাবই ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। 'প্র বোচ' পদের অর্থে তাঁহারা বলেন,—'মানুষ রূপ দেবতা অগ্নি, অন্যান্য মানুষরূপ দেবতাকে যেন এই মন্ত্র-রচনার ও হবির্দ্দানের কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলেন; সেই ভাব এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।' পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, মন্ত্র তাঁহার চক্ষে সেই ভাবই প্রকটিত করিবে। এখানেও তাই। নিত্য সনাতন এই মন্ত্রের লক্ষ্য এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনিই একমাত্র অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে পরিদৃশ্যমান্; অন্য দেবগণ দৃষ্টির অতীত। তাই আপনারই নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—আমার পূজা-অর্চ্চনা আপনিই সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের অনুকম্পার অধিকারী করুন।' (১ম—২৭সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু।
শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নঃ। ভজ। পরমেষু। আ। বাজেষু। মধ্যমেষু।
শিক্ষ। বস্বঃ। অন্তমস্য ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'নঃ' (অস্মান্) 'পরমেষু' (উৎকৃষ্টেষু পরমার্থসম্বন্ধিষু) 'বাজেষু' (মোক্ষরূপধনেষু) 'আ' (সম্যক্) 'ভজ' (প্রাপয়); 'মধ্যমেষু' (স্বর্গাদিলাভরূপেষু বাজেষু প্রাপয় ইতি শেষঃ); 'অন্তমস্য' (আন্তিকস্য, ইহসংসারসম্বন্ধিনঃ) 'বস্বঃ' (ধনানি, সৎকর্ম্মসহযুতানি, জ্ঞানস্বরূপাণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'শিক্ষ' (দেহি)। অস্মান্ সৎকর্ম্মসহযুতান্ কুরু, অস্মাকং স্বর্গাদিসুখকামনায়াং যজ্ঞপ্রবৃত্তিঞ্চ দেহি, অন্তিমেঽপি মোক্ষং প্রাপয়। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৭সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! পরমার্থসম্বন্ধীয় (উৎকৃষ্ট) মোক্ষরূপ ধন সম্যক্‌রূপে আমাকে প্রদান করুন; স্বর্গাদিলাভ কামনামূলক যজ্ঞরূপ মধ্যমধন আপনি আমায় প্রদান করুন; ইহসংসার-সম্বন্ধী সৎকর্ম্মসহযুত জ্ঞানরূপ ধন সর্ব্বতোভাবে আপনি আমায় শিক্ষা দেন। (১ম—২৭সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং

হে অগ্নে পরমেষূৎকৃষ্টেষু দ্যুলোকবর্ত্তিষু বাজেম্বন্নেষু নোঽস্মানাভজ। সর্ব্বতঃ প্রাপয়। মধ্যমেম্বন্তরিক্ষলোকবর্ত্তিষু বাজেষ্বাভজ। অন্তমস্যান্তিকতমস্য ভূলোকস্য সম্বন্ধীনি বস্বো বসূনি শিক্ষ। দেহি।

শিক্ষ বিদ্যোপাদানে। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বম্। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। অন্তমস্য। অন্তিকশব্দাৎ তমে তাদেশ্চেতি তিকশব্দলোপঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বাবিংশো বর্গ॥ ২২॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গলোকস্থিত উৎকৃষ্ট অন্ন এবং আকাশলোকস্থিত অন্ন পাওয়ান (অর্থাৎ আমরা যেরূপে উক্ত দ্বিবিধ অন্ন লাভ করিতে পারি, তদুপায় বিধান করুন; অথবা উক্ত দ্বিবিধ অন্ন আমাদিগকে দান করুন)। আর অতি নিকটস্থিত এই যে ভূলোক (পৃথিবী), এতৎসম্বন্ধীয় ধনরত্ন-সমূহ (আমাদিগকে) দান করুন।

'শিক্ষ' এই পদ 'বিদ্যাগ্রহণার্থ শিক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঐ পদে শপের 'প' ইৎ থাকায় অনুদাত্তস্বর, এবং 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'অন্তমস্য' এই পদ অন্তিকতম শব্দের 'তমে তাদেশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'তিক' ভাগের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম (৩০২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে মানুষের ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রকটিত দেখি। মানুষ ইহসংসারে সুখ-সম্পৎ কামনা করে। সৎকর্ম্মসহযুত জ্ঞানরূপ ধন সে সুখের শ্রেষ্ঠ-সুখ। স্বর্গাদি কামনায় প্রধানতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গসুখ মানুষের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সে সুখলাভকে মধ্যম সুখলাভ বলা যাইতে পারে। সেই সুখ লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইতে, স্বর্গসুখ প্রাপ্তি-পক্ষে চেষ্টা করিতে করিতে, মোক্ষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। মোক্ষই উৎকৃষ্ট। তাই 'পরমেষু বাজেষু' বলা হইয়াছে। ইহলোকের কর্ম্ম একান্ত শিক্ষণীয়; তাই 'অন্তমস্য বস্বঃ' প্রসঙ্গে 'শিক্ষ' ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করিতেছি। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আমরা যেন ইহসংসারে থাকিয়া সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে অভ্যস্ত হই,—আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মের পন্থা-প্রদর্শনে শিক্ষা দান করুন। সৎকর্ম্মেই জ্ঞান সঞ্জাত হয়। জ্ঞানই সংসারের পরম ধন। দ্বিতীয় প্রার্থনা,—আমরা যেন কামনা-পরবশ হইয়াও যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই থাকুক কামনা, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—কামনা যাহা সৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। স্বর্গলাভ-কামনা করিয়াই আমরা যেন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হই। হে ভগবন্! সে মতিও আমাদিগকে দেও। চরম প্রার্থনা,—এই সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়া, নানারূপ আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির ভিতর দিয়া, আমাদিগকে সেই পরম-সুখ মুক্তি প্রদান করুন। সংসারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের শিক্ষা পাইতে পাইতে, স্বর্গাদি-মূলক যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ক্রমশঃ মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ-ধন লাভ হউক।' মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম-২৭সূ-৫ঋ)। *

* এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই দুর্বোধ। প্রার্থনাকারী কি ধন চাহিতেছেন, তাহাতে তাহা বোধগম্য হয় না। দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) "পরম অন্ন ও মধ্যম অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর, অন্তিকস্থ ধন প্রদান কর।" (২) "হে অগ্নিদেব আপনি আমাদিগকে স্বর্গলোকস্থিত উৎকৃষ্ট ধন, অন্তরিক্ষলোকস্থিত মধ্যম ধন

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্ম্মা উপাক আ।

সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিঽভক্তা। অসি। চিত্রভানো ইতি চিত্রঽভানো। সিন্ধোঃ।

ঊর্ম্মৌ। উপাকে। আ। সদ্যঃ। দাশুষে। ক্ষরসি ॥ ৬

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্ররশ্মিযুক্ত হে দেব) 'ঊর্ম্মৌ' (উর্ম্মিঃ, তরঙ্গঃ) 'উপাকে' (সমীপে, অভ্যন্তরে) 'সিন্ধোঃ' (সিন্ধুঃ, অর্ণবঃ) 'আ' (ইব) ত্বং 'বিভক্তা' (বিভিন্নভূতে অবস্থিতঃ) 'অসি' (ভবসি); 'দাশুষে' (হবির্দত্তবতে, প্রার্থনাকারিণে) 'সদ্যঃ' (অবিলম্বেন) 'ক্ষরসি' (করুণাবর্ষণং করোষি)। ত্বং হি অর্ণবঃ, জীবো হি তরঙ্গঃ; অহং করুণাং যাচে; মৎপ্রতি সদয়ো ভব; ত্বরয়া কৃপাং কুরু। ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৭সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বিচিত্র-রশ্মিযুত হে দেব, তরঙ্গের মধ্যে যেমন অর্ণবের বিস্তার, বিভিন্ন দেহে আপনি সেইরূপ বিস্তৃত বিভক্ত হইয়া আছেন। এই প্রার্থনাকারীর প্রতি অবিলম্বে করুণার ধারা বর্ষণ করুন। (১ম—২৭সূ—৬ঋ)।

এবং ভূলোকস্থিত অধম ধন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি প্রদান করুন।" (৩) ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—"Let us partake of all booty that is highest and that is middle (i. e., that dwells in the highest and in the middle world); help us to the wealth that is nearest." এ সকল অর্থে, স্বরূপ-পক্ষে কোন্ ধন লক্ষীভূত, তাহা বুঝা যায় কি?

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে চিত্রভানো বিচিত্ররশ্মিযুক্তাগ্নে বিভক্তা। বিশিষ্টস্য ধনস্য প্রাপয়িতাসি। তত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে। আকার উপমার্থঃ। যথা সিন্ধোর্নদ্যা উপাকে সমীপ উর্ম্মাবুন্মিতরঙ্গোপলক্ষিতং কুল্যাদিরূপং প্রবাহং বিভজন্তি তদ্বৎ। দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় সদ্যস্তদানীমেব ক্ষরসি। কর্ম্মফলভূতাং বৃষ্টিং করোষি॥

সিন্ধোঃ। স্যন্দূ প্রস্রবণে। স্যন্দেঃ সম্প্রসারণং ধশ্চ। উ০ ১।১১। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। উর্ম্মিঃ। অর্ত্তেরুচ্চ। উ০ ৪।৪৫। ইতি মিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। দাশুষে। দাশ্বান্ সাহ্বানিত্যাদিনা দাশুষ ইত্যত্রোক্তং॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৩০৩) ঋকের বিশদার্থ

সিন্ধুতে ও ঊর্ম্মিতে যে সম্বন্ধ, জগদীশ্বরে ও জীবে সেই সম্বন্ধ। ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে জীবসঙ্ঘ তরঙ্গ-মাত্র। ঋকের প্রথমাংশে সেই তত্ত্ব পরিব্যক্ত দেখি। এ অংশ ভগবানের মহিমা পরিজ্ঞাপক। ঋকের শেষাংশ ভগবানের করুণা কণা প্রার্থনামূলক। তবে এ ঋকের উপমান-উপমেয় পদাবলী কিছু জটিলভাবাপন্ন সুতরাং ঋক্‌টির অর্থ-বিষয়ে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। 'আ' অব্যয় পদ উপমা-অর্থ-জ্ঞাপক। 'ঊর্ম্মৌ' ও 'সিন্ধোঃ' পদদ্বয়ে বিভক্তি ব্যত্যয় মান্য করিতে হয়। 'বিভক্তা অসি' পদদ্বয়ে যাঁহার প্রতি লক্ষ্য আছে, তাঁহাকে সিন্ধু-স্থানীয় মনে না করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না। অতএব, 'তরঙ্গের অভ্যন্তরে যেমন সিন্ধুর

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিচিত্রকিরণযুক্ত অগ্নিদেব! আপনি বিশিষ্ট ধনের প্রাপয়িতা (আপনিই বিশিষ্ট ধন দান করিয়া থাকেন)। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলা যাইতেছে,—আকারের অর্থ উপমা। যেরূপ লোক-সকল নদীর সমীপে ঊর্ম্মি তরঙ্গযুক্ত কুল্যা (ক্ষুদ্র নদী খাল) প্রভৃতিরূপ প্রবাহকে বিভক্ত করিয়া দেয়, সেইরূপ; আপনি হবির্দাতা যজমানকে তৎকালেই (হবির্দানের সমসময়েই) কর্ম্মফলস্বরূপ বৃষ্টি দান করেন।

'সিন্ধোঃ' এই পদ প্রস্রবণার্থ স্যন্দ ধাতুর উত্তর 'স্যন্দেঃ সম্প্রসারণং ধশ্চ' (উ০ ১।১১) এই সূত্রে ঔণাদিক উ-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে 'নিৎ' এই সূত্রের অনুবৃত্তি হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ঊর্ম্মিঃ' এই পদে 'অর্ত্তেরুচ্চ' (উ০ ৪।৪৫) এই সূত্রে (ঋ ধাতুর উত্তর) মি প্রত্যয়, এবং প্রত্যয়স্বর করিয়া সিদ্ধ। 'দাশুষে' এই পদের সাধন প্রণালী 'ধৃতব্রতায় দাশুষে' এই স্থলে কথিত হইয়াছে॥ ৬॥

'প্রভাব বা বিস্তার'—এইরূপ অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সায়ণ যে ভাবে উপমার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে উপমান উপমেয় অনুসন্ধানে স্বতঃই বিভ্রম আনয়ন করে। ঊর্ম্মির সমীপে সিন্ধু, কি সিন্ধুর সমীপে ঊর্ম্মি? কোন্ উপমা সঙ্গত? অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও এ ক্ষেত্রে নানারূপ কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন।* আমাদের ব্যাখ্যা সাদাসিধা-ভাবেই সম্পন্ন হইল। (১ম—২৭সূ—৬ঋ)।

— — • ——

সপ্তমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । সপ্তবিংশসূক্তং সপ্তমী ঋক্ ।)

যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ ।

স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ॥ ৭ ॥

পদ বিশ্লেষণং ।

যং । অগ্নে । পৃৎসু । মর্ত্যং । অবাঃ । বাজেষু । যং ।

জুনাঃ । সঃ । যন্তা । শশ্বতীঃ । ইষঃ ॥ ৭ ॥

* সায়ণের ভাব তাঁহার ভাষ্যে ও ভাষ্যানুবাদে দেখুন। তাঁহার ভাষ্যাবলম্বনে যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত, তাহাতে এইরূপ অর্থ হইয়াছে,—"হে বিচিত্ররশ্মি অগ্নি! সিন্ধুর সমীপে ঊর্ম্মির ন্যায় তুমি ধনের বিভাগকর্ত্তা; দাতাকে তুমি সত্বর কর্ম্মফল বর্ষণ কর।" একজন অনুবাদক এখানেও আবার সোমরসের সম্বন্ধ লক্ষ্য করেন। তাঁহার অনুবাদ,—"হে বিচিত্র-প্রভাবিশিষ্ট অগ্নিদেব, বিন্দু বিন্দু করিয়া সোমলতা হইতে নিষ্কাশিত সোমরস-প্রবাহের সমীপে (অর্থাৎ প্রভূত সোমরস পান দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া) আপনি যজমানকে ধন প্রদান করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।" ইংরাজীতে অনুবাদ আর এক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আছে। যথা,—"O God, with bright splendour, thou art the distributor. Thou instantly flowest for the liberal giver in the wave of the river, near at hand."

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'পৃৎসু' (সংগ্রামেষু, সংসাররূপসমরক্ষেত্রেষু) 'যং' (পুরুষং) ত্বং 'অবাঃ' (অবসি, রক্ষসি), 'যং' (পুরুষং) 'বাজেষু' (সমরাঙ্গণেষু, পাপসহযুদ্ধে) 'যুনাঃ' (প্রেরয়সি, নিযুক্ত করোষি), 'সঃ' (পুরুষঃ) 'শশ্বতীঃ' (নিত্যানি) 'ইষঃ' (ধনানি, মোক্ষ ইতি যাবৎ) 'আ যন্তা' (সম্যক্ প্রাপ্নোতি)। ভগবৎপ্রেরণয়া যো জনঃ সংসারসমরাঙ্গণে পাপসহ সংগ্রামপ্রবৃত্তো ভবতি, ভগবৎকৃপয়া স হি পরাগতিং লভতঃ। (১ম—২৭সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! সংসাররূপ সমরক্ষেত্রে যে পুরুষকে আপনি রক্ষা করেন, যে পুরুষকে আপনি পাপসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান; সে পুরুষ সর্ব্বতোভাবে নিত্যধন (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১ম—২৭ঋ—৭ঋ)।

* * *

সায়ন-ভাষ্যং।

হে অগ্নে পৃৎসু সংগ্রামেষু যং মর্ত্ত্যং যজমানমবাঃ। অবসি। রক্ষসি। যং পুরুষং বাজেষু সংগ্রামেষু জুনাঃ। প্রেরয়সি। স নরো যজমানঃ শশ্বতীরিষো নিত্যান্যন্নানি যন্তা। নিয়ন্তুং সমর্থো ভবতি॥

পৃৎসু। পদাদিষু মাংসপৃৎস্নূনামুপসংখ্যানং। পা০ ৬।১।৬৩।১। ইতি পৃতনাশব্দস্য পৃদাদেশঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অবাঃ। আবঃ। অকারাকারয়োর্ব্বিপর্য্যয়ঃ। যদ্বা লেট্যাডাগমঃ। ইতশ্চেতি সিপ ইকারস্য লোপঃ। জুনাঃ। জু ইতি গত্যর্থঃ সৌত্রো ধাতুঃ। লঙঃ সিপ্। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডাগমাভাবঃ। যদ্বৃত্ত-যোগাদনিঘাতঃ। যন্তা। তৃনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শশ্বতীঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্॥ ৭॥

সায়ন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি সংগ্রামে যে যজমানকে রক্ষা করেন, এবং যাহাকে সংগ্রামে প্রেরণ করেন; সেই যজমান ও সেই মনুষ্য অবিনাশী অন্নসমূহকে নিয়মিত (রক্ষা) করিতে সমর্থ হয়।

'পৃৎসু' এই পদটী 'পদাদিষু মাংসপৃৎস্নূনামুপসংখ্যানম্' (পা০ ৬।১।৬৩।১) এই সূত্রে পৃতনা শব্দের স্থানে পৃৎ আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঐ পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অবাঃ' এই পদ 'আবঃ' এই পদের অকার ও আকারের বিপর্য্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, (অব ধাতুর উত্তর) লেট্ পরে অট্ (অ) আগম, এবং 'ইতশ্চ' এই সূত্রানুসারে সিপের ইকার লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'জুনাঃ' এই পদ সৌত্র (সূত্রোল্লিখিত) গমনার্থ 'জু' ধাতুর উত্তর লঙ্-সিপ্, পরে ক্র্যাদিগণীয় হওয়ায় শ্না প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই সূত্র হেতু অট্-(অম্, অ) আগম এবং যৎ পদ যোগহেতু নিঘাত হয় নাই। 'যন্তা' এই পদটীতে তৃন্ প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শশ্বতীঃ' এই পদে 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে॥ ৭॥

(সপ্তম ৩০৪) ঋকের

ভগবানের অনুকম্পাই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। তাঁহার প্রেরণাই পাপ-সহ সংগ্রামে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। সংসার—বিষম সংগ্রামের ক্ষেত্র। কত দিকে কত প্রকার শত্রু যে কত প্রকারে ব্যূহবদ্ধ হইয়া সংগ্রামে মানুষকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। পশু-শত্রু আছে, মানুষ-শত্রু আছে, কীটপতঙ্গ-সরীসৃপাদি শত্রু আছে; দৃশ্য-শত্রু, অদৃশ্য-শত্রু, অন্তঃ-শত্রু, বহিঃ-শত্রু,—শত্রুর কি সংখ্যা করা যায়? সেই অসংখ্য অগণ্য শত্রুর সহিত সংগ্রামে, কি সাধ্য—মানুষ জয়লাভ করিবে! সে সমরাঙ্গণে, পদে পদেই তাহার পরাজয়ের ও বিপদের আশঙ্কা। সে ক্ষেত্রে ভগবান্ যদি তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহার রক্ষার আর কি উপায় আছে? তার পর, পাপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া! সে প্রবৃত্তি কি মানুষে সহসা আসে? ভগবান যদি সে প্রবৃত্তি প্রদান না করেন, মানুষ কখনও পাপ-প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। অতএব, কিবা আত্মরক্ষা বিষয়ে, কিবা পাপসহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া বিষয়ে, উভয়ত্র ভগবানের অনুকম্পা-লাভ প্রয়োজন। তিনি অনুগ্রহ না করিলে কোনদিকেই মানুষের নিষ্কৃতি নাই। এ ঋকের প্রার্থনার তাই মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! এই বিষম সংসার-সমরাঙ্গণে আপনি আমায় রক্ষা করুন; আর পাপের সহিত সংগ্রামে আপনি আমায় প্রবৃত্তি দান করুন। আমি যেন আপনার রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, আপনার নির্দ্দেশক্রমে পাপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।' (১ম—২৭সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং সপ্তাবিংশসূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

নকিরস্য সহন্ত্য পর্যেতা কয়স্য চিৎ

বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নকিঃ। অস্য। সহন্ত্য। পরিহ্এতা। কয়স্য। চিৎ।

বাজঃ। অস্তি। শ্রবায্যঃ॥ ৮॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সহন্ত্য' (শত্রুবিমর্দ্দক হে দেব) 'অস্য' (ভক্তস্য, ভগবদ্ভক্তস্য) 'কয়স্য চিৎ' (কস্য অপি) 'পর্যেতা' (শত্রুঃ) 'নকিঃ' (কোঽপি ন অস্তি); কিঞ্চ অস্য ভগবদ্ভক্তস্য 'শ্রবায্যঃ' (শ্রবণীয়ঃ, বিখ্যাতঃ, প্রকৃষ্টঃ) 'বাজঃ' (শক্তিঃ, মোক্ষরূপধনং) 'অস্তি' (বিদ্যতে)। ভগবদ্‌পরায়ণস্য জনস্য কোঽপি শত্রুঃ নাস্তি। স হি স্বভক্তিপ্রভাবেন পরাগতিং লভতে ইতি ভাবঃ। (১ম—২৭সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুবিমর্দ্দক হে দেব! আপনার ভক্ত (ভগবদ্ভক্ত) জনের কাহারও কোনও শত্রু নাই (থাকিতে পারে না)। প্রকৃষ্ট পরমধন তাঁহাদেরই থাকে (তাঁহারাই মোক্ষরূপ পরমধনের অধিকারী হন)। (১ম—২৭সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সহন্ত্য শত্রূণামভিভবনশীলাগ্নে। অস্য ত্বদ্ভক্তস্য যজমানস্য কয়স্যচিৎ কস্যাপি পর্যেতা নকিঃ। আক্রমিতা নাস্তি। কিঞ্চাস্য যজমানস্য শ্রবায্য শ্রবণীয়ো বাজোঽস্তি। বলবিশেষোঽস্তি॥

কয়স্য। যকারোপজনশ্ছান্দসঃ। শ্রবায্যঃ। শ্রুদক্ষিস্পৃহিগৃহিভ্য আয্যঃ। উ০ ৩৷৯৫। ইত্যায্যপ্রত্যয়ঃ॥ ৮॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শত্রুপরাভবকারিন্ অগ্নিদেব! তোমার ভক্ত অনির্দ্দিষ্টনামা এই যজমানের আক্রমণকারী নাই। আর এই যজমানের শ্রবণযোগ্য বিশেষ বল আছে (অর্থাৎ এই যজমানের যে বিশিষ্ট সামর্থ্য আছে, তাহা শ্রবণযোগ্য)।

'কয়স্য' এই পদে বেদ-প্রয়োগাধীন যকারাগম হইয়াছে। 'শ্রবায্যঃ' এই পদটী (শ্রু-ধাতুর উত্তর) 'শ্রুদক্ষিস্পৃহিগৃহিভ্য আয্যঃ' (উ০ ৩৷৯৫) এই সূত্রানুসারে আয্য প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ৮॥

অষ্টম (৩০৫) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের ভাব এ ঋকে যেন অধিকতর পরিস্ফুট। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—ভগবানের কৃপাতেই মানুষ আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, ভগবানই মানুষকে পাপ-দমনে প্রবৃত্তি দেন। এখানে তাহারই মুখ্য লক্ষ্য প্রকাশ পাইতেছে। ভগবান শত্রু-অভিভবকারী সত্য; কিন্তু কাহাদের শত্রুকে তিনি অভিভূত বিমর্দ্দিত করেন? এখানে, তাঁহার ভক্তের প্রসঙ্গই অধ্যাহৃত হয়। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত; ভগবান তাঁহাদিগকেই রক্ষা করেন, ভগবান তাঁহাদিগেরই শত্রুনাশে সহায় হন; সংসারে তাঁহাদের শত্রু কেহ থাকিতেই পারে না; কোনরূপ শত্রু অর্থাৎ অসুখের অশান্তির কারণ না থাকায়, তাঁহারা প্রকৃষ্ট সুখে, পরমধন মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মানুষ! তোমরা ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও। তাঁহাতে নির্ভর কর। কোনই বিপদ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তোমরা পরমসুখ প্রাপ্ত হইবে। (১ম—২৭সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশং সূক্তং। নবমী ঋক্)।

স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্ব্বদ্ভিরস্তু তরুতা।

বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। বাজং। বিশ্বঽচর্ষণিঃ। অর্ব্বৎঽভিঃ। অস্তু। তরুতা।

বিপ্রেভিঃ। অস্তু। সনিতা ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' (সর্ব্বোৎকর্ষবিধায়কঃ) 'সঃ' (ভগবান্ অগ্নিদেব) 'অর্ব্বদ্ভিঃ' (পাপকর্ম্মভিঃ, নীচৈঃ সহ সম্বন্ধযুতং ইতি যাবৎ) 'বাজং' (ধনং পাপলব্ধং কর্ম্মফলাং) 'তরুতা' (তারয়িতা) 'অস্তু' (ভবতু); 'বিপ্রেভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ, জ্ঞানসাহায্যৈঃ) 'সনিতা' (ফলস্য দাতা, অস্মাকং শ্রেয়ঃসাধকঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। স ভগবান্ সর্ব্বান্ মনুষ্যান্ পাপাৎ ত্রায়তি; জ্ঞানদানেন চ সর্ব্বেষু সুফলপ্রদো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৭সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বোৎকর্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ অগ্নিদেব, আমাদের পাপকর্ম্মসঞ্জাত কর্ম্মফল-সমূহের ত্রাণকর্ত্তা হয়েন; জ্ঞানিগণের সাহায্যে (জ্ঞান-সাহায্যে) তিনি আমাদিগের পক্ষে সুফলদাতা হন। (১ম—২৭সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বচর্ষণিঃ সর্ব্বৈর্মনুষ্যৈরুপেতঃ স হ ভগবানর্বদ্ভিরশ্বৈর্বাজং সংগ্রামং তরুতা তারয়িতাস্তু। বিপ্রেভির্মেধাবিভির্ঋত্বিগ্ভিঃ সংতুষ্টঃ সন্নয়ং সনিতা ফলস্য দাতাস্তু॥

বিশ্বচর্ষণিঃ। বিশ্বে চর্ষণয়ো যস্য। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। অর্ব্বদ্ভিঃ। ঋ গতৌ। অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। অর্ব্বণস্ত্রসাবনঞঃ। পা০ ৬।৪।১২৭। ইতি নকারস্য তৃ ইত্যয়মাদেশঃ। তরুতা। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। অস্মাদ্-গ্রসিতস্কভিতেত্যাদৌ তরুতৃ নিপাতিতঃ। নিপাতনাদিকারস্যোকারঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বমনুষ্যসমন্বিত সেই অগ্নিদেব অশ্ব-সমূহ দ্বারা সংগ্রামে তারণকর্ত্তা (রক্ষাকর্ত্তা) হউক; এবং সেই অগ্নি মেধাবী ঋত্বিক্গণের সহিত মিলিত ও সন্তুষ্ট হইয়া ফলদায়ক হউক।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' এই পদে 'বিশ্ব (সমস্ত) চর্ষণি (সেবক) যাহার" এইরূপে বহুব্রীহি সমাস হইলে 'বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অর্ব্বদ্ভিঃ" এই পদ—গমনার্থ ঋ ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোহপি' দৃশ্যন্তে এই সূত্রে বনিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'অর্ব্বন্' শব্দ হইল; অনন্তর উক্ত শব্দের উত্তর ভিস্, পরে 'অর্ব্বণস্ত্রসাবনঞঃ (পা০ ৬। ৪। ১২৭) এই সূত্র দ্বারা ন-কারের স্থানে 'তৃ' এইরূপ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'তরুতা' এই পদটি প্লবন বা তরণার্থ তৄ ধাতুর উত্তর 'তৃন্', পরে 'গ্রসিত স্কভিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতনে সিদ্ধ এবং ঐ পদে নিপাতনহেতু ই-কারের স্থানে উকার হইয়াছে॥ ৯।

নবম (৩০৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'অর্ব্বদ্ভিঃ' এবং 'বাজং' পদদ্বয় উপলক্ষে নানা অর্থান্তর ঘটে। 'অর্ব্বদ্ভিঃ' অর্ব্বন্-শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনের বৈদিক পদ। 'অর্ব্বন্' শব্দের এক অর্থ—অশ্ব। 'বাজং' পদের এক অর্থ—সংগ্রাম। তদনুসারে ঋকের অর্থ করা হয়,—সংগ্রামে অশ্বের বা অশ্ব-সৈন্যের দ্বারা তিনি (অগ্নিদেব) পরিত্রাণ করেন। সে মতে, 'বিশ্বচর্ষণি' পদে 'বিশ্ববাসীর পূজ্য' এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ তিনটী শব্দেরই অন্যরূপ অর্থ (অবশ্য কোষগ্রন্থাদিসম্মত অর্থই) গ্রহণ করিলাম। আমরা বলি, 'বিশ্বচর্ষণি' পদের অর্থ—সর্ব্বজনের উৎকর্ষ-বিধায়ক; 'চর্ষণি' শব্দ উৎকর্ষ-সাধনভাবমূলক। সকলেরই যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সকলেই যাহাতে শ্রেয়োলাভ করেন, দয়াল ভগবানের ইহাই অভিপ্রেত। তাই তাঁহার বিশেষণ—'বিশ্বচর্ষণি'। তার পর 'অর্ব্বদ্ভিঃ' পদে কি বুঝায়, অনুধাবন করুন। 'অর্ব্বন্' শব্দের এক অর্থ—'নীচ', 'অপকৃষ্ট'। এখানে সেই অর্থই বিশেষ সঙ্গত হয়। 'বাজং' শব্দে 'ধনই' (কর্ম্মফলরূপ) বলা যাইতে পারে। অপকর্ম্ম-দ্বারা যে কর্ম্ম-ফলরূপ ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরিণাম-দুঃখপ্রদ যে পাপ সঞ্চয় হয়, 'অর্ব্বদ্ভিঃ বাজং' পদদ্বয়ে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সেই যে পাপকর্ম্ম-জনিত দুঃখরূপ ফল, ভগবান্ তাহা বারণ করেন, সে কষ্ট হইতে তিনি পরিত্রাণ করেন,—ঋকের প্রথমাংশের ইহাই লক্ষ্য। শেষাংশের মর্ম্ম—জ্ঞানের দ্বারা শ্রেয়ঃ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সে পক্ষেও তিনিই সহায়তা করেন। ফলতঃ, পাপকর্ম্মের নিবারণ-পক্ষে এবং পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান-বিষয়ে ভগবান্ সর্ব্বথা প্রযত্নপর রহিয়াছেন; মনুষ্যের উৎকর্ষ-সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তবে মানুষ, তুমি যদি তাঁহার অনুশাসন মান্য না কর, তাঁহার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি উদাসীন হয়, তোমায় পরিতপ্ত হইতে হইবে,—তাহা আর বিচিত্র কি? (১ম—২৭সূ—৯ঋ)। *

* ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় ঋকটির যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"সর্ব্ব-মনুষ্যপূজিত সেই অগ্নি অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে যুদ্ধে পার করাইয়া দিন; মেধাবী

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অপ্তোর্যামে হোতুরতিরিক্তোক্থে জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢীতি স্তোত্রিয়স্তৃচঃ। যস্য পশবো নোপধরেরন্নিতি খণ্ডে সূত্রিতং। অতিরিক্তোক্থানি জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি। আ০ ৯।১১। ইতি। তামেতাং সূক্তে দশমীমৃচমাহ॥

* * *

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং। দশমী ঋক্।)

জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়

স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং॥ ১০

* *

পদ-বিশ্লেষণঃ

জরা২বোধ। তৎ। বিবিড্ঢি। বিশে২বিশে। যজ্ঞিয়ায়।

স্তোমং। রুদ্রায়। দৃশীকং॥ ১০

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অপ্তু-সম্বন্ধীয় প্রহরে হোতার অতিরিক্ত উক্থ বিষয়ে 'জরাবোধ' 'তদ্বিবিড্ঢি' ইহা স্তোত্রিয় তৃচ। আশ্বলায়ন সূত্রের 'যস্য পশবো নোপধরেরন্' এই খণ্ডে 'অতিরিক্তোক্থানি জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি' (আ০৯।১১) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সূক্তে সেই এই দশমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

ঋত্বিকগণের (কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া) ফলদাতা হউন।" এ অনুবাদ সায়ণের অনুগত বটে; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদ বিভিন্ন। যথা,—"May he (the man), known among all tribes, win the race with his horses; may he with the help of his priests become a gainer." অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'তৎ' (জনানাং পাপত্রাণকারণাৎ) 'জরাবোধ' (স্তুত্যা উদ্‌বুদ্ধমান, সাধনপ্রভাবেন জাগরণশীল, পরিদৃশ্যমান্ বা হে দেব) 'বিশে বিশে' (সর্ব্বলোকে) 'বিবিড্‌ঢি' (প্রবিশ, অধিষ্ঠিতো ভবসি); 'যজ্ঞিয়ায়' (যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং) 'রুদ্রায়' (মহতে তুভ্যং প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'দৃশীকং' (দর্শনীয়ং, সমীচীনং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং) গ্রহণং কুরু ইতি শেষঃ। জনহিতসাধক হে দেব! ত্বং হি জনহিতসাধনায় সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্তোঽসি; অস্মৎ প্রদত্তং পূজাং গৃহাণ ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—২৭সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ

সাধনপ্রভাবে উদ্‌বুদ্ধমান্ হে দেব, পাপ হইতে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণের জন্য আপনি সর্ব্বলোকে অধিষ্ঠিত (অনুপ্রবিষ্ট) আছেন। আমাদের যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠান-সিদ্ধির জন্য, সেই যে মহৎ আপনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমাদের স্তোত্র (পূজা) আপনি গ্রহণ করুন। (১ম—২৭সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে জরাবোধ জরয়া স্তুত্যা বোধমানাগ্নে বিশে বিশে তত্তদ্‌যজমানরূপপ্রজানুগ্রহার্থং যজ্ঞিয়ায় যজ্ঞসম্বন্ধানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং তদেব যজনং বিবিড্‌ঢি। প্রবিশ। যজমানোঽপি রুদ্রায় ক্রূরায়াগ্নয়ে তুভ্যং দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোমং স্তোত্রং করোতীতি শেষঃ। অত্র যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। জরা স্তুতির্জরতেঃ স্তুতিকর্ম্মণস্তাং বোধ তয়া বোধয়িতরিতি বা তদ্বিবিড্‌ঢি তৎকুরু মনুষ্যস্য যজ্ঞিয়ায় স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ং। নি০ ১০।৮। ইতি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে স্তুতিনিবেদ্যমান অগ্নিদেব! (হে অগ্নি! আপনাকে স্তুতি দ্বারা জানাইতেছি), আপনি সেই সেই যজমানরূপ প্রজার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান-সিদ্ধির নিমিত্ত সেই (যজমান-সম্বন্ধী) যাগ-স্থানে প্রবেশ করুন; এবং যজমানও ক্রূররূপী (অতিতেজস্বী, প্রখর) এইরূপ আপনার দর্শনীয় (অতি সুন্দর উপযুক্ত) স্তোত্র করিতেছে। এই স্থলে 'করোতি' ক্রিয়াপদ উহ্য। 'যাস্ক' মুনি এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—জরা শব্দের অর্থ স্তুতি; কারণ জৄ ধাতু স্তুতিকর্ম্মবাচক। তাহাকে (স্তুতিকে) জানেন যিনি, তৎসম্বোধনে (জরাবোধ) অথবা স্তুতি দ্বারা বোধনশীল হে অগ্নিদেব! তাহা করুন (অর্থাৎ আমরা যাহা প্রার্থনা করি) মনুষ্যের (যজমানের) যজ্ঞানুষ্ঠান সিদ্ধির নিমিত্ত যে স্তোত্র করিতেছি, তাহা আপনি রুদ্রদেবকে দেখাইবেন। (নিরুক্ত ১০।৮)।

জরাবোধ। জৄষ্ বয়োহানৌ। অত্র তু স্তুত্যর্থঃ। ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা০ ৩।৩।১০৪। ইত্যঙ্ প্রত্যয়ঃ। ততষ্টাপ্। জরয়া স্তুত্যা বোধো যস্যাসৌ জরাবোধঃ। যদ্বা জরয়া বোধ্যত ইতি জরাবোধঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বিবিড্ঢি। বিশ প্রবেশনে। লোটো হি। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। অভ্যাসহলাদিশেষৌ। হুঝল্ভ্যো হের্দ্ধিরিতি হের্ধিরাদেশঃ॥ ষত্বষ্টুত্বে। যদ্বা বিষ্৯ ব্যাপ্তাবিত্যস্মাল্লোণ্মধ্যমৈকবচনেঽভ্যাসস্য গুণাভাবঃ। বিশে বিশে। সাবেকাচ ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। অনুদাত্তং চেত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। যজ্ঞিয়ায়। যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ। পা০ ৫।১।৭১। ইতি ঘঃ। দৃশীকং। অনিদৃশিভ্যাং চ। উ০ ৪।১৭। ইতি কীকন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে ত্রয়োবিংশো বর্গঃ॥ ২৩॥

দশম (৩০৭) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের একটী জটিল শব্দ—'জরাবোধ'। সায়ণের অর্থে ঐ শব্দে স্তুতির দ্বারা উদ্‌বুদ্ধমান্ অগ্নিকে বুঝাইতেছে। একজন ব্যাখ্যাকার ঐ শব্দে 'যাজ্ঞিক বিপ্র' অর্থ আমনন করিয়াছেন। তদনুসারে, স্তুতিকারক যাঁহার

বয়ঃক্ষয় বোধক জৄ ধাতু; কিন্তু এই স্থলে স্তুতিবোধক হইয়াছে। উক্ত ধাতুর উত্তর 'ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্' (পা০ ৩।৩।১০৪) এই সূত্র দ্বারা অঙ্ প্রত্যয়; অনন্তর টাপ্ (আপ্, আ) করিয়া 'জরা' শব্দ হইল। পরে 'জরা (স্তুতি) দ্বারা বোধ (জ্ঞান হয়) যাহার সে, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া; অথবা 'জরা (স্তুতি) কর্ত্তৃক বোধিত হন যিনি' এইরূপ অর্থে, কর্ম্মবাচ্যে বুধ ধাতুর (উত্তর) ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'জরাবোধ' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে আমন্ত্রিতের (সম্বোধনের) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বিবিড্ঢি' এই পদটী প্রবেশার্থ 'বিশ্' ধাতুর উত্তর লোটের 'হি', 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা শপের স্থানে শ্লু, দ্বিত্ব, হলের আদিভাগস্থিতি, অনন্তর 'হুঝল্ভ্যো হের্ধিঃ' এই সূত্র দ্বারা 'হি'র স্থানে ধি আদেশ, ষত্ব এবং ষকারের স্থানে ড্, ত (তবর্গ) ধ স্থানে ঢ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; অথবা ব্যাপ্তিবোধক 'বিষ্' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনে (হিঃ) সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে দ্বিরুক্তভাগের গুণ হয় নাই। 'বিশে বিশে' এই স্থলে 'সাবেকাচঃ' এই সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তির স্বর উদাত্ত, এবং 'অনুদাত্তঞ্চ' এই সূত্র দ্বারা আম্রেড়িত-সংজ্ঞায় অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। 'যজ্ঞিয়ায়' এই পদ (যজ্ঞ শব্দের উত্তর) 'যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ' (পা০ ৫।১।৭১) এই সূত্র দ্বারা ঘ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'দৃশীকম্' এই পদ 'অনিদৃশিভ্যাঞ্চ' (উ০ ৪।১৭) এই সূত্র দ্বারা (দৃশ ধাতুর উত্তর) 'কীকন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ঐ পদে প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত॥ ১০॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

স্তুতিতে ভগবান্ জাগরিত (উদ্বুদ্ধ) হন, ঐ শব্দ তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রায়ই ঐ শব্দকে ব্যক্তি-বিশেষের বা দেবতা-বিশেষের নাম-মাত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। * বলা বাহুল্য, আমরা এ পক্ষে সায়ণেরই অনুসরণ করিলাম। আমরা মনে করি, স্তুতির দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, যিনি উদ্বুদ্ধ হন, সাধকের দর্শনীয় হন, মনশ্চক্ষের গোচরীভূত হন, সেই ভগবানই ঐ শব্দের লক্ষ্যস্থল। 'তৎ' পদ পূর্ব্ব-ঋকের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়াছে। মনুষ্যগণকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য যাঁহার করুণার হস্ত সদা প্রসারিত রহিয়াছে, সর্ব্ব-লোকের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশে তিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। 'বিশে বিশে বিবিড্ঢি' বাক্যে সেই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে, আমাদের অন্বয়ানুসারে ঋকের প্রথমাংশের (তৎ জরাবোধ বিশে বিশে বিবিড্ঢি) মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'জীবের পরিত্রাণকামনাহেতু সাধনার উপলব্ধীভূত হে দেব, আপনি বিশ্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।' অতঃপর ঋকের শেষাংশের মর্ম্ম,—'সেই যে আপনি, আমাদের কর্ম্মমাত্রে সিদ্ধি-প্রদানের জন্য আমাদের স্তোত্র বা পূজা গ্রহণ করুন।' 'দৃশীকং' পদ দর্শনীয় সমীচীন অর্থ প্রকাশ করে। এখানে স্তোত্রকে একটু যেন সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। স্তোত্র যেন আপনার দর্শনীয় হয়, স্তোত্র যেন সমীচীন অন্যায় না হয়। যে-সে লোক, যে-সে অবস্থার অপকর্ম্মকারী জন, যাহা-তাহা প্রার্থনা করিলেই যে, সে প্রার্থনা ভগবানের নিকট পৌঁছিবে, তাহা নহে। সৎপথানুবর্ত্তী জন যদি ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা করে, তবেই শ্রীভগবান তাহা গ্রহণ করেন। এখানে প্রার্থনায় সেই আভাষই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—২৭সূ—১০ঋ)।

* ওল্ডেনবর্গ 'জরাবোধ' শব্দ বিষয়ে লিখিয়াছেন—"I think that Ludwig is right in taking Garabodha for a proper name......'Vice Vice' may possibly depend on Yagniyaya so that we should have to translate: "Administer this task: a beautiful song of praise to Rudra who is worshipful for every house." রমানাথ সরস্বতীর অর্থ,—"জরয়া স্তুত্যা অগ্নিং বোধান্ জরাবোধ বিপ্র ইতি।"

একাদশী ঋক্

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশসূক্তং একাদশী ঋক্।)

স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ

ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥ ১১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। মহান্ অনিঽমানঃ ধূমঽকেতুঃ। পুরুঽচন্দ্রঃ

ধিয়ে। বাজায়। হিন্বতু ॥ ১১

অন্বয়ার্থবোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অনিমানঃ' (পরিমাণরহিত, অতুলনীয়ঃ) 'ধূমকেতুঃ' (ধূমাৎ প্রকাশমানঃ, অন্ধকারমধ্যগতালোকরশ্মিপ্রভঃ) 'পুরুশ্চন্দ্রঃ' (পূর্ণদীপ্যমানঃ) 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'ধীয়ে' (জ্ঞানায়) 'বাজায়' (পরমার্থরূপধনায় চ) 'নঃ' (অস্মান্) 'হিন্বতু' (বর্দ্ধয়তু)। হে দেব! অস্মাকং জ্ঞানং পরমার্থলাভঞ্চ বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৭সূ—১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহান্, অতুলনীয়, অন্ধকারমধ্যগত আলোকরশ্মিপ্রভ, পূর্ণদীপ্যমান সেই অগ্নিদেব, জ্ঞানে এবং পরমার্থরূপ ধনে (জ্ঞান ও পরমার্থ প্রদান করিয়া) আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করুন। (১ম—২৭সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোঽগ্নির্নোঽস্মান্ ধিয়ে কর্মণে বাজায়ান্নায় চ হিন্বতু। প্রীণয়তু। কীদৃশঃ। মহান্। গুণাধিকঃ। অনিমানঃ। নির্মানবর্জ্জিতঃ। অপরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ। ধূমকেতুঃ। ধূমেন জ্ঞাপ্যমানঃ। পুরুশ্চন্দ্রঃ। বহুদীপ্তিঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই অগ্নিদেব আমাদিগকে কর্ম্মের ও অন্নের নিমিত্ত প্রীতিযুক্ত করুন। অগ্নি কিরূপ? না—অধিকগুণযুক্ত, নির্মানবর্জ্জিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, ধূম দ্বারা জ্ঞাপ্যমান (যাঁহার সত্তা ধূম হইতে জানা যায়) এবং বহুপ্রভাশালী।

মহাঁ অনীত্যত্র সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বানুনাসিকাবুক্তৌ। অনিমানঃ। ন বিদ্যতে নিমানোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ধূমকেতুঃ। ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্। উ০ ১.১৪৩। চায়ঃ কিঃ। উ০ ১.৭৩। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পুরুশ্চন্দ্রঃ। চদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ অস্মাৎ স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা কর্ত্তরি রক্। পুরুশ্চাসৌ চন্দ্রশ্চেতি সমাসান্তোদাত্তত্বং। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রে পা০ ৬।১।১৫১। ইতি সুট্। তস্য শ্চুত্বেন শকারঃ। ধিয়ে। সাবেকাচ ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। হিন্বতু। হিবি প্রীণনার্থঃ। ইদিতো নুং ধাতোরিতি নুং॥ ১১॥

একাদশ (৩০৮) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকে দেবতার বিশেষণ এবং প্রার্থনীয় সামগ্রী লক্ষ্য করিবার আছে। দেবতাকে 'ধূমকেতু' বলা হইয়াছে। ঐ পদের মর্ম্মার্থ এই যে, ধূমের মধ্যে যেমন অগ্নির বিকাশ সম্ভবপর, তদ্রূপ পাপান্ধকারের মধ্যেও পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে পারে। পাপী! তুমি কেন হতাশে অবসন্ন হইতেছ? তোমার দেবতা—ধূমকেতু; তাঁহার শরণাপন্ন

'মহাঁ অনি' এই স্থলে সংহিতায় ন-কারের স্থানে 'রু' এবং অনুনাসিক বর্ণ হইয়াছে। 'অনিমানঃ' এই পদটীতে 'ইহার নিমান (ইয়ত্তা) নাই'—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে, 'নঞ্‌সুভ্যাম্' এই সূত্রে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ধূমকেতুঃ' এই পদটীতে (ধূ ধাতুর উত্তর) 'ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্' (উ০ ১।১৪৩) এই সূত্র দ্বারা 'মক্' করিলে ধূম শব্দ সিদ্ধ। অনন্তর 'চায়ঃ কিঃ' (উ০ ১।৭৩) এই সূত্র দ্বারা চায় ধাতুর স্থানে 'কি' আদেশ করিয়া 'কেতু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরে ধূম ইহার কেতু (জ্ঞাপক) হয়'—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'ধূমকেতুঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঐ পদে বহুব্রীহি সমাসান্তে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'পুরুশ্চন্দ্রঃ' এই পদটীর সাধন-ক্রম এই—চদি (চন্দ) ধাতুর উত্তর 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে 'রক্' প্রত্যয় করিয়া 'চন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ। চদি ধাতুর অর্থ—আহ্লাদন ও দীপ্তি। অতঃপর 'পুরুশ্চাসৌ চন্দ্রশ্চেতি' এইরূপ সমাসান্ত 'পুরুচন্দ্র' পদের স্বর উদাত্ত এবং 'হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তর পদে মন্ত্রে' (পা০ ৬।১।১৫১) এই সূত্রানুসারে সুট্, আর সেই 'সুটের' চ-বর্গের সহিত যোগহেতু স-কারের স্থানে শ-কার হইয়াছে। 'ধিয়ে' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হিন্বতু' এই পদটী প্রীণন (প্রীতিজনন) অর্থে হিবি ধাতুর উত্তর 'ইদিতো নুম্ ধাতোঃ' এই সূত্র দ্বারা 'নুম্' আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১১।

হও; ধূমের মধ্যগত অগ্নির ন্যায় তিনি তোমার পাপরাশির মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন;—তোমার পাপের আঁধার দূরে যাইবে, পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে। গ্রহ-পক্ষেও ধূমকেতুর উপমা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে। ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক ভীত ও ত্রস্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা জ্যোতিষতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা উহার উদয় বিষয়ে আতঙ্কিত নহেন। সেইরূপ, পাপী যাহারা—দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের নিকট দেবতা ধূমকেতুবৎ ভীতিপ্রদ; বিজ্ঞজন, তাঁহার উদয়-কারণ অনুসন্ধানে অবগত বলিয়াই আনন্দ-প্রাপ্ত। পূর্ণ-দীপ্তিমান্ সেই দেবতার নিকট জ্ঞান ও পরমার্থরূপ ধন প্রার্থনাই এ ঋকের লক্ষ্য। প্রার্থনা,—'হে দেব! এই অজ্ঞানান্ধকারাবৃত হৃদয়ে, ধূম-মধ্যগত অগ্নির ন্যায়, আপনি সমুদিত হউন; আর, আমায় জ্ঞান ও আপনার সান্নিধ্যলাভরূপ মোক্ষধন প্রদান করুন' (১ম—২৭সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তবিংশং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

স রেবাঁ ইব বিশ্পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ।

উক্থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

সঃ। রেবান্ইইব। বিশ্পতিঃ। দৈব্যঃ। কেতুঃ। শৃণোতু।

নঃ। উক্থৈঃ। অগ্নিঃ। বৃহৎভানুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিক-ব্যাখ্যা।

'বিশ্‌পতিঃ' (বিশ্বপালকঃ) 'দৈব্যঃ কেতুঃ' (দেবানাং দূতস্থানীয়ঃ) 'বৃহদ্ভানুঃ' (পরমদীপ্তিমান্) 'সঃ' (পূর্ব্বকথিতপ্রভাবসম্পন্নঃ) 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'উকথৈঃ' (স্তুতিমন্ত্রৈঃ অস্মাকমুচ্চারিতৈঃ প্রার্থনায়া সন্তুষ্টঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'রেবান্ ইব' (দাতৃন্ ইব, ধনিন ইব) 'নঃ' (অস্মান্) 'শৃণোতু' (শ্রুত্বা অনুগ্রহং করোতু)। দাতা যথা প্রার্থনাকারিণঃ প্রার্থনাং শ্রুত্বা দয়ার্দ্রো ভবতি, হে দেব, তদ্বৎ মৎপ্রতি সদয়ো ভব। (১ম-২৭সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বপতি, দেবগণের দূতস্থানীয়, পরমদীপ্তিমান্ সেই অগ্নিদেব, আমাদিগের উচ্চারিত উকথ স্তুতিমন্ত্রে (সন্তুষ্ট হইয়া), দাতাদিগের ন্যায়, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (১ম—২৭সূ—১২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোঽয়মগ্নিরুকথৈঃ স্তোত্রৈর্যুক্তান্ নোঽস্মান্ শৃণোতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রেবানিব। যথা লোকে ধনবান্ রাজা বন্দিনাং স্তোত্রং শৃণোতি তদ্বৎ। কীদৃশঃ। বিশ্‌পতিঃ। প্রজাপালকঃ। দৈব্যঃ দেবানাং সম্বন্ধী। অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতেতি শ্রুতত্বাৎ। কেতুঃ। দূতবজ্জ্ঞাপকঃ। অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীদিতি শ্রুতেঃ। বৃহদ্ভানুঃ। প্রৌঢ়রশ্মিঃ॥

স রেবান্। এঙ্‌হ্রস্বাৎ। পাং ৬।১।১৩২। ইতি সোর্লোপঃ। রয়ের্মতৌ বহুলমিতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। আদ্‌গুণঃ। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। আরেশব্দাচ্চ মতুপ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই অগ্নি দেব স্তোত্রযুক্ত আমাদিগকে শ্রবণ করুন (অর্থাৎ স্তুতিনিরত যে আমরা, আমাদিগের বাক্য স্তুতি শ্রবণ করুন)। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—যেরূপ জগতে ধনী বা রাজা বন্দিগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করেন, তদ্রূপ অগ্নি আমাদিগের স্তুতি-বাক্য শ্রবণ করুন। অগ্নি কিরূপ? প্রজাপালক এবং দেবতাসম্বন্ধী (কারণ, শ্রুত্যন্তরে অপর শ্রুতিতে 'অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা' এইরূপ কথিত হইয়াছে)। দূতের ন্যায় জ্ঞাপক; কারণ, 'অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীৎ' এইরূপ শ্রুতি আছে) এবং প্রবৃদ্ধকিরণশালী।

"স রেবান্' এই স্থলে 'এঙ্‌হ্রস্বাৎ' (পাং ৬।১।১৩২) এই সূত্রে 'সু' বিভক্তির লোপ, 'রয়ের্মতৌ বহুলম্' এই সূত্রে সম্প্রসারণ (রি), পরপূর্ব্বভাব, 'আদ্‌গুণঃ' (পাং ৬।১।৮৭) এই সূত্র দ্বারা গুণ, 'ছন্দসীরঃ' এই নিয়মে মতুপ্ প্রত্যয়ের ম-স্থানে 'ব' এবং 'রৈশব্দাচ্চ'

উদাত্তত্বং বক্তব্যং। পাং ৬।১।১৭৬।১। ইতি মতুপ উদাত্তত্বং। বিশ্‌পতিঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। বৃক্তাসুঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ১২ ॥

* * *

দ্বাদশ (৩০৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রধান বিতর্কমূলক পদ—'রেবান্ ইব'। উহার অর্থ—'বড় লোকের ন্যায়'—সাধারণভাবে এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তাহাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে,—রাজার বা বড়লোকের নিকট বন্দিগণ স্তব-স্তুতি করিয়া যেমন কিছু ধন প্রাপ্ত হয়, এখানেও সেইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। তবে যাঁহারা ঋষিকুমার শুনঃশেপকে এই মন্ত্রের উচ্চারণ-কারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শুনঃশেপ অর্থের ভিখারী হইতে পারেন না;—যাঁহার প্রাণ লইয়া টানা-টানি, যিনি বধভূমে বলিদানার্থ নীত, অর্থ প্রার্থনা তিনি কেন করিবেন? অতএব, স্তুতিবাদকগণের উপমা এখানে আসিতেই পারে না। আমরা 'রেবান্ ইব' পদ-দ্বয়ের অর্থ 'দাতৄণ্ ইব'—প্রকৃত দাতার ন্যায়—অর্থ পরিগ্রহ করিলাম। তাহাতে ঋকের ভাব হয় এই,—'হে ভগবন্! প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে দাঁড়াইয়াছি; আপনি দাতার শিরোমণি; প্রকৃত দাতার ন্যায় আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। প্রকৃত দাতা যেমন প্রার্থীর প্রার্থনা কখনই অপূর্ণ রাখেন না, হে বিশ্বপাতা পরম জ্যোতিষ্মান্ দেবতা, আপনি আমাদের প্রতি সেইরূপ কৃপাপরায়ণ হউন।' দাতার স্বরূপ কি, তাঁহার বিশেষণ কি, তিনি কোন্ ধনের অধিকারী, তদ্বিষয় উপলব্ধি করুন; তার পর, তাঁহার নিকট মানুষ কোন্ ধনের প্রার্থী হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া দেখুন। তাহা হইলেই ঋকের মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। (১ম—২৭সূ—১২ঋ)।

(পাং ৬।১।১৭৬।১) এই বক্তব্য (বার্ত্তিক) সূত্রে মতুপের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বিশ্‌পতিঃ' এই পদে 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বৃক্তাসুঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে পর পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ ১২ ॥

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ স্রুগাদাপনাৎপূর্বভাবিনি জপে নমো মহদ্ভ্য ইত্যেষা ব্রাহ্মণোদনে প্রাশিষ্যমাণ ইতি খণ্ডে সূর্যো নো দিবস্পাতু নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ । আশ ১।৪ । ইতি সূত্রিতং । অমেতাং ত্রয়োদশীমৃচমাহ ॥

* * *

ত্রয়োদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । সপ্তবিংশং সূক্তং । ত্রয়োদশী ঋক্) ।

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো

নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ

যজাম দেবান্ যদি শক্রবাম

মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

নমঃ । মহৎভ্যঃ । নমঃ । অর্ভকেভ্যঃ । নমঃ । যুবৎভ্যঃ । নমঃ ।

আশিনেভ্যঃ । যজাম । দেবান্ । যদি । শক্রবাম ।

মা । জ্যায়সঃ । শংসং । আ । বৃক্ষি । দেবাঃ ॥ ১৩

* *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

দর্শ পূর্ণমাস যাগে স্রুক্ (যজ্ঞপাত্রবিশেষের) আদাপনের (শোধনের) পূর্ব্বে যে জপ হয়, সেই জপে 'নমো মহদ্ভ্য' ইত্যাদি ঋক্ উচ্চারিত হয় (কারণ) 'ব্রাহ্মণোদনে প্রাশিষ্যমাণে' এই খণ্ডে 'সূর্য্যো নো দিবস্পাতু নমোমহদ্ভ্যোনমো অর্ভকেভ্যঃ' (আশ ১।৪) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে । সেই এই ত্রয়োদশী ঋক্ কথিত হইতেছে ।

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'মহদ্ভ্যঃ' (প্রসিদ্ধেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি) 'অর্ভকেভ্যঃ' (অপ্রসিদ্ধেভ্যঃ ক্ষুদ্রেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি), 'যুবভ্যঃ' (তরুণেভ্যঃ, নবপ্রসিদ্ধিসম্পন্নেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি), 'আশিনেভ্যঃ' (বৃদ্ধেভ্যঃ লুপ্তগৌরবেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোঽস্মি). 'যদি শক্নবাম' (যদি সমর্থা ভবাম, যাবৎ অশক্তা ন ভূয়াম) 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টান্) যজাম' (যজামহে, ভজামহে); 'দেবাঃ' (হে দেবনিবহা) 'জ্যায়সঃ' (জ্যেষ্ঠস্য, মদধিকগুণসম্পন্নস্য, পূজাভাজঃ দেবস্য) 'শংসং' (স্তোত্রং, পূজাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মা বৃক্ষি' (অহং বিচ্ছিন্নং মা করবাণি)। হে ভগবন্! সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূজায়াং মমানুরাগং অবিচলং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৭সূ—১৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; অপ্রসিদ্ধ দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; নবপ্রসিদ্ধিসম্পন্ন দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; লুপ্তগৌরব দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি। যতক্ষণ আমাদের সামর্থ্য থাকিবে (যতক্ষণ আমরা অসমর্থ না হইব), সকল দেবতারই পূজা করা আমাদের কর্ত্তব্য। হে দেবগণ! আমাদের অর্চ্চনীয় (আপনারা) যে সকল দেবতা আছেন, কোনও দেবতার অর্চ্চনায় আমি যেন কদাচ বিরত না হই। (১ম—২৭সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিনা প্রেরিতঃ শুনঃশেপো বিশ্বান্ দেবাননয়া তুষ্টাব। তথা চাম্নায়তে। তমগ্নিরুবাচ বিশ্বান্ দেবান্ স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যামীতি স বিশ্বান্ দেবাংস্তুষ্টাব নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্য ইত্যেতয়র্চেতি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শুনঃশেপ মুনি অগ্নি কর্তৃক প্রেরিত (উপদিষ্ট) হইয়া এই ত্রয়োদশী ঋক্ দ্বারা বিশ্ব (সমস্ত) দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন। উক্ত প্রকারই শ্রুতিতে আছে; যথা,—'তমগ্নিরুবাচ বিশ্বান্ দেবান্ স্তুহি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—অগ্নিদেব সেই শুনঃশেপকে বলিলেন, 'হে শুনঃশেপ মুনে! তুমি সমস্ত দেবগণের স্তব কর। অতঃপর 'আমি দেবগণের উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিব' এই কথা বলিয়া সেই শুনঃশেপ মুনি 'নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ' এই ঋকের দ্বারা সমস্ত দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ (৩১০) ঋকের বিশদার্থ।

—‡+•+‡—

হে সর্ব্বেশ্বর! সর্ব্বময়! তুমি তো সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান্! কোন্ দেবতায় তুমি নাই? সকল দেবতাই তো তোমার বিভূতি! তবে কেন বিভ্রম আসে? তবে কেন ভেদ-ভাবে দেখি? তবে কেন দেবতায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ নীচ-মহৎ গুণের ন্যূনাধিক্য কল্পনা করি? 'অমুক দেবতা বড়,' 'অমুক দেবতা ছোট', 'অমুক দেবতায় গুণের আধিক্য আছে,' 'অমুক দেবতায় গুণের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতেছি', 'অমুক দেবতা বৃদ্ধ মাহাত্ম্যশূন্য হইয়াছেন', 'অমুক দেবতা নবীন জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছেন',—এ সকল চিন্তা কেন মনে আসে? এ সকল অতি নীচ-কল্পনা-মূলক। যাঁহার সামান্যমাত্র জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে, যিনি সাধনার একটু উচ্চস্তরে পদার্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই দেবতার মধ্যে ইতর-বিশেষ ক্ষুদ্র-মহৎ দেখিতে পান না; তাঁহার দৃষ্টিতে দেবতা সকলই সমান,—সকলই অভিন্ন। তাই তিনি কোনও দেবতাকে ছোট ভাবিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন না, অথবা কোনও দেবতাকে অন্য দেবতা অপেক্ষা তুলনায় 'বড়' ভাবিয়া তাঁহার পূজার জন্য অধিকতর আয়োজনে প্রবৃত্ত হন না। দেবতার-সম্বন্ধে কোনরূপ তর-তম-ভাব সাধকের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না! সকল দেবতার চরণেই তিনি সমান ভক্তিভরে প্রণত হন,—সকল দেব-ভাবকেই তিনি ধ্যান-ধারণার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন।

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ যেন ঐ ভাবের ব্যত্যয় না হয়। জ্ঞান থাকিতে, সংজ্ঞা থাকিতে, আমরা যেন কোনও দেবতাকে ভেদভাবে দর্শন না করি! ধনী তুমি; দেবারাধনায় ধনের সদ্ব্যবহার করিতে চাও? সকল দেবতার প্রতি সমান দৃষ্টিতে পূজায় প্রবৃত্ত হও। তুমি শাক্ত—শক্তির উপাসক। তোমার প্রতিবাসী শৈব—শিবের উপাসক। তাই, তোমাদের দুই জনের মধ্যে কি দ্বন্দ্বই না চলিয়াছে! কিন্তু শিব-শক্তি কি ভিন্ন? ভ্রান্ত! কেন তোমার এ বিভ্রম আসে? বৈষ্ণবের উপাস্য-দেবতা বিষ্ণুর প্রতিই বা কেন, হে শাক্ত, তোমার বিরাগ-ভাব দেখি? আবার

তাঁহার ভেদভাব দূরে চলিয়া যায়। শেষে তাঁহার আত্মোদ্বোধ হয়; শেষে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেবদ্বারে প্রণত হইয়া প্রার্থনা জানান,—

"নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবাভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ॥"

ঋষিকুমার শুনঃশেপের যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই সূক্তের এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ত-সমূহের ঋক্গুলির প্রবর্তনার বিষয় ভাষ্যকারগণ খ্যাপন করিয়া আসিতেছেন; সে দিক্ দিয়া দেখিলেও এই ঋকের একটী বিশেষ সার্থকতা উপলব্ধ হয়। বন্ধন-মোচনের জন্য, শুনঃশেপ, একে একে বহু দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে, পরিশেষে যখন স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধ হইল, তখন তাঁহার ভেদভাব দূরে গেল। প্রথমে তিনি দেবতাবিশেষকে প্রধান ও অপ্রধান ভাবিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; এখন তিনি সকলকেই এক বুঝিয়া প্রণতি জানাইলেন। এই ভাবই বন্ধন-মোচনের মূলীভূত। শুনঃশেপ কেন, সংসারে সকল সাধকেরই এই অবস্থা। বন্ধন-মোচন এইরূপেই সাধিত হয়। সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে এই শিক্ষাই সার শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে ও আসিবে। বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে নিত্যসত্য, বেদ যে আত্মজ্ঞান-সাধক,—এ ঋক্ তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। ঋকের তাই মুখ্য প্রার্থনা,—'হে দেবগণ! যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকিবে, যতক্ষণ আমার শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ যেন আমি সকল দেবতার প্রতিই সমভাবে অনুরক্ত হই। আমি দীনাতিদীন ভক্তি-হীন; সকলেই আমার অপেক্ষা গরিষ্ঠ; আমি যেন সকলকেই পূজা করিতে প্রবৃত্ত থাকি,—তাঁহাদের কাহারও সহিত আমার সম্বন্ধ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়।' দেবতার সকল সদ্ভাব যেন মানুষে সঞ্জাত হয়,—ঋকের ইহাই মর্ম্ম। * (১ম—২৭সূ—১৩ঋ)।

* ঋকের শেষাংশের অর্থ একটু জটিল। তাই ব্যাখ্যাকারগণের কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—"যেন বৃদ্ধদেবের স্তুতি ছাড়িয়া না দিই।" কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—"যেন কোনও জ্যেষ্ঠদেবের স্তোত্র অবহেলা না করি।" মুইর (Muir) সাহেবের অনুবাদ,—"May I not, O gods, neglect the praise of the greatest." উইলসনের অনুবাদ,—"May I not, O God, fall as a victim to the curse of my better." সুধিগণ আমাদের অনুবাদ মিলাইয়া যুক্তিযুক্ত নির্দ্ধারণ করিবেন।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। অষ্টাবিংশসূক্তং

পঞ্চবিংশঃ ষড়্‌বিংশশ্চ বর্গঃ।

অষ্টাবিংশসূক্তং।

এই সূক্তটী সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাপূর্ণ। পূর্ব্বের সাতাইশটি সূক্তে যে সকল সমস্যার নিরসন করা হইয়াছে এখানে সেই সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বেদবাক্যের অপৌরুষেয়ত্বে সন্দিহান জন, বিশেষতঃ বেদ-মধ্যে যাঁহারা অসভ্য আদিম জাতির মদ্যাদিদানে দেবতার তুষ্টি সম্পাদনের বিষয় ঘোষণা করিয়া থাকেন—তাঁহারা, এই সূক্তের মন্ত্রগুলি দেখিয়া, ভাসাভাসা ভাষ্য দেখিয়া, নিশ্চয়ই লাফাইয়া উঠিবেন!

সোম নামক লতা ছিল। উদূখলে সেই লতা রাখিয়া মুসলের আঘাতে পিশিয়া তাহা হইতে রস বাহির করা হইত। মন্থন-দণ্ড দ্বারা রমণীরা তাহা মন্থন করিত। পরিশেষে ছাকনী দ্বারা সে রস ছাঁকিয়া লওয়া হইত। তীব্র মাদকগুণবিশিষ্ট সে রস ইন্দ্রাদি দেবগণ অতি আদরের সহিত পান করিতেন। এ সূক্তের এক একটী ঋকের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে সাধারণতঃ এই প্রকার অর্থ নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে। গো-চর্ম্মের উপর ঐ রস রক্ষিত হইত, এবং তাহাতে কোনও দোষ আসিত না,—এরূপ সিদ্ধান্তও অনেকে করিয়া থাকেন। তারপর ঋষিকুমার শুনঃশেপের এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধও সূক্তের মধ্যে প্রকট রহিয়াছে,—ভাষ্যাভাষে তাহাও ব্যক্ত হয়।

কোন্ ঋক্ হইতে কি ভাবে ঐ সকল অর্থ গ্রহণ করা হয়, এখানে তাহার একটু আভাষ দিতেছি। সূক্তের প্রথম ছয়টি ঋকে 'উলূখল' শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ এক শব্দ হইতে উদূখল ও মুসল দ্বারা সোমলতা-পেষণকার্য্যকে টানিয়া আনা হইয়া থাকে। 'যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবং' পদাদি দেখিয়া, যজমানের পত্নীকে সোমরস-মন্থনে ব্রতী করা হয়। শেষ ঋকের 'গোরধি ত্বচি' পদদ্বয়ে গো-চর্ম্মের উপর স্থাপনের প্রসঙ্গ আসে। তার পর কাষ্ঠনির্ম্মিত উদূখল প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক আরও নানা বিষয়ের নানা কল্পনা অধ্যাহৃত হইয়া থাকে।

শুনঃশেপোহঞ্জঃসবং দদর্শ তমেতাভিশ্চতসৃভিরভিষুতবান যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহে গৃহ ইত্যাদিনৈনং দ্রোণকলশমধ্যেবনিনায়োচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভরেত্যনয়র্চাথযতাস্মিন্নারব্ধে পূর্বাভিশ্চতসৃভিঃ স্বাহা-কারান্তাভির্জ্জুহবাং চকারেতি তত্র পঞ্চমামৃচমাহ।

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে অষ্টাবিংশসূক্তং। ঋষি অজীগর্ত্তপুত্রো শুনঃশেপঃ।
ইন্দ্রোলূখলৌ দেবতাঃ। ষড়নুষ্টুভঃ তিস্রো গায়ত্র্যঃ।
অঞ্জঃসবে অভিষবে চ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্দ্ধো ভবতি সোতবে।

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যত্র। গ্রাবা। পৃথুঽবুধ্নঃ। ঊর্দ্ধঃ। ভবতি। সোতবে।

উলূখলঽসুতানাং। অব। ইৎ। ঊং ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর শুনঃশেপ মুনি এই অঞ্জঃসবকে দেখিয়াছিলেন। তিনি 'যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহে গৃহে' ইত্যাদি ঋক্-চতুষ্টয় দ্বারা সেই অঞ্জঃসব কর্ম্মে অভিষব (সংস্কার) করিয়াছিলেন। অনন্তর 'উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর' এই ঋক্ দ্বারা দ্রোণকলশের মধ্যে সেই সোমকে রক্ষা (স্থাপন) করিয়াছিলেন। সেই অভিষব (হোম) কর্ম্ম অনারব্ধ হইলে (অর্থাৎ 'অনারব্ধ কর্ম্মে 'স্বাহা' শব্দ যুক্ত) পূর্ব্বোক্ত ঋক্-চতুষ্টয় দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চম সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'যত্র' (যস্মিন্ কর্ম্মণি) 'গ্রাবা' (পাষাণবদ্বিশুষ্কো হৃদয়ঃ) 'সোতবে' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং, ভগবৎকার্য্যে ইতি যাবৎ) 'পৃথুবুধ্নঃ' (স্থূলমূলঃ, দৃঢ়তাসম্পন্নঃ) 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ, সদ্ভাবাপন্নঃ) 'ভবতি' (অস্তি)' 'উলূখলসুতানাং ইব' (পেষণযন্ত্রনিষ্কাষিতানাং মলরহিতানাং দ্রব্যানাং ইব) 'অবেৎ' (গ্রহণীয় ইতি মত্বা, স্বকীয়ত্বেনাবগত্যৈব) তৎকর্ম্ম 'জল্গুলঃ' (ভক্ষয়, গ্রহণং কুরু)। সদ্ভাববিবর্জ্জিতঃ পাষাণবদ্বিশুষ্কঃ কাঠোরহৃদয়ো যদা ভগবদ্ভক্তিরসেন আর্দ্রো ভবতি, ভগবান্ তদা তদ্‌হৃদয়ং বিশুদ্ধং পরিশ্রুতং ইতি মত্বা তত্র অধিষ্ঠানং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! যে কর্ম্মে পাষাণের ন্যায় বিশুষ্ক এই হৃদয়, ভগবৎ-প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সদ্ভাবাপন্ন (উন্নত) হয়, পেষণযন্ত্রনিষ্কাষিত মলরহিত দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণীয় জ্ঞান করিয়া, আপনি সেই কর্ম্ম গ্রহণ করুন (করেন)। (১ম—২৮সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যত্র যস্মিন্নভিষবকর্ম্মণি সোতবেঽভিষবার্থং গ্রাবা পাষাণঃ পৃথুবুধ্নঃ স্থূলমূল ঊর্দ্ধ উন্নতো ভবতি তস্মিন্ কর্ম্মণ্যুলূখলসুতানামুলূখলেনাভিষুতানাং রসমবেৎ স্বকীয়ত্বেনাবগত্যাব জল্গুলঃ। ভক্ষয়॥

পৃথুবুধ্নঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভবতি। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। সোতবে। ষুঞ্ অভিষবে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্য-দাত্তত্বং। উলূখলসুতানাং। উলূখলেন সুতানাং। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! যে অভিষব-কর্ম্মে অভিষব-নিমিত্ত পাষাণ (প্রস্তর) স্থূলমূল এবং উন্নত হয়, সেই অভিষব কর্ম্মে উলূখল দ্বারা প্রস্তুত যে সোমরস, তাহা নিজস্ব-রূপে জানিয়াই ভক্ষণ (পান) করুন।

'পৃথুবুধ্নঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ভবতি' এই পদটীতে 'নিপাতৈর্যদ্যদি হন্ত' (পা০৮৷১৷৩০) এই সূত্র-হেতু নিঘাত নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'সোতবে' এই পদটী অভিষবার্থ সু ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা তবেন্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত। 'উলূখল-সুতানাং' এই স্থলে 'উলূখলেন সুতানাং' এইরূপ ব্যাসবাক্য এবং 'তৃতীয়া কর্ম্মণি'

জল্গুলঃ। গল অদনে। অস্মাত্তণ্ডো লুকি লোণ্মধ্যমৈকবচনে লোটোইডাটাবিত্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। উপধায়া উত্বং চ ঙলাদিশেষাভাবশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ ॥ ১ ॥

*

প্রথম (৩১১) ঋকের বিশদার্থ।

বিষম সমস্যাপূর্ণ এই ঋক। সাধারণ-দৃষ্টিতে, সায়ণাদির ভাষ্যের অনুসরণে, এ ঋক্ সোমলতা-পেষণের অনুকূল যুক্তিমূলক বলিয়াই মনে হয়। প্রচার এই যে, পাষাণ-খণ্ডের উপর সোমলতা পেষণ করা হইত। স্থূলমূল পাষাণখণ্ডকে যখন যজ্ঞক্ষেত্রে উর্দ্ধভাবে স্থাপিত করা হয়, সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইতেছে বুঝিয়া, তখনই ইন্দ্রদেব যেন সন্তুষ্ট হন। উলূখল (উদূখল) হইতে নিঃসৃত সোমরসের ন্যায় অর্থাৎ পরিশ্রুত সোমরস মনে করিয়া তিনি তখনই তাহা পান করেন। *

ঋক্টীতে সোমলতার কোনও নামগন্ধ নাই। আমাদের মনে হয়, কোনও কালে কোনও প্রদেশে কি একটা প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; আর, তাহা উপলক্ষ করিয়া, মন্ত্রের অর্থ সেই ভাবেই গ্রহণ করা হইতেছিল। কাহারও ব্যাখ্যার প্রতি আমরা কোনরূপ দোষ-খ্যাপন করিতেছি না। কর্ম্মকাণ্ডে মন্ত্র যখন যে ভাবে প্রয়োগ হইত, ভাষ্যকারগণ তদনুসারেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মে প্রয়োগ-কালে যথাযথ উচ্চারণ কার্য্যকরী হয়, অর্থের কোনও প্রয়োজন হয় না,—ইহাই এক সম্প্রদায়ের

এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'জল্গুলঃ' এই পদটী ভক্ষণার্থ গল্ ধাতুর উত্তর যঙ্ ও তাহার লুক্ (লোপ), পরে লেট্ (লট্) মধ্যম পুরুষের একবচন, 'লেটোইডাটৌ' (পা০ ৩।৪।৯৪) এই সূত্র দ্বারা অট্ (অ) আগম, 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্র দ্বারা ইকার লোপ, এবং উপধা স্থানে উকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু হলের আদি শেষ হইল না (অর্থাৎ হলান্তের পরভাগের লোপ হইল না) ॥ ১ ॥

* প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি: (১) হে ইন্দ্রদেব! যে যজ্ঞস্থলে স্থূল নিম্নভাগবিশিষ্ট পাষাণ সোমকণ্ডনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে, সে স্থানে আপনি উদূখলে অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান করুন।' (২) "যে যজ্ঞে সোমরসের অভিষবার্থ স্থূলমূল প্রস্তর উন্নত করা হয়, হে ইন্দ্র সেই যজ্ঞে উদূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর।"

মত। সায়ণাদি সেই সম্প্রদায়েরই পৃষ্টপোষক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে কর্ম্মের উপযোগী অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে অন্যরূপ অর্থের (ভাবার্থ-গ্রহণের) তিনি আবশ্যকতাই মনে করেন নাই।

আমরা অবশ্য মন্ত্রগুলিকে অন্য দৃষ্টিতে দেখি। আমাদের বিশ্বাস ও জ্ঞান এই যে,—মন্ত্রের অর্থ সার্ব্বজনীন, আর উহার প্রয়োগের উপযোগিতা বিভিন্ন কর্ম্মে প্রতিপন্ন হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "তদ্‌বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। ঐ মন্ত্র শাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবেরসকল প্রকার পূজা-অর্চ্চনার প্রারম্ভেই ব্যবহৃত হয়। অথচ, উহার ভাবার্থ কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের বা কর্ম্ম-বিশেষের উদ্দেশ্যসাধক নহে। এইরূপ, এই মন্ত্রটীকেও আমরা কর্ম্মবিশেষের (সোমলতার রস প্রস্তুতের সময়ের মাত্র) উপযোগী বলিয়া মনে করি না। মন্ত্র নিত্যসত্যরূপে প্রতীত হয়। উহার প্রয়োগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্ম্মে অসম্ভব নহে।

অতঃপর, ঋক্‌টির মধ্যে যে গভীর ভাব—নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিহিত আছে, তাহার একটু আভাষ দিবার চেষ্টা পাইতেছি। ঋকের এক একটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন; সে ভাব পরিগ্রহ হইবে 'গ্রাবা' পদ পাষাণার্থবোধক। গ্রহণার্থক 'গ্রহ' ধাতু উহার মূল। হৃদয় সদসৎ ভাবরাশি গ্রহণ করে বলিয়া ঐ শব্দে হৃদয়কে বুঝাইতে পারে। 'গ্রাবা' পদ বিশেষভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্য,—ঐ পদে পাষাণবৎ বিশুষ্ক কঠোর হৃদয়কে লক্ষ্য করিতেছে। মনুষ্যমাত্রই পাপ-কর্ম্মের অধীন। পাপের প্রভাবে হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন বিশুষ্ক ভাব ধারণ করে। প্রথমে এইরূপ সাধারণ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইল। ভাবে বলা হইল,—'তুমি যত বড় পাপীই হও না কেন, পাষাণবৎ বিশুষ্ক হৃদয় যে তুমি, তুমিও উদ্ধার পাইতে পার।' কেমন হইলে? কি প্রকারে? 'পৃথুবুধ্ন' এবং 'ঊর্দ্ধঃ'—পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে; বলিতেছে,—'যদি তুমি স্থূলমূল অর্থাৎ ভগবানের প্রতি দৃঢ়চিত্ত হইতে পার, যদি তুমি উন্নত অর্থাৎ সদ্ভাবাপন্ন হইতে পার, তাহা হইলেই তোমার উদ্ধার-লাভ ঘটিবে হও না কেন—পাপী! হও না কেন—অভিশপ্ত! ভয় কি? একবার 'সোত্বাসে' অর্থাৎ ভগবানের প্রীতি-সাধনোদ্দেশে দৃঢ়চিত্ত ও

সদ্ভাবসমন্বিত হও দেখি। ভগবান তোমায় উদ্ধার করিবেন।' কেমন-ভাবে উদ্ধার করিবেন? 'উলূখলসুতানামিব' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। পাপীর চিত্ত যখন ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হয়, সে যখন ভগবানের প্রতি একাগ্র হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি-সম্পন্ন ও সৎকর্ম্মে মতিযুক্ত হইতে পারে; অতীত কর্ম্মের জন্য তখন তাহার অন্তরে দারুণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। উলূখলের উপমায় এখানে সেই সার্থকতা দেখি। উলূখলে মুসলাঘাতে ধান্যাদি যেরূপ পুনঃপুনঃ আহত ও পিষ্ট হইয়া নিস্তুষ অবস্থায় নির্গত হয়; আত্মগ্লানি-রূপ মুসলের আঘাতে পাষাণ হৃদয়ে চিত্তবৃত্তিসমূহ সেইরূপ আহত ও পিষ্ট হইয়া কলুষ-রহিত অবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। নিস্তুষ বা মলরহিত শস্যসার (চাউলাদি) যেমন লোকের ভক্ষণীয় হয়; ভগবানে ন্যস্ত হইলে, পাপীর চিত্তবৃত্তি-সমূহও সেইরূপ ভগবানের গ্রহণীয় হইয়া থাকে। পাপী! ভয় করিও না; ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত হও। উলূখলে নিষ্পেষিত শস্যাদির ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া কলঙ্করহিত হও। ভগবান তোমায় অবশ্যই দয়া করিবেন। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—২৮সূ—১ঋ)

—০—

দ্বিতীয়া ঋক্।

প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।

যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা।

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ।

যত্র। দ্বৌইব। জঘনা। অধিষবণ্যা। কৃতা।

উলূখলসুতানাং। অব। ইৎ। উং ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ ॥ ২

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা ।

'যত্র' (যদা) 'জঘনা ইব' (জঘনৌ, জঘনপ্রদেশৌ ইব, সমাকৃমিলনপরৌ ইতি যাবৎ) 'দ্বৌ' (দেহমনসৌ) 'অধিষবণ্যা' (অধিষবণৌ, ভগবৎকর্ম্মণী) 'কৃতা' (কৃতৌ, বিনিযুক্তৌ) ভবতঃ, তদা 'উলূখলসুতানাং ইব' (পেষণযন্ত্রনিষ্কাশিতানাং মলরহিতানাং দ্রব্যানাং ইব) 'অবেৎ' (গ্রহণীয় ইতি মত্বা) 'জল্গুল' (ভক্ষয়, গ্রহণং কুরু)। বয়ং যদা ভগবৎকর্ম্মাণি অবিচ্ছিন্নভাবেন দেহমনসী বিনিয়োজয়াম, তদা ভগবদনুগ্রহং লভামহে ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

যখন জঘনপ্রদেশের ন্যায় (যুক্তভাবে অভিন্ন হইয়া) দেহ মন ভগবৎ-কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়, তখন পেষণযন্ত্র-নিষ্কাশিত মলারহিত দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণীয় মনে করিয়া আপনি সে কর্ম্মকে গ্রহণ করেন (করুন)। (১ম—২৮সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিষবণ্যা উভে অধিষবণফলকে দ্বাবিব জঘনা। দ্বৌ জঘনপ্রদেশাবিব। জঘনং জঘন্তেরিতি যাস্কঃ। নি০ ৯।২০। কৃতা। বিস্তীর্ণে কৃতে সম্পাদিতে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

জঘনা। হন্তেঃ শরীরাবয়বে দ্বে চ। উ০ ৫।৩২। ইতি হন্ ধাতোরচ্। দ্বিত্বং। কদ্দনাদিত্বাদন্ত্যোদাত্তঃ। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। অধিষবণ্যা। সুঞ্ অভিষবে। ল্যুট্। ভবে ছন্দসীতি যৎ। উপসর্গাৎসুনোতীতি ষত্বং। তিৎস্বরিত ইতি স্বরিতঃ। ন চ যতোঽনাব

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্ ইন্দ্র! যে কর্ম্মে অধিষবন সম্বন্ধীয় ফলকদ্বয় দুইটী জঘন-প্রদেশের সদৃশ। নিরুক্ত-গ্রন্থে যাস্ক 'জঘনং জঘন্তেঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে (সম্পাদিত হইয়াছে)। অপর অংশ (বাকী) অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় হইবে। (অর্থাৎ সেই কর্ম্মে উদূখল দ্বারা প্রস্তুত সোমরস ভোজন করুন।

'জঘনা' এই পদটী হন্ ধাতুর উত্তর 'হন্তেঃ শরীরাবয়বে দ্বে চ' (উ০৫।৩২) এই সূত্র দ্বারা অচ্, পরে দ্বিত্ব, কদ্দনাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় মধ্য-স্বর উদাত্ত, এবং 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা আকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অধিষবণ্যা' এই পদটী অভিষবার্থ সু ধাতুর উত্তর ল্যুট্ পরে 'অধিষবে ভব যে' এই অর্থে 'ভবে ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা যৎ প্রত্যয় এবং 'উপসর্গাৎ সুনোতি' এই সূত্রে ষত্ব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে 'তিৎ স্বরিতঃ' এই নিয়মে স্বরিত স্বর হইয়াছে; 'যতোঽনাবঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইল না।

উচ্চাবচাদাত্তত্বং। তত্র চ নিষ্ঠা চ দ্ব্যজনাৎ। পা০ ৬।১।২০৫। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে দৈত্যৈর্বঃ ভণিত। কৃতা। পূর্ব্বসদাকারঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (৩১২) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের বড় সমস্যা-মূলক পদ—'জঘনা' ও 'অধিষবণ্যা'। সায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যত ভাষ্যকারের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই এক মন্মের অর্থ করিয়া গিয়াছেন। সকলেরই ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—'সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য দুই খানা প্রস্তর যখন জঘনের ন্যায় বিস্তৃত হয়।' ইত্যাদি।* প্রথম ঋকে একখানা প্রস্তরের বিষয় ভাষ্যকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এখানে দুই খানা প্রস্তর কল্পনা করা হইল। কেন-না, মূলে 'দ্বৌ' শব্দ আছে। কিন্তু জঘনের ন্যায় দু'খানা পাথর কিরূপ থাকিবে, কেহই তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। সোমরস-কণ্ডনরূপ অর্থ আমনন করিতে হইবে বলিয়াই বোধ হয় দুই খানা পাথর ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, ঋক্‌টি ভালরূপে বুঝিতে হইলে, 'জঘনা' পদের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। 'জঘন' শব্দে 'মিলনস্থান' 'সঙ্গমস্থান' ভাব ব্যক্ত করে। তাই 'জঘন' শব্দে "কটিদেশের সম্মুখভাগের নিম্ন-দেশ" বুঝায়; তাই "গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতং", "প্রয়াগং জঘনস্থানমুপস্থমৃষয়ো বিদুঃ" প্রভৃতি বাক্য শিষ্ট-প্রয়োগ মধ্যে পরিগণিত। তাহা হইলে, "দ্বৌ জঘনৌ ইব" বাক্যে "দুইয়ের মিলনের ন্যায়" ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর বুঝিয়া দেখুন, সে দুই—কোন দুই? দুই

হেতু উক্ত সূত্রে 'নিষ্ঠা চ দ্ব্যজনাৎ' (পা০৬।১।২০৫) এই সূত্রের অনুবৃত্তি-হেতু অচ্ দ্ব্যচ্-বিশিষ্ট শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। 'কৃতা' এই পদে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা আকার হইয়াছে ॥ ২ ॥

---

* ঋকের দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতেই ব্যাপার উপলব্ধ হইবে। যথা,—"হে ইন্দ্রদেব, যে স্থানে সোমকণ্ডন করিবার নিমিত্ত উদূখল ফলকদ্বয়, জঘনদ্বয়ের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সে স্থানে আপনি উদূখল সংস্কৃত সোমরস আপনার অবগত হইয়া পান করুন।" (২) "যে যজ্ঞে দুই জঘনের ন্যায় অভিষব-ফলকদ্বয় বিস্তৃত হয়, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উদূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর।"

খানা পাথর পড়িয়া থাকিলেই যে ভগবান কৃপাপরায়ণ হন, তাহা মনে করাও মাত্র

আমরা তাই নির্দ্দেশ করি, এখানে স্থূল প্রস্তর-খণ্ডদ্বয়ের বিষয় কথিত হয় নাই। এখানে দেহের সহিত মনের জঘন বা সম্মিলন বিষয়েই লক্ষ্য করিয়াছে। দেহ আর মন—এই দুই যদি অভিন্নভাবে এক হইয়া ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভগবান কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এ ক্ষেত্রে নিষ্পেষণ-যন্ত্র-নিঃসৃত (উলূখল-নিঃসৃত) সোম-দ্রব্য গ্রহণের উপমার সার্থকতাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দেহ আর মন—একযোগে অভিন্নভাবে ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হওয়ার পক্ষে অশেষ বাধা ও অন্তরায় আছে। সেই সকল বাধা ও অন্তরায় উত্তীর্ণ হওয়াই নিষ্পেষণ-যন্ত্রের মধ্য হইতে নির্গত হওয়া। পাপের কত প্রলোভন! পুণ্যপথে অগ্রসর হওয়ার কত অন্তরায়! তাহাতেই উলূখলের পেষণ-আঘাত পাইয়া বহির্গত হওয়ার উপমা আসে। ফলতঃ, দেহ-মনে এক হইয়া যখন ভগবানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে, তখনই ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হইবে,—ইহাই ঋকের ভাবার্থ। (১ম—২৮সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(পাদ-বিশ্লেষণ। অনুবাদ-বিশ্লেষণ। তৃতীয়া ঋক্।)

যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে।

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যত্র। নারী। অপচ্যবং। উপচ্যবং। চ। শিক্ষতে।

উলূখলসুতানাং। অব। ইৎ। উঁ ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'যত্র' (যস্মিন্ কর্মণি) 'নারী' (সাধ্বী রমণী) 'অপচ্যবং' (অপচয়ং, অসৎকর্মজনিতক্ষয়ং) 'উপচ্যবং চ' (সৎকর্মজনিতলাভঞ্চ) 'শিক্ষতে' (জানাতি); তৎকর্ম ত্বং পেষণযন্ত্রনিঃসৃতানাং মলরহিতানাং দ্রব্যাণাং ইব মত্বা গ্রহণং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে কর্ম্ম দ্বারা সাধ্বী-রমণী অসৎকর্ম্মের অশুভফল এবং সৎকর্ম্মের শুভফল উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন; সেই কর্ম্মকে বিশুদ্ধ জানিয়া, হে ভগবান্, আপনি গ্রহণ করেন। (১ম—২৮সূ—৩ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

যত্র যস্মিন্ কর্মণি নারী পত্নী অপচ্যবং শালায়া নির্গমনম্ উপচ্যবং চ শালাপ্রাপ্তিং চ শিক্ষতে অভ্যাসং করোতি। অন্যৎ পূর্ববৎ॥

অপচ্যবং। চ্যুঙ্ গতৌ। ঋদোরপ্। উপসর্গস্য ঘঞি...। থাথাদিনা। পা০ ৬।২।১৪৪। ইতি উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। শিক্ষতে। শিক্ষ বিদ্যোপাদানে। অনুদাত্তেত্ত্বাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতাভাবঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (৩।১৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহণ করা বড়ই কঠিন। সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণে ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে, যে কর্ম্মে নারী গৃহ হইতে নির্গমন ও গৃহে প্রবেশ করে, সেই কর্ম্ম তুমি গ্রহণ কর! পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন যে,—সোমরস মন্থন

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! যে কর্ম্মে পত্নী যজমানের) যজ্ঞশালা হইতে নির্গম ও যজ্ঞশালায় প্রবেশরূপ প্রাপ্তি অভ্যাস করিয়া থাকে। অপরাংশ পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়। অর্থাৎ, সেই কর্ম্মে আপনি উদূখল দ্বারা প্রস্তুত সোমরস পান করুন।

'অপচ্যবং' এই পদটী অপ পূর্ব্বক গমনার্থ 'চ্যু' ধাতুর উত্তর 'ঋদোরপ্' এই সূত্র দ্বারা অপ্ প্রত্যয় এবং গুণ আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে 'থাথাদিনা' (পা০৬।২।১৪৪) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শিক্ষতে' এই পদটী বিদ্যাগ্রহণার্থ শিক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উক্ত পদে অকারোপদেশ-হেতু ল-সার্ব্বধাতুক অনুদাত্ত স্বর হইলে পর ধাতুস্বর, এবং 'তিঙ্ঙতিঙঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে॥ ৩॥

করিবার সময়, রমণীরা যখন মন্থন রজ্জুর অপনয়ন ও উপনয়ন করে, তখন তুমি সেই কর্ম্ম গ্রহণ কর। *

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথার আলোচনা আবশ্যক মনে করি। 'অপচ্যবং' এবং 'উপচ্যবং' এই দুইটী পদ লইয়াই বিশেষ সমস্যা। একত্রীকরণার্থ মূলক (সংরক্ষণার্থ-সূচক) 'চ্যু' (বা 'চি' ধাতু হইতেই উভয় পদ নিষ্পাদিত হইয়াছে। এক পদের উপসর্গ —'অপ', অন্য পদের উপসর্গ—'উপ'; এক উপসর্গের অর্থ—ক্ষয়বোধক এবং অপর উপসর্গের অর্থ—সঞ্চয়বোধক। তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে কর্ম্মে অপচয় হয় এবং যে কর্ম্মে সঞ্চয় হয়, সেই দুই প্রকার কর্ম্মকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু কোন্ কর্ম্মে অপচয় এবং কোন্ কর্ম্মে সঞ্চয় হয়? সৎকর্ম্মই সঞ্চয়মূলক এবং অসৎকর্ম্মই অপচয়মূলক। এখানে সঞ্চয়ের লক্ষ্য—'সৎ' সৎ যাহা, তাহাই সঞ্চিত হয়। 'অসৎ' যাহা, তাহা ক্ষয়মূলক, তাহাই অপচয়িত হয়। তাহা হইলে ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—যেখানে যে সংসারে রমণী পর্য্যন্ত সদসৎ কর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া সৎকার্য্যে ব্রতী হয়, সেখানে—সে সংসারেই শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে; সেইখানেই ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। (১ম—২৮সূ—৩ঋ।)

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীন্যমিতবা ইব।

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ৪ ॥

* ঋকের 'অপচ্যবং উপচ্যবং' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষেই যত গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। সায়ণের মত ভাষ্যেই দেখুন। পাশ্চাত্য মতের নিদর্শন-স্বরূপে উইলসন সাহেবের টীপ্পনী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—"The scholiast explain the terms Apachyava and Upachyava going in and going out of the hall (Sala); but it would perhaps rather be moving up and down with reference to the action of the pestle." কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উইলসন সাহেবের এই মতেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

পদ-বিশ্লেষণং।

যত্র। মন্থাং। বিঽবধ্নতে। রশ্মীন্। যমিতবৈঽইব।

উলূখলঽসুতানাং। অব। ইৎ। উং ইতি। ইন্দ্র। জল্গুলঃ॥ ৪॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যত্র' (যস্মিন্ কর্ম্মণ) 'যমিতবা ইব' (সংযমরজ্জুভিঃ) 'রশ্মীন' (বন্ধনরজ্জু ইব) 'মন্থাং' (মনোরূপমন্থনদণ্ডং) 'বিবধ্নতে' (বন্ধনং করোতি পুরুষ ইতি যাবৎ) ভগবান্ তৎকর্ম্ম প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে কর্ম্মে সংযম-রূপ বন্ধন-রজ্জু দ্বারা মনোরূপ মন্থন-দণ্ডকে মানুষ বন্ধন করিতে সমর্থ হয়, পেষণযন্ত্র নিষ্পেষিত মলারহিত দ্রব্যের ন্যায় সেই কর্ম্মকে, হে ভগবান, আপনি গ্রহণ করুন (করেন)। (১ম—২৮সূ—৪ঋ।)

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যত্র যস্মিন্ কর্ম্মণি মন্থানং মেষণাহেতুং মন্থানং নিবধ্নন্তি তত্র দৃষ্টান্তঃ। রশ্মীনশ্ববন্ধনাধান্ প্রগ্রহান্ যমিতবা ইব। নিয়ন্তুমিব। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

মন্থাং। পথিমথ্যভুক্ষামাৎ। পা০ ৭।১।৮৫। ইতি দ্বিতীয়ায়ামপি ব্যত্যয়েনাত্বং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তত্বে পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে। পা০ ৬।১।১৯৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! যে কর্ম্মে ঋত্বিকগণ দধিমথন-রূপ কার্য্য নিষ্পাদক মন্থন-দণ্ড বন্ধন করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—নিয়মিত করিবার নিমিত্ত অশ্ববন্ধনার্থ রশ্মি-সমূহের ন্যায় (অর্থাৎ যেরূপ অশ্বগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত অশ্ববন্ধনোচিত রশ্মি বা লাগাম সমূহ বন্ধন করা হয়, তদ্রূপ)। অপর ব্যাখ্যা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় হইবে।

'মন্থাং' এই পদটী ('মথিন্' শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনে অম্ বিভক্তি) 'পথিমথ্যভুক্ষামাৎ' (পা০ ৭।১।৮৫) এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তিতেও ব্যতিক্রম-হেতু আকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে প্রাতিপদিক স্বর দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইলে, 'পথি মথোঃ সর্ব্বনাম স্থানে" (পা০ ৬।১।১৯৯) এই সূত্র দ্বারা আদি স্বর উদাত্ত হইয়াছে। প্রকারান্তরে 'মন্থাং' পদ সাধিত হইতে পারে,—'ইহা দ্বারা মথিত হয়' এই অর্থে মন্থা শব্দ হয়। বিলোড়নার্থ মথি

যদ্বা মথ্যতেঽনয়েতি মন্থা। মথি বিলোড়ন ইত্যস্মাদ্ধলশ্চেতি করণে ঘঞ্। ততষ্টাপ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বিবধ্নতে। বন্ধ বন্ধনে। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। অনিদিতামিতি ন লোপে শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বর। তিঙ্ঙতিঙ চোদাত্তবতীতি গতেনিঘাতঃ। যমিতবৈ। যম উপরমে। তুমর্থে সেসেনিতি তবৈপ্রত্যয়ঃ। ইড়াগমশ্ছান্দসঃ। যদ্বা ণ্যন্তা-ত্তবৈপ্রত্যয়েঽস্তড়াগমে সতি ণিলোপশ্ছান্দসঃ। অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ। পা০ ৬.১।২০০। ইত্যাদ্যন্তয়োরুদাত্তত্বং॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (৩১৪) ঋকের বিশদার্থ

ভাষ্যকারগণ এ ঋক্‌টীকেও সেই সোমরসমন্থন ব্যাপার-মূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে এখন ঋকের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'যে স্থানে রশ্মি দ্বারা ঘোটককে বন্ধন করার ন্যায়, সোমরসের মন্থন-দণ্ডকে লোকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে, সেখানে উদূখলে নিঃসৃত সোম-রসের ন্যায়, হে ইন্দ্রদেব, সেই সোমরস পান করুন'। কি হইতে কি অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিয়া পাওয়াই কঠিন।

আমরা কিন্তু ঋকে সোমলতার কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি না। এ ঋকে এক সরল সুন্দর ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে। এখানে চিত্তসংযমের বিষয়ই লক্ষ্য রহিয়াছে। উপমায় বলা হইতেছে,—উচ্ছৃঙ্খল পশুকে যেমন রশ্মি-বন্ধনে সংযত করা হয়, উচ্ছৃঙ্খল মনকে সেইরূপ ধৃতি দ্বারা বন্ধন করিয়া ভগবৎ-কর্ম্মে বিনিযুক্ত কর। চিত্ত-সংযমই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র মুখ্য উপায়। সকল ধর্ম্ম—সকল শাস্ত্রই মুক্তকণ্ঠে সেই তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। (১ম—২৮সূক্ত—৪ঋ)।

(মন্থ) ধাতুর উত্তর 'হলশ্চ' এই সূত্র দ্বারা করণবাচ্যে ঘঞ প্রত্যয়, তৎপরে টাপ, এবং প্রত্যয়ের 'ঞ' ইৎ যাওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বিবধ্নতে' এই পদটী বন্ধনার্থ বন্ধ ধাতুর উত্তর ক্র্যাদিগণীয় হেতু 'শ্না' 'অনিদিতাম্' এই সূত্র দ্বারা ন লোপ হইলে 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' এই সূত্র দ্বারা 'শ্না'র আকার লোপ, প্রত্যয়স্বর এবং 'তিঙ্ঙতিঙ চোদাত্তবতি' এই সূত্র দ্বারা গতির (বি-উপসর্গের) নিঘাত করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যমিতবৈ' এই পদটী উপরমার্থ যম ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা 'তবৈ' প্রত্যয় এবং বৈদিক প্রয়োগ-হেতু ইট্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, নি-(নিচ, ণি) প্রত্যয়ান্ত যম ধাতুর উত্তর তবৈ প্রত্যয়ের স্থানে ইট্ আগম হইলে বৈদিক প্রয়োগহেতু 'নি'র লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ' (পা০ ৬.১।২০০) এই সূত্র দ্বারা উক্ত পদের আদি ও অন্ত স্বর উদাত্ত ॥ ৪ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিষবে বিনিযুক্তাসু চতসৃষু মধ্যে প্রথমা সূক্তে পঞ্চমীমৃচমাহ ॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহেগৃহ উলূখলক যুজ্যসে।
ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। চিৎ। হি। ত্বং। গৃহেঽগৃহে। উলূখলক। যুজ্যসে।

ইহ। দ্যুমৎঽতমং। বদ। জয়তাংঽইব। দুন্দুভিঃ ॥ ৫

অন্বয়বোধিক-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যচ্চিৎ' (যদি) 'ত্বং' (তব কৃপয়া ইতি যাবৎ) 'উলূখলকঃ' (উলূখলুকং, উলূখলনিঃসৃতদ্রবাং, পোষণযন্ত্রনিষ্কাষিতং মলরহিতং দ্রবাং, ভগবদ্ভক্তিযুতং নির্ম্মলং অন্তঃকরণং) 'গৃহেগৃহে' (প্রতিগৃহে) 'যুজ্যসে' (প্রযুজ্যসে, বিধারসে); 'হি' (তদা) 'ইহ' (সংসারে) 'জয়তাং' (জয়ধ্বনিসূচকঃ) 'দুন্দুভিঃ ইব' (বাদ্যমিব) 'দ্যুমত্তমং' (গভীরনিনাদং, আনন্দ-কল্লোলং) 'বদ' (কুরু, উচ্চারয়, ধ্বনিতি শেষঃ)। ভগবৎকৃপয়া যদা ইহসংসারে সর্ব্বত্র লোকা বিশুদ্ধচিত্তাঃ ভবন্তি, তদা আনন্দস্য পারং ন যাতি। (১ম—২৮সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অধুনা 'অভিষব' বিষয়ে বিনিযুক্ত ঋক-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমা কিন্তু সূক্তে পঞ্চমী যে ঋক্, তাহা কথিত হইতেছে।

ঙ্খমুড়ত্বাং মতুবিতি মতুপ ঈদাত্তত্বং। নত্বু দিব উদিত্যত্র প্রাতিপদিকং গৃহ্যতে ন ধাতুকিত্বাক্তত্বাৎ। অত্যদুরিত্যাদাবিবাগ্রপুটা ভবিতব্যং। পাঃ ৬।৪।১৯। এবং তর্হি দীপ্তিমৎ স্বর্গবাচকেন দিব প্রাতিপদিকেন দীপ্তিনর্কাভ ইত্যুদং ভবিষ্যতি॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে পঞ্চবিংশো বর্গ॥ ২৫॥

পঞ্চম (৩১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ উলূখলের সম্বোধন-সূচক,—ভাষ্যকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'উলূখলক' পদ, সে হিসাবে, সম্বোধনের প্রয়োগ। তাহা হইলে, আমরা বলি, এখানেও 'উলূখল' শব্দে বিবেকরূপ নিষ্পেষণ যন্ত্র বুঝাইতেছে। অন্যপক্ষে আমরা মনে করি, ঐ পদে ছান্দসে বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে; 'উলূখলক' স্থলে 'উলূখলকঃ' এবং সন্ধিতে বিসর্গলোপে 'উলূখলক' দাঁড়াইয়াছে। ঐ শব্দের অর্থ—'উলূখল হইতে নিষ্কাষিত বিশুদ্ধ দ্রব্য।' ভাবে এখানে ঐ শব্দে বিশুদ্ধ নির্ম্মল চিত্তকে বুঝাইতেছে। 'ত্বং' কর্তৃপদ, সম্বোধ্য দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে, ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপ বদলাইয়া যায়।

ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে উলূখল, যদ্যপি তোমাকে সোমকণ্ডনের নিমিত্ত গৃহে গৃহে ব্যবহার করা যায়, তথাপি এই বৈদিক কর্ম্মে তুমি জয়প্রাপ্ত রাজগণের ঢক্কার ন্যায় গম্ভীরভাবে শব্দ কর।' কিন্তু আমাদের অর্থে ভাব আসিতেছে এই যে,—'হে ভগবন্! তোমার কৃপায় আমাদের অন্তর বিশুদ্ধ হউক; সংসারের ঘরে ঘরে সজ্জন সাধু ভগবদ্ভক্ত হউক। তাহা হইলে, এই দুঃখপূর্ণ সংসারের ... কোলাহল উত্থিত হইবে।' রাজশ্রী ... বিজয়শালীর আনন্দ ... দুন্দুভিনিনাদে বিঘোষিত হয়, দুর্দ্দমনীয় ... সদ্ভাব-সমন্বিত

আদেশ হইলে 'দ্যুমত্তমং' মত্ ... উদ্ধার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ... প্রাতিপদিক (শব্দ মাত্র) গৃহীত হইতেছে ... 'দ্যুমদ্' ইত্যাদি ... স্থলে দৃষ্ট হইবে; ... দিব শব্দে দীপ্তি লক্ষিত হইতেছে। ... শব্দে স্বর্গ দ্বারা দীপ্ত ... হইবে॥ ৫॥

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ... পঞ্চবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

হওয়ায়, আমাদের মধ্যেও আনন্দ-কল্লোল সেইরূপ মুখরিত হইয়া উঠিবে। সৃষ্ট প্রকৃতির আনন্দে স্রষ্টাও তখন আনন্দ প্রকাশ করিবেন, প্রকৃতির পটে আনন্দের হাসি স্বতঃ-প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। (১ম—২৮সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্যগ্রমিৎ।

অথো ইন্দ্রায় পাতবে সুনু সোমমুলূখল ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। স্ম। তে বনস্পতে। বাতঃ। বি। বাতি। অগ্রং। ইৎ।

অথো ইতি ইন্দ্রায়। পাতবে। সুনু। সোমং। উলূখল ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'বনস্পতে' (হে বিবেকরূপনিষ্পেষণযন্ত্র) 'তে' (তব) 'অগ্রমিৎ' (পুরস্ত ইব, মূর্দ্ধোপরি অবস্থিত ইব) 'বাতঃ' (প্রাণবায়ুঃ) 'বিবাতি স্ম' (প্রসরতি স্ম, প্রবহতি স্ম); তং হি মনুজস্য জন্মজরামরণস্য মোক্ষস্য বা হেতুভূতঃ; 'অতঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ; স্বকীয়শক্তিপ্রেরণায় ইতি যাবৎ) 'উলূখল' (হে নিষ্পেষণযন্ত্র) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, ইন্দ্রদেবস্য ইতি যাবৎ) 'পাতবে' (পানার্থং) 'সোমং' (ভক্তিসুধাং) 'সুনু' (সুসংস্কৃতং প্রস্তুতং বা কুরু)। অয়ং মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। পাপবৃত্তিনাং নিষ্পেষণযন্ত্ররূপো বিবেক অত্র সম্বোধ্যঃ। অস্মাকং স ভক্তিসুধাং নিষ্কাষণং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে বিবেকরূপ নিষ্পেষণযন্ত্র! তোমারই মস্তকোপরি মনুষ্যের প্রাণবায়ু বিস্তৃত রহিয়াছে; (অর্থাৎ, তুমিই মনুষ্যের জন্মজরা-মরণের বা মোক্ষের হেতুভূত); সেই কারণে (তোমারই শক্তি-প্রেরণায় ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয়—সেই কারণে) হে নিষ্পেষণ-যন্ত্র, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের পানার্থ (আমাদের হৃদয়ের) ভক্তিসুধা তুমি সুসংস্কৃত (প্রস্তুত) করিয়া দেও। (১ম—২৮সূ—৬ঋ)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উত অপি চ হে বনস্পতে উলূখলরূপ বৃক্ষ তেহগ্রমিত্তব পুরত এব বাতো বিবাতি-স্ম। বেগোপেতমুসলপ্রহারৈর্ব্বায়ুর্ব্বিশেষেণ প্রসরতি খলু। অথোহনন্তরং হে উলূখল ইন্দ্রায়েন্দ্রোপকারার্থং পাতবে পাতুং সোমং সুনু। সোমাভিষবং কুরু॥

বনস্পতে। পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। কার্য্যা কারণশব্দঃ। পাতবে। পা পানে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্প্রত্যয়ঃ। এত্যাদিনিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুনু। উতশ্চ প্রত্যয়াদ-সংযোগপূর্ব্বাদিতি হের্লুক্। বিকরণস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। উলূখল। ঊর্দ্ধং খমস্যোলূখলং। পৃষোদরাদিঃ॥ ৬॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ হে উলূখল রূপ বৃক্ষ! তোমার সম্মুখেই বেগযুক্ত (অতি দ্রুত) মুসলাঘাতে বায়ু বিশেষরূপে প্রসৃত (প্রবাহিত) হইতেছে। অতঃপর, হে উলূখল! ইন্দ্রের উপকারার্থে পান করিবার নিমিত্ত সোমের অভিষব (প্রণয়ন) কর।

'বনস্পতে' এই পদে পারস্করাদিত্বহেতু সুট্ আগম হইয়াছে, এবং ঐ পদ সোমাভিষব রূপ কার্য্য-বিষয়ে কারণ-রূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে। 'পাতবে' এই পদটী পানার্থ 'পা' ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা তবেন প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে 'এত্যাদনিত্যম্' এই সূত্র দ্বারা আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুনু' এই পদটী (স্বাদিগণীয় সু ধাতুর উত্তর লোট্-হি (সুনু), 'উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ' এই সূত্র দ্বারা 'হি' র লুক্ (লোপ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে বিকরণ স্বরের দ্বারা অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে, এবং পাদের আদিতে প্রযুক্ত-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'উলূখল' এই পদটী উর্দ্ধভাগে খ (শূন্য, গহ্বর আছে) ইহার' এই অর্থে নিষ্পন্ন উলূখল শব্দের সম্বোধনে সিদ্ধ হইয়াছে; উক্ত উলূখল শব্দ 'পৃষোদরাদির মধ্যে পঠিত॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৩১৬) ঋকের বিশেষার্থ

এ ঋকের প্রচলিত অর্থের কোনই মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। ব্যাখ্যাকারগণ 'বনস্পতে' শব্দে "কাষ্ঠনির্ম্মিত উদূখল" অর্থ আমনন করিয়াছেন; এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উদূখল, তোমার মাথার উপর বায়ু বহিতেছে। অতএব ইন্দ্রদেবের পানের জন্য সোমরস অভিষুত কর।' ইহাতে কি ভাব মনে আসে, সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ যে পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসরণেই আমাদের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। ঔচিত্যানৌচিত্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

আমরা মনে করি, এখানে রূপকে এক পরমতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে! 'বনস্পতে' পদে আমরাও বিশেষণ-পদ (একবচনান্তরে উক্ত শব্দই) স্বীকার করিলাম। বন-পক্ষে, 'বনস্পতি' শব্দে বনের যিনি পতি পালক বা সংস্কারসাধক, তাঁহাকে বুঝাইতে পারে; অথবা মহাবৃক্ষও বনস্পতি নামে অভিহিত হইতে পারে। সে অর্থে, বনকে যিনি আয়ত্ত রাখেন, বনের আগাছা প্রভৃতিকে যিনি উন্মূলিত করেন, হিংস্র-জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে বনকে যিনি নিরাপদ করিয়া থাকেন, বনস্পতি শব্দে তাঁহাকেই বুঝায়। মহাবৃক্ষ-সম্বন্ধেও ঐরূপ উক্তি উপপাদন করা যাইতে পারে। মহাবৃক্ষের তেজে আগাছা-সকল বিশোষিত হয়। মহাবৃক্ষ ফলচ্ছায়াদানে জীবকে পরিতৃপ্ত করে। এখন, সেই বনস্পতি ও মহীরুহ বিষয়ক উপমার সাদৃশ্য অনুধাবন করুন। অন্তঃকরণ অরণ্যের অসদ্বৃত্তিনিচয়কেই আগাছা জঙ্গল বা হিংস্রজন্তু বলা যাইতে পারে। কামক্রোধাদি রিপু সেখানকার ভীষণ শ্বাপদ-দল বা হিংস্রজন্তু। বিবেক যদি সেখানে বনস্পতি হন, অর্থাৎ বিবেক যদি সেখানে প্রধান হন, তাহাতে ঐ সকল জঙ্গল নির্ম্মূল হইতে পারে এবং ঐ সকল হিংস্রজন্তু বিদূরিত হইয়া আসে। ঋকে তাই বনস্পতি নামে অন্তরস্থ দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অতঃপর 'অগ্রমিৎ বাতঃ' বাক্যাংশের সার্থকতা উপলব্ধি করুন। এ স্থলেও

শব্দার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভাব-প্রকাশ পক্ষে সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে। 'তোমার মস্তকের উপর বায়ু'—ইহার মর্ম্ম কি মনে হয়? 'বাতঃ' শব্দে প্রাণবায়ুকে লক্ষ্য করিতেছে। তোমারই মস্তকের উপর আছে—এবংবিধ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তোমারই প্রতিষ্ঠায় জীবনের সার্থকতা আসে। যখন তোমার মস্তকের উপর প্রাণবায়ু থাকে, অর্থাৎ যখন যখন তোমা[র] সুপ্রতিষ্ঠার উ[দয়] হয়, তখনই লক্ষ্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তখনই নিষ্পোদন-... ... ...ক্ত ভক্তিসুধা ভগবান প্রাপ্ত হন,—তখনই পরমপুরুষার্থ-লাভে সম... ...নায় (১ম—২৮সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্

(প্রথম ... ...)

আযজী বাজসাতমা তা হ্যুচ্চা বিজর্ভৃতঃ

হরী ইবান্ধাংসি বপ্সতা ॥ ৭ ॥

পদ-পাঠঃ।

আযজী ইত্যাযজী। বাজসাতমা। তা। হি। উচ্চা।

বিজর্ভৃতঃ। হরী ইবেতি হরীইব। অন্ধাংসি। বপ্সতা ॥ ৭

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'যজী' (ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্তৌ দেহমনসী) 'হি' (নিশ্চয়ং) 'বাজসাতমা' (অন্নাদিদানেন ইহলৌকিকসুখপ্রদৌ) 'উচ্চা' (উচ্চৈঃ, উন্নতপ্রদেশে, ইতি ভাবঃ) 'বিজর্ভৃতঃ' (বিশেষেণ বিহারং কুরুতঃ); 'তা' (তৌ দেহান্তরৌ) 'হরী ইব' (জ্ঞানভক্তিরূপবহ্নী ইব) 'অন্ধাংসি' (অজ্ঞানানি, পাপানি) 'বপ্সতা' (বপ্সন্তৌ, ভক্ষকৌ, নাশকৌ) ভবতঃ ইতি শেষঃ। যদি অন্তরস্তরৌ ভগবৎকার্য্যপরায়ণৌ ভবতঃ, তদা জ্ঞানভক্তিসঞ্চারেণ মনুষ্যাঃ পাপদূরীকরণসমর্থা ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতোভাবে ভগবৎকার্যে নিযুক্ত দেহ-মন, নিশ্চয়ই অন্নাদি-প্রদানে (মনুষ্যের) ঐহিক-সুখপ্রদ হইয়া, উন্নতপ্রদেশে (ভগবৎ-সান্নিধ্যে) বিচরণ করে; সেই দেহ-মন, জ্ঞানভক্তিরূপ রশ্মির ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকারনাশে সমর্থ হয়। (১ম—২৮সূ—৭ঋ)

• • •

সায়ন-ভাষ্যং

হে উলূখলমুসলে আযজী সর্ব্বতো যজ্ঞসাধনে বাজসাতমা অতিশয়েনান্নপ্রদে তা হি তে শব্দং কুরুতঃ প্রৌঢ়ধ্বনির্যথা ভবতি তথা বিজর্ভৃতঃ। বিশেষেণ পুনঃ পুনর্ব্বিহারং কুরুতঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অন্ধাংস্যন্নানি চণকাদীনি ধান্যানি বপ্সতৌ ভক্ষয়ন্তৌ হরী ইব। ইন্দ্রস্যাশ্বাবিব। অত্র যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। আযজী অন্নানাং সম্ভক্তৃতমে তে হ্যুচ্চৈর্ব্বিহ্রিয়েতে হরী ইবান্নানি ভক্ষয়ন্তৌ। নি০ ৯।৩৬। ইতি॥ আযজী। যজেরৌণাদিক ইন্ প্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বাজসাতমা। বাজং সনোতীতি বাজসাঃ। ষণু দানে। জনসনেত্যাদিনা বিট্‌প্রত্যয়ঃ। বিড়্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। আতিশায়নিকস্তমপ্। সুপাং সুলুগিতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। বিজর্ভৃতঃ। হৃঞ্ হরণে। অস্মাদ্যঙ্লুগন্তাল্লটস্তসাদিশেষোরৎ জশ্‌ত্বেষু কৃতেষু রুগ্রিকৌ চ লুকি। পা০ ৭।৪।৯১।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উলূখল! হে মুসল! সর্ব্বপ্রকারে যজ্ঞনিষ্পত্তির হেতু এবং অতিশয় (পর্য্যাপ্ত) অন্নপ্রদানকারী এবম্ভূত তোমরা উচ্চৈঃ যে প্রকারে উচ্চ শব্দ উত্থিত হয়, সেই প্রকারে পুনঃপুনঃ বিহার করিয়া থাক। উক্ত দুইটি বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—চণক (ছোলা) প্রভৃতি খাদ্য-ভক্ষণে প্রবৃত্ত দুইটী ইন্দ্রঘোটকের ন্যায় (অর্থাৎ যেরূপ ইন্দ্র-ঘোটকদ্বয় চণক প্রভৃতি খাদ্য ভক্ষণ করিতে করিতে সানন্দে বিহার করে, তদ্রূপ)। এই স্থলে যাস্ক ঋষি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'অন্নসম্ভোগকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই উলূখল ও মুসল ইহারা, খাদ্য-ভক্ষণ-প্রবৃত্ত ইন্দ্র ঘোটকদ্বয়ের ন্যায় অতিশয় বিহার করিয়া থাকে' (নি০৯।৩৭)।

'আযজী' এই পদটী যজ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে কৃদন্তর উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'বাজসতমা' এই পদটী 'বাজ (অন্ন) দান করে যে' এই অর্থে, দানার্থ 'সন্' ধাতুর উত্তর 'জনসন' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'বিট্' প্রত্যয়, 'বিড়্বনোরনুনাসিক স্যাৎ' এই সূত্র দ্বারা আকার; এবং কৃদন্ত উত্তর-পদের প্রকৃতিস্বর। তদনন্তর অতিশয় অর্থে 'বাজ সা' শব্দের উত্তর 'তমপ্' প্রত্যয় ও 'সুপাংসুলুক্' এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিজর্ভৃতঃ' এই পদটী হরণার্থ 'হৃ' ধাতুর উত্তর যঙ্, তাহার লুক্, দ্বিত্ব, হল্‌বর্ণের আদিভাগের স্থিতি, ঋ স্থানে অকার, এবং জশ্ ভাব (হ-কারের স্থানে জ-কার) করা হইলে 'রুগ্রিকৌ চ লুকি' (পা০ ৭।৪।৯১) এই সূত্রে রুক্ আগম; তদনন্তর, প্রত্যয়-লক্ষণ দ্বারা ধাতু-সংজ্ঞা

ইতি রুগাগমঃ। ততঃ প্রত্যয়লক্ষণেন ধাতুসংজ্ঞায়াং লিটি দ্বির্বচনং তস্। অদাদিবচ্চেতি বচনাচ্ছপো লুক্। গুণে প্রাপ্তে ক্ঙিতি চেতি প্রতিষেধঃ। হুগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। তি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। বপ্সতা। ভস ভক্ষণ দীপ্ত্যোঃ।০ লটঃ শতৃ। জুহোত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ। ঘসিভসোর্হলি চ। পা০ ৬।৪।১০০। ইত্যুপধালোপঃ। নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ। পা০ ৭।১।৭৮। ইতি নুম্প্রতিষেধঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং ৭॥

সপ্তম (৩১৭) ঋকের বিশদার্থ

ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্ম হইতেই ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়; এবং সেই কর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞান-ভক্তি হইতে জীব পরিত্রাণ লাভ করে। এ ঋকের ইহাই মর্ম্ম বলিয়া আমরা অনুমান করি।

কি শব্দের কি ভাবে আমরা ঐরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। 'আযজী' পদ, 'আ' উপসর্গ পূর্ব্বক 'যজি' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে ব্যুৎপন্ন হয়। পূজার্থক 'যজ্' ধাতুর উত্তর 'ই' প্রত্যয়ে 'যজি' শব্দ উৎপন্ন। দ্বিবচন-হেতু, এখানে পূজা-পক্ষে দুইয়ের কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে। সায়ণ এ ক্ষেত্রে উদূখল ও মুষল—এই দুইয়ের কর্তৃত্ব অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে ঋকের এক লৌকিক ভাব ব্যক্ত হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে, আমরা মনে করি, দেহ আর মন এই দুইকে বুঝাইলেই বড় সঙ্গত অর্থ ব্যক্ত হয়। শাস্ত্রার্থের সার্থকতাও সেখানেই সর্ব্বতঃ প্রকাশ পায়। ভগবানের পূজা-কার্য্যে উদূখল আর মুসল নিযুক্ত হওয়ার অপেক্ষা, দেহ ও মন যদি বিনিযুক্ত হয়, তাহাতেই অধিক শ্রেয়োলাভের আশা করা যায় না কি? উদূখল আর মুসল দ্বারা পরমার্থ-পক্ষে কি শ্রেয়ঃসাধন সম্ভবপর? দেহ আর মন লইয়াই যত কিছু

হইলে লিট্ (লট্) বিভক্তির দ্বিবচনে তস্, 'অদাদিবচ্চ' এই বচন হেতু শপের লুক্, গুণের প্রাপ্তি হইলে 'ক্ঙিতি চ' এই সূত্র দ্বারা সেই গুণের নিষেধ, 'হুগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা 'হ' স্থানে 'ভ', প্রত্যয়স্বর এবং 'তি চ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত-প্রতিষেধ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বপ্সতা' এই পদটী ভক্ষণদীপ্তিবোধক 'ভস্' ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ, জুহোত্যাদি (হ্বাদি) গণীয় হেতু শ্লু, ঘসিভসোর্হলি চ' (পা০ ৬।৪।১০০) এই সূত্র দ্বারা উপধার লোপ, এবং নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' (পা০ ৭।১।৭৮) এই সূত্র দ্বারা নুম্ নিষেধ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৭॥

ব্যাপার। ইষ্টানিষ্ট তাহাদেরই কর্ম্মাকর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে। দ্বিবচনান্ত 'আযজী' পদ, উদূখল ও মুষল স্বরূপেও, দেহ ও মনকেই লক্ষ্য করে। দেহ-মনই তো পাপ-বৃত্তির পেষণ-যন্ত্র! দেহ-মন যদি দৃঢ়-সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, কলুষ-নিচয় পিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। উপমার সার্থকতা সেই পক্ষে সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পরবর্ত্তী ঋকে সে সঙ্গতি অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন।

অতঃপর ঋকের অন্যান্য শব্দের অর্থ-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করুন। 'বাজসাতমা' পদের অর্থ—অন্নাদিপ্রদানকারী; ভাবে, ঐ পদে ঐহিক সুখের বিষয়ই প্রকাশ পায়। যাঁহার দেহ-মন ভগবৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছে, তিনি যে ঐহিক সুখের অধিকারী হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? তাহার পরেই তবেই ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের পথে অগ্রসর হওন। ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত দেহ-মন উন্নত-স্থানে বিচরণ করে,—ইহার মর্ম্ম এই যে, সৎকর্ম্মফলে ক্রমশঃ মানুষ ভগবানের নিকট অগ্রসর হয়। এ সকল বিষয় অধিক বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

এ পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্রে দ্বিবচনান্ত 'হরী' পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি, তাহার সকল স্থলেই ভাষ্যকারগণ 'ইন্দ্রের অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সকল স্থলেই 'জ্ঞান ও ভক্তিরূপ হরি' অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি। জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই বুঝাইতেছে বলিয়া, 'হরী' শব্দ দ্বিবচনান্ত। কর্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তির সংযোগের বিষয় খ্যাপন করাই এ ঋকের মুখ্য লক্ষ্য। জ্ঞান-ভক্তির রশ্মি সম্পাতে যে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। দেহ-মন ভগবৎ-কর্ম্মানুরত হইলে, আপনিই জ্ঞান-ভক্তির উন্মেষ ঘটে; তাহাতে আপনিই অজ্ঞানতা দূরে যায়, ক্রমশঃ মুক্তি পর্য্যন্ত অধিগত হইয়া আসে। সেই তত্ত্বই এ ঋকে নিহিত দেখি। * (১ম—২৮সূ—৭ ঋ)।

---

* এ ঋকের যে বঙ্গানুবাদ অধুনা প্রচলিত আছে, সায়ণ-ভাষ্যের অনুসারে তাহার মর্ম্মানুধাবন করুন। অপিচ, কৌতূহল-নিবারণার্থ, প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—"[illegible] এবং অত্যন্ত অন্নপ্রদ সেই উদূখল ও মুষল উভয়ে, তৃণাদি-ভক্ষণকারী অশ্বের ন্যায়, উচ্চৈঃ শব্দ পূর্ব্বক সোমকাণ্ড ভক্ষণ করে অর্থাৎ সোমলতা ছেদন করিয়া রস নিষ্কাশিত করে।"

পেষণ যন্ত্রও বলা যাইতে পারে। দেহমনোরূপ পেষণ-যন্ত্র কার্য্য করে—বিবেকের শক্তিতে। উদূখল ও মুষল পরিচালনায়ও যেমন শক্তির কার্য্য প্রয়োজন; শক্তি ব্যতীত তাহাদের কার্য্য যেমন সুসিদ্ধ হয় না; এখানে বিবেককে সেই শক্তিস্থানীয় মনে করিতে পারি। কেবলমাত্র উদূখল ও মুষল পড়িয়া থাকিলেই পেষণ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না,—ভাষ্যকারগণের কথিতরূপ সোমরসও নিঃসৃত হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত 'আদ্রৌ' পদে, ভাষ্যকারগণ উদূখল ও মুষল অর্থ কল্পনা করিয়াছেন; আমরা দেহ ও মন অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এখানে 'ঋষেভিঃ' পদে সেই উদূখল মুষলের বা দেহ-মনের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতেছে। 'ঋষি' শব্দের প্রকৃত অর্থ—যাঁহারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন। দেহ-মন যখন জ্ঞানপথে গমন করে, তখন তাহার উপর বিবেকের কর্তৃত্ব অনুভূত হয়। সেই লক্ষ্যে, সেই ভাব লক্ষিয়াই, আমরা 'বনস্পতী' পদের অর্থে [illegible] প্রতিশব্দ গ্রহণ করিলাম। গত্যর্থক 'ঋষ্' ধাতু হইতে 'ঋষেভিঃ' পদ নিষ্পন্ন। ইন্দ্রিয়াদি সদা-বিচরণশীল। ঐ পদে সেই ইন্দ্রিয়গণের লক্ষ্য আছে, মনে করি। অন্য পক্ষে, ঋত্বিক্‌গণ [illegible] মনে করা যাইতে পারে। ফলতঃ, সমস্ত সকল বৃত্তিকে ভগবৎপদাশ্রয়ানুসারিণী করার ভাবই 'সোতৃভিঃ ঋষেভিঃ' পদে ব্যক্ত হইতেছে। আমরা তাই মনে করি—'আদ্রৌ' ও 'ঋষেভিঃ' পদদ্বয়ের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপ যাথার্থ-সঙ্গত। ফলতঃ, এখানে দেহ-মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে আমার দেহ মন! তোমরা বিবেকপরিচালনে সংযত হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়—সকল বৃত্তি সংযম-পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাহাই শুভপ্রদ!' (১ম—২৮সূ—৮ঋ।)

ভাষ্যানুক্রমণিকা।

সোমাবলম্বনেন [illegible] সূক্তে [illegible]

[illegible] ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

[illegible] সোমাবলম্বন কার্য্যে [illegible] সূক্তে সেই নবমী ঋক্ কথিত হইতেছে

কিন্তু ঐরূপ অর্থের কোনও কারণ নাই। আমরা দেখিতেছি, ঋক্ সরল সুন্দর ভাবপূর্ণ। একে একে ঋকের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। 'উচ্ছিষ্টং' শব্দে কেন 'অবশিষ্ট' অর্থ গ্রহণ করিব? 'উচ্ছিষ্টং' শব্দে সকল অভিধানেই ঐরূপ অর্থ বলে। 'সংসৃষ্ট' অর্থই ঐ শব্দের দ্যোতক। 'সোম' শব্দ সম্বন্ধে শতাধিক স্থানে আলোচনা করিয়াছি। 'পবিত্র' শব্দে 'মলরহিত' অবশ্যই সঙ্গত; 'চম্বোঃ' পদ 'হৃদ্পাত্র' বলিয়াই বুঝি। 'ভরি' শব্দ 'গোঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়াই বা কেন মনে করিব? মধ্যে 'অধি' পদ রহিয়াছে। তাহারই সহিত 'ভরি' পদের সংযোগ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। 'গোঃ' শব্দে জ্ঞান জ্যোতিঃ—এ অর্থ অনেকত্র প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থ গ্রহণীয়। 'অধি ভরি' পদদ্বয়ে ত্বকের অভ্যন্তরে অস্থি প্রভৃতি অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, তাহা বঙ্গানুবাদেই দৃষ্টি করুন। আমরা মনে করি, সূক্তের শেষে, শেষ মন্ত্রে, এখানে একটা পরম উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—এই সংসার-সমুদ্রে যাঁহারা এই নরদেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন, পদে পদে বিপদের বিভীষিকা আছে। বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু—কত শত্রু কত দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য বদন ব্যাদান করিয়া আছে। সেই সকল শত্রুকে নিষ্পেষিত করিতে হইবে। তার পর ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে ভক্তিসুধা সঞ্চিত হইবে। সৎকর্ম্ম-সহযোগেই ভক্তিসুধা সঞ্চিত হয়, 'উচ্ছিষ্টং চম্বোঃ' শব্দে সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। সৎকর্ম্ম-সহযোগে ভক্তিসুধা সঞ্চয় করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করত এবং তৎসাহায্যে জ্ঞানরূপ ভগবজ্জ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হও; আত্মাকে বিশুদ্ধা ভক্তিতে পূর্ণ করিয়া তুমি ভগবানের আরাধনায় একান্তে মগ্ন হও,—ইহাই ঋকের মর্ম্ম। স্তরে স্তরে, কত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, কত প্রকারে পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইবে, পরিশেষে শুদ্ধ-সত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে। সেই তত্ত্বই এই সূক্তে বিবৃত (১ম—২৮সূ—৯ঋ)।